কৌশিক মজুমদার
হোমসনামা
Study in Scarlet

Sherlock Holmes

১৮৯২ সালের মার্চ মাসে সেটিনে তোলা শার্লক হোমসের একমাত্র ফটোগ্রাফ। ছবি তুলেছিলেন আইরিন অ্যাডলার। সঙ্গে শার্লকের অটোগ্রাফ

কৌশিক মজুমদার

T.me/Borno_porichoy
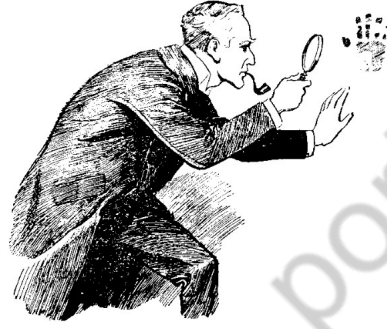
Holmesnama

Written by

Kaushik Majumdar

পেজ লে-আউট : শান্তনু ঘোষ

No part of this work can be reproduced in any form

without the written permission of the author and the publisher

বইতে হোমসের বিভিন্ন কাহিনির মূল ইংরেজি নাম ব্যবহার করা হয়েছে।
শতাধিক বছরের পুরোনো আলোকচিত্র/অলংকরণের মধ্যে
কিছুক্ষেত্রে মূল ছবি অস্পষ্ট, সেগুলি অবিকল ছাপা হল।

© কৌশিক মজুমদার

জানুয়ারি ২০১৮

সামনের প্রচ্ছদের ছবি : ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে

পিছনের প্রচ্ছদের ছবি : ফ্রাঙ্ক মারস্টন

প্রচ্ছদ রূপায়ণ : কৌশিক মজুমদার

হোমসনামা নামাঙ্কন : নির্মলেন্দু মণ্ডল

অধ্যায় নামাঙ্কন : স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

বর্ণসংস্থাপন ও ফটোশপ : প্রদীপ গরাই

প্রুফ সংশোধন : অনমিত্র রায়

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক

৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত

চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩

মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

T.me/Borno_porichoy

তিন্নিকে..

T.me/Borno_porichoy

কৃতজ্ঞতা

অর্ক চক্রবর্তী, অনমিত্র রায়, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
চৈতালী সেন, ছন্দক সেনগুপ্ত, দেবাশিস গুপ্ত, নির্মলেন্দু মণ্ডল,
প্রদীপ গরাই, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়, মুহিত হাসান,
শুভাশিস চক্রবর্তী, সন্দীপ রায়, সুমিত সেনগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
সুশান্ত রায় চৌধুরী, সোনাল দাস, সৌম্যেন পাল, স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়,
এ বি পি প্রা লি, রায় সোসাইটি, অহর্নিশ, Baker Street Irregulars

T.me/Boi_porichoy

T.me/Borno_porichoy

T.me/Borno_porichoy

T.me/Borno_porichoy

পরিশিষ্ট

T.me/Borno_porichoy

গোয়েন্দাদের আদিগুরু

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

একটি নাম কীভাবে পৃথিবীর যেকোনো ভাষায় সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয়ে বিশেষণে পরিণত হতে পারে, সেটি বোঝা যায় 'শার্লক হোমস'-এর কথা ভেবে দেখলে। যে হতভাগ্যরা গোয়েন্দা সাহিত্যের রস থেকে বঞ্চিত, অর্থাৎ সাহিত্যের এই 'জঁর'টি বিশেষ পছন্দ করেন না এবং এড়িয়ে চলেন, তাঁদের কাছেও কিন্তু 'শার্লক হোমস' শব্দবন্ধটি অপরিচিত নয়, এটি গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভের প্রতিশব্দ হয়ে ওঠায়। অনুসন্ধিৎসার অপর নাম শার্লক হোমস। কিংবা শুধুমাত্র 'শার্লক' অথবা 'হোমস' বললেও কাজ চলে।

নারায়ণ সান্যালের গল্পে একটি স্কুলে-পড়া কিশোর কৌতূহলের বশে কিছু রহস্য সমাধান করে ফেলেছিল। তার ডাকনাম হাবু। একটি ভালোনামও অবশ্য ছিল। স্কুলের খাতায়। কিন্তু কেন জানি লেখক সেটি জানাননি। রহস্যগুলি সমাধান করে ফেলায় লোকমুখে 'হেবো' হয়ে যাওয়া হাবু সকলের কাছে বিখ্যাত হল শার্লক হেবো নামে। গোয়েন্দা হেবো বা ডিটেকটিভ হেবো হলেও কথা ছিল। তা নয়, একেবারে শার্লক হেবো। একটু গোয়েন্দা গোয়েন্দা ভাব থাকলেই তাকে শার্লকের সঙ্গে তুলনা করা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, আজ নয়, বহুকাল আগেই।

বাস্তব জীবনে আমাদের চোখের সামনে কেউ যদি কোনো বিষয়ে একটু খোঁজখবর নিতে শুরু করে, বা, যদি যুক্তি সাজিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চায়, কোনো ঘটনার কার্যকারণ বা তার সূত্র সম্পর্কে একটু উৎসাহ দেখিয়ে ফেলে, তাহলে পরিচিত মানুষজন তাকে শার্লক বা হোমস আখ্যা দিয়ে ফেলেন। এটা যে আমাদের, মানে বাঙালি বা ভারতীয়দের অভ্যাস, তা নয়। এই অভ্যাস আন্তর্জাতিক। কেউ ভাবতে পারেন, বিশেষ করে গোয়েন্দা গল্পের ডাইহার্ড পাঠক ভাবতেই পারেন, এভাবে শার্লক হোমসকে ছোটো করা হয় বা অসম্মান করা হয়। কিন্তু যাঁরা এরকম ভাববেন, আগে তাঁদের ভেবে দেখা উচিত যে, শার্লক হোমসকে তাঁর স্রষ্টা জাদু কলমের জোরে আর পাঠকরা নিখাদ ভালোবাসায় একটি আইকন বা প্রতীকে পরিণত করেছে। সত্যি বলতে কী, আইকন বা প্রতীক বললেও শার্লক হোমসের ঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। বরং বলা উচিত, শার্লক হোমস হলেন একটি প্রতিষ্ঠান। এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ইংল্যান্ডের তথা তামাম বিশ্বের ভক্তকুলের মধ্যে এমন একটি বিভাজনের সৃষ্টি করে দিতে পেরেছে, যা আজ পর্যন্ত আর কোনো কাল্পনিক চরিত্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই বিষয়ে আলোচনা এগোনোর আগে একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন, আমাদের বয়সি বা কাছাকাছি সামান্য কম বা বেশি বয়সের বহু মানুষ, বহুকাল আগে, তাদের কৈশোরের একটা সময়ে বিশ্বাস করত জন্মসূত্রে আমেরিকান, কিট ওয়াকার নামক লোকটি সত্যিই বুঝি আফ্রিকার অরণ্যের গভীরে, খুলির মতো আকৃতির একটি গুহায় বংশানুক্রমে বসবাস করে, সত্যিই বোধ হয় পিগমিদের ব্যান্ডর নামক একটি উপজাতির মানুষরা বিষ মাখানো তির নিয়ে সেই এলাকা পাহারা দেয়, সত্যিই যেন এই বংশের একবিংশতি পুরুষটির প্রেমিকার নাম ডায়না পামার এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা বদলে গেল। তখন লি ফক রচিত কমিকস কাহিনি

TheBoiPoiroy

পড়া না ছাড়লেও, অরণ্যদেব যে সম্পূর্ণ কল্পকথা, তা মেনে নিতে অসুবিধে হয়নি। শৈশব পার হলে যেমন সান্টা ক্লজের রহস্য ভেদ হয়, অনেকটা সেইরকম, আর কি!

শার্লক হোমসের ব্যাপারটা আবার সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাঁর ভক্তরা, যাঁরা গোয়েন্দা-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেন এবং সাহিত্যের এই শাখার ধ্রুপদি দিকটি তুলে ধরতে সদা সচেষ্ট, তাঁরা জাতি-ধর্ম- বয়স-মানসিকতা-দেশ-কাল নির্বিশেষে সম্পূর্ণ দুটি আলাদা শাখায় বিভক্ত। এঁদের একদল মনে করেন, শার্লক হোমস লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের সৃষ্টি করা সাহিত্যের একটি আকর্ষণীয়, বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় চরিত্র ছাড়া আর কিছু না। এঁদের বোধে শার্লকের অস্তিত্ব বইয়ের পাতায়। কিন্তু অন্যদল সেকথা মানতে চান না। তাঁদের চেতনার রঙে শার্লক হোমস একজন রক্তমাংসের চরিত্র। গ্যাসবাতি জ্বলা, ঘোড়ায় টানা বোগী-ব্রুহ্যাম-ল্যানডো চলা টেলিগ্রামের যুগের লন্ডন শহরের বেকার স্ট্রিটে দু-শো একুশের বি বাড়িতে সত্যিই তিনি থাকতেন। সত্যিই তাঁর বন্ধু ছিলেন আফগানিস্তানে যুদ্ধে গিয়ে আহত হয়ে ফিরে আসা ডক্টর ওয়াটসন। এঁদের কাছে ওয়াটসন যেমন বাস্তব চরিত্র, তেমনভাবে বাস্তব এবং রক্তমাংসের চরিত্র লেস্ট্রেড, উইগিন্স, মিসেস হাডসন, এমনকী প্রোফেসর মরিয়ার্টি এবং হোমসের প্রতিটি মক্কেল এবং শত্রু।

একজন ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন গোয়েন্দা এবং তার বোকাটে সহকারীর চরিত্রের অবয়বটির জন্য খড় বেঁধে কাঠামো তৈরি করেছিলেন এডগার অ্যালান পো, তাঁর অগুস্ত দুঁপ্য এবং সহকারীর মাধ্যমে। সেই কাঠামোয় মাটি লেপে, তার ওপর রং দিয়ে রাঙিয়ে, সাজপোশাক পরিয়ে তার চোখ আঁকলেন কোনান ডয়েল। সৃষ্টি হল হোমস আর ওয়াটসনের। আর সেই সৃষ্টির প্রবাহে গা ভাসিয়ে গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারা এগিয়ে চলা শুরু করল, আর সেই স্রোত এখনও বয়ে চলেছে কালের আবহমান আবর্তে।

শার্লক হোমসের ধারার প্রবাহেই সৃষ্টি হয়েছে এরকুল পোয়ারো, ডক্টর থর্নডাইক, ম্যাক্স ক্যারাভাস, নিরো উলফ থেকে আরম্ভ করে ব্যোমকেশ বক্সী, কিরীটি রায়, পরাশর বর্মা, ফেলু মিত্তির এবং তাদেরও পরবর্তী যত গল্পের গোয়েন্দারা। তারা পাঠকের কাছে হাজির হয়েছে যে যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। কিন্তু মূল সুরটি রয়ে গিয়েছে একইরকম। এরা প্রত্যেকেই আদতে ক্ষুরধার বুদ্ধির মালিক শার্লক হোমস, কিয়ৎ পরিমাণে নির্বোধ অথচ শার্লকের গুণমুগ্ধ ওয়াটসন এবং ক্ষেত্রবিশেষে লেস্ট্রেডের মতো দায়িত্বশীল অথচ হোমসের ওপর ভরসা করে থাকা পুলিশ অফিসারেরা মূলানুগ নমুনা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রোটোটাইপ'।

ফেলু মিত্তির যখন লন্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় হোমসের উদ্দেশে বলে ওঠেন, 'গুরু, তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি', তখন তাই মনে হয়, একথা যেন ফেলু নয়, বলছেন সত্যজিৎ স্বয়ং। তিনি যেন স্যার আর্থারের উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'গুরু তুমি লিখেছিলে বলেই আমরা লিখছি।'

কনসাল্টিং ডিটেকটিভ শার্লক হোমস, তাঁর কীর্তিকাহিনির বর্ণনা দেওয়ার মতো বন্ধু তথা সহকারী ডক্টর ওয়াটসন, আর পুলিশ অফিসার লেস্ট্রেডের ছাঁচটি মডেল হিসেবে ধরে যেমন পরবর্তী যুগের সিংহভাগ গোয়েন্দা কাহিনি রচিত হয়েছে, তেমন বিংশ শতকের শেষ দিকে কিছু লেখক আবার অপেক্ষা করে থেকেছেন কোনান ডয়েলের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পার হওয়া পর্যন্ত। হোমসের স্রষ্টার কপিরাইটের মেয়াদ ফুরোতে তাঁরা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন তাঁদের নিজেদের লেখা শার্লক হোমসের কাহিনি। অন্য লেখকের সৃষ্ট চরিত্র নিয়ে মূল লেখকের অনুকরণে এভাবে লেখা গল্প-উপন্যাসকে ইংরেজিতে বলা হয় 'প্যাস্টিশে'। এই ঘরানার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লরি আর. কিং, নেল

TimeRoro_ponchoy

গাইম্যান, অ্যান্টনি হরোউইৎজ, নিকোলাস মেয়ার, লিন্ডসে ফে, স্টিফেন কিং প্রমুখ। এঁদের মধ্যে লরি আর কিং আবার অন্যরকম। এই লেখিকার গল্পের প্রধান গোয়েন্দা মিসেস মেরি রাসেল। মেরির স্বামী মিস্টার শার্লক হোমস। সাউথ ডাউনসে মৌমাছির চাষ করেন গোয়েন্দাগিরির পেশা থেকে অবসর নেওয়া বৃদ্ধ মানুষটি। মেরির কাছে তাঁর ভূমিকা অনেকটা মাইক্রফটের মতো। শ্রীমতী কিং মেরি রাসেলকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাসগুলিতে হোমসকে যেভাবে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন, তা থেকে অনুমান করা যায়, কোনো রসিক পাঠকের চিন্তাধারায় শার্লক হোমস কতখানি প্রভাব ফেলে থাকতে পারেন।

সারা জীবনে শার্লক হোমসকে নিয়ে চারখানি উপন্যাস এবং ছাপ্পান্নটি গল্প লিখেছিলেন আর্থার কোনান ডয়েল। হিসেব করলে দেখা যাবে শার্লক হোমসের প্যাস্টিশের সংখ্যা তার চাইতে অনেক বেশি। এডগার অ্যালান পো এবং কোনান ডয়েলের তৈরি করা ঘরানা অনুসরণে গোয়েন্দা গল্প বা উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, এমন লেখকের সংখ্যাও কিছু কম নয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার লেখার পরিমাণের বিচারে কোনান ডয়েলকে ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। উদাহরণ হিসেবে যেমন বলা যেতে পারে আগাথা ক্রিস্টি, জর্জ সিমেনঁ, আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনার বা মার্কিন পাল্প-ফিকশনের লেখক রবার্ট লেসলি বেলামের নাম। কিন্তু তাঁরা যতই জনপ্রিয় হয়ে থাকুন সাহিত্যের গোয়েন্দাদের আদিগুরু শার্লক হোমসের সিংহাসনটি কিন্তু কেউ টলাতে পারেননি।

সাহিত্যের গোয়েন্দাদের সাধারণ শ্রেণিবিভাগ অনুসারে দুঁপ্য বা শার্লকের ঘরানার গোয়েন্দাদের বলা হয় আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ। এঁদের বৈশিষ্ট্য হল অপরাধের অকুস্থল থেকে আপাতনিরীহ কোনো বস্তু সংগ্রহ করে তাকে সমাধানের সূত্র হিসেবে পেশ করা, ঘটনা পরম্পরা সাজিয়ে যুক্তিসম্মত সমাধানের সন্ধান, কোনো মানুষ বা বস্তুর বাহ্যিক অবস্থা লক্ষ করে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তার সম্পর্কে আরও তথ্য জেনে বা বুঝে ফেলার ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, প্রখর দূরদর্শিতা প্রভৃতি।

অবশ্য এই ঘরানাটি এড়িয়ে অন্যরকম গোয়েন্দাচরিত্র সৃষ্টি করে গোয়েন্দা কাহিনি রচনাও হয়েছে। এই গোয়েন্দারা হলেন মারদাঙ্গাবাজ হার্ডবয়েলড ডিটেকটিভ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ড্যাশিয়েল হ্যামেটের গল্পের স্যাম স্পেড, কিংবা রেমন্ড শ্যান্ডলারের কাহিনির প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফিলিপ মার্লো-র নাম। এই ধারাটির স্রষ্টা হিসেবে ড্যাশিয়েল হ্যামেটকেই ধরতে হয়। তবে এই ধারা আরও এগিয়ে নিয়ে চলার উদ্যোক্তা ছিলেন শ্যান্ডলার। আর্মচেয়ার গোয়েন্দাদের প্রচলিত ধারাটির বড়ো সমালোচক হয়ে রেমন্ড শ্যান্ডলার লিখেছিলেন, বাস্তব জগতে একটি বড়ো শহরকে নিয়ন্ত্রণ করে কুখ্যাত মাফিয়ারা। তাদের ইঙ্গিতে সেলিব্রিটিরা ওঠে বা বসে। এই জগতে রাজনৈতিক পদাধিকারীরা তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে দু-একটা জীবন শেষ করে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বিস্তর কথা বললেও তার প্রয়োগে কারো উৎসাহ নেই। দিনে-দুপুরে ঘটে যাওয়া চুরি-ছিনতাই-শ্লীলতাহানি-ধর্ষণ স্মৃতি থেকে সহজেই হারিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা মুখ খুলতে চায় না, আবার খুললেও পুলিশের বিরাগভাজন হয় কখনো। এমতাবস্থায় শ্যান্ডলারের বক্তব্য হল, খুন যদি হতেই হয় তাহলে তা হোক এমনই পরিস্থিতিতে। আর গোয়েন্দাকে যদি তদন্ত করতেই হয়, তাহলে এইসব সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেই সে সফল হোক।

এই ধরনের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে কখনো ক্ষীণ যোগাযোগ দেখা গিয়েছে হোমস এবং ওয়াটসনের। কিন্তু সেগুলি কাহিনির মুখ্য বা মূল বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। অপরাধ

TheBongPhilomath

সংঘটিত হয়েছে সমাজের সাধারণ ব্যাপ্তির মধ্যে। দাগি অপরাধী নয়, সমাজের সাধারণ সদস্যদেরই কাউকে শেষ অবদি দেখা গিয়েছে দোষী প্রমাণিত হতে।

হার্ডবয়েলড গোয়েন্দাদের ছায়া এসে পড়েছে বাংলা সাহিত্যেও। এই ধারা অনুকরণে শ্রীস্বপনকুমার লিখেছেন দীপক চ্যাটার্জির প্রচুর কাহিনি, হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন পোড়খাওয়া গোয়েন্দা ম্যাক চৌধুরীর গল্প, সামান্য কয়েকটি গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন হিমাংশু সরকার, প্রোটাগনিস্ট হিমাদ্রিকে নিয়ে।

হ্যামেট অথবা শ্যান্ডলার এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের কীর্তিকে বিন্দুমাত্র খাটো না করেও কিন্তু বলতে হয়, 'পাতায় পাতায়' শিহরন আর ছত্রে ছত্রে রোমহর্ষণ পরিবেশন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হার্ডবয়েলড গোয়েন্দাদের ধারাটি পরবর্তী যত লেখক অনুসরণ করেছেন, সংখ্যার বিচারে তার অনেক বেশি লেখক পছন্দ করেছেন হোমস-ওয়াটসন-লেস্ট্রেডের অনুগমন করে সাহিত্য রচনা করতে। এই লেখকরা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন মগজের ব্যায়াম আর্মচেয়ার গোয়েন্দারা পাঠকদের যতটা করাতে পারবেন, তেমন পারবেন না হার্ডবয়েলড ডিটেকটিভরা। তা ছাড়া দুটি ধারার তুলনামূলক বিচারেও দেখা যাবে শার্লকিয়ান আর্মচেয়ার গোয়েন্দারা মারকুটে হার্ডবয়েলড ডিটেকটিভদের থেকে পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে অনেক বেশি।

শার্লক হোমসকে বিষয় করে বাংলা ভাষায় প্রথম এবং এযাবৎ একমাত্র বইটি লিখে বাঙালি পাঠককুলের কৃতজ্ঞতাভাজন হতে চলেছে এই বইয়ের লেখক কৌশিক মজুমদার। সে শার্লককে দেখিয়েছে দু-রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কখনো কাগুজে শার্লক, কখনো রক্তমাংসের বলা যায়, শার্লক হোমসের একটা নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে এবং পরিচিতি দিতে সে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য শুধু যে শার্লকের কথাই এই বইতে বলা হয়েছে, তা বললেও চলে না। কারণ, লেখক শার্লকের স্রষ্টাকেও দেখতে চেয়েছে যথাসম্ভব সম্পূর্ণতার সঙ্গে। আর তুলে ধরেছে হোমসের সৃষ্টিকাল থেকে অবসরপ্রাপ্ত রং-ব্যবসায়ীর মামলা মেটানো পর্যন্ত স্যার আর্থার যেমন দৃষ্টিতে শার্লককে দেখেছেন, সেকথাও। আর কোনান ডয়েলের কলম থেমে যাওয়ার পর শার্লক হোমস কেমন করে ভবিষ্যতের সাহিত্যকে প্রভাবিত করে চলেছে, সেটি দেখাতেও ভোলেনি এই বইটির লেখক।

হোমসকে নিয়ে চর্চা এর আগে যে বাংলা সাহিত্যে হয়নি তা নয়। প্রসাদ সেনগুপ্ত মশাই স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের একটি জীবনী লিখেছিলেন। স্যার আর্থারের কয়েকটি গল্পের বঙ্গানুবাদ সহ সেই জীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কিন্তু একটি কথা বলতেই হচ্ছে যে, যতই অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক কাহিনি, ব্রিগেডিয়ার জেরার্ড-এর গল্প, কিংবা প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার সিরিজ লিখে থাকুন স্যার আর্থার; তাঁর যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি বা পরিচিতির সিংহভাগ, মায় নাইটহুডটিও যে শার্লক হোমসের দৌলতে, সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

শার্লক হোমসের আবির্ভাবের বা স্যার আর্থারের জন্মের বিভিন্ন বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কয়েকটি বাংলা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙালি লেখকদের কলমে শার্লক হোমস কখনো আবির্ভূত হয়েছেন সরলাক্ষ হোম বা নালক হোম-এর চেহারায়। কখনো আবার তিনি স্কুলমাস্টার রাখাল মুস্তৌফির কলকাতার বাড়িতে চলে এসেছেন নীলতারার সন্ধানে।

বাংলা ভাষায় শার্লক হোমসের কাহিনি অনুবাদ করা শুরু করেছিলেন কুলদারঞ্জন রায়। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন হোমস কাহিনির ছায়া অবলম্বনে কয়েকটি উপন্যাস এবং গল্প। শার্লক হোমসের সবকটি উপন্যাস ও গল্পের প্রথম বঙ্গানুবাদ করে বাঙালি পাঠকের

t.me/Bangla_porichoy

ধন্যবাদার্হ হলেন অদ্রীশ বর্ধন। পরে মণীন্দ্র দত্ত এবং অন্যরাও ব্রতী হয়েছিলেন এই কাজে। কয়েকটি কিশোরপাঠ্য গল্প অনুবাদ করেছিলেন সুভদ্রকুমার সেন।

গত শতকের আশির দশকে শ্রীসুকুমার সেনের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে বাংলার গোয়েন্দা কাহিনি লেখক এবং উৎসাহীদের একটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীসেনের সঙ্গে এই উদ্যোগে শামিল হয়েছিলেন প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়, সুভদ্রকুমার সেন প্রমুখ। উনিশশো তিরাশির সাতাশে অগাস্ট এই সংস্থার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির নাম রাখা হয়েছিল 'হোমসিয়ানা'। কতকটা এভাবেও 'হোমস' এবং 'হোমসিয়ান' প্রভৃতি শব্দগুলি বাংলা ভাষার অন্তর্গত হয়ে পড়ে। ডি এল রায়কে অনুকরণ করে বলা যায় 'আমরা রহস্য-রসিক কটায়, দেশে হোমসিয়ানা আদি ঘটায়'... ইত্যাদি।

শ্রীসুকুমার সেন *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* নামক গোয়েন্দা-সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক একটি আকর-গ্রন্থ রচনা করলেও হোমসিয়ানার অন্য সদস্যরা নিজেরা গোয়েন্দা গল্প লেখায় বেশি উৎসাহী ছিলেন। কারণ তাঁরা নিজেরাই লেখক। গবেষণার কাজটি ওঁরা রেখে দিয়েছিলেন কৌশিক মজুমদারের মতো রহস্য-রসিকদের জন্য।

কোনান ডয়েলের গল্প পড়ে শার্লক হোমসকে চেনা যায় বাইরে থেকে। কিন্তু শার্লক হোমস ব্যক্তিটি এবং তাঁর সঙ্গে ডয়েলের সম্পর্কের টানাপোড়েন আর হোমসের সমসাময়িক লন্ডনকে চিনতে ও জানতে এবং সেইসঙ্গে হোমস-কাহিনির পারিপ্রেক্ষিক বা পার্সপেক্টিভ বুঝতে গেলে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে ঢুকে পড়তে হয় গল্পগুলির ভেতরে। সে-কাজ সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তবে কৌশিক পেরেছে অনায়াসে এবং অন্যদের সেই কাজে সহায়তা করার আয়োজনও সে করে রেখেছে। শার্লক-ডয়েল-পুরোনো লন্ডনের আশ্চর্য জগতে সে-ই পথপ্রদর্শক। তাহলে এবার বরং জ্ঞানগর্ভ কচকচি বন্ধ করে কৌশিকের কলম অনুসরণ করে ঢুকে পড়া যাক শার্লক হোমস নামক প্রতিষ্ঠানটির অন্দরমহলে।

আসুন, পহলে আপ।

T.me/Boiro_Porichoy

ডা ডয়েল

T.me/Borno_porichoy

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (১৯৩৫)

T.me/Borno_...moy

ছেলেবেলা

১৮৯১-এর জুন মাস। কিছুদিন আগেই প্রিয়তম বন্ধুর নশ্বর শরীর মিলিয়ে গেছে রাইখেনবাখ জলপ্রপাতের সুতীব্র জলরাশির ঘূর্ণাবর্তে। ভগ্নহৃদয় ডা জন হ্যামিস ওয়াটসন ফিরে এসেছেন লন্ডনে। এ লন্ডন আর আগের লন্ডন নেই। আইনের সবচেয়ে বড়ো রক্ষক, উইলিয়াম শার্লক স্কট হোমস আর ফিরে আসবেন না কোনোদিন।

'তোমার অভিযানের কথা লোকের জানা উচিত,' বার বার বলতেন ওয়াটসন। 'কেসের ঘটনাবলি প্রকাশ করা উচিত তোমার। তুমি না করলে আমি করব,' আর তাই প্রাথমিক একটু কিন্তু কিন্তু থাকলেও শেষে হোমস হেসে বলেন, 'যা ইচ্ছে করো ডাক্তার, আমার আপত্তি নেই।' শার্লকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও ওয়াটসনের দেখা প্রথম কেসের কাহিনি ১৮৮৭-র 'Beeton's Christmas Annual'-এ প্রকাশ পেল। নামটাও বেশ রোমাঞ্চকর রাখলেন— 'A Study in Scarlet', 'রক্তসমীক্ষা'। বছর তিনেক বাদে ১৮৯০-তে প্রকাশ পেল আরও একটি অভিযান 'The Sign of the Four'. তখনও হোমস বেঁচে।

কিন্তু ১৮৯১-এর এই জুনে যখন হোমস আর পৃথিবীতে নেই, তখন হোমসকে নিয়ে লেখা যে কতটা বেদনাদায়ক, তা ডা ওয়াটসনের চেয়ে ভালো কেউ জানে না। তবু বন্ধুর স্মৃতি জাগরূক রাখতে তাঁর কাছে উপায় একটাই। হোমসের অভিযানগুলি জনসাধারণকে জানানো। ইংল্যান্ডকে নাড়িয়ে দেওয়া বেশির ভাগ অপরাধের সমাধান যে বেকার স্ট্রিটের ওই গোয়েন্দা করেছিলেন, তা তিনি না জানালে কে জানাবে? কিন্তু তাঁর কলম সরছে না।

হঠাৎ এক বন্ধু কথা মনে এল তাঁর।

ডা আর্থার কোনান ডয়েল তাঁর মতোই আর্মি ডাক্তার এবং সাহিত্য অনুরাগী। সদ্য ভিয়েনা থেকে ফিরে ২৩ মন্টেগু প্লেস, রাসেল স্কোয়ারে বাসা নিয়েছেন। 'A Study in Scarlet' লেখার সময় পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ডয়েলই করিয়ে দিয়েছিলেন। ওয়াটসনের হাতের লেখা অত্যন্ত খারাপ— তাই নিজের সুন্দর হস্তাক্ষরে গোটা পাণ্ডুলিপিটা ফেয়ার করেছিলেন এই ডয়েলই। শুধু তাই না, ঐতিহাসিক উপন্যাসে দক্ষ ডয়েল বইয়ের শেষ অধ্যায়ে 'The Country of the Saints' টাও নিজ আগ্রহেই জুড়ে দেন। অসামান্য লেখক ডয়েলের সেরা কাজ 'The White Company' তখন সবে 'The Cornhill Magazine'-এ প্রকাশ পাচ্ছে।

ডয়েল সানন্দে ডা ওয়াটসনকে পরামর্শ দেন, 'দেখো ভাই, অবস্থা যা, তোমাকে আর তোমার স্ত্রী মেরিকে শুধু আর্মির পেনশনের উপর নির্ভর করলে চলবে না, কিন্তু ইদানীং তুমি প্যাডিংটনের চেম্বারটা নিয়ে যে পরিমাণ ব্যস্ত, তাতে সময় করে লেখাও তোমার পক্ষে সম্ভব না। না আছে সময়, না আছে মনের অবস্থা। তুমি বরং একটা কাজ করো। ওই গোয়েন্দাপ্রবরের অভিযানের নোটস যা আছে আমায় দিয়ে যাও। আমিই তোমার হয়ে বকলমে লিখে দেব'খন।'

'The Strand Magazine' অনেকদিন ধরে ডয়েলকে লেখা দেবার কথা বলছিল— সঙ্গে মোটা টাকার প্রতিশ্রুতি। ডয়েল এ সুযোগ ছাড়লেন না। ১৮৯১-এর জুলাই মাসে, হোমসের অদৃশ্য হবার ঠিক দুই মাস বাদে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়ে প্রকাশ পেল 'A Scandal in Bohemia'. তারপর প্রতিমাসে এক একটি নতুন অভিযানে নতুনভাবে

আবিষ্কৃত হলেন লেখক জন ওয়াটসন। কিন্তু যে মানুষটি এই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী, তাঁকে না চিনলে হোমস বা ওয়াটসনকে চেনায় খামতি থেকে যাবে। আসুন, কিছুক্ষণের জন্য ডা আর্থার কোনান ডয়েলের জীবন একটু উঁকি মেরে দেখি।

আর্থার কোনান ডয়েলের জন্ম ২২ মে, ১৮৫৯ সালে (হোমসের জন্মের পাঁচ বছর পর) এডিনবরার পিকার্ডি প্লেসে। বাবা চার্লস ডয়েল ছিলেন আইরিশ সিভিল সার্ভেন্ট এবং শখের আঁকিয়ে। মা মেরি ফলি ডয়েলও জাতে আইরিশ ছিলেন। ডয়েল পরিবারের উৎস খুঁজতে গেলে দেখতে পাই নর্মান্ডির রুয়েনের কাছে পল্ট ড'ওয়েলি নামে এক সামন্ত বাস করতেন। তাঁর উত্তরপুরুষ আলেকজান্ডার ড'ওয়েলিকে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ১৩৩৩ সালে ওয়েক্সফোর্ডে কিছু জমি দিয়েছিলেন। রোমান ক্যাথলিক হবার কারণে অষ্টাদশ শতকে তাঁদের জমি থেকে উৎখাত করা হয় ফলে আর্থারের ঠাকুরদা জন আয়ারল্যান্ড ছেড়ে লন্ডনে পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধেন। সেসময় থেকেই তাঁদের পদবি ড'ওয়েলি থেকে ডয়েল রূপ পায়। লন্ডনে এসে জন ডয়েল 'HB' ছদ্মনামে রাজনৈতিক কার্টুন আঁকতে থাকেন। তিনিই ডয়েল পরিবারে প্রথম যাঁর নাম Dictionary of National Biographyতে স্থান পেয়েছিল। পরে অবশ্য তাঁর তিন ছেলে ও এক নাতিও সেই পথ অনুসরণ করে।

১৮৬৩ সালে তোলা ডয়েলের ছবি (বয়স চার)

T.me/Boirno_Porichoy

বাবা চার্লসের সঙ্গে আর্থার (১৮৬৫ সাল)

সাত বছর বয়সে আর্থারের স্কুলজীবন শুরু হয়। তখন সংসারে প্রবল টানাটানি। আর্থারের পরপরই জন্মেছে আরও চার ভাই-বোন। এমন সময় চার্চ মেরিকে প্রস্তাব দিল আর্থারের পড়াশুনোর সমস্ত খরচাপাতি তারাই বহন করবে। বদলে চিরকালের জন্য চার্চের সেবায় আর্থারকে উৎসর্গ করতে হবে। রাজি হলেন না মেরি। দশ বছর বয়সে স্কুল বদলে আর্থার যোগ দিলেন স্টোনহার্স্টের বিখ্যাত জেসুইট প্রিপারেটরি স্কুলে। সে-স্কুলের নিয়মকানুন দারুণ কড়া। একটু এদিক-ওদিক হলেই জেসুইট ফাদাররা রবারের তৈরি জুতোর সোলের মতো এক হাতিয়ার দিয়ে হাতের তালুতে এমন মারতেন যে হাতে রক্ত জমে যেত। আর্থার বাড়িতে চিঠি লিখতেন, কিন্তু একথা ঘুণাক্ষরেও জানাতেন না, মায়ের মন বলে কথা! তিনি দেখতেন মাঝে মাঝেই আর্থারের হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে আর্থার বলতেন, 'খেলতে গিয়ে হাতে চোট লেগেছে।' খেলাধুলাতে দারুণ উৎসাহ তাঁর। ক্রিকেটে আর্থারের পারদর্শিতা ছিল দেখার মতো। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭-এর মধ্যে MCC-র হয়ে দশটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচও খেলেন। সর্বোচ্চ রান লন্ডন কাউন্টিতে, ৪৩। বোলিং করে নিয়েছিলেন ক্রিকেটের পিতা ডবলিউ জি গ্রেসের উইকেট। সাউথ সি থাকাকালীন পোর্ট মাউথ ফুটবল ক্লাবের গোলকিপার ছিলেন তিনি। গলফেও তুখোড়। ১৯১০ সালে ক্লোবার্গ বেকন গলফ ক্লাবের অধিনায়ক হন। ব্রিটিশ মোটর রেসিং টিমের সদস্য হয়ে প্রিন্স হেনরি টুরেও অংশ নিয়েছেন তিনি।
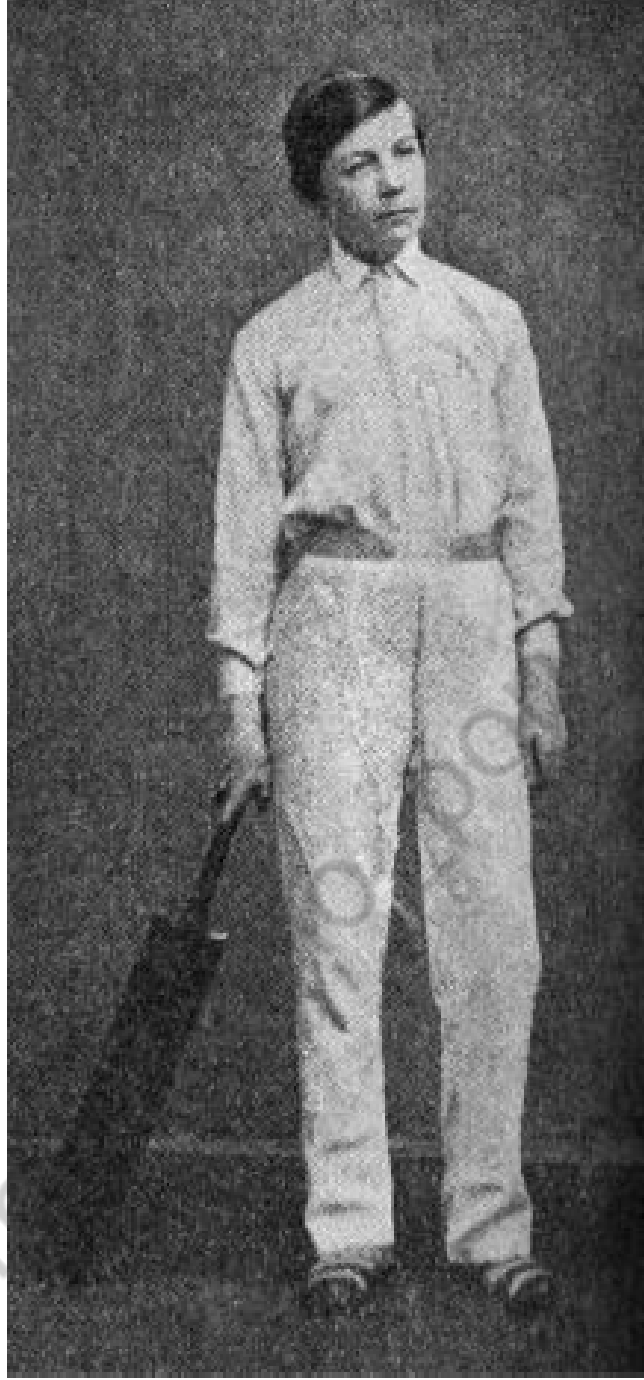
স্কুল ক্রিকেট টিমের সদস্য হিসেবে প্রথম ছবি (১৮৭৫)

১৮৭৫ সালে সাম্মানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আর্থার। তখন তিনি কবিতার ভক্ত। দিনরাত চলছে কবিতা পড়া, কবিতা লেখা, সঙ্গে জার্মান ভাষার চর্চা। মাঝে এক বছর অস্ট্রিয়ার ফেল্ডকার্সে কাটিয়ে ১৮৭৬-এর গরমকালে এডিনবরায় ডাক্তারি পড়তে ঢুকলেন। ছুটিছাটায় বাড়িতে এলে শেফিল্ডে ডাক্তারদের সহকারী হিসেবে কাজ করে দু-পয়সা রোজগার করতেন, যাতে সংসারে সামান্য সাশ্রয় হয়। ১৮৭৯-র অক্টোবরে 'Chamber's Journal'-এ প্রকাশ পেল আর্থারের প্রথম ছোটোগল্প 'The Mystery of Sasassa Valley'.

আর এই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর পরিচয় হল এমন একজন শিক্ষকের সঙ্গে যিনি চিরদিনের মতো তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন।

T.me/Borno_porichoy

ডা জোসেফ বেল

১

১৮৬৬ সালের ঘটনা। প্যারিস থেকে ইউজিন চাত্রেঁল নামে এক সুদর্শন যুবক এলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষক হয়ে। কিছুদিন বাদেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল এলিজাবেথ ডায়ার নামে এক ছাত্রীর সঙ্গে। বেথের বয়স তখন পনেরো। তবু তাঁকে ফুসলিয়ে বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন চাত্রেঁল। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এলিজাবেথকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন ইউজিন।

আর এর পরেই শুরু হল বেথের দুঃখের জীবন। কথায় কথায় চাত্রেঁল তাঁকে গালাগালি করেন। মাঝে মাঝেই চলে প্রচণ্ড মারধর। রেগে গেলেই চাত্রেঁল তাঁকে খুনের হুমকি দেন — বলেন এমনভাবে খুন করবেন যে সে-খুনের কিনারা করার সাধ্য কারো নেই। এদিকে কাসানোভা চরিত্রের চাত্রেঁল সরাসরি এলিজাবেথের পরিচারিকার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে মাতলেন। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন শহরের কুখ্যাত পতিতালয়গুলিতে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলেন এলিজাবেথ।

T.m... porichoy

১৮৭৭-এর অক্টোবর মাসে চাত্রেঁল হঠাৎ এলিজাবেথের নামে পাঁচ হাজার পাউন্ডের জীবনবিমা করে বসলেন। তার ঠিক দশ সপ্তাহ পরে এলিজাবেথের শোয়ার ঘর থেকে এক সকালে শোনা গেল তীব্র গোঙানির শব্দ। পরিচারিকা ঘরে ঢুকে দেখলে বিছানায় বেথের শরীর যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠছে, মুখ ফ্যাকাশে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বিছানার পাশে টেবিলে একটা অর্ধেক ভরা লেমোনেডের গ্লাস, কয়েকটা কমলালেবুর কোয়া আর এক গোছা আঙুর। চাত্রেঁলকে ডেকেই পরিচারিকা ছুটল ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তারকে খবর দিয়ে দৌড়ে বেথের ঘরে ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল। চাত্রেঁল এলিজাবেথের ঘরের জানলা দিয়ে বাগানে লাফিয়ে পড়লেন কেন? বেথের দেহ বিছানায় নিস্তেজ পড়ে রয়েছে, লেমোনেডের গ্লাস খালি, কমলালেবু বা আঙুরের চিহ্নমাত্র নেই, আর গোটা ঘরে হালকা গ্যাসের গন্ধ। ডাক্তার আসতেই চাত্রেঁল ঘোষণা করলেন ঘরের গ্যাসপাইপ লিক করেছে, আর বিষাক্ত কোনো গ্যাসের প্রভাবে তাঁর স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডাক্তারের কেমন সন্দেহ হল। তিনি এডিনবরার পুলিশ সার্জেন ডা হেনরি লিটল জনকে খবর পাঠালেন, 'ব্যাপার গুরুতর। শিগগির চলে আসুন। আর দয়া করে সঙ্গে ডা জোসেফ বেলকে নিয়ে আসবেন।'

২

কে এই জোসেফ বেল? যিনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কেউ না হওয়া সত্ত্বেও দিনের পর দিন নানা কেসে পুলিশ তাঁর সাহায্য নিয়েছে consulting detective হিসেবে? যাঁকে তাঁর মেয়ে বলতেন 'ম্যাজিশিয়ান', ছাত্ররা বলত 'সুপারম্যান' আর তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র আর্থার কোনান ডয়েল লিখেছেন, 'Sherlock Holmes is the literary embodiment, if I may so express it, of my memory of a professor of medicine at Edinburgh University.'

জোসেফ বেলরা পাঁচ পুরুষের ডাক্তার। ১৭৭১ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী ১৪০ বছরে 'ফেলো অফ দি রয়াল কলেজ অফ সার্জেন'-দের তালিকায় কোনো-না-কোনো ডা বেল রয়েছেন— এঁরা সবাই জোসেফের পূর্বপুরুষ। ষোলো বছর বয়সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে মাত্র একুশেই জো বেল ডাক্তারি পাশ করে রয়াল ইনফারমারিতে হাউস সার্জেন হিসাবে যোগ দেন। ছাব্বিশে শুরু করেন ছাত্র পড়ানো। ডা বেলের সাহস ছিল দেখার মতো। বাচ্চাদের ডিপথেরিয়া রোগ হলে তখন একমাত্র উপায় অপারেশন— আর সেই অপারেশনের পর ক্ষতস্থানে বিষ জমা হত। সাকশন-যন্ত্র তখনও আবিষ্কার হয়নি। ফলে সেই বিষেই বহু শিশুর মৃত্যু ঘটত। অকুতোভয় ডা বেল অপারেশনের পরে রোগীর মুখে মুখ লাগিয়ে সে-বিষ শুষে বার করতেন। এর ফলে তিনি নিজে বেশ কয়েকবার ডিপথেরিয়াতে আক্রান্ত হন— তাঁর কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো কর্কশ হয়ে যায়। বেলের সুখ্যাতি এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, স্বয়ং রানি ভিক্টোরিয়া ডা বেলের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান।

দেখতে কেমন ছিলেন ডা বেল? ছোটোখাটো চেহারা, কিশোর বয়সে শিকার করতে গিয়ে পায়ে আঘাত লাগায় একটু লেংচে হাঁটতেন তিনি। তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ন, আকাশে অনেক উঁচুতে ওড়া পাখিকেও ঠিকভাবে চিনতে পারতেন। দ্রুত গাড়ি চালাতে ভালোবাসতেন, মদ বা সিগারেট স্পর্শ করতেন না। আটাশ বছর বয়সে বিয়ে করলেন বেল। স্ত্রী এডিথের সঙ্গে সুখের সংসার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র ন-বছর পর এডিথ মারা যান। জো তাঁর প্রিয়তমা এডিথের কবরের এপিটাফে লেখেন, 'তোমার প্রতিটি

T.me/Boimo_porichoy

স্মৃতির জন্য আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই।’ আর তারপরই নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন কাজের মধ্যে।

৩

তরুণ আর্থার ডয়েল রোগীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিলেন রয়াল ইনফারমারির ক্লাসরুমে। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ডয়েল বেশ আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিয়েই পড়াশুনা চালাচ্ছিলেন তখন। কাজ শিখবার জন্য ডা বেলকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন তিনি। গ্যাসলাইটের কাঁপা আলোতে গোটা ক্লাসরুম কেমন একটা ভূতুড়ে চেহারা নিয়েছে। ডা বেল ক্লাস নিচ্ছিলেন। রোগী থপথপ করে হেঁটে এসে দাঁড়াল ক্লাসের এক কোণে। মাথার টুপি খুলল না। খরখরে স্কটিশ উচ্চারণে জানাল, তার পায়ে গোদ হয়েছে, তাই সে চিকিৎসার জন্য এসেছে। ডা বেল তাঁর খাড়া নাক নীচু করে গম্ভীর, আবেগহীন রেড ইন্ডিয়ানের মতো রোগীর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আঙুলের ডগাগুলো এক করে একবার ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন—

‘আপনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন?’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘সদ্য ছাড়া পেয়েছেন।’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘হাইল্যান্ড রেজিমেন্টে ছিলেন বোধ হয়...’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘আর নন-কমিশনড অফিসার—’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

এরপর হাতের তুরুপের তাসটা খেললেন ডা বেল।

‘দেখতে পাচ্ছি, আপনি বার্বাডোজে পোস্টেড ছিলেন।’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

রোগীকে চিকিৎসা শেষে ডা বেল যখন ছাত্রদের দিকে তাকালেন, তখন তাঁরা হতভম্ব। আর্থারের মুখের হাঁ দেখলে মনে হয় গোটা একটা চড়াই ঢুকে যেতে পারে। একটু হেসে ডা বেল শুরু করলেন, ‘যেকোনো ডাক্তারের আসল অস্ত্র ঠিক পর্যবেক্ষণ ও অনুমান। অর্ধেক রোগ নির্ণয় তাতেই হয়ে যায়। এই মানুষটির চালচলন সামরিক কিন্তু পোশাক সিভিলিয়ানদের মতো। অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক। উনি আমাকে দেখেও টুপি খোলেননি, মানে নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে পারেননি, কারণ সদ্য মিলিটারি থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তাঁর হাবভাবে এক কর্তৃত্বর আভাস, ফলে তিনি সাধারণ যোদ্ধা নন, নন-কমিশনড অফিসার। আর একমাত্র বার্বাডোজেই এখন গোদের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি, যেখানে স্কটিশ সেনাবাহিনী মোতায়েন আছে। জীবনে সেই প্রথম আর্থার মনে মনে কাউকে গুরু বলে মেনে নিলেন।

আর্থার ছাত্র হিসেবে বেশ মধ্যম মানের ছিলেন। সব বিষয়েই satisfactory-র বেশি পাননি কোনোদিন। এমনকী clinical surgery-তে তো S-মাইনাসও পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ডা বেল যে কেন তাঁকে নিজের অধীনে ড্রেসার হিসেবে নিলেন, সে-রহস্য আর্থার

T.me/Borno_porichoy

সারাজীবনে সমাধান করতে পারেননি। ১৮৭৯ সালে ইনফারমারির নতুন ভবনটি তৈরি হয় আর পরের বছরই আউটডোরে প্রায় পনেরো হাজার মানুষ দেখাতে আসে, যার অধিকাংশই বেলের রোগী ছিলেন। প্রথমে রোগীকে প্রাথমিক প্রশ্ন করে তাঁর কেস হিস্ট্রি নিয়ে নিতেন আর্থার এবং বেলের পরামর্শমতো অশিক্ষিত রোগীদের সঙ্গে তাদের গেঁয়ো ভাষাতেই বাক্যালাপ চালাতেন। ডা বেল প্রথমেই তা দেখতেন না; বরং নিজের পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগাতেন। এক রোগীকে দেখেই তিনি বললেন, 'আপনি পেশায় মুচি, তাই তো?' পরে ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করেন, 'লোকটির ট্রাউজারের হাঁটুর কাছটা অদ্ভুতভাবে ফাটা। একমাত্র ঝামাপাথর রেখে চামড়া ঘষলেই এমনটা হতে পারে।' আর একবার এক মা তার শিশুকে নিয়ে এসেছিল। তিনি মাকে প্রশ্ন করেন—

'আপনি বার্নটিসল্যান্ড থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি তো ইনভারলিথ রোড ধরে হেঁটে এসেছেন, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর একটা বাচ্চাকে কোথায় রেখে এলেন?'

'লিথে। বোনের কাছে।'

'আপনি তো লিনোলিয়াম কারখানার কর্মী...'

'হ্যাঁ।'

রোগীকে ছেড়ে দিয়ে ডা বেল বলেন, 'Elementory, gentlemen, if you will only observe and put two and two together.' মাস্টারসুলভ গলায় বলে চললেন বেল, 'মহিলার উচ্চারণ ফার্থের ফিফেদের মতো আর বার্নটিসল্যান্ড ফিফের সবচেয়ে কাছের শহর। মহিলার হাতে অদ্ভুত চর্মরোগ— যা একমাত্র লিনোলিয়াম কারখানার কর্মীদেরই সম্ভব। মহিলার পায়ে ও জুতোতে লাল মাটির ছাপ— আর এডিনবরা আসতে গেলে একমাত্র ইনভারলিথ রোডেই অমন লালমাটি দেখা যায়। মহিলার হাতে একটি বাচ্চাদের কোট কিন্তু সঙ্গের শিশুটি একেবারে দুধের শিশু— অর্থাৎ ওঁর আর একটি সন্তান আছে। শুধু ছাত্রদেরই নয়, বেড়াতে যাবার সময় ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে নিজের পরিবার নিয়ে উঠে ট্রেনের বাকি লোকদের সম্পর্কে তথ্য বলে দিয়ে বাচ্চাদের চমকে দিতেন জো বেল।

৪

মেডিক্যাল স্কুলে প্রতি শুক্রবার করে ডা বেল একটা ক্লাস নিতেন। যাই হোক না কেন, আর্থার এ ক্লাস কামাই করতেন না। একবার এক রোগী খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হলেন সেই ক্লাসে। বেল ক্লাস থেকে এক ছাত্রকে ডেকে নিলেন, 'নেমে এসো হে ছোকরা। বলো এঁর কী সমস্যা।' একটু ইতস্তত করে ছাত্রটি রোগীকে পরীক্ষা করতে গেল। ধমকে উঠলেন বেল, 'না, ওঁকে ছোঁবে না। তোমার চোখ কাজে লাগাও। কান কাজে লাগাও। মগজ কাজে লাগাও। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, দেখো না, লক্ষ করো।'

T.me/Boi_porichoy

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরূপে আর্থার (১৮৮১)

T.me/Bornoporichoy

ছাত্রটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'হিপ-জয়েন্টের সমস্যা, স্যার।' 'তোমার মুন্ডু!' কড়কে উঠলেন ডা বেল। 'ওর হিপ-জয়েন্টে কিস্সু হয়নি। হয়েছে পায়ে। পায়ের মাঝে মাঝে ছুরি দিয়ে কাটার দাগ। সেই জায়গাগুলোই কাটা যেখানে জুতো পরলে চাপ বেশি পড়ে। লোকটির পায়ে কড়া আছে— তাই সে লেংচে হাঁটছে। কিন্তু আমরা তো পায়ের ডাক্তার নই। লোকটির সমস্যা অন্য। সমস্যা অতিরিক্ত মদ্যপান। ওর লাল নাক, ফোলাফোলা মুখ, রক্তাভ চোখ, কাঁপা কাঁপা হাত দেখে কি বুঝতে পারছ না, লোকটির সমস্যা কী?' এই বলেই লোকটির কোটের পকেটে হাত দিয়ে 'এই দেখো প্রত্যক্ষ প্রমাণ', বলে একটি মদের পাঁইট বের করে আনলেন বেল। এবার ক্লাসের দিকে ফিরে তীব্র শ্লেষ ভরা কণ্ঠে ছাত্রটির উদ্দেশে বললেন বাইবেলের সেই অমর উক্তি 'The gentleman has ears and he hears not, eyes and he sees not.'

আর্থারের কাছে ডা বেল প্রায় ভগবানের মতো হয়ে উঠলেন। একদিন দু-জন আউটডোর ক্লার্ক এক বৃদ্ধাকে ডা বেলের কাছে নিয়ে এলেন। বেল তাঁকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনার পাইপটা কোথায় রেখে এলেন?' ঘরে যেন বাজ পড়ল। তখন মহিলারা সচরাচর ধূমপান করতেন না। ডা বেল জানালেন, তিনি ডাক্তার, তাঁর থেকে লুকিয়ে লাভ নেই। কাঁপা কাঁপা হাতে মহিলা তাঁর হাতব্যাগ থেকে পাইপটা বার করে বেলের হাতে দিলেন। বেল ছাত্রদের দিকে ফিরে বললেন, 'মহিলার নীচের ঠোঁটে একটা ছোটো ঘা রয়েছে। মহিলার বাঁ-গালেও তেমনি একটি দাগ। ছোটো কাটি পাইপ খেলে নল ছোটো হওয়ায় যে ধারে জ্বলন্ত তামাক থাকে, তা গালে লেগে এমনটি হতেই পারে...'

প্রেমের সমস্যাতেও মুশকিল আসান ছিলেন ডা বেল। একবার এক ছাত্র তার প্রেমিকার চিঠি পেয়ে মুষড়ে পড়ল। প্রেমিকা তাকে লিখেছে সে ভেবে দেখেছে তারা দু-জনে দু-জনের জন্য নয়। ফলে তাদের আর দেখা করা সম্ভব না। বেল চিঠির ভাষা ও বাক্যের সংগঠন দেখে ধারণা করলেন চিঠিটি জোর করে লেখানো। পরে সেটাই প্রমাণিত হল যে হাতের লেখা মেয়েটির হলেও ভাষা তার মায়ের।

এইসব পর্যবেক্ষণ ও অনুমান ডয়েলের ওপর এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে শার্লকের বহু অভিযানে তিনি প্রায় বেলের মুখের কথাই তুলে শার্লকের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন। 'The Adventure of the Greek Interpreter'-এর শুরুতে হোমস ও মাইক্রফটের কথোপকথন সেই গোদ রোগীর সঙ্গে বেলের কথারই প্রতিধ্বনি। 'The Adventure of the Norwood Builder'-এ জন ম্যাকফারলেনকে দেখে শার্লকের অনুমান কিংবা 'The Adventure of the Blue Carbuncle'-এ টুপি, 'The Sign of the Four'-এ ওয়াটসনের দাদার ঘড়ি অথবা 'The Hound of the Baskervilles'-এ মর্টিমারের ছড়ি দেখে মানুষটি সম্পর্কে অনুমান বেলের কথাই মনে পড়ায়— 'The student must be taught first to observe carefully.' ঠিক যে কথা বার বার হোমস বলতেন। হয়তো তাই হাসপাতালের বাইরেও পরামর্শদাতা গোয়েন্দা হিসেবে বেলের মতামত নিতেন পুলিশ। যেমন ১৮৭৭-এর এই অভিশপ্ত সকালে লিটলজন ডাকতে এলেন জো বেলকে।

৫

লিটলজন ও বেল, চাত্রেঁলের বাড়ি গিয়েই সোজা ঢুকলেন এলিজাবেথের শোবার ঘরে। সংজ্ঞাহীন বেথকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হল। ডা বেল বিছানার চাদরে ও বালিশের ওয়াড়ে কিছু সবজে বাদামি বমির দাগ পেলেন। তিনি এ দুটো একটা প্যাকেটে ভরে নিলেন। এলিজাবেথের জানলার নীচে পাওয়া গেল কিছু আঙুর ও কমলালেবুর

কোয়া আর জোড়া পায়ের গভীর দাগ। কেউ যেন দোতলা থেকে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে। আঙুর ও কমলার কোয়াও নমুনা হিসেবে নিয়ে নিলেন বেল। চাত্রেঁল জানাল সে ও তাঁর স্ত্রী আলাদা ঘরে শুতেন। পরিচারিকার ডাকাডাকিতে তাঁর ঘুম ভাঙে। এসে দেখেন স্ত্রী অচৈতন্য ও সারা ঘরে লিক করা গ্যাসের গন্ধ। এর বেশি তিনি কিছু জানেন না। পরিচারিকা নিজের বয়ানে জানাল সে কোনো গ্যাসের গন্ধ পায়নি। চাত্রেঁল ও পরিচারিকাকে শহর ছেড়ে যেতে বারণ করে ডা বেল সেই বমি এবং ফলের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করালেন। প্রতিটিতে তীব্র আফিম পাওয়া গেল। বেথের পেটের আফিমের সঙ্গে তা ম্যাচও করে গেল। চাত্রেঁল কিন্তু বার বার বলতে লাগল বেথের মৃত্যু হয়েছে গ্যাসপাইপ লিক করে। গ্যাস কোম্পানি পরীক্ষা করে জানায় শোয়ার ঘরের জানলার পাশের গ্যাসপাইপ থেকে সত্যিই গ্যাস লিক করেছে। কিন্তু বেথকে যে বিষ দেওয়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিষটা তবে দিল কে? পরিচারিকা, যার সঙ্গে চাত্রেঁলের সম্পর্ক আছে বলে কানাঘুসো শোনা যায়? নাকি স্বয়ং চাত্রেঁলই এ জঘন্য কাজ করেছে?

পুলিশি রিপোর্টে জ্যাক দ্য রিপারের খবর

শহরের বিভিন্ন ওষুধের দোকানে ঘুরে বেল এক আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলেন। বেথ ততদিনে মারা গেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই একটি ওষুধের দোকানে চাত্রেঁল নিজে এসে ত্রিশ গ্রেন আফিম কেনেন। তখন অফিম কিনলে ফার্মাসিস্টের খাতায় সই করতে হত। চাত্রেঁলের সই দেখে বেল নিশ্চিত হলেন খুনি আর কেউ নয়, স্বয়ং চাত্রেঁল। বেলের

নির্দেশে চাত্রেঁলকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। চারদিন বিচার চলে। বেল চাত্রেঁলের বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ১৮৭৮ সালের ৩১ মে ফাঁসির দড়ি গলায় পরার আগে নাকি চাত্রেঁল লিটলজনকে চিৎকার করে বলে, ‘জো বেলকে আমার অভিনন্দন জানিয়ো। আমাকে ফাঁসির মঞ্চে এনে সত্যিই ভালো কাজ করেছ তোমরা।’ এ কেসের রেশ কাটতে-না-কাটতে ১৮৮৮ তে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বেলকে একটি জটিল কেসের ভার দেন। পৃথিবীর কুখ্যাত সিরিয়াল কিলিংগুলোর মধ্যে একেবারে প্রথমে স্থান পাবে এটি। কেসটি জগদবিখ্যাত জ্যাক দ্য রিপারের কেস নামে।

১৮৮৮ সালের অগাস্টে লন্ডনের এক গলিতে এক বারবনিতা খুন হন। খুনের পর অপরাধী নিখুঁত শল্যবিদের মতো তাঁর জরায়ু, অন্ত্র ইত্যাদি কেটে কেটে মৃতদেহের পাশে স্তূপ করে রাখে। যেন কোনো মেডিক্যাল ছাত্র এ কাজ করেছে। আর খুনও করা হয়েছে অপারেশন করার ধারালো স্ক্যালপেল দিয়ে। গোটা লন্ডনে এ ঘটনায় সাড়া পড়ে গেল। ঠিক পরের মাসে একইভাবে খুন হলেন আরও তিন বারবনিতা। এদের মধ্যে মিস চ্যাপম্যানের মাথা কেটে একটি ফ্ল্যাটবাড়ির গেটে বসিয়ে রেখে বাকি প্রতিটি যন্ত্র, যথা জরায়ু, ফুসফুস, যকৃৎ নিখুঁতভাবে কেটে পায়ের কাছে রাখা। বাকি দু-জনের একজন মিস স্ট্রাইড ও অপরজন মিস ওডোওয়েস। লন্ডনবাসী তখন ভয়ে থরোথরো। পুলিশ দিশাহারা। পুলিশ কিছু বোঝার আগেই আবার আঘাত হানল খুনি। লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল অঞ্চলে এই সিরিয়াল কিলিং দেখে পুলিশ হত্যাকারীর নাম দেয় হোয়াইটচ্যাপেল মার্ডারার। কিন্তু সে দেখতে কেমন, পুরুষ না স্ত্রী— কোনো খবরই পুলিশের কাছে ছিল না। নভেম্বর মাসের ৮ তারিখ খুনি তার পৈশাচিকতম খুনটি করে।

মেরি জেন কেলি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, বয়স চব্বিশ এবং অন্তঃসত্ত্বা। এক সকালে তাঁকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বিছানায় শায়িত দেখা গেল। তাঁর নাক, কান, চোখ সহ দেহের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁতভাবে কেটে পাশে বিছানায় সাজিয়ে রাখা, রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা বালিশের ওপর বসানো। পুলিশ রিপোর্টে জানা যায় অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় নিয়ে অপরাধী গোটা কাজটা করেছে। তারপর ঘরে পুরোনো কাগজ জ্বেলে উৎসবের মতো বন-ফায়ারও অনুষ্ঠিত হয়েছে? এ কে? খুনি না বদ্ধ উন্মাদ? খুনের উদ্দেশ্যই-বা কী? হালে পানি না পেয়ে ডা বেলের কাছে এলেন পুলিশরা। বেল যখন তদন্ত চালাচ্ছিলেন সেই সময়ে সে আরও তিনটি খুন করেছিল। এই সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বেশ কিছু হাতে লেখা বেনামি চিঠি পেতেন, যা খুনি লিখছে বলে সন্দেহ করা হয়। এরই মধ্যে ২৯ অক্টোবর যে চিঠিটি ডা টমাস ওপেনস পেলেন, তার তলায় প্রথমবার লেখক Jack the Reaper নামে সই করেন। সেই থেকে খুনিকে ওই নামেই ডাকা হত।

ডা বেল শুরুতে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কোনো সূত্র নেই। অবশেষে মিস স্ট্রাইডের মৃতদেহের পাশে যে আঙুর ভরতি ব্যাগ পাওয়া গেছিল, তার ওপর বিক্রেতা পার্কারের নাম দেখে তদন্ত শুরু করলেন বেল। পার্কার জানাল সেদিন স্ট্রাইডকে আঙুর বিক্রির সময় সঙ্গে এক পুরুষসঙ্গীও ছিল। সে-সঙ্গীর বয়স আন্দাজ তিরিশ, উচ্চতা পাঁচ বা সাত বা আট ফুট, বলিষ্ঠ গড়ন, শ্যামলা রং। বেলের পরামর্শে পুলিশ পার্কারকে দায়িত্ব দিল লন্ডনের অলিগলিতে সেই লোকটিকে খুঁজে বেড়ানোর। একদিন দেখাও পেল তাঁর। কিন্তু পিছু ধাওয়া করতে করতেই লন্ডনের গাঢ় কুয়াশায় সে মিলিয়ে গেল। বেল এবং তাঁর এক বন্ধু একত্রে কেসটির অনুসন্ধান শুরু করলেন। তবে একজনের তদন্ত অন্যজন জানতেন না। তদন্ত শেষে দু-জনেই সিলবদ্ধ খামে দুটি নাম লিখে ইয়ার্ডকে দিলেন। খুলে দেখা গেল দুটি খামেই এক নাম লেখা। এর এক সপ্তাহ পর থেকেই সেসব নৃশংস খুন

বন্ধ হয়ে গেল। তবে বেল কার নাম লিখেছিলেন এবং কেনই-বা তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল না, তা আজও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চরমতম ক্লাসিফায়েড তথ্য।

৬

১৮৯৩ সালে লন্ডন আবার সচকিত হয়ে উঠল আরও একটি ঘটনায়, যা সুপরিচিত 'ম্যাসন কেস' নামে। ১৮৯০ নাগাদ ধনী ব্যবসায়ী মেজর ডাডলি হামব্রো তাঁর সতেরো বছরের ছেলে সিসিলের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, দরিদ্র কিন্তু মেধাবী আলফ্রেড ম্যাসনকে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। তিন বছর বাদে ম্যাসন ঠিক করেন সিসিলকে এবার বন্দুক চালনা শিখতে হবে। সেই মর্মে গ্লাসগোর নিউইয়র্ক মিউচুয়াল অ্যাশিয়োরেন্স কোম্পানিতে গিয়ে ম্যাসন এক লক্ষ পাউন্ড জীবনবিমা করলেন সিসিলের নামে। হামব্রোকে না জানিয়েই সিসিলের অভিভাবক হিসেবে ম্যাসন নিজের নাম লেখালেন। সিসিলের জীবনবিমার প্রিমিয়াম বাবদ এক হাজার পাউন্ড সঙ্গেসঙ্গে জমা দিলেন ম্যাসন।

সিসিলকে বন্দুক চালানো শেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হল স্কটল্যান্ডের নির্জন আর্ডলামেন্ট হাউসে। দু-দিন বাদে ম্যাসন সিসিলকে নিয়ে নৌকা চেপে নদীতে মাছ ধরতে বেরোলেন। ম্যাসন সাঁতার জানলেও সিসিল জানত না। কিছুদূর যাবার পরই নৌকো ফুটো হয়ে প্রবল বেগে জল ঢুকতে শুরু করে। ম্যাসন সাঁতরে পাড়ে চলে যান। ভাগ্য ভালো নৌকা যেখানে ডুবেছিল, তার পাশেই একটা পাথর ছিল। সিসিল সেটা আঁকড়ে 'বাঁচাও, বাঁচাও' চিৎকার করতে থাকে। তার চিৎকারে আশেপাশের জেলেরা তাঁকে উদ্ধার করে পাড়ে নিয়ে আসে।

পরদিন সকালেই ম্যাসন প্রায় জোর করেই সিসিলকে নিয়ে শিকারে বের হন। কাছে এক জঙ্গল— সেখানে শিকার হবে। ম্যাসনের সঙ্গে ১২ বোরের বন্দুক, সিসিলের ২০ বোরের বন্দুক আর সঙ্গে স্থানীয় গুন্ডাগোছের একটি লোক— নাম স্কট। কয়েক ঘণ্টা বাদে জঙ্গল থেকে ফিরে ম্যাসন ও স্কট জানাল জঙ্গলে সিসিল মারা গেছে। ম্যাসনের বক্তব্য থেকে জানা গেল জঙ্গলে সিসিল ও ম্যাসন আলাদা হয়ে গেছিলেন। হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে ম্যাসন ও স্কট ছুটে গিয়ে দেখেন সিসিল এক ভাঙা বেড়ার তলায় চাপা পড়ে আছে। তার ডান পাশে বন্দুক ও ডান দিকের রগ থেকে প্রচণ্ড রক্তপাত হচ্ছে। সিসিলকে তুলে আনতে আনতেই তার মৃত্যু হয়। ম্যাসনের ধারণা সিসিলের বন্দুকের সেফটি ক্যাচ অন ছিল। জঙ্গলে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে হাতে ধরা বন্দুকের ট্রিগার টিপে নিজেই নিজের গুলিতে মারা গেছে। অবাক কাণ্ড স্থানীয় পুলিশও একথা মেনে নিল এবং কিছুদিন ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেল।

ব্যাপারটা খুঁচিয়ে তুললেন ম্যাসন নিজে। কিছুদিন পরেই তিনি বিমা কোম্পানিতে গিয়ে বিমার এক লক্ষ পাউন্ড দাবি করলেন। সন্দেহ হল কোম্পানির। তারা বেল ও লিটলজনকে তদন্তের ভার দেয়। বেল সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে দেখলেন ম্যাসন আগের দিনই সিসিলকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিলেন। উদ্ধার হওয়া নৌকোতে আগে থেকে ফুটো করে কর্ক দিয়ে আটকানো ছিল। মাঝনদীতে ম্যাসন কর্ক খুলে দেন। সিসিলের মাথার খুলি পরীক্ষা করে ক্ষতের চারপাশে পোড়া বারুদের দাগ পেলেন না বেল। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি লাগলে যেটা হওয়া স্বাভাবিক। আসল চমক তখনও লুকিয়ে ছিল। সিসিলের খুলি থেকে বেল বার করে আনলেন ১২ বোরের একটি বুলেট— যেখানে সিসিলের বন্দুক ছিল ২০ বোরের। ১২ বোরের বন্দুক ছিল ম্যাসনের হাতে। বিচার শুরু হল ম্যাসনের। কিন্তু অদ্ভুতভাবে জুরিরা রায় দিলেন ম্যাসনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ তেমন

Time/Boi-porichoy

জোরালো ছিল না। ম্যাসনকে ছেড়ে দেওয়াতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন ডা বেল। কিন্তু কিছু করার নেই। ম্যাসন অবশ্য পাপের শাস্তি পেয়েছিলেন। একইভাবে আরও একটি বিমা কোম্পানিকে ধাপ্পা দিতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন ও যাবজ্জীবন জেল হয় তাঁর।

৭

১৮৯২ সালের শুরুর দিকে যখন শার্লকের অদ্ভুত কাহিনিগুলো সবে মাত্র 'স্ট্র্যান্ড'-এ প্রকাশ পাচ্ছে, লন্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা 'The Bookman'-এর সাংবাদিক রেমন্ড ব্লাথওয়েট একদিন ডয়েলের ইন্টারভিউ নিতে এলেন। তাঁকে নিজের স্টাডিতে বসিয়ে আর্থারের বাবা চার্লসের আঁকা ছবি দেখাচ্ছিলেন, এমন সময় রেমন্ড আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন, 'আচ্ছা, শার্লক হোমসের মতো একজন গোয়েন্দা মন থেকে সৃষ্টি করলেন কীভাবে?' হো হো করে হেসে উঠলেন ডয়েল। 'কে বলেছে, মন থেকে! এডিনবরাতে আমার এক শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে দেখেই আমি শার্লক হোমসের আইডিয়া পেয়েছি। আমি হয়তো অপরাধবিজ্ঞানের কিছুই জানি না, তবু গোয়েন্দা কাহিনি, বিশেষ করে পো'র দুঁপ্য আর গাবোরিওর নায়ক লেকো আমার দারুণ প্রিয়।'

সেই বছরই অগাস্টে 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিন থেকে ডয়েলের একটি সাক্ষাৎকার নেন হ্যারি হো। তাঁর সঙ্গে কথা বলাকালীন ডয়েল শুধু বেলের নামই করেননি, হো-কে ডা বেলের একটি ছবিও দেখান— যেটা আমৃত্যু ডয়েল বাঁধিয়ে নিজের স্টাডি টেবিলে রেখেছিলেন। ডয়েলের থেকে খবর পেয়ে হো নিজে ডা বেলকে চিঠি লেখেন। ডা বেলও বিনয়ের অবতার। তিনি ডয়েলের নানা প্রশংসা করে শেষে লেখেন, 'Dr Conan Doyle's genious and intense imaginaion has on this slender basis made his detective stories a distinctly new departure, but he owes much less than he thinks to yours only.' এ যেন সেই জটায়ুর 'না, না, আমি কিছু না'-র মতো হয়ে গেল! কিন্তু মিডিয়া কোনোদিনই ছাড়ার পাত্র না। চার মাস বাদেই 'The Bookman' ডয়েল ও হোমসের উপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করল। লেখক স্বয়ং জো বেল। তাতেও ডয়েল ও হোমস সম্পর্কে নানা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তিনি। শেষে লিখলেন, 'Life is not so dull after all, I will keep my eyes open and find out things.' 'স্ট্র্যান্ড'-এ প্রথম কিস্তির লেখাগুলি একত্র করে *The Adventures of Sherlock Holmes* বই হিসেবে প্রকাশ পেল। ডয়েলের বন্ধু রবার্ট লুই স্টিভেনসন তখন সামোয়াতে হাওয়া বদলাতে গেছেন। যক্ষ্মা রোগে ভুগছিলেন তিনি। সে-বইয়ের এক কপি তাঁর হাতে পৌঁছোয়। ১৮৯৩-এর ৫ এপ্রিল আর্থারকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, 'একটা জিনিসই আমায় জ্বালাচ্ছে এই শার্লক কি আসলে আমাদের পুরোনো বন্ধু জো বেল?' উত্তরে ঠাট্টা করে ডয়েল লেখেন, 'ও হল জো বেল ও পো'র দুঁপ্যর অবৈধ সন্তান।'

স্টিভেনসনের মনে কেন প্রশ্ন জেগেছিল জানি না। কিন্তু নিজের তেত্রিশ বছরের জীবনে একের পর এক ব্যর্থতায় যখন ডয়েল বিপর্যস্ত তখন প্রথমবারের মতো তাঁকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল হোমসের 'স্ট্র্যান্ড'-এ প্রকাশিত গল্পগুলি। তাঁর নামডাক, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, ইতিহাসে স্থান পাবার হাতছানি— এককথায় আর্থারকে এক নতুন আর্থার বানিয়েছিল এই গল্পরা। আর সেই গল্প সংকলনের উৎসর্গপত্রে আর্থার লিখেছিলেন সেই মানুষের নাম যিনি বন্ধু হিসেবে, গুরু হিসেবে মানুষ হিসেবে আর্থারের চিরপ্রণম্য থেকে যাবেন—

T.me/Boitoi_pohoy

To

MY OLD TEACHER,

JOSEPH BELL, M.D., &c.,

OF

2, MELVILLE CRESCENT,

EDINBURGH

T.me/Borno_porichoy

ডা স্যাকার ও মিস্টার হোপ

১

তাঁর সস্তা মার্বেল কাগজে মোড়া লাল নোটবুকের পাতায় আর্থার লিখলেন, A tangled skein. মনে মনে তখনই ঠিক করে নিয়েছেন, একটি গোয়েন্দা কাহিনি লিখবেন। এই নামটি লেখার সময় আর্থারের মনে নিশ্চয়ই এমিল গাবোরিওর ১৮৬৭-র রহস্য উপন্যাস 'The Mystery of Orcival'-এর কথা ছিল। এই কাহিনিতে গোয়েন্দা লেকঁ ভাবছেন, 'The difficulty is to seize at the beginning, in the entangled skein, the main thread, which must lead to the truth through all the mazes, the ruses, silence, falsehoods of the guilty.' এ বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ আর্থারের কাছে ছিল। আর্থারের তখন বারো বছর বয়স।

পরে অবশ্য কাহিনির নাম বদলে তিনি 'A Study in Scarlet' রাখলেন। এ শব্দটি তিনি তুলে নিলেন হোমসের বলা একটি কথা থেকেই, 'I might not have gone but for you and so have missed the finest study I ever came across : a study in scarlet, eh?' নামের এই পরিবর্তনের একটা কারণ থাকতেই পারে। বাজারচলতি আর দশটা সস্তা ডিটেকটিভ নভেলের থেকে যে তাঁর বই অনেক বেশি 'সিরিয়াস', তা বোঝাতেই এই 'study' শব্দটি আনলেন তিনি। নিশ্চিতভাবে ১৮৭৩-এ ওয়াল্টার প্যাটারের লেখা *Studies in the History of the Renaissance* কিংবা সুইনবার্নের *Studies in song*-এর কথা তিনি ভোলেননি।

কাহিনির শুরুতে আর্থার প্রথমেই কিছু বিচ্ছিন্ন দৃশ্য এলোমেলোভাবে লিখেছিলেন। কোনো সুসংবদ্ধ গল্প তাঁর মনে গড়ে ওঠেনি। প্রথম পাতায় তিনি তাঁর নোটে লিখলেন—

এক মহিলা ভয় পেয়ে কোচোয়ানের কাছে দৌড়ে এল... দু-জন মিলে পুলিশের কাছে গেল... জন রিভস সাত বছর হল পুলিশে কর্মরত... তিনি তাঁদের সঙ্গে অকুস্থলে গেলেন।

বাস্তব অপরাধবিজ্ঞান সম্পর্কে ডয়েলের ধারণা বেশ অস্পষ্ট। নিজের গুরু ডা বেলকে আদর্শ করে তিনি তাঁর খাড়া নাক, বুদ্ধিদীপ্ত গোয়েন্দাকে গড়ে তুলবেন বলে ভাবেন। সঙ্গে থাকবে বসওয়েলের মতো এক সঙ্গী। আজীবন ডাক্তারি ছাত্র ডয়েল এই সঙ্গীটিকেও তাঁর নিজের জীবিকা দিলেন। ১৮৮৬তে ডয়েল যখন এই উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত তখন হেনরি ফোল্ড নামে এক স্কটিশ সার্জন লন্ডনের পুলিশ বিভাগে একটি বক্তৃতা দিলেন। বিষয়— অপরাধ নির্ণয়ে হাতের ছাপের ভূমিকা। দুঃখের বিষয় অলীক, অসম্ভব কল্পনা বলে লন্ডনের পুলিশ বিভাগ একে হেসেই উড়িয়ে দিল। ডয়েল এসব কিছু জানতেন না— জানার ইচ্ছেও খুব একটা ছিল না। তিনি তখন নতুন উপন্যাসে বুঁদ হয়ে আছেন। সেই লাল নোটবুকের অন্য এক পাতায় Study in Scarlet লিখে তলায় তাঁর কাহিনির কথকের নাম দিলেন— 'ওরমন্ড স্যাকার— সুদান থেকে'। ওরমন্ড নামটা মাথায় আসার কারণ খুব সম্ভব ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ঠিক পাশেই গড়ে ওঠা গ্রেট ওরমন্ড স্ট্রিট হসপিটাল। আর স্যাকার নামটা তিনি নিয়েছিলেন সেন্ট জন চার্চের ঠিক পিছনের রাস্তা স্যাকার স্ট্রিট থেকে। স্যাকার স্ট্রিটের পাশেই রয়েছে আর একটি রাস্তা— স্ট্যামফোর্ড স্ট্রিট, যে

t.me/Boi_porichoy

স্ট্যামফোর্ড পরবর্তীকালে হোমস কাহিনির একটি চরিত্র হবেন। শুধু রাস্তাই নয়, নিজের পাড়া-প্রতিবেশীদের নাম-পদবিও এ উপন্যাসে ব্যবহার করলেন আর্থার। আর্নেস্ট সার্পেন্টিয়ার হলেন মাদাম সার্পেন্টিয়ার, উইলিয়াম রান্সকে বানালেন পুলিশ কনস্টেবল, বুশ ভিলার জেমস কাউপারের পদবিকে দিব্যি কাজে লাগিয়ে দিলেন এক মরমোনের নাম হিসেবে, স্টোনিহার্স্ট আর এডিনবরাতে আর্থারের এক বন্ধু ছিলেন, জাতে ফরাসি, নাম জোসেফ আলেকজান্ডার লেস্ট্রেড— তিনি হয়ে গেলেন পুলিশ ইনস্পেকটর। আর্থারের বুশ ভিলার ফ্ল্যাটের পাশেই এলম গ্রোভে এক মিশনারি ছিলেন, যাঁর লেখা আফগান যুদ্ধের স্মৃতিকথা আর্থারকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। *Through the Khyber Pass to Sherpore Camp and Cabul* গ্রন্থের রচয়িতা সেই মিশনারি ভদ্রলোকের নাম রেভারেন্ড জে জেলসন গ্রেগসন— শার্লক কাহিনির দ্বিতীয় ইনস্পেকটর।

T.me/Borno_porichoy

Study in Scarlet

Ormond Sacker – ~~from Soudan~~ from Afghanistan
Lived at 221 B Upper Baker Street
with
I Sherrinford Holmes –
The Laws of Evidence
Reserved –
Sleepy eyed young man – philosopher – Collector of rare Violins
An Amati – Chemical laboratory
I have four hundred a year –
I am a Consulting detective –
What rot this is" I cried – throwing the volume
petulantly aside " I must say that I have no
patience with people who build up fine theories in their
own armchairs which can never be reduced to
practice – Lecoq was a bungler –
Dupin was better. Dupin was decidedly smart –
His trick of following a train of thought was more
sensational than clever but still he had analytical genius.

'A Study in Scarlet' পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

T.me/Borno_porichoy

বাকি রইলেন আসল মানুষটি। কাহিনির নায়ক। গোয়েন্দাপ্রবর অনেক নাম ও পদবি ভেবেচিন্তে, কাটাকুটি করে অবশেষে নাম স্থির হল শেরিংটন হোপ। তবে হোপ নামটি কিছুদিন বাদেই বদলে হোমস করলেন ডয়েল। তিনি এবং তাঁর পরিবারের সবাই অলিভার ওয়েনডেল হোমসের লেখার ভক্ত ছিলেন। হোমসের লেখা *Holmes's Great Metropolis: or, Views and History of London in the Nineteenth Century* বইটি আর্থারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল। এই গোয়েন্দার নাম লিখেই পাশে ছোটো ছোটো ক-টি পয়েন্টে চরিত্রটিকে ফোটাতে থাকেন আর্থার— লাজুক, চুপচাপ, স্বপ্নালু চোখের যুবক, দুষ্প্রাপ্য বেহালা সংগ্রাহক (আমাটি, স্ট্রাডিভারি, বারগোনজির মতো বেহালা আছে), চৌকো চোয়াল, ঘন ভুরু, ছ-ফুটের ওপর লম্বা, রোগা ফিনফিনে চেহারা...। তবে শেরিনফোর্ড নামটা ঠিক পোষাচ্ছিল না ডয়েলের। শার্লক নামটি তাঁর কাছে নতুন নয়। স্টোনিহার্স্টে তাঁর এক বন্ধু ছিলেন প্যাট্রিক শার্লক। আবার ম্যাকলের *History of England*-এও উইলিয়াম শার্লকের নাম পাই। তবে অপরাধ তত্ত্বের সঙ্গেও এক শার্লককে নিশ্চয়ই চিনতেন ডয়েল। তিনি যখন মেডিক্যাল স্কুল, এডিনবরার ছাত্র, তখন ল্যামবেথের পুলিশ ইনস্পেকটর ছিলেন আর এক উইলিয়াম শার্লক। 'The Times' ও 'The Home Chronicles'-এ তাঁর নানা কীর্তির কথা নিয়মিত ছাপা হত। কেন্টে একটি খুনের ঘটনা প্রায় একা হাতে সমাধান করেছিলেন তিনি।
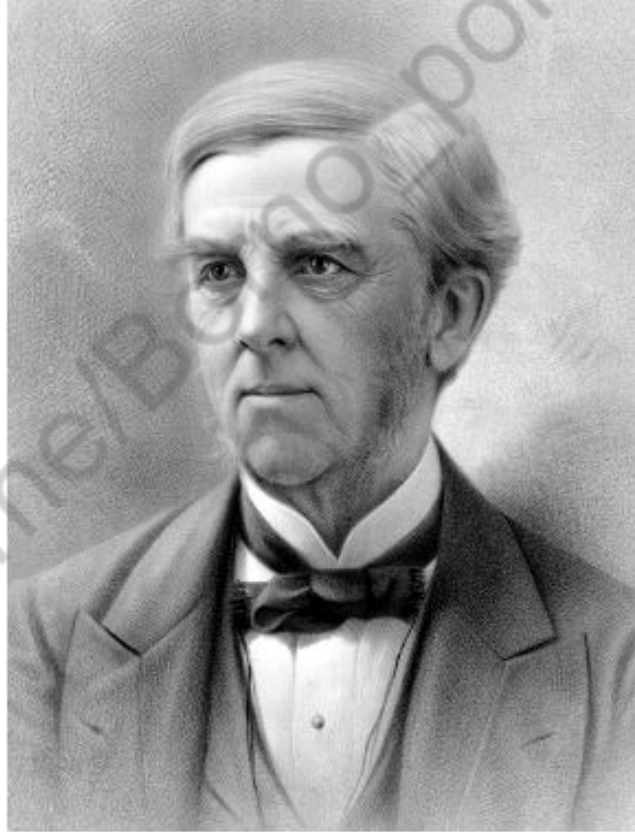
অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস

১৮৮১-র লন্ডন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আরও দু-জন ইনস্পেকটর ছিলেন, যাঁদের নাম টমাস হোমস এবং জেমস শার্লক। শুধু তাই নয় একজন লেকঁও ছিলেন (গাবোরিওর সেই গোয়েন্দা)— একে টেলিপ্যাথির ঠাকুরদা না বললে আর কাকে বলা যাবে! তবে যে কারণেই হোক শার্লক নামটা ডয়েলের মনে ধরে গেল। গোয়েন্দার নাম তিনি রাখলেন

T.me/Boighar_porichoy

শার্লক হোমস। এদিকে কাহিনির কথকের নামও বদলাল। বেশ অদ্ভুত শোনানো ওরমন্ড স্যাকারকে বদলে ডয়েল নিতান্ত সাদাসিধে জন ওয়াটসন বানিয়ে দিলেন। এডিনবরায় পড়াশুনো করার সময়, তাঁর এক বন্ধু ছিলেন, নাম ডা প্যাট্রিক হেরন ওয়াটসন। এ ছাড়াও ডয়েল এডিনবরায় থাকাকালীন দু-জন ওয়াটসনের নাম প্রায়ই পত্রিকায় পাতায় দেখা যেত। একজন লন্ডনের কনজার্ভেটিভ পার্টির আইনজীবী উইলিয়াম ওয়াটসন আর অন্যজন স্কটিশ আইন ব্যবসায়ী বার্টন ওয়াটসন।
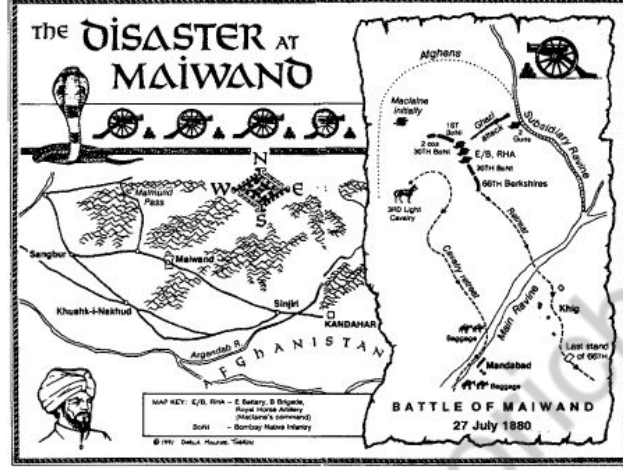
মেইওয়ান্দের যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি

যদিও হোমসকে শুরুতে অনেকটা এডগার অ্যালান পো-র গোয়েন্দা দুঁপ্যার ধাঁচে গড়েছিলেন ডয়েল তবু পো-র মতো কাহিনির কথককে তিনি অবজ্ঞা করেননি। হোমসের প্রথম অভিযান ‘A Study in Scarlet’-এর শুরুতেই লেখা ছিল ‘ডা জন এইচ ওয়াটসনের স্মৃতিকথা থেকে মুদ্রিত’। নিজে কোনোদিন সেনাবাহিনীতে না গেলেও ডয়েল চাইলেন তাঁর কথক ওয়াটসন যেন যুদ্ধে যায়। নোটবইয়ের সুদান কেটে তাই আফগানিস্তান করলেন তিনি। ১৮১৫-তে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে হারিয়ে ব্রিটিশরা যেন প্রায় বিশ্বজয় করেছিল। বহুদিন পর্যন্ত রাশিয়া ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো শত্রুপক্ষ ছিল না। এদিকে রাশিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ‘মুকুটের মণি’ ভারতবর্ষের দিকে। ফলে এশিয়ার ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য ১৮৩৮ থেকে ১৮৪২ অবধি চলল প্রথম আফগান যুদ্ধ। যুদ্ধে ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয় হল। ১৮৭৮ সালে, আর্থার যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, তখন ইংরেজরা আবার আফগানিস্তান আক্রমণ করল। ভয়াবহ যুদ্ধের পর আবারও ইংরেজদের পরাজয় ঘটে। ১৮৮০তে কান্দাহারের পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে মাইওয়ান্দের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে ব্রিটিশদের অন্তিম পরাজয় ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা শুরুতেই উল্লেখ করেছেন ডয়েল— যাতে সদ্য-ঘটে-যাওয়া এই ঘটনার উল্লেখে ওয়াটসনের বিবরণ পাঠকের কাছে সত্যি বলেই মনে হয়। শুরুতেই ওয়াটসন লিখছেন—

জোসেফ স্মিথের হত্যা (লিথোগ্রাফ)

১৮৭৮ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তারির ডিগ্রি নিয়ে নেটলি গিয়েছিলাম আমি সার্জন পাঠক্রম পড়বার জন্য। সেখানকার পড়াশুনো চুকিয়ে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে। ইন্ডিয়ায় গিয়ে কাজ বুঝে নেবার আগেই আফগান যুদ্ধ। বোম্বাই পৌঁছে শুনলাম আমাদের বাহিনী গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে শত্রুদের এলাকায় ঢুকে পড়েছে... বার্কশায়ারের সঙ্গে মেইওয়ান্দের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে গিয়েছি। কাঁধে লেগেছে জেজিল বুলেট।

(অনুবাদ— অদ্রীশ বর্ধন)

T.me/Borno_porichoy
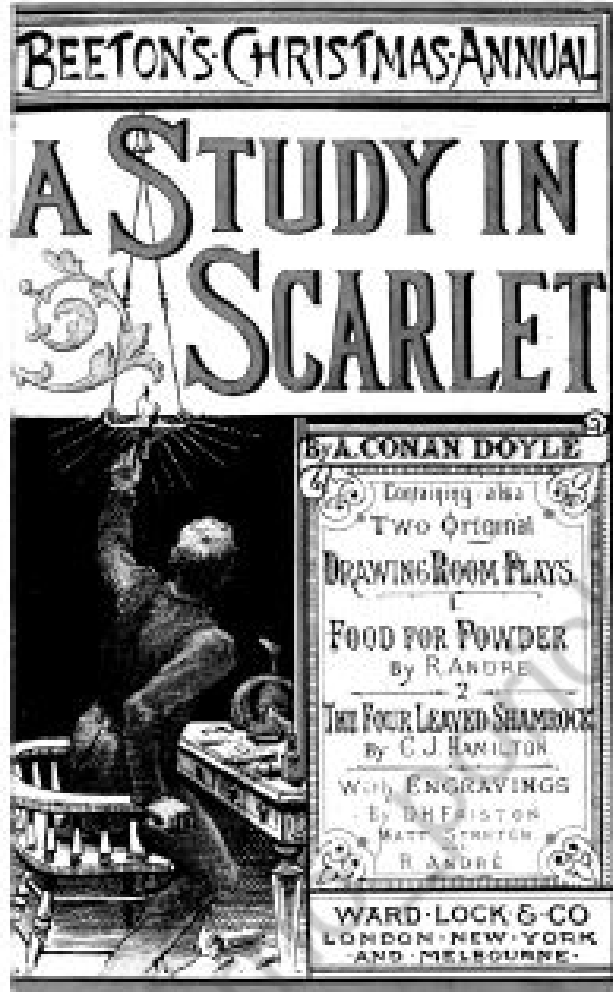
বিটনস অ্যানুয়ালের প্রচ্ছদ (১৮৮৭ সাল)

এখানে একটা ভুল করেছেন ডয়েল। যুদ্ধের সময় বার্কশায়ারের নাম ছিল ৬৬ফুট—সেটা তিনি জানতেন না। এটাও না যে ১৮৭২ সাল থেকে ইংরেজ সেনাবাহিনী থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদটি উঠে গেছিল। কিন্তু সেকথা ক-জন পাঠকই-বা জানতেন?

সে যাই হোক, পাত্রপাত্রীর নাম ঠিক করে ডয়েল উপন্যাস লেখা শুরু করলেন। ভেবেছিলেন এই পাগল গোয়েন্দাকে নিয়ে একটার বেশি কাহিনি লিখবেন না। তখন কে জানত ভবিষ্যৎ ডয়েলের জন্য সম্পূর্ণ অন্য কিছু লিখে রাখছে!

২

এমিল গাবোরিওর যে বই থেকে প্রথমে 'Tangled Skein' নামটা ধার করেছিলেন ডয়েল, সেই 'The Mystery of Orcival' উপন্যাসটি মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে গোয়েন্দা এক জবরদস্ত খুনের সমাধান করলেন; দ্বিতীয় অংশে ফ্ল্যাশব্যাকে এই খুনের পশ্চাদপটের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

'A Study in Scarlet' উপন্যাসে গাবোরিওর উপন্যাসের এই ধরনটি প্রায় হুবহু মেনে চলেছেন ডয়েল। এমনকী পরবর্তীকালে 'The Valley of Fear' উপন্যাসেও এ গঠনের পুনরাবৃত্তি দেখি। 'A Study in Scarlet'-এ হোমসকে নিয়ে প্রথম সাতটি অধ্যায় লেখার পরই তিনি ফ্ল্যাশব্যাকে পাঠককে নিয়ে যান ১৮৪৭ সালের আমেরিকায়। ডয়েল

কোনোদিন আমেরিকা যাননি, তবু কাহিনির এই দ্বিতীয় অংশে তিনি প্রকৃত ভিলেনের অভাবে এমন একটি গোষ্ঠীকে ভিলেন বানালেন, যারা গোটা ইংল্যান্ডের কাছে ছিল দু-চোখের বিষ। ১৮৩০ সালে জোসেফ স্মিথ খ্রিস্টান চার্চেরই একটি গোষ্ঠীকে আলাদা করে মরমোন নামে নতুন গোষ্ঠী তৈরি করেন। মূলত নিউ ইয়র্ক শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ গোষ্ঠী একটি সমান্তরাল চার্চ এমনকী *Book of Mormon* নামে নতুন বাইবেলও তৈরি করে। স্বভাবতই খ্রিস্টানরা এদের হাবভাব বেশ সন্দেহের চোখেই দেখত। ১৮৪৪ সালে জোসেফ স্মিথকে হত্যা করা হয়। নতুন নেতা হন ব্রিংহ্যাম ইয়ং। মরমোনরা পালিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার সল্টলেক ভ্যালিতে আশ্রয় নেয়— ডয়েল এখানেই তাঁর কাহিনি ফেঁদেছেন। অবশ্য কাহিনিটিকেও একেবারে মৌলিক বলা যায় না। ডয়েলের উপন্যাসের ঠিক একবছর আগে ১৮৮৫তে প্রকাশ পায় ডয়েলের বন্ধুস্থানীয় লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসনের *New Arabian Nights*. সে-বইতে নানা কাহিনির মধ্যে 'The Dynamiter' কাহিনিটির সঙ্গে ডয়েলের কাহিনির আশ্চর্য মিল। শুধু কাহিনিই নয়, স্টিভেনসনের একটি অধ্যায়ের নাম 'Avenging Angels', ডয়েলের 'Destroying Angels'; দুটি কাহিনিতেই মূল চরিত্রের নাম লুসি। শুধু এটুকুই নয়। প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস লিখতে গিয়ে পো-র দুঁপ্যকে একেবারে শেষে বেশ অর্থহীনভাবেই নকল করলেন ডয়েল। দুঁপ্য-র 'The Purloined Letter'-এ একটি ল্যাটিন উদ্ধৃতি ছিল, 'The Murderers in the Rue Morgue'-এ ছিল রসেয়ুর এক ধ্রুপদি উদ্ধৃতি। এই ধ্রুপদি উদ্ধৃতি দেবার লোভ ডয়েল সামলাতে পারেননি। তাই 'A Study in Scarlet' শেষ হয় হোরাসের *Satires* থেকে নেওয়া একটি উদ্ধৃতি দিয়ে— 'Populus me sibilat, at mihi plaudo/Ipse domi simul ac nummos contemplor in arca'— যার মানে 'লোকে আমায় দেখে ঈর্ষা করে কিন্তু আমি আমার টাকার বাক্স যখন দেখি, তখন মনে মনে সুখ অনুভব করি।'

Just Ready, in Picture Covers, One Shil
BEETON'S CHRISTMAS ANNUA
SEASON, the leading feature of which is an
thrilling Story, entitled
A STUDY IN SCARLET.
By A. CONDON DOYLE.
"This story will be found remarkable for th
presentation of a supremely ingenious d
whose performances, while based on the most
principles, outshine any hitherto depicte
publishers have great satisfaction in assu
public that no annual for some years has equ

প্রথম বিজ্ঞাপনে ডয়েলের নামের ভুল বানান

স্পষ্টতই কিছু না ভেবেই দুম করে ডয়েল এই উদ্ধৃতিটি বসানোর জন্যই বসিয়েছেন। কারণ হোমস তখন প্রায় বেকার এবং এই কেসে একটি পয়সাও পাননি। কিংবা হয়তো এটাই পো-কে দেওয়া ডয়েলের শ্রদ্ধার্ঘ? কে জানে!

৩

আর্থারের স্ত্রী টুরি ডয়েল তাঁর বোনকে চিঠিতে লিখলেন, 'সম্প্রতি আর্থার একটা উপন্যাস লিখেছে, ২০০ পৃষ্ঠার ছোট্ট উপন্যাস। নাম "A Study in Scarlet".' কিন্তু লেখা শেষ হবার পরেই শুরু হল দীর্ঘ এক বিরক্তিকর যাত্রা। প্রকাশকদের দুয়ারে দুয়ারে। কোনো প্রকাশকই তাঁর এ বই ছাপতে উৎসাহী ছিলেন না। এর আগের উপন্যাস 'The

Firm of Girdle Stone' কেউ ছাপেনি; এ উপন্যাসেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল।

বড়ো বড়ো প্রকাশকরা যখন 'না' করে দিলেন, আর্থার তখন উপন্যাসটি পাঠালেন ওয়ার্ড, লকের অফিসে। সে-পাণ্ডুলিপি গিয়ে পৌঁছোল ওয়ার্ড, লকের বিভিন্ন বিজ্ঞান সিরিজের লেখক ও 'লিপিনকট' ম্যাগাজিনের সম্পাদক জর্জ টমাস বিটানির টেবিলে। বিটানি দেখলেন এ বিষয় তাঁর করায়ত্ত নয়। তাঁর স্ত্রী মেরি জিন সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি সে-পাণ্ডুলিপি স্ত্রীকে দেখালেন। এক নিশ্বাসে উপন্যাসটি শেষ করে মেরি তাঁর স্বামীকে জানান, 'এ তো জাত লেখকের লেখা! আমি এই বই নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী। এ বই নিশ্চয়ই খুব সফল হবে।'

অতএব আর্থার একটি চিঠি পেলেন।

প্রিয় মহাশয়,

আমরা আপনার গল্প 'A Study in Scarlet' পড়েছি এবং খুশি হয়েছি। এ বছর এই লেখা ছাপা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ বাজারে এখন প্রচুর এই ধরনের বই রয়েছে। কিন্তু আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা সামনের বছর অবধি লেখাটি হাতে রাখব। কপিরাইট বাবদ আমরা আপনাকে ২৫ পাউন্ড দিতে রাজি।

আপনার অনুগত,

ওয়ার্ড, লক অ্যান্ড কোং

৩০ অক্টোবর, ১৮৮৬

চিঠি পেয়ে ডয়েল যতটা আনন্দ পেলেন, দুঃখ পেলেন তার থেকে বেশি। তিনি একের পর এক চিঠি লিখলেন প্রতিটি বইয়ে রয়ালটির জন্য— কিন্তু তা নাকচ হয়ে গেল। অবশেষে ২০ নভেম্বর একটি চিঠিতে তিনি রাজি হলেন মাত্র ২৫ পাউন্ডে বইয়ের স্বত্ব বিক্রি করতে। প্রকাশকরা ঠিক করলেন ১৮৮৭-র 'বিটন'স ক্রিসমাস অ্যানুয়াল'-এ উপন্যাসটি ছাপবেন।

১৮৫২ সালে বছর কুড়ির ছোকরা স্যামুয়েল অরচার্ট বিটন আচমকা হ্যারিয়েট বিচার স্টৌ-র *Uncle Tom's Cabin* ছেপে হইচই ফেলে দিলেন। সে-বছরই তিনি একটি পত্রিকাও শুরু করলেন। নাম Englishwoman's Domestic Mazagine. ১৮৫৬-তে বিটন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। পাত্রীর নাম ইসাবেলা মেরি ম্যাসন। এই ইসাবেলা এসেই বিটনের প্রকাশনাকে এক নতুন মাত্রা দিলেন। গৃহিণীর জন্য হাতবই *Mrs Beeton's Book of Household Management* হাজার হাজার কপি বিক্রি হত প্রতি বছর। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার ঘরে ঘরে বাইবেলের মতো এই বইও একটি করে থাকত। পরবর্তীকালে 'Boy's Own Magazine' পত্রিকাও প্রকাশ করা শুরু করেন বিটন। যদিও অপ্রাসঙ্গিক, তবুও পাঠকদের হয়তো মনে থাকবে এই পত্রিকাতেই ছবি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিলেন এক বঙ্গসন্তান— নাম সুকুমার রায়। ১৮৬৫ তে মিসেস বিটন মারা গেলে অরচার্ট বিটন নিজের প্রকাশনা ওয়ার্ড অ্যান্ড লক-কে বিক্রি করে দেন। তাঁরাই বছর বছর বিটন'স ক্রিসমাস অ্যানুয়াল প্রকাশ করতে থাকে। আগে এতে রাজনৈতিক ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ পেত। কিন্তু ১৮৭৭-এ বিটনের যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর পর পরই ওয়ার্ড অ্যান্ড লক-এ সাহিত্য প্রকাশ শুরু করলেন। নতুন সংখ্যার প্রথমেই প্রকাশ পেল মার্ক টোয়েনের তিনটি ছোটোগল্প ও কিছু নাটক।

t.me/Boi_porichoy

১৮৮৬-র অক্টোবরে ডা জোসেফ বেল চাকরি থেকে অবসর নিলেন। শুরু করলেন নার্সদের জন্য একটি পাঠ্যবই লেখার কাজ। পরের বছর নভেম্বরে যোগ দিলেন রয়্যাল হসপিটাল ফর সিক চিল্ড্রেন-এ। সেই মাসেরই ১ নভেম্বরের 'দ্য পাবলিশার্স সার্কুলার' পত্রিকায় প্রকাশ পেল 'বিটন'স ক্রিসমাস অ্যানুয়াল'-এর বিজ্ঞাপন— যাতে লেখক আর্থার কোনান ডয়েলের নাম ভুল করে A. Con don Doyle ছাপা হল। বিরক্ত ডয়েল সঙ্গেসঙ্গে চিঠি দিলেন পত্রিকার দপ্তরে। পরবর্তী আরও ১০-১২-টি বিজ্ঞাপনে এ ভুল আর হয়নি।

'A Study in Scarlet' ফ্রিসটনের আঁকা 'প্রথম হোমস'

অবশেষে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে বিটন'স প্রকাশিত হল। ছোটো ম্যাগাজিন। ডেমি অক্টাভো সাইজ। লম্বায় সাড়ে আট ইঞ্চি, চওড়ায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। উপরে হলুদ ব্যান্ডে ছোটো করে পত্রিকার নাম লেখা। তার ঠিক নীচেই গাঢ় লাল অক্ষরে মলাটের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে শোভা পাচ্ছে 'A Study in Scarlet'. ঠিক নীচে ফ্রক কোট পরা একজন মানুষ পিছন ফিরে একটা উইন্ডসর চেয়ার থেকে অর্ধেক ওঠা। তাঁর ডান হাতল চেয়ারের হাত আঁকড়ে আছে। বাঁ-হাতে Study-র S থেকে ঝোলা একটি মোমবাতিদানে বাতি ধরাচ্ছেন তিনি। মলাটে একটা গা ছমছমে ব্যাপার থাকলেও ভিতরের কাহিনির কোনো ছাপ পাওয়া যায় না, যদিও মলাটের ছবিও সেই ফ্রিসটনেরই আঁকা যিনি ভিতরে হোমসকে এঁকেছিলেন। বইটির দাম ছিল এক শিলিং। ভিতরে প্রথম চৌদ্দ পৃষ্ঠাই ছিল

বিজ্ঞাপনে ভরা। কী না ছিল তাতে— স্যার জেমস মুরের 'Pure Fluid Magnesia' (যা কিনা অ্যাসিডিটি, বদহজম, গলাবুক জ্বালা এমনকী গাউটও কমাত), ডারলোর Magnetic Lung Invigorator, মহিলাদের তোয়ালে, শিশুদের ফিডিং বটল— সব কিছু। পিছনের মলাট জুড়ে ছিল Beecham's Pills-এর বিজ্ঞাপন। পেটে গ্যাস, রাতে ঘুমের অসুবিধা, নার্ভাস ভাব, টেনশন— সব রোগের এক ওষুধ।

এত বিজ্ঞাপন পেরিয়ে অবশেষে আমরা পৌঁছাব টাইটেল পেজে, যার উলটো দিকের পাতায় ক্যাম্ব্রিক পকেট রুমালের ও পুলওভারমেকারের গ্যালভানিক বেল্টের বিজ্ঞাপন। টাইটেল পেজে খুব ছোটো করে লেখা 'A'-র তলায় বড়ো বড়ো অক্ষরে 'Study in Scarlet' এবং A Conan Doyle আছেন। ১৭০ পৃষ্ঠার এই বইতে ঘরে অভিনয়যোগ্য আরও দুটি নাটিকা আছে। প্রথমটি Food for Powder : A Vaudeville for the Drawing Room শুরু হচ্ছে ৯৬ পৃষ্ঠায়। লেখক আর. আঁদ্রে। এই আঁদ্রে নামের পিছনে লুকিয়ে আছেন বিখ্যাত নাট্যকার উইলিয়াম রজার স্নো। অভিজাত বংশের এ মানুষটির সঙ্গে এক আইরিশ অভিনেত্রীর কেচ্ছা তাঁর সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হন তিনি। পেটের দায়ে ছদ্মনামে নাটক লিখতে শুরু করেন কখনো কখনো তিনি আর. আঁদ্রে, আবার কখনো ক্লিফোর্ড মেরটন।

১১৫ পৃষ্ঠায় শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় নাটক 'The four-leaved shamrock'. নাট্যকার সি জে হ্যামিলটন, তখনকার বিখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক ক্যাথরিন জেন হ্যামিলটন। তাঁর লেখা 'Marriage Bonds' বা 'Hedged with Thorns' তখন বেশ জনপ্রিয় উপন্যাস ছিল।

টাইটেল পেজের পর আরও এক পাতা বিজ্ঞাপন, সূচিপত্র, আবার সতেরো পৃষ্ঠা নানান বইয়ের বিজ্ঞাপন (যার মধ্যে জন ফস্টারের *Life of Goldsmith*-ও আছে) পেরিয়ে অবশেষে প্রথম পৃষ্ঠায় আসি— যার বাঁ-দিকে ফ্রিসটনের আঁকা সেই বিখ্যাত হোমসের 'Rache'-র ছবি ও ডান দিক থেকে উপন্যাস শুরু। পরবর্তী ৯৫ পৃষ্ঠা জুড়ে চলেছে উপন্যাসটি।

৪

'A Study in Scarlet'-প্রকাশমাত্র সবাই আনন্দে উদবাহু হয়ে একে বরণ করে নিয়েছিলেন ভাবলে বড্ড ভুল ভাবা হবে। অন্যান্য বারের মতো সেবারের 'ক্রিসমাস অ্যানুয়াল'ও হু হু করে বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র।

১০ ডিসেম্বর 'দি গ্রাফিক' পত্রিকায় উপন্যাসটি নিয়ে সমালোচক মন্তব্য করেন, 'অনুকরণ হিসেবে খারাপ নয়, তবে পো, গাবোরিও কিংবা আর এল স্টিভেনসন এর থেকে ঢের ভালো লিখতেন। এ কাহিনির নায়ক পো-র 'The Murders in the Rue Morgue'-এর ছায়ামাত্র। যারা গোয়েন্দা কাহিনি ভালোবাসে কিন্তু মূল লেখাগুলো পড়েনি, তাদের এ কাহিনি মন্দ লাগবে না।' ১৭ ডিসেম্বর 'গ্লাসগো হেরাল্ড' পত্রিকার সমালোচনায় আবার ডয়েলের নাম ভুল লেখা হল। সমালোচক লিখলেন, 'এ কোনেয়ার ডয়েলের "A Study in Scarlet"-এর গোয়েন্দার কাছে দুঁপ্য চালবাজ লেকঁ শিশু। তবে এই শার্লক হোমস নামে গোয়েন্দাটি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও তাঁর কাহিনি পাঠককে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম।' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা একমাত্র করেছিলেন দু-দিন বাদে 'দ্য স্কটসম্যান' পত্রিকার সমালোচক। তিনি লিখলেন—

এডগার অ্যালান পো-র পরে অপরাধবিজ্ঞানের এমন কাহিনি আর লেখা হয়নি। লেখক একটি জিনিয়াস। তিনি সাহিত্যের প্রচলিত ধারায় চলেননি বরং পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত দিয়ে কেমন করে একটি সত্যিকার গোয়েন্দা গল্প লেখা যায়, তার পথ বাতলেছেন।

TheBoiRoy

সমালোচনার শেষে তিনি একটি ভবিষ্যদবাণী করেন, 'His book is bound to have many readers.'

T.me/Borno_porichoy

শার্লকের পূর্বসূরিরা

আক্কাদের রাজধানী ব্যাবিলনের নগর দেবতা বেল মহাজাগ্রত। শহরে তাঁর বিশাল সোনার মন্দির, সোনার প্রতিমা। সে-দেবতার পুরোহিতের প্রবল প্রতাপ। রাজাও তাঁকে সমঝে চলেন, দেবতাকে রোজ যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তা সবই তিনি খেয়ে নেন। নৈবেদ্য রেখে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করার পর পরদিন খুললে দেখা যেত সব থালা খালি।

একদিন ব্যাবিলনে এলেন জ্ঞানী দানিয়েল। তিনি প্রচার করতেন নির্জীব দেবপ্রতিমার পক্ষে নৈবেদ্য খাওয়া সম্ভব নয়। রাজা তাঁকে সভায় ডেকে আদেশ দিলেন, 'তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আমাদের দেবতা নির্জীব। না হলে মৃত্যুদণ্ড।' দানিয়েল সেদিন নৈবেদ্য দেবার সময় সবার অলক্ষ্যে মেঝেতে কিছু চুন ছড়িয়ে দিলেন। পরদিন মন্দির খুলে দেখা গেল নৈবেদ্য নেই বটে, কিন্তু দু-জোড়া পায়ের ছাপ রয়েছে চুনের ওপর— এক জোড়া যাওয়ার, এক জোড়া আসার। রাজা বললেন, 'ও দেবতার পায়ের ছাপ।' দানিয়েল পায়ের ছাপ অনুসরণ করে দেওয়ালে এক গুপ্তদ্বার আবিষ্কার করলেন। দ্বার খুলতে দেখা গেল এক সড়ঙ্গ পথ, যে পথ শেষ হয়েছে প্রধান পূজারির অন্দরমহলে। বোঝা গেল দেবতার নাম করে এতদিন কে নৈবেদ্য সাফ করছিলেন।

ব্যাবিলনের দানিয়েল

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে খোদাই করা লিপি ও ছবিতে, প্রাচীন আক্কাদীয় ভাষায় এ গল্পটি পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মতে চার হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন এ কাহিনিতে ডিটেকটিভ কাহিনির প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য— সমস্যা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও সমাধান, তিনটিই বর্তমান। তাই একে অনেকেই বিশ্বের প্রাচীনতম গোয়েন্দা কাহিনি বলেন। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ঋগবেদের দশম মণ্ডলের একশত আট সূক্তে কুক্কুরী সরমার ডাকাতদের হাত থেকে গোরু উদ্ধারকে কেউ কেউ প্রথম গোয়েন্দা কাহিনির তকমা দিতে চান।

তবে আধুনিক ক্রাইম কাহিনির প্রথম গোয়েন্দা নিঃসন্দেহে জাদিগ। স্রষ্টা ফরাসি পণ্ডিত ভলটেয়ার। আরব্য উপন্যাস থেকে মালমশলা নিয়ে তার সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেন তিনি। জাদিগ ছিলেন এক বিত্তশালী ব্যক্তি। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে একটি গাঁয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। সেখানে গাছপালা আর পশুপাখিদের খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করতেন তিনি। একদিন হঠাৎ দেখলেন

রানির হারেমের এক প্রহরী তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে। প্রহরীর পিছনে কিছু রাজকর্মচারী — সবাই বেশ উদবিগ্ন। জাদিগকে দেখে প্রধান প্রহরী হেঁকে উঠল— 'এই ছোকরা, রানিমার কুকুরকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ?'

'ওটা তো কুকুর নয়, কুক্কুরী,' বিনীতভাবে উত্তর দিলেন জাদিগ।

'ঠিক বলেছ, স্প্যানিয়েল কুক্কুরীই বটে।'

'এবং খুব ছোটো আকারের। ইদানীং ওটা সন্তান প্রসব করেছে। ওটার সামনের বাঁ-পাটা সামান্য খোঁড়া আর কানগুলো লম্বা লম্বা।'

বিরক্ত প্রহরী এবার জিজ্ঞেস করল সে তো ঠিক আছে, কিন্তু সেটা কোনদিকে গেল? আবার বিনীতভাবে জাদিগ জানালেন তিনি কুকুরটাকে চর্মচক্ষে দেখেননি এবং প্রহরী বলার আগে জানতেনই না, যে রানির একটা কুকুর আছে।

এমন কপাল কিছুদিন বাদে রাজার ঘোড়াও আস্তাবল থেকে পালাল। প্রহরী জাদিগকে পাকড়াও করল সে ঘোড়াটা দেখেছে কি না। জাদিগ জানালেন, 'ঘোড়াটি দারুণ দৌড়ায়, প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু, খুরগুলো ছোটো ছোটো, লেজ প্রায় তিন ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, মুখের লাগামে সোনার খলিন আর পায়ে প্রত্যেক খুরে এগারো আউন্স রুপোর নাল। কিন্তু আমি ঘোড়াটিকে দেখিনি। ঘোড়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে একটু আগেও জানতাম না।'

জাদিগের হাবেভাবে বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে দুঁপ্য কিংবা পরবর্তীকালে হোমসের মিল স্পষ্ট। এই যে পাঠককে চমকে দেওয়া, তার শুরু কিন্তু জাদিগই করেছিলেন। পরে যখন জাদিগ বুঝিয়ে বলেন, তখনও মনে হয়, এ তো ভারি সোজা! হোমসকে যে রকম হরবখত হয়।

তা, জাদিগকে তো মিথ্যেবাদী ভেবে রাজার কাছে নিয়ে আসা হল। বিচারে জাদিগকে চাবুক মারার হুকুম হল। জাদিগের কপাল ভালো এই ফাঁকে ঘোড়া, কুকুর দু-জনেই ফিরে আসে। বিচারক চাবুক মারার বদলে চারশো আউন্স সোনা জরিমানা করেন। জাদিগ তখন ব্যাখ্যা করেন কীভাবে তিনি ঘোড়া কুক্কুরীটাকে না দেখেও তাঁদের সম্পর্কে ঠিক বর্ণনা দিয়েছিলেন।

আমি যখন বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম, তখন বালিতে কুকুরের ছোটো ছোটো থাবার ছাপ দেখতে পাই। পায়ের চিহ্নের মাঝে সরু দাগ থেকে অনুমান করি এটি একটি কুক্কুরী, যার বাঁটগুলো ঝুলে পড়েছে, অর্থাৎ সদ্য বাচ্চা প্রসব করেছে। সামনের পায়ের কাছে বালির ঘষে যাওয়া দাগ থেকে বুঝলুম প্রাণীটির কানগুলো খুব লম্বা এবং আরও দেখলুম একটি থাবার দাগ, অন্য থাবার তুলনায় অগভীর। এর থেকে আমি সিদ্ধান্তে এলুম যে রানিমার কুকুরের বাঁ পাটা খোঁড়া।

ঘোড়ার ব্যাপারে জাদিগ জানালেন, পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি সমান দূরত্বে ঘোড়ার নালের ছাপ দেখেন। তা দেখেই বোঝেন ঘোড়াটি ভারি দৌড়দার। রাস্তাটি সাতফুট চওড়া এবং দু-ধারের গাছেই লেজের ধুলো লেগেছিল। ফলে ঘোড়ার লেজ অন্তত সাড়ে তিন ফুট। এটাও তিনি দেখলেন পাঁচ ফুট উঁচু গাছের কচি পাতা মাটিতে পড়ে আছে। অর্থাৎ ঘোড়াটির মাথা গাছের ডাল স্পর্শ করেছিল। যে পাথরের গায়ে ঘোড়ার খুরের দাগ পড়েছিল তা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে নাল এগারো আউন্স রুপো দিয়ে তৈরি। রাজার আদেশে জাদিগ মুক্তি পেলেন।

T.me/Boi_Porichoy

প্রথম গোয়েন্দা জাদিগ

এডওয়ার্ড বুলওয়ার লিটন

ফ্রাঁসোয়া মারি অরেত, থুড়ি ভলতেয়ারের *Zadig or, The Book of Fate* লেখা হয় ১৭৪৭ সালে। তবে জাদিগকে দেখে বাকিরাও একই ধরনের গল্প লিখতে থাকলেন, তা ভাবা ভুল। ১৭৯৪ সালে ইংরেজ লেখক উইলিয়াম গোল্ডউইনের বিখ্যাত উপন্যাস 'Thing as They Are ; or, The Adventures of Caleb Williams'-এ নায়ক ক্যালেব ধুরন্ধর গোয়েন্দার মতোই অত্যাচারী এক শাসনতন্ত্রের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে নানা বিচিত্র পন্থা নেয়। তবে আমরা যে অর্থে গোয়েন্দা শব্দটি ব্যবহার করি সেটা ক্যালেবকে বলা যায় না কোনোমতেই। সে-পথে কিছুটা এগোলেন এডওয়ার্ড বুলওয়ার লিটন, তাঁর ১৮২৮-এর 'Pelham : or, The Adventures of a Gentleman' উপন্যাসে। হেনরি পেলহ্যাম এক ফুর্তিবাজ ছোকরা। তাঁর প্রিয়তম বন্ধুকে মিথ্যে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। পেলহ্যাম পণ করেন বন্ধুকে বাঁচাবেন। অদ্ভুত ক্লু, সন্দেহভাজন ব্যক্তি, ভুল সূত্র— গোয়েন্দা গল্পে যা যা দরকার তার অনেক কিছুই মজুত ছিল তাতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পেলহ্যাম এক আন্তরিক বন্ধু হয়েই রয়ে যান— খাঁটি গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারেন না। প্রথম সার্থক সাহিত্য গোয়েন্দা সৃষ্টি করলেন তিনি, যিনি আদৌ গোয়েন্দা গল্প লিখতেই চাননি, চেয়েছিলেন কবি হতে। ১৮৪৩ সালের এক সকালে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তিনি কপর্দক শূন্য। পেট চালাতে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাও শুরু করেন। তাঁর নাম এডগার অ্যালান পো— আধুনিক ক্রাইম কাহিনির পিতা।

T.me/Borno_poriborty

পো-র পায়ে পায়ে

১৮০৯ সালে বোস্টনে এক অভিনেতা পরিবারে এডগার পো-র জন্ম। ছোটোবেলাতেই বাবা-মাকে হারানোর পর রিচমন্ডে অ্যালান পরিবার তাঁকে দত্তক নেন। তাঁরাই পড়াশুনোর জন্য পো-কে ইংল্যান্ডে পাঠান। ১৮২৬-এ পো ভরতি হয়ে গেলেন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু ততদিনে তিনি পাক্কা জুয়াড়ি হয়ে উঠেছেন। বাঁধা ক্লাস তাঁর ভালো লাগে না। কলেজ ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন পো। সেখানে গিয়ে ডুবে গেলেন আকণ্ঠ মদ্যপান আর জুয়াতে। সাতাশ বছর বয়সে বিয়ে করলেন নিজের মামার মেয়ে ভার্জিনিয়া ক্লেম-কে। ভার্জিনিয়ার বয়স তখন মাত্র তেরো। এরপর কোনোদিন কোনো বাঁধা কাজ করেননি পো। স্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর কিংবা নিউ ইয়র্ক শহরে।
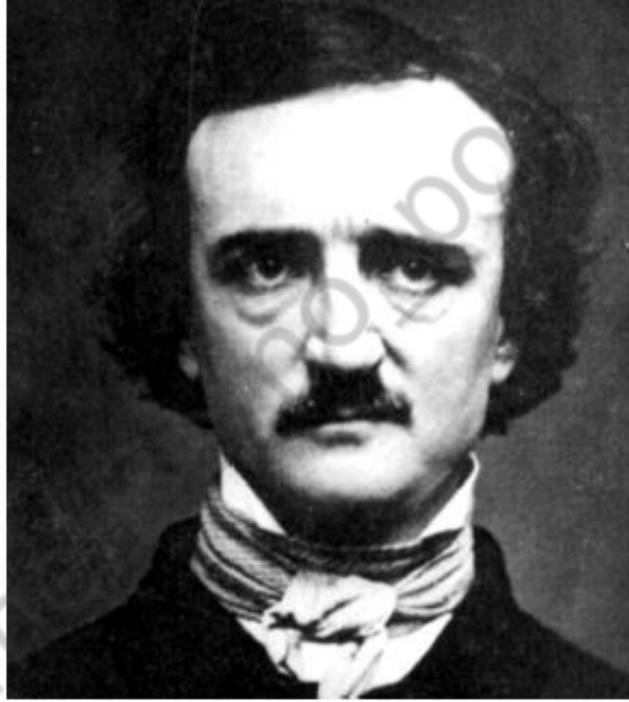
পো যখন জন্মেছিলেন, তখন গথিক মেলোড্রামার যুগ। কিন্তু মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে পো-র মৃত্যুর পর প্রায় কয়েক দশক ধরে সাহিত্য তাঁর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পো-র কবিতা, তাঁর লেখা গা শিরশিরে সব গল্প— যেখানে একজন মানুষ তাঁর স্ত্রীকে খুন করে দেওয়ালে পুঁতে রাখেন, কখনো মেঝের তলা থেকে শোনা যায় মৃতমানুষের হৃৎপিণ্ডের শব্দ কিংবা ব্যাঙ্কের অন্ধকার ভল্টে আটকে পড়ে থাকা অসহায় এক মানুষ... গল্প শেষ করার পরও আমাদের মনে এক গভীর ছাপ রেখে যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। পো-র প্রিয় লেখক জুলে ভার্নের অবলম্বনে তিনিও বেশ কিছু দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযানের কাহিনি লেখেন, তাতে বেলুনে চড়ে অভিযান থেকে চাঁদে পাড়ি সব আছে। অন্য সব ঘরানার মতো পো-র হাতের ছোঁয়ায় রহস্য বা গোয়েন্দা গল্পও

আর আগের মতো রইল না। পো সামান্য ক-টি গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছিলেন এক পাগলাটে ফরাসি মঁসিয়ে সি অগুস্ত দুঁপ্যকে নিয়ে।

১৮৪১ সালের ১ এপ্রিল, পো সবেমাত্র ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা 'গ্রাহামস'-এর সম্পাদক হয়েছেন, পাঠকরা ১৬৫ পৃষ্ঠা খুলে দেখল তলার দিকে প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে চার্লস ওয়েস্ট থমসনের কবিতা 'Comparisons'— একেবারেই সাধারণ একটি কবিতা, যার শুরুর লাইন—

A leaf upon the stream,

When the brook is rushing by.

In its glorious summer dream—

Such am I—

পৃষ্ঠা ওলটাতেই যে গল্পটা পাঠকের চোখে পড়ল, তেমন গল্প পাঠক আগে কোনোদিন ওই পত্রিকায় পড়েনি। বস্তুত পৃথিবীর কেউ কোনোদিন পড়েনি। ওই একটি গল্পে পো সাহিত্যের একটি নতুন ধারার সূচনা করলেন। ১৬৬ পৃষ্ঠার উপরে বড়ো বড়ো হরফে লেখা ছিল—

THE MURDERS IN THE RUE MORGUE

By Edgar A Poe

কাহিনির শুরু হয়েছে নিতান্ত এক দার্শনিক আলোচনা থেকে। কিন্তু ধীরে ধীরে পাঠক বুঝতে পারে কাহিনিতে যা চলছে তা আদৌ কোনো অলস দর্শন নয় বরং একেবারে নতুন স্বাদের এক ঘটনা যাতে বীভৎস খুন, তাঁর তদন্ত, জটিল রহস্য এবং পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে তার সমাধান রয়েছে। শুরুতে পো এই কাহিনির নাম রেখেছিলেন 'The Murders in the Rue Trianon'. শেষ মুহূর্তে Morgue শব্দটির ব্যবহার করে পো মোক্ষম চাল দেন। কাহিনির নাম পড়েই মৃত্যুর এক হিমশীতল বিভীষিকা পাঠককে আচ্ছন্ন করে। পো যখন এ কাহিনি লিখছেন, তখন মাত্র বারো বছর হল লন্ডনে মেট্রোপলিটান পুলিশ বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। আর তাই, 'গোয়েন্দা', সে সরকারি বা বেসরকারি যা-ই হোক না কেন, শব্দটির অস্তিত্বই ছিল না। পো গোটা গল্পে detective শব্দটি একবারও ব্যবহার না করে বিশ্বের প্রথম ডিটেকটিভ গল্পটি লিখে ফেললেন। প্রকাশমাত্রে পাঠক ও সমালোচক একত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন দুঁপ্যকে নিয়ে। 'পেনসিলভ্যানিয়া ইনকুয়েরর' বা 'লেডিজ ন্যাশনাল ম্যাগাজিন'-রা লিখল, 'Mr Poe is a man of genious... "The Murders in the Rue Morgue" is one of the most intensely interesting tales that has appeared for years.' পো-র কোনো লেখা এত সাড়া জাগায়নি।

TheBorrro_porichoy

GRAHAM'S

LADY'S AND GENTLEMAN'S

MAGAZINE.

(THE CASKET AND GENTLEMAN'S UNITED.)

NO. CLXXXV.—MAY, 1841.

TERMS—Three Dollars per annum, or Two Copies for Five Dollars, invariably in advance.

NEW YORK:
ISRAEL POST,
88 BOWERY.

Three Sheet Periodical.

'গ্রাহামস' পত্রিকার প্রচ্ছদ

এর মধ্যেই নিউ ইয়র্কে খুন হলেন মারি সেসিলিয়া রজার্স নামে এক মহিলা। পো গোটা ঘটনাকে প্যারিসে নিয়ে গিয়ে দুঁপ্যকে নায়ক করে লিখলেন 'The Mystery of Marie Roget'. বেশির ভাগ ঘটনাক্রমই সরাসরি সংবাদপত্র থেকে নেওয়া। তবে গোটা কাহিনিতে গল্পের চেয়ে প্রবন্ধের ভাব স্পষ্ট। সংলাপ কম, অ্যাকশন নেই, শুধু যুক্তির প্যাঁচ— ফলে পাঠককে একেবারেই খুশি করতে পারলেন না পো। ১৮৪৪-এর ডিসেম্বরে দুঁপ্যকে নিয়ে পো-র শেষ কাহিনি 'The Purloined letter' প্রকাশ পেল। একটি চিঠি খোঁজা নিয়ে এই কাহিনিতে দুঁপ্যর মধ্যে তথাকথিত আর্মচেয়ার ডিটেকটিভের সব লক্ষণই স্পষ্ট, যেখানে গোয়েন্দা এক জায়গায় বসে গোটা রহস্যের সমাধান করে ফেলে। পো-র লেখা যে অন্য কাউকে আকর্ষণ করবে, সে-বিশ্বাস তাঁর ছিল না কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এক ফরাসি ভদ্রলোক পো-র লেখার দারুণ অনুরাগী হয়ে নিজেও গোয়েন্দা গল্প লেখার কথা ভাবেন। ভদ্রলোকের নাম এমিল গাবোরিও। গাবোরিও নিজে সত্যিকারের পুলিশ গোয়েন্দা ভিদক, কিংবা বালজাক, ভিক্টর হুগোর লেখা নিয়মিত পড়তেন। মাত্র তেরো বছর সময়কালে প্রায় বিশখানা রহস্য গল্প লিখে তিনি ফরাসি সাহিত্যে গোয়েন্দাদের প্রবেশ ঘটান। তাঁর দুই গোয়েন্দার একজন 'তাবারে' অনেকটা দুঁপ্যর মতো আর মসিঁয়ে লেকঁ-র মধ্যে ভিদকের প্রভাব স্পষ্ট।
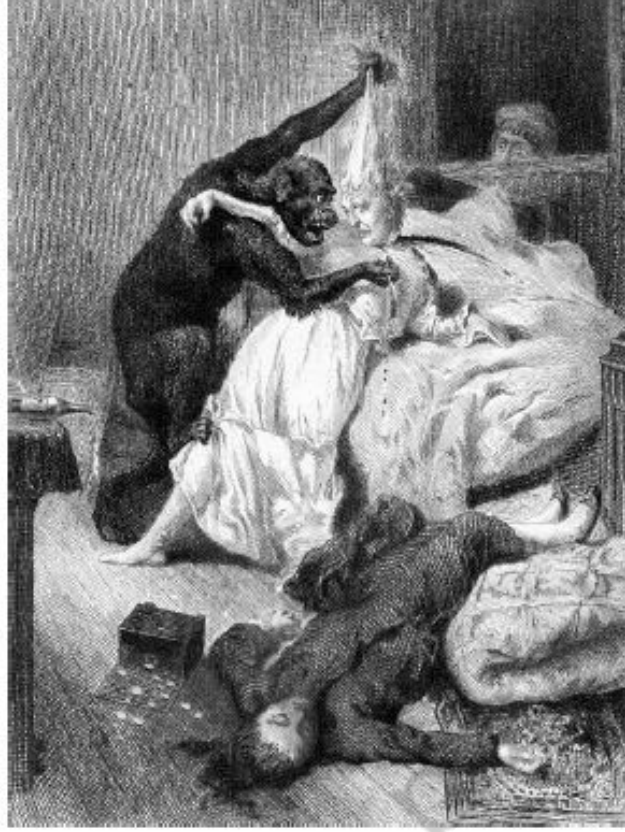
'The Murders in the Rue Morgue'-এর একটি দৃশ্য

১৮৬৬ সালে, ডয়েলের যখন মাত্র সাত বছর বয়স, তখন 'L'Affaire Lerouge' উপন্যাসে তাবারের প্রবেশ। এর ছয় বছর বাদে প্যারিসের রাস্তা ছেয়ে গেল অদ্ভুত এক পোস্টারে, যাতে লেখা 'মসিঁয়ে লেকঁ আসছেন'। রাস্তাঘাটে আলোচনা শুরু হল। কে এই মঁসিয়ে লেকঁ? প্রায় মাস দুয়েক এই পোস্টার ক্যাম্পেন চলার পর অবশেষে গাবোরিওর বইটি প্রকাশ পেল এবং সঙ্গেসঙ্গে বেস্টসেলার হয়ে উঠল। গাবোরিওর ঝরঝরে লেখায় অদ্ভুত এক আকর্ষণ ছিল যাতে পাঠক পাতা না উলটে থাকতে পারত না। কিশোর আর্থার নিজে গাবোরিওর ভক্ত ছিলেন। তিনি লিখেওছেন, 'গাবোরিওর অসামান্য প্লট ও তার বিন্যাস চিরকাল আমায় আকর্ষণ করত।' গাবোরিওর বৈশিষ্ট্য ছিল সূক্ষ্ম ক্লু আর রেড হেরিং— যা প্রায়ই পাঠককে বিপথে চালিত করত। তাঁর লেখায় তখনকার ফরাসি সমাজ, রাস্তাঘাট, শুঁড়িখানার দারুণ এক ছবি ফুটে উঠেছে। অনেক পরে ফরাসি লেখক জর্জ সিমোন যখন ইনস্পেকটর মেইগ্রে-র চরিত্রটি সৃষ্টি করেন, তখন সচেতনভাবেই তিনি লেকঁকে অনুসরণ করেছিলেন। গাবোরিওর উপন্যাস স্পষ্টত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে একটি অপরাধ হত, অনুসন্ধান হত ও অপরাধী ধরা পড়ত। দ্বিতীয় ভাগ অনেকটা গথিক উপন্যাস ধরনে— যেখানে গোয়েন্দার কোনো অস্তিত্ব নেই, বরং জটিল এক কাহিনিজাল আছে, যা বর্তমান এই অপরাধের আসল কারণ। ডয়েল এই ধরনটি এতটাই পছন্দ করেছিলেন যে একমাত্র Baskervilles বাদে বাকি তিনটি শার্লক উপন্যাসে হুবহু এই ধারা অনুসরণ করেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ডয়েল যেন দুঁপ্যা বা লেকঁকে ঠিক পছন্দ করতেন না। কারণ 'The Sign of the Four' উপন্যাসের শুরুতেই তিনি শার্লক-ওয়াটসনকে দিয়ে বলিয়েছেন,

দুঁপ্যর সঙ্গে আমার তুলনা করছ নিশ্চয়ই প্রশংসা করার জন্য। আমার মতে দুঁপ্য খুব নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। মিনিট পনেরো চুপচাপ থাকার পর বন্ধুর চিন্তাটাকে দুম করে বলে দেওয়ার মধ্যে লোক দেখানো বাহাদুরি আছে ঠিকই, কিন্তু গভীরতা নেই। পো যা কল্পনা করেছিলেন দুঁপ্য আদৌ তা নন।

—তুমি গাবোরিওর বই পড়েছ? লেকঁকে কি তুমি আদর্শ গোয়েন্দা মনে কর?

—সে তো এক মহা আনাড়ি। উৎসাহ ছাড়া লেকঁর নিজস্ব কিছুই নেই।

ইউজিন ভিদক—পুলিশ গোয়েন্দা

কিন্তু শার্লকের ধারণা যে ডয়েলের ধারণা নয়, তা ১৯০১ সালে ডয়েলের একটি লেখা থেকেই স্পষ্ট। হোমসের পাঁচখানি বই নিয়ে প্রথমবার যে ডিটেকটিভ গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় ডয়েল লেখেন—

> এডগার অ্যালান পো তাঁর নিজস্ব বেহিসাবী ভঙ্গিতে যে সব বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার থেকে এ গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি শস্যরূপে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি ডিটেকটিভ গল্পেরও জনক। ডিটেকটিভ সাহিত্যের সমস্ত পরিমণ্ডলটিকে তিনি এমন বেড়া দিয়ে ঘিরে গেছেন যে পরবর্তীকালের কোন লেখকই বলতে পারবেন না এই অংশটি তাঁর নিজস্ব। (অনু : সুকুমার সেন)

মসিঁয়ে লেকঁর কাহিনি

T.me/Bornoparichoy
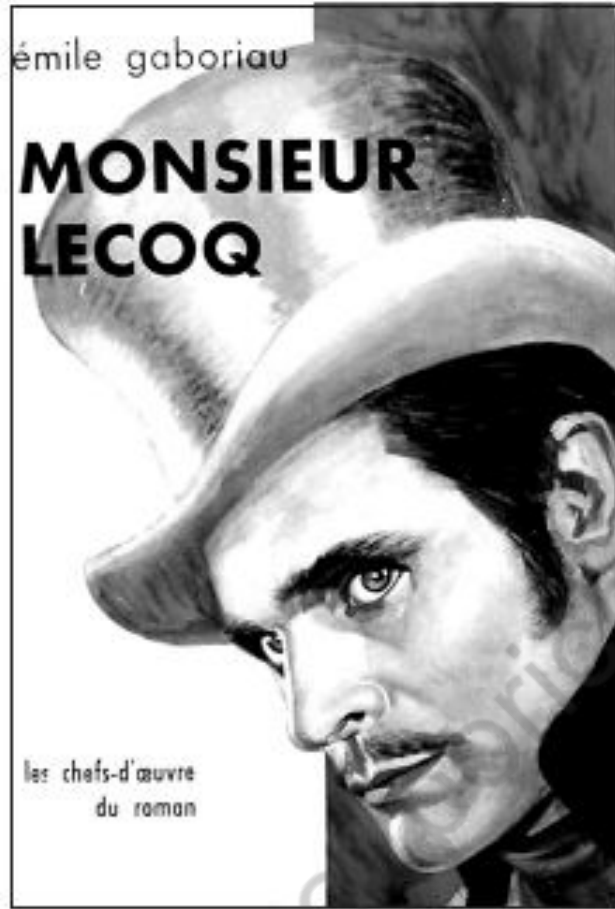
DETECTIVE STORIES, No 193. দারোগার দপ্তর, ১৯৩ সংখ্যা।

খুন না চুরি ?

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

All Rights Reserved.

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [বৈশাখ।

ভিদক অবলম্বনে বাংলার প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি

তবে দুঁপ্য বা লেকঁ-র মতো সিরিজ না হলেও ডয়েলের আগে বেশ কয়েকজন নামি লেখক রহস্য কাহিনিতে হাত মকশো করেছেন। যে ভিদককে অনুসরণ করে লেকঁর সৃষ্টি সেই ফ্রাঁসোয়া ইউজিন ভিদক ছিলেন এক বাস্তব চরিত্র। প্রথম জীবনে নানা ছোটোখাটো অপরাধের জন্য তিনি জেলও খাটেন। জেল থেকে বেরিয়ে, নানা ব্যাবসায় অকৃতকার্য হয়ে ১৮০৯ সালে পুলিশ দপ্তরে যোগ দেন। ১৮৭২-এ সে-চাকরি ছেড়ে জেল-ফেরতা আসামিদের নিয়ে খোলেন কার্ডবোর্ড কারখানা। তাঁর পুলিশি অভিজ্ঞতার কাহিনি নিয়ে ১৮২৮ সালে প্রকাশ পায় *মেমোয়ার দ্য ভিদক*। ১৮৩৬-৪৬-এর মধ্যে এ বইয়ের আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশ পেয়েছিল। এদেরকেই ইউরোপের প্রাচীনতম ক্রাইম কাহিনি হিসেবে ধরা হয়। কাহিনিগুলোর মেজাজ ছিল অনেকটা বাংলার ‘বাঁকাউল্লার দপ্তর’ বা দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা ‘দারোগার দপ্তর’-এর মতো। ১৮২৯ সালে রবার্ট ‘বব’পীল লন্ডনে মেট্রোপলিটন পুলিশের পত্তন করেন। সেই থেকে ইংল্যান্ডের পুলিশকে আজও ‘বব’ আর আয়ারল্যান্ডের পুলিশকে ‘পিলার’ ডাকা হয়। এদেরই ডিটেকটিভ বিভাগের নাম ছিল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড— যা ১৮৪২-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়ার্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সরকারি গোয়েন্দাদের রমরমা শুরু হয়। চার্লস ডিকেন্স ১৮৫৩-তে তাঁর ‘Bleak House’ উপন্যাসের ইনস্পেকটর বেকেটের মাধ্যমে ডিটেকটিভের ভূমিকা আনেন। ডিকেন্সের দেখাদেখি তাঁর প্রিয়বন্ধু উইলকি কলিনসও রহস্য গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখা ‘The Woman in White’ (১৮৫৯) আজও রসিক জনের প্রশংসাধন্য। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে দামোদর মুখোপাধ্যায়

T.me/Borno_porichoy

‘শুক্লবসনা সুন্দরী’ নামে এর বাংলা তরজমা করেন। ১৮৬৮ সালে গাবোরিওর উপন্যাসের প্রভাবে ‘The Moonstone’ নামে একটি সম্পূর্ণ ডিটেকটিভ রোমান্সও লিখেছিলেন কলিনস। উপন্যাসে ভারতের চন্দ্রদেবের মূর্তি থেকে খুলে নেওয়া বহুমূল্য এক রত্ন, তাতে জড়িয়ে থাকা অভিশাপ, খুন ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে এক জমজমাট পটবয়লার তৈরি করেছেন তিনি। শেষ বয়সে ডিকেন্স আবার একটি ডিটেকটিভ রচনা লিখতে শুরু করেছিলেন। *The Mystery of Edwin Drude* বইটি শেষ করে যেতে পারলে চমৎকার এক গোয়েন্দা কাহিনি হতে পারত। আমেরিকা তথা বিশ্বের প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি লেখিকা ছিলেন অ্যানা ক্যাথরিন গ্রিন। গ্রিনের লেখাতেও গাবোরিওর প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর অধিকাংশ কাহিনির নায়ক ডিটেকটিভ গ্রাইস। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘The Livenworth Case‘ (১৮৭৮) এখনও পাঠকমহলে জনপ্রিয়। তাঁর গোয়েন্দা গ্রাইসের সঙ্গে অনেকে আগাথা ক্রিস্টির এরকুল পয়রোর মিল খুঁজে পান, যেমন তাঁর আর এক মহিলা গোয়েন্দা এমিলিয়া বাটারওয়ার্থের সঙ্গে মিস জেন মার্পলের। হোমসের আবির্ভাবের ঠিক আগে আগে মেলবোর্নবাসী ইংরেজ লেখক ফার্গাস হিউম ‘The Mystery of Hansom Cab’ লিখে রীতিমতো হুলুস্থুলু ফেলে দেন। আজও বিশ্বের সেরা দশটি গোয়েন্দা উপন্যাসের তালিকায় ১৮৮৬তে প্রকাশিত উপন্যাসটি স্থান পায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘যতীর পতি’ উপন্যাসে তাঁর কথা আছে। এরপর প্রায় একশো তিরিশটি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখলেও তাঁর পসার টেকেনি। কারণ একটাই, ঠিক পরের বছর ‘বিটন’স অ্যানুয়াল’-এ বেকার স্ট্রিটের সেই আধপাগলা গোয়েন্দার আত্মপ্রকাশ।

T.me/Borno_porichoy

ব্যর্থ গোয়েন্দা ও সফল প্রচেষ্টা

'A Study in Scarlet' যে সাড়া ফেলবে ভেবেছিলেন ডয়েল, তার বিন্দুমাত্র দেখা গেল না। হতাশ, বিরক্ত ডয়েল ঠিক করলেন ১৬৮৫-র মনমাউথ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবেন। শুরু করলেন তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা উপন্যাস 'Micah Clarke'. ধর্মে ক্যাথলিক ডয়েলের পক্ষে এরকম উপন্যাস লেখা আশ্চর্যের, কারণ উপন্যাসের নায়ক এক পিউরিটান ক্যাথলিক, যিনি প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তবে ডয়েল এই মনমাউথ আন্দোলনকে চিন্তার মুক্তির আন্দোলন হিসেবে ভাবতেন। সেদিক থেকে এ উপন্যাস তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।
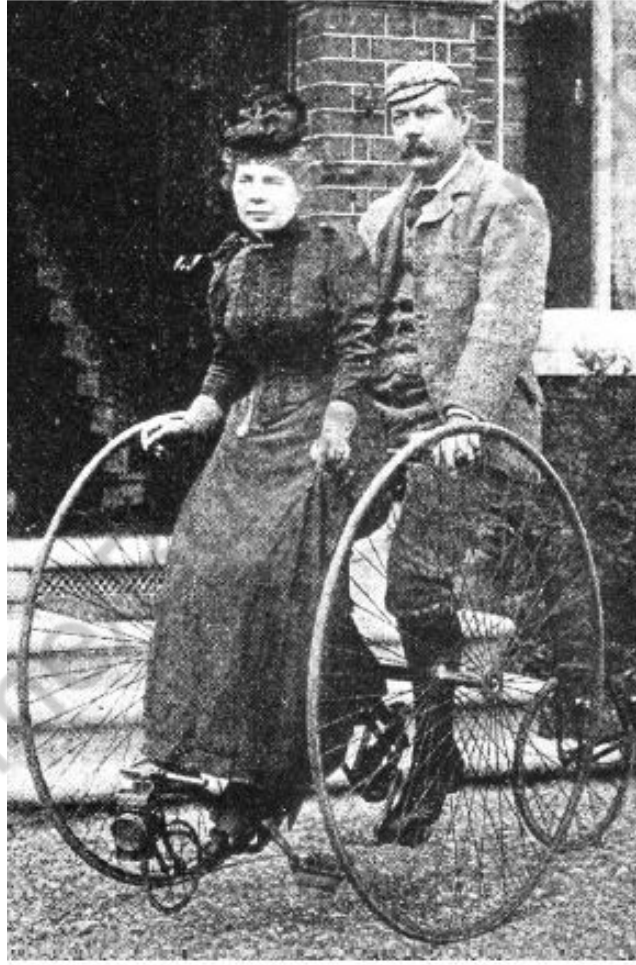
ট্যান্ডেম বাইকে আর্থার ও তাঁর প্রথম স্ত্রী লুইসা

৬৭০ পৃষ্ঠার টান টান উপন্যাস 'Micah Clarke' লেখা শেষ হবার পর শুরু হল ডয়েলের সেই ক্লান্তিকর যাত্রা। একের পর এক প্রকাশক নাকচ করতে থাকলেন এই উপন্যাসকে। এর মধ্যে পেট চালাতে তাঁর কাছে প্রস্তাব এল লন্ডনে চোখের ডাক্তারি শুরু করার। কিন্তু লেখার তাগিদে সে-প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন না তিনি। ভাঁড়ে মা ভবানী। বিপন্ন ডয়েল এই ফাঁকে লিখলেন একটি আধিভৌতিক কাহিনি 'The Mystrey of

Cloomber' আর 'A Study in Scarlet'-এর আমেরিকায় ঘটা অংশ (যেখানে হোমস ও ওয়াটসন ছিলেন না) নিয়ে 'Angels of Darkness' নামে একটি নাটক। এদিকে স্ত্রী লুইস অন্তঃসত্ত্বা। দেনায় মাথার চুল বিকিয়ে যাবার জোগাড়, এমন সময় লংম্যান প্রকাশনী খবর দিল তারা 'Micah Clarke' ছাপতে আগ্রহী কিন্তু উপন্যাসটি বড্ড বড়ো। একে কেটে ছেঁটে ছোটো করতে হবে।

THIS NUMBER CONTAINS

THE SIGN OF THE FOUR

By A. CONAN DOYLE,

Author of "Micah Clarke: his Statement," etc.

COMPLETE.

FEBRUARY, 1890

LIPPINCOTT'S

MONTHLY MAGAZINE

CONTENTS

PRICE TWENTY-FIVE CENTS

লিপিনকট পত্রিকার প্রচ্ছদ

T.me/Borno Porichoy

ব্রিস্টল অবজারভার-এ প্রকাশিত গুঁফো হোমস (শিল্পী অজানা)

উদয়াস্ত খাটতে লাগলেন ডয়েল উপন্যাসটি নিয়ে। ১৮৮৯-এর ২৮ জানুয়ারি নিজের হাতে নিজের প্রথম কন্যা মারি লুইসকে প্রসব করালেন তিনি। আর ঠিক একঘণ্টা পরেই ফিরে গেলেন নিজের ডেস্কে, পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজে। বইটি প্রকাশ পেল। প্রথম মাসেই হাজার কপি নিঃশেষিত। পরের তিন মাসে আরও দুই হাজার। কোনান ডয়েল রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। ডয়েল শুরু করলেন একশো বছরের যুদ্ধ নিয়ে আরও একটি উপন্যাস 'The White Company' লিখতে। বেকার স্ট্রিটের গোয়েন্দাটিকে এক হঠাৎ-আসা দুঃস্বপ্নের মতোই ভুলে গেলেন তিনি। শার্লক হোমসের নাম হয়তো আর শোনাই যেত না, যদি না আমেরিকার 'লিপিনকট' মান্থলি ম্যাগাজিনের সম্পাদক জোসেফ মার্শাল স্টোডার্ট লন্ডনে বেড়াতে আসতেন।

যে মার্কিন দেশের কয়েনে লেখা থাকে 'Mind your own business' তাদের পত্রিকার সম্পাদক যে নেহাত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লন্ডনে আসেননি, তা বলাই বাহুল্য। তিনি এসেছিলেন রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ লেখকদের দিয়ে নিজের ম্যাগাজিনে চুক্তি সই করাতে। স্টোডার্ট লন্ডনে তখনকার নামজাদা সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি ডিনার পার্টি দেন। সেখানেই ডয়েলের সঙ্গে আলাপ হয় আরেক সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ডের। স্টোডার্ট দু-জনকেই ম্যাগাজিনের জন্য কিছু লিখতে বলেন। ওয়াইল্ড তখন 'The Picture of Dorian Gray' লিখছিলেন। তিনি সেটি 'লিপিনকট'কে দিতে রাজি হন। ডয়েলকে চুক্তিবদ্ধ করা হয় ১০০ পাউন্ডে, ৪০,০০০ শব্দের মধ্যে একটি লেখা দেবার জন্য। ডয়েলের 'The White Company' লেখা তখন চলছে, সেসময় অন্য কোনো লেখায় মন দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাঁর ছিল না। কিন্তু ১০০ পাউন্ড অনেক টাকা! ডয়েল ঠিক করলেন শেষবারের মতো ফিরিয়ে আনবেন বেকার স্ট্রিটের সেই আধপাগলা, নেশাখোর গোয়েন্দাটিকে। শুরু করলেন নতুন উপন্যাস 'The Sign of Sixteen Oyster Shells'. পরে সে-নাম পছন্দ না হওয়াতে কেটে রাখলেন প্রথমে 'The Sign of Six' ও পরে 'The

Problem of the Sholtos'. ১৮৯০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে যখন 'লিপিনকট'-এ লেখাটি প্রকাশ পেল, তখন দেখা গেল সব বদলে নাম হয়েছে 'The Sign of the Four'. ডয়েল নিশ্চিত ছিলেন হোমসকে নিয়ে তাঁর আর একটি লেখাও লিখতে হবে না। তাই উপন্যাসের শেষে ওয়াটসনের বিয়ে হয়ে যায়। তিনি ২২১ বি বেকার স্ট্রিট ছেড়ে অন্য বাসায় যাবার তোড়জোড় করেন। ফলে কথকই যখন নেই, তখন কাহিনি বলবে কে!

'The Sign of the Four' কিন্তু অসামান্য জনপ্রিয় হল। এদিকে 'Micah Clarke'-এর বিক্রি তখন ১০০০০ ছাড়িয়েছে। ডয়েল এই সুযোগে তাঁর একের পর এক কাহিনির স্বত্ব চড়া দামে বেচতে লাগলেন। বিক্রি হয়ে গেল 'The Firm of Girdlestone', 'The Captain of The Polestar'-এর মতো দ্বিতীয় শ্রেণির কাহিনিরাও। ডয়েল তখন বাজারে বিকোচ্ছেন হট কেকের মতো। নিজের ব্যাবসা দেখার জন্য তিনি বিখ্যাত এজেন্ট এ পি ওয়াটকে ভাড়া করলেন। ওয়াট 'The White Company' ধারাবাহিকভাবে ছাপানোর জন্য 'কর্নহিল' পত্রিকা থেকে ২০০ পাউন্ড আদায় করলেন। চুক্তি হল প্রতিবার পুনর্মুদ্রণে তারা আরও ২৫০ পাউন্ড দিতে বাধ্য থাকবে। ডয়েল তখন চরম ব্যস্ত। নিজের লেখা টাইপ করার জন্য একটি সেকেন্ড হ্যান্ড রেমিংটন টাইপরাইটার কিনলেন। নিজের বোনকে দায়িত্ব দিলেন লেখা টাইপ করার। এসবের মাঝে হোমস কোথায়! কিন্তু হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।

T.me/Borno_porichoy

হঠাৎ আলোর ঝলকানি

১৮৮৯-এর শেষদিকে জন কাউলসন কার্নাহান নামে এক তরুণ ওয়ার্ড লক অ্যান্ড কোম্পানিতে জুনিয়র এডিটর হিসেবে যোগ দিলেন। ছটফটে, উদ্যমী কার্নাহান আগে 'লিপিনকট' ম্যাগাজিনের ব্রিটিশ সংস্করণের দায়িত্বে ছিলেন। ফলে তিনি জানতেন আগামী ফেব্রুয়ারিতে 'লিপিনকট'-এ শার্লক হোমস নামে এক গোয়েন্দাকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস প্রকাশ পেতে চলেছে। 'লিপিনকট' যে ডয়েলকে নিয়ে উৎসাহিত, সেটাও তাঁর জানা ছিল।

ওয়ার্ড লক-এ হোমসের প্রথম অভিযান ছাপা হয়েছিল, সেটা জানতেন না কার্নাহান। একদিন 'বিটনস'-এর সেই সংখ্যাটি খুলে চমকে গেলেন। প্রায় এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললেন গোটা 'A Study in Scarlet'. আর তারপরই সেই লাল-হলুদ-কালো মলাটের বই হাতে ছুটলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেমস বোডেন-এর ঘরে।

—এটা নিয়ে কিছু করা যায় না, স্যার?

মাথা নাড়লেন বোডেন, 'যা করা যায়, করা হয়েছে। অ্যানুয়ালে তো ছেপে দিয়েছি। আবার কী! আর সমালোচকরাও এই শার্লক না কী যেন নাম, তাকে নিয়ে খুব একটা উচ্ছ্বসিত নন।' কিন্তু কার্নাহান একগুঁয়ে।

T.me/Borno_porichoy

চার্লস ডয়েলের আঁকা হোমস ('A Study in Scarlet')

T.me/Boi_Porichoy

‘স্ট্র্যান্ড’ পত্রিকার প্রচ্ছদ

—কী বলছেন স্যার! বড়োদিনে এত পত্রিকা একসঙ্গে বেরোয় যে সমালোচকদের পক্ষে সব লেখা পড়ে ওঠাই সম্ভব হয় না, লেখা তো দূরস্থান। সবচেয়ে বড়ো কথা...’ বলে কার্নাহান তাঁর তুরুপের তাস বার করলেন, ‘এ কাহিনি যখন লেখা হয়েছিল তখন ডয়েলকে কেউ চিনত না। আর এখন কোনান ডয়েল ‘‘Micah Clarke’’-এর মতো বেস্ট সেলারের লেখক। ”লিপিনকট” কিছুদিনের মধ্যেই শার্লকের দ্বিতীয় অভিযান প্রকাশ করবে। তখন সবাই শার্লকের প্রথম অভিযান খুঁজবেই। আপনি বরং উপন্যাসটিকে বই বানিয়ে ফেলুন। ভালো বাঁধাই, ভালো ছবি... দেখবেন দারুণ বিক্রি হবে। শুধু এক বছর নয়, বছর বছর।’

ডিরেক্টর অবশেষে নিমরাজি হলেন। আর্থারের সঙ্গে আবার চুক্তি হল। চুক্তিমতো ঠিক হল বইয়ের ছবি আঁকবেন আর্থারের বাবা চার্লস ডয়েল। তাঁর আঁকা প্রকাশনার পছন্দ না হলেও আর্থারের জোরাজুরিতে সে-ছবি রাখতে বাধ্য হলেন তাঁরা। আর্থারের দোষ দেওয়া যায় না পুরোটা। চার্লস তখন মনোরোগী। গভীর অবসাদের শিকার। ভরতি আছেন পাগলাগারদে। তাঁকে একটু মানসিক শান্তি দিতেই আর্থারের এই চেষ্টা। আর তিনি তো জানতেনই এই গোয়েন্দাকে নিয়ে আর একটি অক্ষরও লিখবেন না তিনি। তাই এত সিরিয়াসলি শার্লক হোমসকে নেওয়ার কিছু নেই। এসব দেখে বিধাতা একটু মুচকি হেসেছিলেন বোধ হয়, কারণ ঠিক সেই সময়ই বার্লে স্ট্রিটের ছোট্ট প্রকাশক জর্জ নিউনেস ঠিক করলেন একটা ম্যাগাজিন প্রকাশ করবেন।

টেমস নদীর উত্তর থেকে শুরু নদী বরাবর প্রায় মাইলখানেক রাস্তা স্ট্র্যান্ড নামে পরিচিত। উত্তরে এক্সিটার স্ট্রিট থেকে ট্যাভিস্টক স্ট্রিটে যেতে গেলে বাঁ-হাতে ছোট্ট একটা গলি পড়ে, যার নাম বার্লে স্ট্রিট। সেই রাস্তারই একটি অফিস বিল্ডিং-এর একেবারে মাথায় ঘুপচি এক ঘরে প্রকাশক নিউনেসের অফিস। বহুদিন ধরেই তাঁর ইচ্ছে, একটি পত্রিকা প্রকাশের— যা মাসে মাসে প্রকাশ পাবে। নাম ঠিক হল 'The Burleigh Street Magazine'. মলাটের ছবি আঁকলেন তরুণ আঁকিয়ে জর্জ চার্লস হাইতে— ছবিতে স্ট্র্যান্ডের মূল রাস্তা, লোকজন, ঘোড়ার গাড়ি, সেন্ট মেরি গির্জা দেখা যাচ্ছে। বাঁ-দিকে বার্লে স্ট্রিটের একটি প্লাক বসানো আর একটি আঙুল গলিতে জর্জ নিউনেসের অফিসের দিকে নির্দেশ করছে। ১৮৯০-এর বড়োদিনে পত্রিকার প্রথম সংস্করণ ছাপতে দেবার ঠিক আগে (যদিও বইতে জানুয়ারি ১৮৯১ লেখা ছিল) নিউনেসের মনে হল ম্যাগাজিনের নামটা বড্ড বড়ো আর মলাটের ছবির সঙ্গেও বেমানান। ফলে রাতারাতি পত্রিকার নাম বদলে তিনি রাখলেন 'The Strand Magazine'.

শুরুতেই ছয় পেন্সের হালকা নীল এই বই মফস্সল আর শ্রমিকশ্রেণির মানুষদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হল। শুধু তাই নয়, অভিজাতরাও একে আপন করে নিলেন। প্রথম সংখ্যাই বিক্রি হল ২ লাখের ওপরে— যা তখন লন্ডনের অন্য কোনো পত্রিকা ভাবতেই পারত না। যথারীতি এ খবর কানে এল ডয়েলের এজেন্ট এ পি ওয়াটের কাছে। তিনি ডয়েলকে খুব ভালোমতো উসকে দিলেন 'স্ট্র্যান্ড'-এ লেখার জন্য। ডয়েল 'The Voice of Science' নামে একটা ছোটোগল্প জমা দিলেন এক অদ্ভুতুড়ে গ্রামোফোন নিয়ে, যে গ্রামোফোনে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার বদলে অন্য রেকর্ড পুরে দেওয়ায় সভার সবাই সেই বৈজ্ঞানিকের নামে নানা কেচ্ছা শুনতে পায়। রেকর্ড বদলে দিয়েছিলেন অন্য এক বিজ্ঞানী। মার্চ, ১৮৯১ সংখ্যায় ছাপাও হল গল্পটি, যদিও কাহিনির শেষে ডয়েলের পরিচয়ে ভুল করে লেখা হয় 'Mr A Conan Doyle, a popular American writer.'

এ কাহিনি ছাপা হবার পর ওয়াট আবার ডয়েলকে খোঁচাতে লাগলেন হোমসকে নিয়ে গল্প লেখার জন্য। 'স্ট্র্যান্ড' তখন প্রতি হাজার শব্দে চার পাউন্ড করে পারিশ্রমিক দিচ্ছিল। আর সে-পরিমাণটা নেহাত কম নয়।

T.me/Boighar

অভিযান ও হত্যা

ওয়াটের উৎসাহেই ডয়েল হোমসকে নিয়ে দু-খানা ছোটোগল্প লিখে পাঠিয়ে দিলেন ‘স্ট্র্যান্ড’-এর সম্পাদক গ্রিনহাউ স্মিথের দপ্তরে। স্মিথ ওয়াটকে চিনতেন, তাই তাঁর পাঠানো লেখাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়লেন। পড়েই চমকে উঠলেন স্মিথ। এ তো ‘The Voice of Science’-এর চেয়ে শতগুণে সরেস লেখা! ঝরঝরে সুন্দর হাতের লেখা, তেমনি তরতরে তাঁর ভাষা। স্মিথ যেন এমন কিছু একটাই খুঁজছিলেন ‘স্ট্র্যান্ড’-এর জন্য। তিনি সরাসরি ওয়াটের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ওয়াট বললেন এবার শব্দ প্রতি পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে। স্মিথ ও নিউনেস ডয়েলকে নিয়ে এতটাই উৎসাহিত ছিলেন যে তাঁরা প্রতি মাসে একটি করে মোট ছ-টি হোমসের গল্পের জন্য ২০০ পাউন্ড দিতে রাজি হন। একসঙ্গে এত টাকা আর্থারের চিন্তার বাইরে— তিনিও ঝড়ের গতিতে হোমসের গল্প লিখতে থাকলেন এবং আশ্চর্যের কথা একটি আগেরটির থেকে উৎকৃষ্ট। প্রথম দুটি তো পাঠানোই ছিল, বাকি চারটের মধ্যে দুটো লিখতে লিখতেই ওয়াট এই ছ-টি গল্প আমেরিকায় ছাপানোর স্বত্ব তিনশো পাউন্ডে স্যাম ম্যাকলিওর সিন্ডিকেটকে বিক্রি করে দিলেন। এদিকে ডয়েল কাবু হলেন ফ্লু-তে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সিদ্ধান্ত নিলেন, অনেক হয়েছে, ডাক্তারি এবার পাকাপাকিভাবে ছেড়ে সাহিত্যচর্চাই করবেন। সেরে উঠে মাত্র দেড় দিনে ‘The Five Orange Pips‘ লিখেই সস্ত্রীক নরউডে নতুন বাড়ি কিনে থাকা শুরু করলেন ডয়েল।

‘স্ট্র্যান্ড’ পত্রিকার গ্রিনহাউ স্মিথ
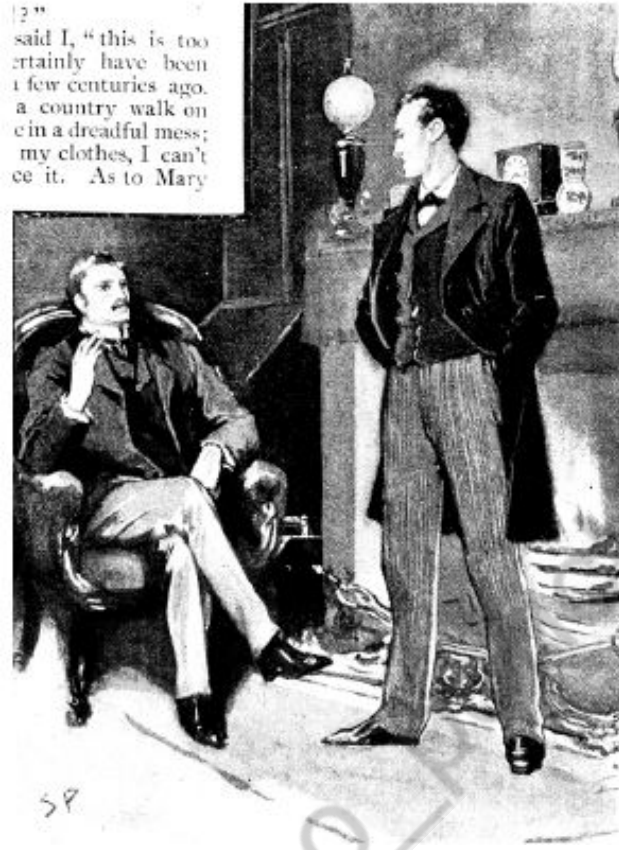
প্রথমবার ‘স্ট্র্যান্ড’ পত্রিকার পাতায় হোমস

জুলাই, ১৮৯১-এর ‘স্ট্র্যান্ড’-এর যে সংখ্যায় প্রথমবার হোমস কাহিনি ‘A Scandal in Bohemia’ প্রকাশ পেল সেই সংখ্যা বিক্রি হল ৩ লক্ষ কপি। এক সপ্তাহের মধ্যে ডয়েল নিজেই কিনে নিলেন ‘স্ট্র্যান্ড’-এর ২৫০ টি শেয়ার। ১০ অগাস্ট ১৮৯১ সকালবেলা ছ-টির সিরিজের শেষ গল্প ‘The Man with the Twisted Lip‘ লিখে, খামে ভরে, ডাকবাক্সে ফেলে নরউড ক্রিকেট টিমের সঙ্গে রওনা দিলেন হল্যান্ডে— ক্রিকেট খেলতে। স্থির করলেন হোমসকে নিয়ে আর একটি শব্দও খরচ করবেন না।

হল্যান্ড থেকে ফিরে ডয়েল দেখলেন তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন। ওয়ার্ড, লক তাঁকে অনুরোধ করল Study-র নতুন সংস্করণের ভূমিকা লিখতে কিন্তু ডয়েলের কেন জানি না মনে হল এরা তাঁকে ঠকিয়ে ব্যাবসা করছে। তিনি ভূমিকা লিখতে অস্বীকার করলেন। শুধু তাই না, উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে যেন ‘The First Sherlock Holmes Adventure‘ না লেখা হয়, সেটাও কড়াভাবে নির্দেশ দিলেন। এদিকে ‘স্ট্র্যান্ড’ তো প্রায় ডয়েলের পায়ে পড়ার মতো দশা। তাঁদের হোমসের গল্প চাই। বিরক্ত ডয়েল ভাবলেন গল্প পিছু অসম্ভব একটা দাম চাইলে হয়তো তাঁরা পিছু হটবেন। সেই ভেবে প্রতি গল্পে ৫০ পাউন্ড ধরে ছ-টি গল্পের জন্য ৩০০ পাউন্ড দাবি করলেন। তৎক্ষণাৎ মেনে নিলেন প্রকাশক। নভেম্বরের মধ্যে ডয়েল আবার ঝড়ের বেগে জমা দিলেন পরের ছ-টি কাহিনি। এই হোমসের চাপে ডয়েলের ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘The Refugees’ লেখা লাটে উঠল। কিন্তু ১৮৯১-এর শেষে ডয়েল শুধু লিখে রোজগার করলেন বার্ষিক ১৬১৬ পাউন্ড— ডাক্তারিতে তাঁর বার্ষিক রোজগারের পাঁচ গুণ।

তবু হোমসকে পছন্দ করতে পারছিলেন না ডয়েল। এদিকে তাঁর মা হোমসের ভক্ত হয়ে গেছেন। মাকে খুশি করতে ডয়েল লিখলেন 'The Adventure of the Copper Beeches.' লিখেই মাকে চিঠিতে জানালেন, 'এখন হোমসের থেকে লম্বা বিদায়। তবে চিন্তার কিছু নেই মা, ও বেঁচেই আছে।' ডয়েল অবশেষে মন দিলেন 'The Refugees', 'The Great Shadow'-র মতো ঐতিহাসিক উপন্যাসে। নিত্যনতুন থিয়েটার দেখতে থাকলেন, রিফর্ম ক্লাবে যোগ দিলেন আর বিকেলে জেরোম কে জেরোম আর সি এম ব্যারির সঙ্গে ক্রিকেট খেলে সময় কাটাতে লাগলেন আর্থার কোনান ডয়েল। সি এম ব্যারির নাটক 'Walker, London' শুরুর আগে পাঠ করার জন্য ছোট্ট একটা নাটক 'The Struggler of 15'-ও লিখলেন তিনি। পাঠ করতেন হেনরি আর্ভিং-এর তরুণ ম্যানেজার ব্রাম স্টোকার। সেই ভদ্রলোক যিনি ১৮৯৭ সালে আচমকা 'Dracula' নামে এক উপন্যাস লিখে বিশ্ববাসীকে ভয় পাইয়ে দিলেন। 'The Refugees' লেখা শেষ হল। স্মিথ তক্কে তক্কে ছিলেন। শেষ হওয়ামাত্র আবার ডয়েলকে ধরলেন হোমসের গল্পের জন্য। ডয়েল ভাবলেন পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিই, তবে যদি পিছু হটে। বারোটি গল্পের জন্য ১০০০ পাউন্ড দাবি করলেন তিনি (প্রায় এক বছরের রোজগার), তাও আগাম। সঙ্গেসঙ্গে স্মিথ রাজি হলেন।

ডয়েলের নোটবই ভরে উঠল নতুন প্লট লাইন, থিম আর আঁকিবুকিতে। যে আইডিয়াতে গল্প লেখা হচ্ছে, তার পাশে টিক দিচ্ছেন, যে আইডিয়া ঠিক জমল না, তার পাশে কাটা। তিন চার লাইনে খসড়া গল্প, কখনো-বা নতুন কোনো সংলাপের অংশ— বেকার স্ট্রিটের গোয়েন্দা আবার অধিকার করে নিল ডয়েলের গোটা সময়টা। ১৮৯২-এর অক্টোবরে শার্লকের পূর্ব প্রকাশিত গল্পগুলি একত্র করে প্রকাশ পেল হোমসের প্রথম গল্পগুচ্ছ *The Adventures of Sherlock Holmes.* উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল, 'আমার পুরাতন শিক্ষক জোসেফ বেল, এম ডি কে।'

ডয়েলের তখন তেত্রিশ বছর বয়স। মনেপ্রাণে তিনি চাইতেন নাটকের জগতে ঢুকতে। কিন্তু হোমস বড়ো বালাই। পেট চালাতে হলে তাঁকে হোমসের কাহিনি লিখে যেতেই হবে। ফলে এবার একটু সিরিয়াস হয়ে নানা বিষয় নিয়ে রিসার্চ শুরু করলেন তিনি। নিয়মিত যেতে শুরু করলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সংগ্রহশালা ব্ল্যাক মিউজিয়ামে। সেখানেই তিনি প্রথম দেখলেন জ্যাক দ্য রিপারের লেখা কুখ্যাত চিঠিটি। ১৮৮৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনের সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সিতে আসা যে চিঠিটি লিখেছিলেন বিশ্বের ঘৃণ্যতম সিরিয়াল কিলার। ডয়েলের মনে হল ইয়ার্ড কেন হত্যাকারীর হাতের লেখা পরীক্ষা করছে না! তিনি নিজেই শুরু করলেন হস্তাক্ষর চর্চা, যার ফলাফল তাঁর পরের কাহিনি 'The Adventure of The Reigate Squire'. ডিসেম্বরে প্রকাশ পেল 'Silver Blaze'— সেই প্রথমবার হোমস লন্ডনের বাইরে পা দিলেন। ১৮৯২ সালে ডয়েল রোজগার করলেন ২৭২৯ পাউন্ড— অন্য যেকোনো লেখকের চেয়ে বেশি। পরের বছরই তাঁর আলাপ হল রবার্ট লুই স্টিভেনসনের সঙ্গে। 'ট্রেজার আইল্যান্ড' লিখে ততদিনে তিনি বিখ্যাত। ডয়েল ও স্টিভেনসন দুজনেই ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করতেন— যোগ দিলেন Psychical Research সভায়। সেখানেই একদিন স্টিভেনসন বললেন, 'তোমার হোমস গল্পের খুব নাম শুনি। এক কপি বই পাঠিয়ো তো।' ডয়েল তখন হোমসের ওপর এতটাই বিরক্ত যে বদলে তিনি নাকি এক কপি *The White Company* পাঠিয়ে দেন।

Timepass_porichoy

জ্যাক দ্য রিপারের কুখ্যাত চিঠির অংশ

অগাস্ট মাসে জর্জ মেরিডিথের উপর একটা বক্তৃতা দিতে গিয়ে ডয়েল গেলেন সুইজারল্যান্ড। সেখানে গিয়ে তিনি রাইখেনবার্গ প্রপাতের নাম শোনেন। সেদিনের ডায়েরিতে হোমস সম্পর্কে তিনি লেখেন, 'ও আমার কাছে এক মস্ত বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' একবারও সেই প্রপাত চাক্ষুষ না করে ডয়েল সেই জলপ্রপাতে ফেলে শার্লককে মারার পরিকল্পনা করলেন। নরউডে ফিরেই লিখতে বসলেন 'The Final Problem'. ১৮৯৩-এর ডিসেম্বরে প্রকাশমাত্র পাঠকরা হইহই করে উঠলেন। লন্ডনের কেরানিরা একদিন কালো আর্মব্যান্ড পরে প্রতিবাদ জানাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ২০,০০০ গ্রাহক হারাল 'স্ট্র্যান্ড'।

মুচকি হেসে নিজের ডায়েরিতে লিখলেন, 'Killed Holmes'.

T.me/Borno_porichoy

আবার সে আসিল ফিরিয়া

রাইখেনবাখ জলপ্রপাতে হোমসের মহাপতনের ঠিক দু-মাস আগে ডামফ্রাইয়ের পাগলা গারদে আর্থারের বাবা, চার্লস ডয়েল মারা গেলেন। সেসময় তাঁর স্ত্রীও যক্ষ্মা রোগে শয্যাশায়ী। রানির ব্যক্তিগত চিকিৎসক স্যার ডগলাস পাওয়েল নিদান দিলেন, স্ত্রীর লক্ষণ ভালো ঠেকছে না। ওঁকে সুইৎজারল্যান্ড নিয়ে যান। এদিকে হোমস লিখে যে পারিশ্রমিক পেতেন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এ পি ওয়াট-এর সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তাঁর। ফলে বহুদিন বাদে আর্থার আবার টাকা পয়সার টানাটানি অনুভব করলেন। স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ সামলাতে সারা দেশ জুড়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, মাত্র চল্লিশ পাউন্ডের জন্য হেনরি লেবউসেরকে Criminal Law Amendment Act 1885-এর বিরুদ্ধে মামলায় সাহায্যও করলেন। মামলায় জেতায় সমকামিতা ও পায়ুমৈথুন ইংল্যান্ডে গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য হল এবং সর্বপ্রথম যাকে এই আইনে দু-বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল, তিনি ডয়েলের একদা ঘনিষ্ঠ বন্ধু অস্কার ওয়াইল্ড।

স্ত্রীর শরীর যখন একটু ভালোর দিকে তখন বন্ধু জেরোম কে জেরোমের অনুরোধে লিখলেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'The Threshold'— হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে। তাঁর প্রথম জীবনে লেখা ছোটো ছোটো গল্পগুলোও দু-মলাটে বন্দি হয়ে *Round the Red Lamp* নামে প্রকাশ পায়। সুইৎজারল্যান্ডে গিয়ে আর্থার এক মহিলা হিপ্নোটিস্টকে নিয়ে 'The Parasite' নামে একটি উপন্যাস শুরু করলেন। প্রায় লাখখানেক শব্দের উপন্যাসটি শেষ করেই আবার মাতলেন স্কি খেলা নিয়ে। ইংল্যান্ডে ফিরে ডয়েল আবার সেই ওয়াটকেই নিজের এজেন্ট বাছলেন কিন্তু এ সময় তাঁর জীবনে একটা বড়ো ঢেউয়ের মতো এলেন জেন লেকি।

১৮৯৭-এর মার্চ মাসে সাঁইত্রিশ বছর বয়সি ডয়েল তেইশ বছরের লেকির প্রেমে পড়লেন। ডয়েলের স্ত্রী অসুস্থ, কিন্তু জীবিত। তা সত্ত্বেও লেকি রোজ ডয়েলের বাড়ি আসতেন আর তারপর দু-জনে হাত ধরে হেঁটে বেড়াতেন বা ঘোড়ায় চড়তেন। স্বভাবতই ডয়েলের খরচা বাড়ছিল। 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনের জন্য তিনি কিছু লিখবেন ঠিক করলেন। সম্পাদকের শত অনুরোধেও গোয়েন্দা গল্প না লিখে লিখলেন গা ছমছমে ভয়ের কিছু গল্প, যাতে সমকামিতা, মদ্যপান, মৃতের জীবন ফিরে পাওয়া, জুয়া বা খুনের মতো বিষয় রয়েছে। গল্পগুলি একসঙ্গে *Round the Fire Stories* নামে প্রকাশিত হল। 'স্ট্র্যান্ড'-এর জন্য 'A Duel' নামে উপন্যাস লিখলেন ডয়েল কিন্তু তা একেবারেই চলল না।

এদিকে উইলিয়াম গিলেট নামে এক তরুণ অভিনেতা উঠে-পড়ে লাগলেন ডয়েলের শার্লককে মঞ্চে আনতে। দোনোমনা ডয়েল শেষে মতও দিলেন, এই শর্তে যে নাটক তিনিই লিখবেন। কিন্তু ডয়েলের নাটক দেখে তো গিলেটের একগাল মাছি। এই নাটক যাই হোক অভিনয়যোগ্য নয়। সাততাড়াতাড়ি নাটক লিখে কীভাবে গেলেট ম্যানেজ দিলেন, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্য অধ্যায়ে করা হয়েছে, তবে এখানে এটুকু বলে রাখা ভালো ১৮৯৯-এর ৬ নভেম্বর ব্রডওয়ের গ্যারিক থিয়েটারে যখন প্রথম প্রদর্শিত হল, ডয়েল তখনই বুঝে গেছিলেন রয়ালটি বাবদ তাঁর প্রাপ্ত অর্থে আপাত দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। তখন আফ্রিকায় যুদ্ধ চলছে। ডয়েল স্বেচ্ছায় আফ্রিকায় গেলেন যুদ্ধে যোগ দিতে, যদিও তিনি পেশায় ডাক্তার বলে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে না পাঠিয়ে হাসপাতালেই ডিউটি দেওয়া

Time/Bomo-policy

হল। আফ্রিকায় না গেলে তাঁর বার্ট্রাম ফ্লেচার রবিনসনের সঙ্গে আলাপ হত কি না সন্দেহ। যুদ্ধক্ষেত্রে রবিনসন গেছিলেন সাংবাদিক হিসেবে। সেখানেই দু-জনের বন্ধুতা গাঢ় হয়। একদিন গল্পচ্ছলে রবিনসন ডয়েলকে জানান, 'আচ্ছা, তুমি ডার্টমুরের শিকারি কুকুরের লোককথাটা জান তো?' ডয়েল এর বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। রবিনসনের বাড়ি ছিল ডেভনে, ডার্টমুরের পাশেই। এবার রবিনসন যে গল্পটা বললেন, তা আমরা পরে হুবহু শুনতে পাই জেমস মর্টিমারের মুখে— হুগোবাস্কারভিলের কাহিনি হিসেবে। তৎক্ষণাৎ ডয়েল স্থির করলেন এই প্লট ছাড়া যাবে না। 'স্ট্র্যান্ড'কে চিঠি লিখলেন, তিনি ৪০,০০০ শব্দের একটি সুবৃহৎ ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে চান। 'স্ট্র্যান্ড' রাজিও হল।

T.me/Borno_porichoy

আফ্রিকায় সৈনিকের পোশাকে ডয়েল (১৯০০)

T.me/Bornomoy

দেশে ফিরে ডয়েলের সমস্যা হল, এ কাহিনির নায়ক কে হবেন? একজন বলিষ্ঠ মুখ্য চরিত্র ছাড়া কাহিনি দানা বাঁধবে না। নতুন কোনো চরিত্র আমদানি করাও মুশকিল। এদিকে হোমস মারা যাবার পর বাজার ছেয়ে গেছে সেক্সটন ব্লেক ধরনের প্রচুর হোমসের নকলে। ফলে ডয়েল ঠিক করলেন যাকে নিজের হাতে খুন করেছিলেন, সেই হোমসকেই আবার ফিরিয়ে আনবেন। তবে মৃত হোমস প্রাণ পাবে না তা বলে! শুধু ঘটনাকালটা পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই সময়ে, যে সময় হোমস বেঁচে ছিলেন। সমস্যা এখানেও কাটল না। কাহিনির অর্ধেকই তো রবিনসনের থেকে ধার নেওয়া! তিনি দাবি ছাড়বেন কেন? ডয়েল প্রস্তাব দিলেন তিনি এবং রবিনসন যুগ্মভাবে পরবর্তী হোমস উপন্যাসটি লিখবেন। সঙ্গেসঙ্গে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন 'স্ট্র্যান্ড'-এর সম্পাদক গ্রিনহাউ স্মিথ— 'এমন আবার হয় নাকি?' রবিনসনকে খুশি করতে আর্থার তাঁকে এক হাজার শব্দ প্রতি ১০০ পাউন্ড দেবার চুক্তি করলেন। সব দিক গুছিয়ে ডয়েল ও রবিনসন চললেন ডার্টমুরে সরেজমিনে জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখতে। সেখানে ডয়েলের চোখ টানল দিগন্তবিস্তৃত ফক্সটর মহাপঙ্ক, যা পরে তাঁর লেখায় গ্রিমপেন মহাপঙ্ক হবে। ডার্টমুরের জেলখানায় গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল ডয়েলের। তিনজন অপরাধী তাঁকে অনুরোধ করল তাদের কেসটা যেন শার্লককে দেখতে বলেন ডয়েল। সবই হল, কিন্তু যে পরিবারকে ঘিরে গোটা ঘটনাটি ঘটবে, তার কোনো জবরদস্ত নাম খুঁজে পাচ্ছিলেন না ডয়েল। ডার্টমুরের পাশে ডেভনে রবিনসনের পৈতৃক বাড়িতে তাঁদের কোচোয়ানের সঙ্গে আলাপ হতেই ডয়েল প্রায় ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। কোচোয়ানের নাম হেনরি বাস্কারভিল। পরে অবশ্য বই প্রকাশ পেলে প্রথম কপিটিই ডয়েল সই করে হেনরিকে পাঠান— সঙ্গে ছোট্ট একটি চিঠি, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর নাম বইতে ব্যবহারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এদিকে 'স্ট্র্যান্ড'-এর অধীনে আরও একটি পত্রিকা 'টিট-বিট' ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দিয়ে যেতে লাগল খুব শিগগিরি 'স্ট্র্যান্ড'-এ ধারাবাহিকভাবে আবার হোমস আসতে চলেছে। গোটা লন্ডন যেন উত্তেজনায় ফুটতে লাগল। ব্যাপারটা এতটাই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেল যে ১৯০১-এর মার্চে সপ্তম এডওয়ার্ডের পাশে বসে ডিনারের সময় তিনিও জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'কবে আসছে শার্লক হোমস?'

T.me/Boiro_Porichoy
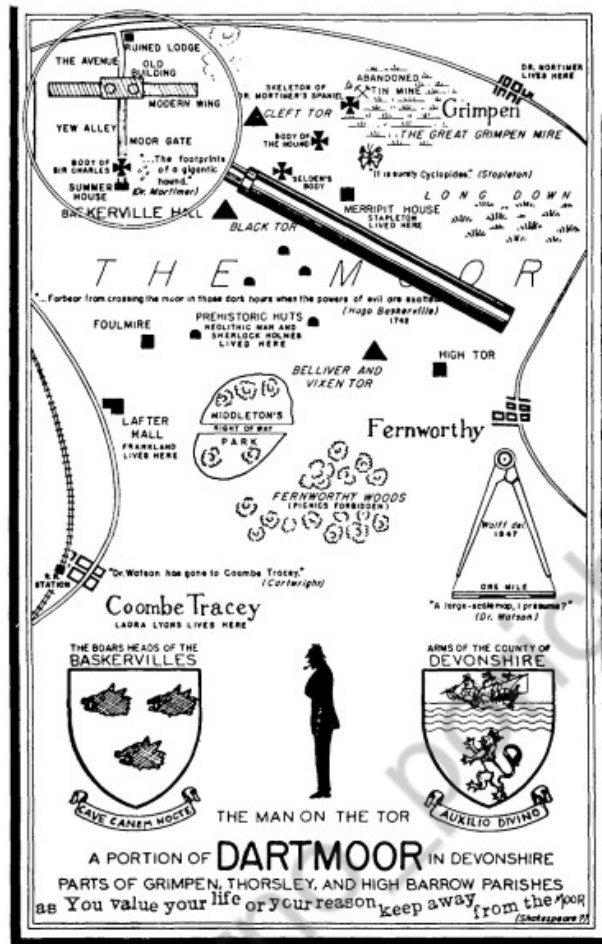
বাস্কারভিলের অকুস্থল ডার্টমুরের মানচিত্র

হোমসের নতুন উপন্যাসের জন্য সময় ঠিক হল সে-বছরের অগাস্ট মাস। সেপ্টেম্বরে গিলেট আবার নতুন করে হোমসের নাটক করবেন, তার ঠিক আগে আগে প্রকাশ পাবে ডয়েলের নতুন উপন্যাস 'The Hound of the Baskervilles'-এর প্রথম কিস্তি। এই উপন্যাস লিখতে গিয়ে নিজের চেনা ছককে ভেঙে চুরমার করে দিলেন ডয়েল। গোটা গল্পটা টানা কাহিনিতে বলা নেই বরং বলা আছে চিঠি, ডায়েরির পাতা, পাণ্ডুলিপির টুকরোর মাধ্যমে। কিন্তু বলার ঢং এতই নিপুণ যে পাঠক বিন্দুমাত্র হোঁচট খায় না। ডয়েলের অনেক আগে হেনরি ফিল্ডিং এই ধারা প্রবর্তন করেন। ব্রাম স্ট্রোকারও তাঁর ড্রাকুলার গল্পে এই ধারাই ব্যবহার করেছিলেন। তবে ডয়েলের মাস্টারস্ট্রোক এখানেই যে তিনি একটি উপন্যাসে পাঁচটি আলাদা আলাদা গল্প বলেছেন— অভিশাপের গল্প, পালিয়ে যাওয়া অপরাধী সেডানের গল্প, গ্রিমপেনে থাকা অজ্ঞাতপরিচয় মানুষটির গল্প, ওয়াটসনের চোখে দেখা ঘটনা আর সব কিছুর পিছনে ঘটতে থাকা আসল ঘটনা। এত জটিল প্লট নিয়ে আগে-পরে ডয়েল আর লেখেননি। প্রতিটি কিস্তির শেষে থাকত এক অনিবার্য ক্লিফ হ্যাঙার, যার ফলে পাঠক মুখিয়ে থাকত পরের কিস্তির জন্য। শোনা যায়, নতুন সংখ্যা এলেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা বেঁধে যেত— একজন জোরে পাঠ করতেন, বাকিরা শুনতেন। হোমসের জ্বরে থরথর করে কাঁপতেন বিশ্ববাসী। ১৯০২-এর এপ্রিলে শেষ কিস্তি প্রকাশ পাবার সঙ্গেসঙ্গেই ২৫,০০০ বই ছেপে ফেললেন নিউনেস। বইটির উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লেখা—

MY DEAR ROBINSON:

It was your account of a west country legend which first suggested the idea of this little tale to my mind.

For this, and for the help which you gave me in its evolution, all thanks.

Yours most truly,
A. CONAN DOYLE.

বইটির বিজ্ঞাপন হিসেবে অদ্ভুত এক পদ্ধতি নেওয়া হয়। ডয়েলের মূল পাণ্ডুলিপিটি ছিঁড়ে এক একটি পৃষ্ঠা লন্ডনের এক একটি দোকানে window display হিসেবে রাখা হয়। ফলে ১৯০ পৃষ্ঠার উপন্যাসের মাত্র ৩৬টি পৃষ্ঠাই এখন পাওয়া যায়। উপন্যাসটির রমরমা বিক্রির মধ্যেই ডয়েল প্রকাশ করলেন 'The War in South Africa : Its cause and conduct' নামের প্রোপাগান্ডাভিত্তিক একটি প্রচারপুস্তিকা। তিন মাসের মধ্যে বইটির দুটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। এই সময়ই তিনি লেখেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধিভৌতিক কাহিনি 'The Leather Funnel'. সপ্তম এডওয়ার্ড তখন অ্যাপেনডিক্সের ব্যথায় কাবু। রোগশয্যায় শুয়ে তিনি পড়ে ফেললেন নতুন হোমস কাহিনি ও ডয়েলের প্রচারপুস্তিকা। কোনটার জন্য বলা মুশকিল, অক্টোবরেই ডয়েলকে নাইট উপাধি দিলেন তিনি। প্রথমে অনিচ্ছা থাকলেও মায়ের ইচ্ছেতে সে-উপাধি গ্রহণ করলেন ডয়েল।

ডয়েল তখন ব্যস্ত ব্রিগেডিয়ার জেরার্ডকে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লেখাতে। এদিকে হোমস ফিরে আসায় 'স্ট্র্যান্ড' কর্ত‚পক্ষ উৎসাহী হয়ে পরবর্তী হোমস কাহিনির জন্য ডয়েলকে কিছু আগাম পারিশ্রমিক দিতে চাইলেন। ডয়েল সঙ্গেসঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন, 'Sherlock won't come up as far as I can see.' কিন্তু সবাই তো আর ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়

না! মাসখানেকের মধ্যে আমেরিকার 'কলিয়ার'স উইকলি' ম্যাগাজিন ছ-টি নতুন শার্লক অভিযানের জন্য ডয়েলকে অনুরোধ করল। আগাম দিল ২৫,০০০ ডলার! ডয়েল উত্তর দিলেন 'Very Well.' 'স্ট্র্যান্ড'-ই বা ছাড়বে কেন! তারাও বলল তাদের ওই ছ-টি গল্প দিতে হবে। যে মাসে 'কলিয়ার'-এ ছাপা হবে, তার পরের মাসে একই গল্প ইংল্যান্ডে 'স্ট্র্যান্ড'-এ ছাপা হবে। 'কলিয়ার'-এ আঁকবেন ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে আর 'স্ট্র্যান্ড'-এ... যথারীতি প্যাগেট। এ বাবদ তাঁকে তারা দেবে ৩০০০ পাউন্ড (মানে ১২৫০০ ডলার)। উপায় না দেখে শার্লককে ফিরিয়ে আনলেন ডয়েল। প্রায় তিন বছর অজ্ঞাতবাসের পর, 'The Adventure of the Empty House' কাহিনিতে। পরের তিনটি কাহিনি 'The Adventure of the Norwood Builder', 'The Adventure of the Dancing Men' আর 'The Adventure of the Solitary Cyclist'— ডয়েলের নিজের জীবন বা পড়াশুনোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। জেন লেকির সঙ্গে তাঁর প্রেম, তাঁর হোটেল মালকিনের সাত বছরের শিশুর আঁকা ছবি বা পো-র 'The Gold-Bug'-গল্প এসময় শার্লকের কাহিনিতে প্রভাব ফেলে। স্বভাবতই স্মিথ বলেন শার্লকের কাহিনি ঠিক জমছে না। ডয়েল উত্তর দেন, 'আমি জানি, সেজন্যই তো ওকে ফেরাতে চাইনি।'
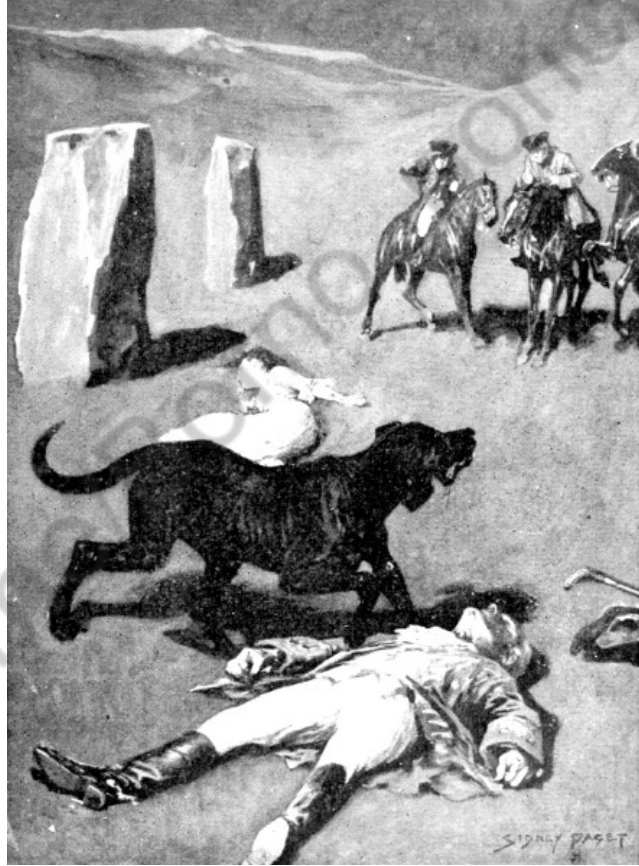
'স্ট্র্যান্ড'-এ প্যাগেট অঙ্কিত চিত্র (Baskervilles)

THE ADVENTURE OF THE SECOND STAIN

Sherlock Holmes
Succeeded by
"RAFFLES"

EXIT—SHERLOCK HOLMES

With this issue of Collier's, Sherlock Holmes, the Master Detective, doffs his hat to mystery-loving Americans and culminates his long series of episodes in the most important international case he was ever called upon to handle. "The Adventure of the Second Stain," *the last Sherlock Holmes story ever to appear*, marks the "death" of the best known character in modern fiction.

'The Adventure of the Second Stain'-এর বিজ্ঞাপন

আমেরিকায় হোমসের জনপ্রিয়তা বাড়াতে 'কলিয়ার' অদ্ভুত এক খবর প্রচার করল। ডয়েল নাকি নতুন হোমস লেখার জন্য ইংল্যান্ড ছেড়ে বাক্সপ্যাঁটরা গুটিয়ে লং আইল্যান্ডের এক হোটেলে বাসা নিয়েছেন। এ খবর দেখে উত্তেজিত হয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 'কলিয়ার'কে চিঠি লিখে হোটেলের নাম জানতে চান। তিনি নাকি নিজে গিয়ে ডয়েলের সঙ্গে দেখা করবেন। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। 'কলিয়ার'-এ প্রথমে ছ-টি, পরে বাড়িয়ে আট ও শেষে মোট বারোটি হোমস কাহিনি লেখেন ডয়েল। এ সময় স্যাম ম্যাক্লুর বারোটি গল্পের জন্য ৭৫,০০০ ও একটি উপন্যাসের জন্য ২৫,০০০ হিসেবে মোট এক লক্ষ ডলার দেবেন বলেন। কোনান ডয়েল বলেন তাঁর মাথায় আর কোনো প্লট নেই। কিন্তু 'The Bookman' পত্রিকার সম্পাদক আর্থার মরিস ডয়েলকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে লেখা, "The Adventure of the Naval Treaty" গল্পে যে আপনি "The Adventure of the Second Stain"-এর কথা বলেছিলেন, কই সেটা তো লিখলেন না!' ডয়েল সেটা লিখে ১০০০ পাউন্ডে ম্যাক্লুরকে বিক্রি করতে চাইলেন। তাঁরা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে রাজি নয়। ফলে 'কলিয়ার'-এর বারোটার সিরিজে তেরো নম্বর গল্প হিসেবে জুড়ে গেল এই গল্পটি। এই কাহিনির শুরুতেই ওয়াটসন জানায় হোমস গোয়েন্দাগিরি থেকে অবসর নিয়ে সাসেক্সে মৌমাছি পালনে মন দিয়েছে। আর কলিয়ার'স-ও খুশি মনে এই কাহিনিকে

'The last Sherlock Holmes story ever to be written' বলে প্রচার করল। ডয়েল আবার হোমসকে পরিত্যাগ করলেন।

The Empty House-এ ফ্রেডরিখ ডর স্টিলের আঁকা হোমস

T.me/Borno_porichoy

হোমসকে ত্যাগ করে ডয়েল নিজেই রহস্য সন্ধানে নামলেন। তিনি এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বার্নার্ড স্পিলসবেরি একত্রে নামলেন জ্যাক দ্য রিপারের হত্যাকাণ্ডের রহস্য সন্ধানে। এ সময়েই তাঁর বন্ধুত্ব হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রাক্তন প্রধান উইলিয়াম মেলভিলের সঙ্গে, যিনি রানি ভিক্টোরিয়াকে হত্যার চক্রান্ত ভণ্ডুল করেছিলেন। এই মেলভিল পরবর্তীকালে সাহিত্যে অমর হয়ে গেছেন। কারণ তাঁকে আদর্শ করেই ইয়ান ফ্লেমিং জেমস বন্ডের M চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছিলেন।

এদিকে ডয়েল 'Sir Nigel' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন। ১৯০৬-এর ৪ জুলাই স্ত্রী লুইস অবশেষে মারা গেলেন। জেন লেকি এসে থাকতে শুরু করলেন ডয়েলের সঙ্গে। ১৯০৭-এর মার্চে ডয়েল ও লেকি আংটি বদল করে বাগদত্ত হলেন। সেপ্টেম্বরে তাঁদের বিয়ে হল। বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন জর্জ এডালজি, যাকে প্রায় একা হাতে তদন্ত করে বাঁচিয়েছিলেন ডয়েল। যার বিস্তারিত বর্ণনা অন্য অধ্যায়ে করা আছে। এ সময় ডয়েল বেশ কিছু গল্প উপন্যাস লেখেন যাদের নাম গবেষক ছাড়া আর কেউ জানে না— 'A Duet with Occational Chorus', 'The Tragedy of the Korosko', 'The House of Temperley'. একের পর এক কাহিনি ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ ডয়েল আবার সেই বেকার স্ট্রিটের গোয়েন্দাকে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবেন। 'স্ট্র্যান্ড'কে তিনি দুটি গল্পের প্রতিশ্রুতি দেন— একটি গ্রীষ্ম সংখ্যার জন্য, অন্যটি বড়োদিনের জন্য। এই সিরিজের নাম হবে 'Reminiscences of Sherlock Holmes'. এদের প্রথমটি 'The Adventure of Wisteria Lodge' যৌথভাবে কলিয়ার'স ও 'স্ট্র্যান্ড'-এ প্রকাশ পেল। সিরিজের দ্বিতীয় কাহিনিতে ফিরে এলেন মাইক্রফট হোমস। 'The Adventure of Bruce-Partington Plans' দুটি পত্রিকারই বড়োদিন সংখ্যায় প্রকাশ পায়। ডয়েল প্রতিটি গল্প পিছু ৭৫০ পাউন্ড পারিশ্রমিক পেলেন।

ডয়েলের দ্বিতীয় বিবাহ (১৯০৭)

পুত্র ডেনিস সহ ডয়েল (১৯০৯)

সেন্ট প্যাট্রিক ডে-তে জেন একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। ডয়েল তখন নাটক লেখায় ব্যস্ত। 'Fires of Fate' নামে নাটকটি লিখে তিনি নিজেই প্রযোজনা করেন। মাত্র তিনদিনে সে-নাটকের ঝাঁপ ফেলে দিতে বাধ্য হন ডয়েল। তাঁর অনেক টাকা জলে যায়। অগতির গতি হোমসকে ফিরিয়ে এনে আরও চারটি নতুন গল্প লিখলেন। সঙ্গে চলছিল ব্রিগেডিয়ার জেরার্ড কিংবা 'The Terror of Blue John Gap' (পরে সত্যজিৎ রায় যার অনুবাদ করেন)-এর মতো গল্প লেখাও। ঠিক এসময় পুরাতত্ত্ব নিয়ে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি। যার ফল ১৯১১-র উপন্যাস 'The Lost World'. এই উপন্যাসে খেপাটে বিজ্ঞানী প্রফেসর চ্যালেঞ্জার হোমসের পরেই ডয়েলের সৃষ্ট জনপ্রিয়তম চরিত্র। তাঁকে আদর্শ করেই বাংলায় সুকুমার রায় হেশোরাম হুঁশিয়ারকে সৃষ্টি করেছেন। এমনকী প্রথম দিকের প্রফেসর শঙ্কুর মধ্যেও চ্যালেঞ্জারের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করা যায়। 'The Lost World'-এর আদিম মানুষ যে আদৌ পুরাতত্ত্বসম্মত না, তা নিয়ে ডয়েলকে সমালোচনার মুখে পড়তে হল। কিন্তু ডয়েল পিছু হটার পাত্র নয়। চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে লিখলেন দ্বিতীয় উপন্যাস 'The Poison Belt'.

ফ্রেডরিখ ডর স্টিলের আঁকা অরিজিনাল আর্টওয়ার্ক

এর মধ্যে ডা বেল মারা গেছেন। ডয়েল নিজেও অসুখে শয্যাশায়ী। রোগশয্যার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন আরও একটি হোমস গল্প 'The Adventure of Dying Detective'. নানা পত্রপত্রিকা বার বার তাঁকে অনুরোধ করছে আবার হোমসকে নিয়ে লেখার জন্য। কিন্তু ডয়েল অটল। 'Everybody's Magazine' ১ লক্ষ ডলার অগ্রিমের লোভ দেখানোতেও লাভ হল না। অবশেষে ১৯১৪-র শুরুতে ডয়েল আবার 'স্ট্র্যান্ড'-এর জন্য লিখতে বসলেন নতুন হোমস উপন্যাস— 'The Valley of Fear'.

T.me/Borno_porichoy

আতঙ্কের উপত্যকা এবং পিংকারটনেরা

ডয়েল ও হোমসের এই একত্র যাত্রার বর্ণনায় ঠিক এই জায়গায় আমরা একটু বিরতি নেব। গন্তব্যে যাওয়ার আগে যেমন ছোট্ট ডি-ট্যুর করা হয়, অনেকটা সেরকম। 'The Valley of Fear' হোমসকে নিয়ে ডয়েলের শেষ উপন্যাস এবং এর আগের উপন্যাসের মতো এরও মৌলিকতার অভাব আছে। তবে এটিই সম্ভবত হোমসকে নিয়ে ডয়েলের একমাত্র উপন্যাস, যার মূল ভিত্তি একটি বাস্তব ঘটনা। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে ভালোবাসতেন ডয়েল। আর তাই হয়তো হোমসকে নিয়ে একটি ঐতিহাসিক থ্রিলার লিখতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই বাস্তবের একটি ঘটনা ও দলের কার্যকলাপ নিয়ে লেখা এ উপন্যাসে 'A Study in Scarlet'-এর মতো স্পষ্ট দুটি ভাগ— একটি ভাগ ওয়াটসনের জবানিতে, দ্বিতীয় অংশ ফ্ল্যাশব্যাকে। এই ফ্ল্যাশব্যাক অংশেই মলি ম্যাগুয়েরর ও পিংকারটন এজেন্ট জেমস ম্যাকফারল্যান্ডের জীবন থেকে একটি বড়ো অংশ ধার নিয়েছেন স্যার আর্থার।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জাররূপে স্বয়ং ডয়েল (১৯১২)

১৮৭৭ সালে নিউ ইয়র্কের জি ডবলিউ কার্লটন অ্যান্ড কোং থেকে প্রকাশ পেল অ্যালান জে পিংকারটনের লেখা *The Molly Maguires and the Detectives* বইটি। ডয়েল গোটা কাহিনিটিই নাম বদলে নিজের উপন্যাসে কাজে লাগালেন। মলি ম্যাগুয়েরর হল স্কাওয়ারস, সেনানডো উপত্যকা হল ভারমিশা উপত্যকা, কমিশনার ডরমার হলেন কাউন্সিলর ম্যাকগিন্টি, উনত্রিশ বছর বয়সি জেমস ম্যাকফারল্যান্ড নাম নিলেন বার্ডি এডওয়ার্ডস। শুধু পিংকারটনদের নাম পালটানো হল না।

পিংকারটনরা ছিল আমেরিকার প্রথম বেসরকারি গোয়েন্দা তথা গুপ্তচর সংস্থা। ১৮৫০ সালে পুলিশ ডিটেকটিভ অ্যালান জে পিংকারটন স্থানীয় অ্যাটর্নি এডওয়ার্ড রুকারের সঙ্গে মিলে North-Western Police Agency নামে একটি সমান্তরাল বাহিনী খোলেন, পরে যা বিখ্যাত হয় Pinkerton National Detective Agency নামে। সংস্থার মটো ছিল 'We

Never Sleep'. যেসব কাজে পুলিশ যেতে ভয় পেত বা ব্যর্থ হত, সে-কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন অকুতোভয় পিংকারটনরা।

WHAT SHERLOCK HOLMES FOUND IN THE ENVELOPE
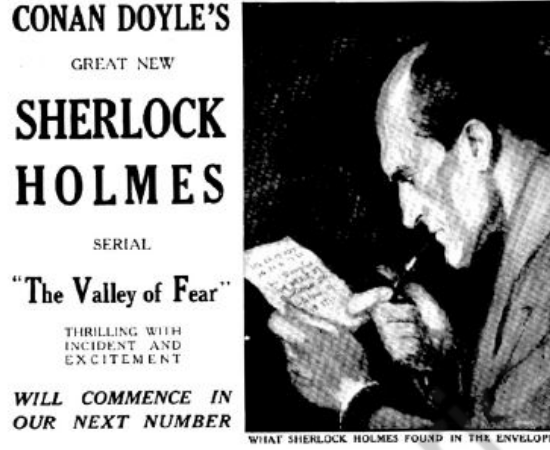
১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কলিন গোয়েন ফিলাডেলফিয়া রেল রোডের সভাপতি হন। হয়েই তিনি লক্ষ করেন পেনসিলভানিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। রেলের ডিরেক্টররা ওই অঞ্চলে গেলেই গায়েব হয়ে যাচ্ছেন বা খুন হচ্ছেন চিরতরে। কারা এর পিছনে আছে, জানা যাচ্ছে না। সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ। উপায় না দেখে গোয়েন পিংকারটনদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। পিংকারটন তাদের দক্ষ গোয়েন্দা জেমস ম্যাকফারল্যান্ডকে এই বিপজ্জনক কাজের দায়িত্ব দিল। ম্যাকফারল্যান্ড করলেন কী শ্রমিকের ছদ্মবেশে ওই সেনানডো উপত্যকার উদ্দেশে রওনা হলেন। দিনের পর দিন সেখানে থেকে আবিষ্কার করলেন ওই উপত্যকায় আইরিশ ক্যাথলিক গুপ্তচর সংস্থা মলি ম্যাগুয়েরের রাজত্ব চলছে। খনির না খেতে পাওয়া মজুরদের পক্ষে তাঁরা। তাঁদের নেতা ডরমার। ধীরে ধীরে ম্যাকফারল্যান্ড নিজে এই সমিতিতে যোগ দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠলেন। নতুন নতুন পরিকল্পনা, খুনের প্লট, যা জানতে পারতেন, গোপনে খবর পাঠাতেন তাঁর পিংকারটন বস বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে। এ কাজে রবার্ট লিনডেন নামে তাঁর এক গোপন সহকারীও ছিল। মলি ম্যাগুয়েরদের বিরুদ্ধে সব প্রমাণ জোগাড় করে একদিন এক গোপনে বৈঠকে, যেখানে দলের সব নেতা উপস্থিত, তাঁদের হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেন ম্যাকফারল্যান্ড। পুলিশকে আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। এ সাফল্যে গোটা আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে যান তিনি।

অ্যালান পিংকারটন ও তাঁর দলবল

পিংকারটনদের লোগো

এক সমুদ্রযাত্রায় জাহাজের ডেকে ডয়েলের সঙ্গে আলাপ হল অ্যালান পিংকারটনের পুত্র উইলিয়ামের। কথায় কথায় তিনি ডয়েলকে ম্যাকফারল্যান্ডের গোটা গল্পটি বলেন, ডয়েলের গল্পটি শুনে মনে হয় 'it is a singular and terrible narrative'. ঠিক 'The Hound of the Baskervilles'-এর মতো এ কাহিনিকেও সুযোগ বুঝে হোমস অভিযানে ব্যবহার করেন আর্থার ডয়েল।

শেষ অভিবাদন

১৯১৭-র মে মাসে টাইটানিকের যমজ জাহাজ অলিম্পিকে চেপে ডয়েল আমেরিকা রওনা হলেন। আমেরিকায় তখন অন্য কোনো ব্রিটিশ তাঁর মতো জনপ্রিয় ছিলেন না। তখন নির্বাক চিত্রের প্রথম যুগ। তাঁর আগমন তুলে রাখা হল সেলুলয়েডের বুকে। নিউ ইয়র্কে পৌঁছে তিনি ঘুরে দেখলেন সেখানকার কুখ্যাত জেলখানাগুলি। সিংসিং-এ স্বেচ্ছায় বসে পড়লেন নব আবিষ্কৃত ইলেকট্রিক চেয়ারে। 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' খবরের হেডলাইন করল, 'Sherlock's Here ; Expects Lynching of Wild Women'. সেখান থেকে কানাডা, রকি মাউন্টেন ঘুরে জুলাই মাসে দেশে ফেরা।

এর মধ্যে যুদ্ধ বাধল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ডয়েল আবার প্রোপাগান্ডাভিত্তিক 'To Arms', 'The German War', 'The World War Conspiracy' জাতীয় প্রবন্ধে ব্রিটিশবাসীকে উদবুদ্ধ করতে লাগলেন। সবাই জিজ্ঞেস করত শার্লক কী করছে আজকাল! তাদের মুখের মতো জবাব দিতে অবসর ভেঙে শার্লক এক জার্মান গুপ্তচরের জারিজুরি ফাঁস করে দেন। যথারীতি 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনে 'His Last Bow' নামে গল্পটি ছাপা হয়। এই সময় থেকেই ডয়েল গভীরভাবে পরলোকতত্ত্ব, আত্মা, জিন-পরিতে বিশ্বাসী হতে শুরু করেন, ডয়েল দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন, আর পরলোকের অস্তিত্ব নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। শার্লক আবার তাঁর থেকে বহুদূর নক্ষত্র হয়ে গেল। কিন্তু শার্লক থেকে যে লাভ আসছিল, তা বন্ধ হল না। ১৯২০-র দশকে প্রায় পঞ্চাশটি ছায়াছবি তৈরি হল শার্লককে নিয়ে। ডয়েল কপিরাইটের জন্য নির্দিষ্ট ফিলম কোম্পানিকেই তাঁর গল্প বেচবেন বলে স্থির করলেন। স্টোল ফিলম কোম্পানি মোটা টাকায় শার্লকের ছবির স্বত্ব কিনল।

T.me/Boirboi_Polichoy
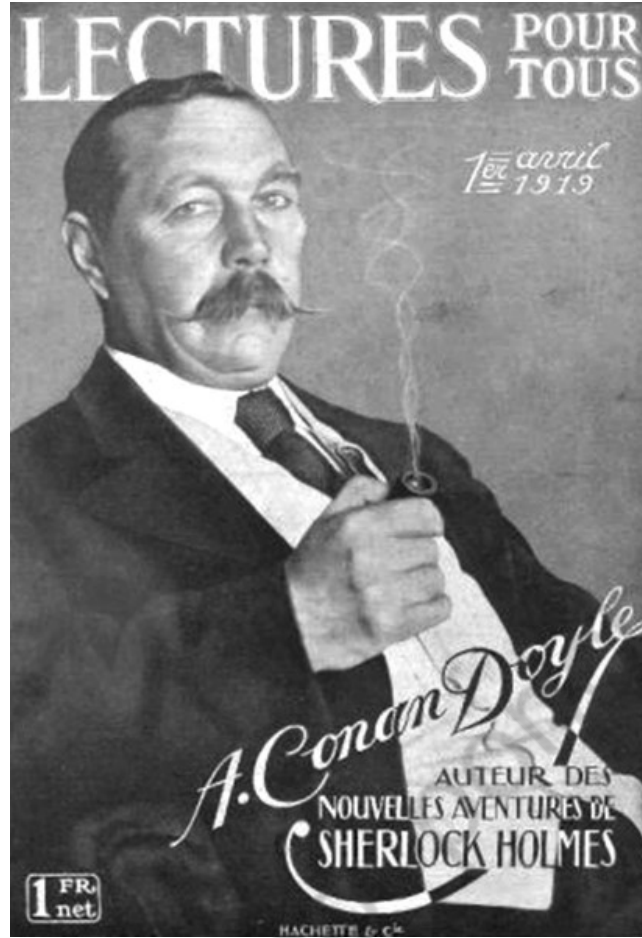
ডয়েলের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন (১৯১৯)

£100 FREE CROSS-WORD COMPETITION: SEE PAGE 4

Daily Mirror

THE DAILY PICTURE NEWSPAPER WITH THE LARGEST NET SALE

CAMPAIGN TO MAKE LONDON STREETS SAFER

TUESDAY, DECEMBER 7, 1926 [24 PAGES]

MYSTERY OF WOMAN NOVELIST'S DISAPPEARANCE

EARL'S DAUGHTER TAKES THE AIR IN A CAGE

আগাথা ক্রিস্টির নিরুদ্দেশ সংবাদ (১৯২৬)

১৯২২-এ ডয়েল ঘোষণা করলেন তিনি এমন এক নতুন চরিত্র সৃষ্টি করবেন, যা শার্লককেও ম্লান করে দেবে। কিন্তু বদলে লিখলেন নতুন তিনটি শার্লক অভিযান ও প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে 'The Land of Mist'. ষাটোর্ধ্ব ডয়েলের দেহে মনে আর আগের শক্তি ছিল না। নেহাত টাকা রোজগারের জন্য আবার হোমসকে নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করলেন 'স্ট্র্যান্ড'-এ। তাও আগের মতো যত্ন নিয়ে নয়। হোমস লেখা তখন তাঁর কাছে নেহাত এলেবেলে কাজ। শোনা যায়, গলফ খেলতে খেলতে মাঝে 'The Adventure of the Veiled Lodger' লিখে আবার গলফ খেলা শুরু করেন ডয়েল। তাঁর এই অবহেলার ছাপ লেখায় পড়তে থাকে। অবশেষে সম্পাদক গ্রিনহাউ স্মিথ লজ্জার মাথা খেয়ে ডয়েলকে বলেন, 'হোমসের গল্পগুলো একদমই জমছে না। ওকে বরং চির অবসরে পাঠিয়ে দিন।' ডয়েল এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। ডয়েল পাঠকদের জানিয়ে দেন কোনোমতেই তিনি হোমসকে নিয়ে আর একটি শব্দও লিখবেন না (এবার সত্যি সত্যি!)। বরং হোমসের বিদায়কে স্মরণীয় করতে তিনি একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করলেন। পাঠককে নিজের পছন্দের সেরা এক ডজন হোমস গপ্পোর নাম লিখে পাঠাতে হবে। যার তালিকা ডয়েলের নিজের পছন্দের তালিকার সবচেয়ে কাছাকাছি হবে তাকেই জয়ী ঘোষণা করা হবে। ডয়েলের তালিকাটি ছিল এইরকম (ডয়েলের মজাদার টিপ্পনী সহ)—

১. The Adventrure of the Speckled Band (১৮৯২) (গা ছমছমে গল্প, অমি নিশ্চিত যেকোনো তালিকায় থাকা উচিত)
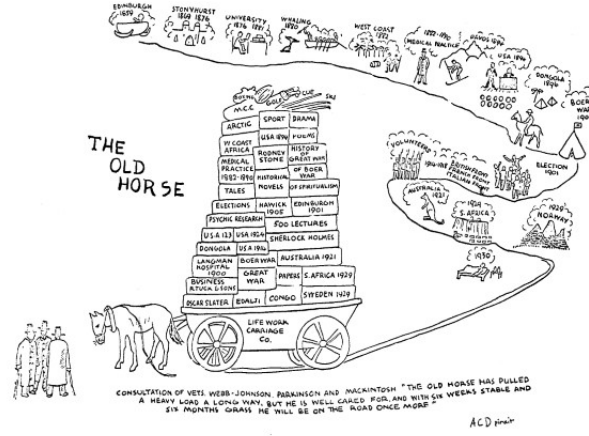
মৃত্যুর আগে ডয়েলের আঁকা ছবি; যাতে নিজের জীবনের নানা ঘটনা এঁকে নিজেকে 'বুড়ো ঘোড়া' আখ্যা দিচ্ছেন তিনি (১৯৩০)

২. The Red-Headed League (১৮৯১)

৩. The Adventure of the Dancing Men (১৯০৩) (কারণ, আগেরটার মতোই, অরিজিনাল প্লট)

৪. The Adventure of the Final Problem (১৮৯৩) (একমাত্র যে শত্রু হোমসকে চিন্তিত আর পাঠক (ওয়াটসন) কে বোকা বানাতে পারে, তার গল্প ছাড়া যায়!)

৫. A Scandal in Bohemia (১৮৯১) (কারণ প্রথম হোমস গল্প, কারণ অন্য গল্পদের পথ দেখিয়েছে, কারণ হোমসের মহিলাপ্রীতি এতে সর্বোচ্চ)

৬. The Adventure of the Empty House (১৯০৩) (হোমসের মৃত্যুরহস্য ব্যাখ্যা করার মতো কঠিন কাজ এতে করা হয়েছে)

৭. The Five Orange Pips (১৮৯১) (ছোটো এবং নাটকীয়)

৮. The Adventure of the Second Stain (ডিপ্লোমেসি আর রহস্য একসঙ্গে এসেছে)

৯. The Adventure of the Devil's Foot (১৯১০) (ছমছমে আর নতুন)

১০. The Adventure of the Priory School (১৯০৩) (হোমস যখন ডিউকের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। দারুণ নাটকীয়)

১১. The Adventure of the Musgrave Ritual (১৮৯৩) (হোমসের শুরুর দিন। ইতিহাসের মেলবন্ধন)

১২. The Adventure of the Reigate Squire (১৮৯৩) (সব মিলিয়ে হোমসের একেবারেই স্বতন্ত্র কাজ)

১৯২৭-এর ১৬ জুন প্রকাশ পেল হোমসের শেষ গল্পগুচ্ছ *The Casebook of Sherlock Holmes.* প্রকাশমাত্র হু হু করে বিক্রি হয়ে গেল ১৫,১৫০ কপি। Baskervilles-এর পর এত বিক্রি কোনো বইয়ের হয়নি। এসময়ই (১৯২৬) হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেলেন রহস্যরানি আগাথা ক্রিস্টি। পুলিশ বেসরকারি গোয়েন্দা হিসেবে ডয়েলের পরামর্শ নিল। গোয়েন্দাগিরি দূরস্থান, ডয়েল প্ল্যানচেট করতে বসলেন। প্ল্যানচেটে আত্মা মিডিয়ামের মুখ

দিয়ে বলে গেল আগাথা বেঁচে আছেন, আগামী বুধবারের মধ্যেই তাঁর খবর পাওয়া যাবে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রবিবারেই হ্যারোগেটের এক হোটেল থেকে আগাথা ক্রিস্টিকে খুঁজে পাওয়া গেল।

বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে আত্মা নিয়ে লেকচার দিয়ে ডয়েলের শরীর ভেঙে পড়ছিল। ১৯২৯-এ স্টকহোমে 'The Hound of the Baskervilles'-এর জার্মান ভাষায় চলচ্চিত্ররূপ দেখতে দেখতে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯৩০-এর ৭ জুলাই ডয়েল মারা যাবার আগে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী *Memories and Adventures*-এ নতুন কিছু তথ্য যোগ করার। সে আর হয়ে ওঠেনি। পরলোকতত্ত্বের নিত্যনতুন কোনো খবর যোগ করতেন নিশ্চয়ই। কারণ মোটা বইটিতে বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে আর্থারের জীবন, পরলোকতত্ত্ব, ঐতিহাসিক উপন্যাস-এর কথা। আর মাত্র কয়েক পাতা যার জন্য বরাদ্দ করেছেন ডয়েল, যাকে সারাজীবনে কখনোই পছন্দ করতে পারেননি, যিনি ডয়েলকে জনপ্রিয়তম, অর্থবান করেছেন, তিনি স্রষ্টার থেকেও বড়ো, বেকার স্ট্রিটের আধপাগলা, নেশাড়ু গোয়েন্দা, শার্লক হোমস।

T.me/Borno_porichoy

গোয়েন্দা আর্থার কোনান ডয়েল

জর্জ এডালজির বাবা সাপুরজি এডালজি আদতে ছিলেন ভারতীয় পারসি। ইংল্যান্ডে এসে এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করে আর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে বার্মিংহামের কাছে এক খনি অঞ্চলে তিনি থিতু হন। পেশায় ধর্মযাজক সাপুরজির তিন সন্তানের মধ্যে বড়োটির নাম ছিল জর্জ। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হবার কারণে ছোটোবেলা থেকেই বর্ণবিদ্বেষমূলক নানা কথাবার্তা, টিপ্পনী শুনতে হত তাঁকে। প্রতিবেশীরা তাঁদের হেয় করতেন, এমনকী বেনামিতে চিঠি লিখে গোটা পরিবারের প্রাণনাশের হুমকি দিতেও তাঁদের বাধত না। বেচারি জর্জ বহুবার স্ট্যাফোর্ডশায়ারের চিফ কনস্টেবল ক্যাপ্টেন অ্যানসনের কাছে প্রতিকার চাইতে গেছে। কিন্তু তিনি আবার বর্ণবিদ্বেষে এক কাঠি বাড়া। 'চালাকি করতে এস না হে ছোকরা, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এসব তোমারই কাজ,' বলে ধমকে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। কোন যুক্তিতে জর্জ নিজের পরিবারকেই ধমকি দেবে, সেটা তাঁকে কেউ বোঝাতে পারত না। আসলে বর্ণবিদ্বেষের চশমাটা এতটা শক্তভাবে তাঁর চোখে বসেছিল যে অন্য আলো ঢোকার পথ পেত না। ১৮৯৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে একদিন স্থানীয় গ্রামার স্কুলের সদর দরজার চাবিটা পাওয়া গেল না। পরে সেটাকেই পাওয়া গেল এডালজিদের বাড়ির সামনে। যথারীতি অ্যানসন জর্জকে সন্দেহ করলেন। জর্জের প্রতিবাদে কাজ হল না। 'চাবির ব্যাপারে আপনার ছেলের কথায় আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না'— সাপুরজিকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন অ্যানসন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে জর্জ ছাড়া পেয়ে গেল। ক্যাপ্টেন অ্যানসন তক্কে তক্কে রইলেন।

ডয়েলের সমাধি, মিন্সটেড, ব্রিটেন

T.me/Boi_Porimoy

প্রতিশোধের আগুন নাকি সময় পেলে বাড়ে। আট বছর বাদে ১৯০৩ সালে অ্যানসন আবার জর্জ এডালজিকে বাগে পেলেন। বার্কিংহামে হঠাৎ গৃহপালিত ঘোড়া ও গোরুদের ওপর জঘন্য আক্রমণ শুরু হল। কে বা কারা যেন রাতের অন্ধকারে এসে সব প্রাণীদের পেট ধারালো অস্ত্র দিয়ে চিরে দিচ্ছিল। পুলিশের কাছে বেশ কিছু বেনামি চিঠি এল, যাতে লেখা— এসব কিছু সাতাশ বছর বয়স্ক জর্জ এডালজির কীর্তি। অ্যানসন আবার বললেন এ সমস্ত কিছু জর্জ নিজেই লিখছে— যদিও কোনো সুস্থ মানুষ কেন এমন করবে, সে-যুক্তি দেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি অ্যানসন। তাঁর নির্দেশে এডালজিদের বাড়ি তল্লাশি চালানো হল। পাওয়া গেল একটা জ্যাকেট আর সেই জ্যাকেটে খয়েরি মতো একটা দাগ। জর্জ জানাল এ জ্যাকেট তার নয়। পুলিশই তাকে দোষী সাজাতে এটা রেখে দিয়েছে। তবু অ্যানসন সেই দাগকে রক্তের দাগ হিসেবে দেখিয়ে আর এক পেটোয়া হস্তাক্ষরবিদের মিথ্যে সাক্ষ্যের প্রভাবে জর্জকে দোষী প্রমাণ করলেন। বিচারে জর্জের সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

THE DAILY TELEGRAPH, FRIDAY, JANUARY 11, 1907.

THE CASE OF MR. GEORGE EDALJI.

SPECIAL INVESTIGATION BY SIR A. CONAN DOYLE.

খুব স্বাভাবিকভাবেই গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠল এই বিচারের বিরুদ্ধে। কয়েকশো ব্যারিস্টার আর সলিসিটার সহ দশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র জমা পড়ল হোম অফিসে— যার একটাই বক্তব্য, অবিলম্বে জর্জের মুক্তি। কিন্তু ওদেশেও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদল। আবেদনে কোনো ফল হল না। তিন বছর বাদে হঠাৎ একদিন মুক্তি দেওয়া হল জর্জ এডালজিকে, কোনো কারণ না দেখিয়েই। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন জর্জ। ফিরেই তিনি খবরের কাগজে একটি বিবৃতি দিলেন। বললেন তিনি নিরপরাধ এবং অবিচারের শিকার। কীভাবে যেন সেই বিবৃতি চোখে পড়ল স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের। তিনি তখন খ্যাতির শীর্ষে। 'লেখাটা পড়তে পড়তেই সত্যটা যেন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার বিবেক বলল, এ অন্যায়ের প্রতিবাদ যথাসাধ্য করা উচিত।' ডয়েল চিন্তা করলেন শার্লক এখন তাঁর জায়গায় থাকলে কী করত? তিনি একটুও সময় নষ্ট না করে মামলা সংক্রান্ত সব কাগজপত্র, সাক্ষীদের জেরার উত্তর, সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁটিয়ে পড়লেন রাত জেগে। স্ট্যাফোর্ডশায়ারে যেখানে পশুহত্যা ঘটেছিল, প্রতিটি জায়গা সরেজমিন তদন্ত করলেন আর সব শেষে দেখা করলেন জর্জ এডালজির সঙ্গে। হোমস থাকলে হয়তো এমনটাই করতেন।

বন্দি অবস্থায় জর্জ এডালজির ছবি

জর্জকে শেষ যে খুনের অপরাধে শাস্তি পেতে হয়েছিল, সেটি একটি ঘোড়ার হত্যা। হত্যাটি হয়েছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার এক বর্ষামুখর রাতে, এক মাঠের মাঝখানে। ডয়েল হিসেব করে দেখলেন বাড়ি থেকে সেখানে পৌঁছাতে হলে এডালজিকে সেই দুর্যোগের রাতে এক মাইল হাঁটতে হবে, দু-বার রেললাইন পেরোতে হবে, একবার শক্ত কাঁটাতারের বেড়া ডিঙোতে হবে। সাতাশ বছরের এক যুবকের পক্ষে অসম্ভব নয়, তবে অস্বাভাবিক। কিন্তু জর্জের সঙ্গে দেখা করেই চমকে উঠলেন। কেন? তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক—

আমার পৌঁছাতে একটু দেরি হয়েছিল। ও (জর্জ) তখন একটা খবরের কাগজ পড়ছিল। কাগজটা চোখের খুব কাছে ধরা, তাও অদ্ভুত তেরছাভাবে, যা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় সে শুধু দৃষ্টিক্ষীণতা বা মায়োপিয়া রোগেই ভুগছিল না, তার চশমার কাচেরও দোষ ছিল। এ রোগ নাকি ওর ছেলেবেলা থেকে। এমন যার চোখের অবস্থা, ওই রাত্রির অন্ধকারে এতটা পথ পেরিয়ে গবাদি পশুর উপর আক্রমণের চিন্তাটাই হাস্যকর।

'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ডয়েল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন, 'ওই একটিমাত্র দৈহিক ত্রুটিই নিঃসন্দেহে জর্জের নির্দোষিতা প্রমাণ করে। পাঁচ মিনিট ওর সান্নিধ্যে থেকেই আমি বুঝেছিলাম ও নির্দোষ। চশমা ছাড়া ওর চোখে অদ্ভুত এক শূন্য দৃষ্টি ফুটে ওঠে— জানি না, সেটাই ওকে সন্দেহ করার কারণ কি না।'

t.me/Boighar_pdf... (watermark)

SIR ARTHUR CONAN DOYLE A DETECTIVE IN REAL LIFE

Famous Creator of Sherlock Holmes by His Genius for Detective Work Righted Two Grave Judicial Errors and Saved Property of Victims

After a Long Fight He Succeeded in Having a Court of Criminal Appeal Established in Great Britain — Abandoned Medicine to Take Up Writing

From left to right: Admiral Robert E. Peary, Sir Arthur Conan Doyle, Former Ambassador Joseph H. Choate, St. Clair McKelway, Commissioner R. A. C. Smith, Harry L. Horton and John D. Crimmins.

'সানডে ট্রিবিউন'-এ ডয়েলের গোয়েন্দাগিরির খবর (১৯১৪)

এবার পুলিশের একমাত্র প্রমাণ সেই রক্তমাখা জ্যাকেটের কথা তোলেন ডয়েল। অপরাধের পরদিন সকালেই পুলিশ ভেজা জ্যাকেটটি পায়, ফলে রক্তের দাগ শুকিয়ে কালচে হয় কী করে? ওটি যদি রক্তের দাগই হত, তবে ইনস্পেকটর ওখানে হাত বুলিয়ে রক্তমাখা আঙুল সবাইকে দেখালেন না কেন? সবচেয়ে বড়ো কথা, ও দাগ রক্তের হলেও মাত্র তিন পেনি আকারের এত ছোটো দাগ কেন? ধারালো ক্ষুর দিয়ে অন্ধকারে ঘোড়ার পেট চেরার সময় ফিনকি দিয়ে যে পরিমাণ রক্ত বেরোবে, তাতে তো গোটা কোট ভিজে যাবার কথা! ডয়েলের লেখালেখিতে পুলিশের টনক নড়ল। জর্জের কেস নতুনভাবে তদন্ত করতে তিনজন কমিশনারের নতুন এক তদন্ত কমিটি গঠিত হল। এসময় ডয়েল জর্জের মা-কে চিঠিতে লেখেন, 'জর্জের পক্ষে কেস খুব জোরালো। আমার হাতে এমন পাঁচটা ক্লু আছে, যা গোটা কেসকে একেবারে নাড়িয়ে দেবে।' কিন্তু এডালজি যদি নিরপরাধ হন, তবে দোষী কে? আবার অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন ডয়েল। তাঁর সন্দেহ হল বার্মিংহামের সেই স্কুলেরই এক ছাত্র রয়ডেন শার্পের ওপর। তীব্র বর্ণবিদ্বেষী এই ছাত্রটির হাতের লেখার সঙ্গে সেইসব বেনামি চিঠির হাতের লেখার মিলও পান ডয়েল এমনকী স্কুলের চাবি চুরিও যে তাঁরই কাজ, এ সন্দেহও করেন তিনি। শার্পকে টোপ দেবার জন্য ডয়েল এমন কিছু মানুষকে তাঁর সন্দেহের কথা বলেন, যাদের মাধ্যমে কসাই শার্পের কাছে খবর যেতে পারে। ডয়েলের সন্দেহ স্থির বিশ্বাসে পরিণত হল, যখন তিনিও খুনের হুমকি দেওয়া বেনামি চিঠি পেতে লাগলেন। কিন্তু বাস্তব তো আর হোমসের কাহিনি নয়! ফলে তিন কমিশনারের কমিটি জর্জ এডালজিকে ঘোড়ার মৃত্যুর দায়ে অব্যাহতি দিলেও তিন বছরের কারাবাসের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হল না। কারণ সেসব বেনামি চিঠি নাকি সে-ই লিখেছে— ফলে শাস্তি তার প্রাপ্য। ডয়েল পরে খোঁজ নিয়ে জানলেন তিনজনের কমিটির প্রধান আদতে ক্যাপ্টেন অ্যানসনের নিকট আত্মীয়। সুযোগ পেয়ে তিনিও আত্মীয়তার ধর্ম বজায় রাখলেন। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ডয়েল একে ইংরেজ বিচার ব্যবস্থার কলঙ্ক বলে অভিহিত করেন। তবু সান্ত্বনা একটাই জর্জ কলঙ্কমুক্ত হল। ডয়েল ও জর্জের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ডয়েলের দ্বিতীয় বিবাহের সময় যে ক-জন হাতে-গোনা মানুষ উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে জর্জ অন্যতম। তিনি ছিলেন ডয়েলের নিতবর, 'বেস্টম্যান'।

এডালজির ঘটনার দু-বছর যেতে-না-যেতে ডয়েল আবার এক সত্যিকারের অপরাধে জড়িয়ে পড়লেন। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। গ্লাসগোর ওয়েস্ট প্রিন্সেস স্ট্রিটে মারিয়ন গিলক্রিস্ট নামে এক ৮৩ বছরের অবিবাহিত বৃদ্ধা তাঁর চাকরানির সঙ্গে থাকতেন। ঘটনার দিন মাত্র দশ মিনিটের জন্য চাকরানিটি দরজা খোলা রেখে বেরোয়, সেই সুযোগে আততায়ী ঘরে ঢোকে, বৃদ্ধাকে একটি হাতুড়ির আঘাতে নৃশংসভাবে খুন করে, কিন্তু হঠাৎ প্রতিবেশীর সাড়া পেয়ে হাতের সামনে একটি ব্রোচ পেয়ে সেটা নিয়েই চলে যায়—

যদিও মারিয়নের ওয়ার্ডরোবে প্রায় ৩০০০ পাউন্ডের গয়না (আজকের দিনে প্রায় ৩ লক্ষ পাউন্ডের মতো) গচ্ছিত ছিল।

মারিয়ন গিলক্রিস্টের হত্যার অকুস্থল

রেভারেন্ড ফিলিপ্সের সঙ্গে অস্কার স্লেটার (বাঁ-দিকে)

অস্কার স্লেটারও খুব একটা সুবিধের লোক ছিলেন না। জাতে ইহুদি, পেশায় জুয়াড়ি অস্কার নিয়মিত যাতায়াত করতেন লন্ডনের গণিকালয়গুলিতে। পেশার খাতিরে নানারকম নামও নিতেন তিনি। তারই একটা ছিল 'অ্যান্ডারসন'। মারিয়ন হত্যার তিন দিনের মধ্যেই স্লেটার তাঁর রক্ষিতাকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক রওনা হন। এদিকে মারিয়নের চাকরানি জানায় মৃত্যুর দিন অ্যান্ডারসন নামে কে একজন যেন এসেছিল। পুলিশ শুধুমাত্র এইটুকু সূত্র ধরে নিউ ইয়র্ক থেকে স্লেটারকে গ্রেপ্তার করে, এমনিতেই তখন ইহুদি বিদ্বেষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলত, তার ওপর স্লেটারের অতীতও খুব একটা পরিচ্ছন্ন ছিল না। ফলে খবরের কাগজ, পুলিশ, জনগণ সবাই মিলে স্লেটারকে দোষী প্রমাণে উঠে-পড়ে লাগল। সাক্ষীদের আগে থেকেই স্লেটারের ছবি দেখিয়ে বলতে বলা হল খুনের দিন নাকি তাঁকে মারিয়নের বাড়ির আশেপাশেই দেখা গেছে। বলা হল তিনি নাকি এক গণিকালয়ের মালিক, মেয়ে পাচারই তাঁর ব্যাবসা— যা আদৌ সত্যি নয়। ১৯০৯ সালের মে মাসে তাঁর ফাঁসির আজ্ঞা হল। কিন্তু অস্কারের উকিলরা হাল ছাড়লেন না। তাঁরা প্রায় ২০,০০০ মানুষের এক

আবেদন দাখিল করলেন যাতে অস্কারের মৃত্যুদণ্ড না হয়। ফাঁসির দু-দিন আগে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রদ হয়ে পিটারহেড কয়েদখানায় উনিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। গোটা ঘটনায় বিব্রত স্কটিশ উকিল উইলিয়াম রাউহেড *Trial of Oscar Slater* নামে একটি বইতে গোটা প্রহসনের বর্ণনা দিয়ে একে 'flight from justice' আখ্যা দেন। কীভাবে যেন সেই বইয়ের একটা খণ্ড ডয়েলের হাতে এসে পড়ে। পরে তিনি লিখছেন, 'আমি খুব অনিচ্ছার সঙ্গে ওই লেখাটায় চোখ বোলাচ্ছিলাম। কিন্তু পড়তে পড়তে আমার মনে হল এডালজির কেসের থেকেও এটা জঘন্য। এই অপরাধের সঙ্গে হতভাগ্য মানুষটির কোনো সম্পর্ক নেই।'

আবার আসরে নেমে পড়লেন ডয়েল। *The Case of Oscar Slater* নামে আশি পাতার এক পুস্তিকায় গোটা বিচারব্যবস্থার ফাঁকগুলি তিনি দেখিয়ে দিলেন যুক্তি দিয়ে। পক্ষপাতযুক্ত বিচার যে কতটা খারাপ হতে পারে, তা হাতেনাতে প্রমাণ করলেন ডয়েল। সংবাদপত্রগুলো তাঁকেও কটু মন্তব্য করতে ছাড়ল না। ১৯১৪ সালে নতুন করে তদন্ত কমিশন গঠিত হল। কিন্তু অত্যন্ত দায়সারা এবং পক্ষপাতদুষ্ট ছিল সে-কমিশন। সাক্ষীদের শপথ পর্যন্ত গ্রহণ করতে হয়নি, একমাত্র একজন ইনস্পেকটর জানায় সাক্ষীদের মূল বক্তব্যর সঙ্গে এখনকার বক্তব্যের গরমিল আছে। পুরস্কারস্বরূপ তাঁর চাকরি যায়। বেচারা পেনশন পর্যন্ত পাননি। ১৯২৫ সালে স্লেটার নিজে ডয়েলের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখে। ডয়েল সরকারের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেন। কিন্তু তা-ও নাকচ হয়ে যায়।

অবশেষে ১৯২৭ সালে সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী সুদূর আমেরিকা থেকে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন। তিনি জানালেন পুলিশকে তিনি অন্য অ্যান্ডারসনের নাম বলেছিলেন, যার সঙ্গে মারিয়নের চেনাজানা ছিল। পুলিশ তাঁকে বাধ্য করে ভুল বিবৃতিতে সই করতে। ফলে প্রায় উনিশ বছর কারাবাসের পর মুক্তি দেওয়া হল স্লেটারকে—কোনো ক্ষমাপ্রার্থনা, ক্ষতিপূরণ, অথবা সে যে নির্দোষ, সে-ইঙ্গিত ছাড়াই। ডয়েল কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি নিজে টাকা দিয়ে স্লেটারের জামিনদার হলেন। হাউস অব কমন্সে আপিল করলেন নতুন করে স্লেটারের বিচারের জন্য। আপিলের বিচারকরা স্বীকার করলেন স্লেটারের বিরুদ্ধে প্রমাণ তেমন যুক্তিগ্রাহ্য নয়। স্লেটারকে সরকারিভাবে নির্দোষ ঘোষণা করা হল। ক্ষতিপূরণ নিয়ে মামলায় ডয়েল চেয়েছিলেন স্লেটারকে সাহায্য করতে, যার যত ব্যয় হয়েছে সব যেন পাই পয়সায় মিটে যায়। তিনি দশ হাজার পাউন্ড দাবি করেন। সরকার ছয় হাজার দিতে রাজি হয়। স্লেটার সে-প্রস্তাব লুফে নেন ও গোটা টাকা একাই আত্মসাৎ করেন। ডয়েল এটা ঠিক ভাবতে পারেননি। তিনি আশাহত হন। স্লেটারকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে তিনি বলেন, 'আপনার এই আচরণের জন্য যদি আপনিই দায়ী হন, তবে আমার পরিচিতদের মধ্যে আপনার মতো অকৃতজ্ঞ ও নির্বোধ আর কেউ নেই।'

TheBoiRoom Prilangy

TELEGRAMS: CROWBOROUGH. NAT. TEL. No. 77.

WINDLESHAM,
CROWBOROUGH,
SUSSEX.

Private

Dear Sir
I got weary of this case for I spent months over it, wrote a booklet, many letters in papers, many private letters, but felt I was up against a ring of political lawyers who could not give away the police without also giving away themselves. There is no doubt that Mr. Ure went far too far in his speech for the prosecution, and that this must be admitted when justice is done. All his Scotch radical friends support him and hence we can never get a fair hearing. When the matter was brought recently in the courts before Scott

স্লেটারকে লেখা ডয়েলের চিঠি

হোমস যখন মধ্যগগনে, তখন ডয়েলের কাছে নানা সমস্যা নিয়ে আসতেন মানুষজন। ১৯০৯ নাগাদ এক মহিলা ডয়েলের কাছে এসে জানান, তাঁর প্রেমিক হঠাৎ উধাও হয়ে গেছেন। ডয়েল খোঁজ নিয়ে জানেন যে ছেলেটির আদি বাসস্থান ডেনমার্ক। কোপেনহেগেনে বসবাসকারী এক আত্মীয়কে কাজে লাগালেন ডয়েল। সব খবর নিয়ে মহিলাকে ডয়েল ডেকে বলেন, 'বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছেন ম্যাডাম। আপনার প্রেমিক এক প্রবঞ্চক। তাঁর কাজই মেয়েদের ফুসলিয়ে যথাসর্বস্ব হরণ করা।' আর একবার গয়না চুরির কেস সমাধান করেন ডয়েল। তখন লন্ডন থিয়েটারে রমরমিয়ে চলছে হোমস নাটক। নামভূমিকায় উইলিয়াম গিলেট, বিলির ভূমিকায় নবাগত চার্লস চ্যাপলিন। মারকুই অব অ্যাঙ্গেলসি, হেনরি প্যাগেট লন্ডন থিয়েটারে সে-নাটক দেখতে গেছেন। হোটেলে ছিল তাঁর ৫০০০০ পাউন্ড মূল্যের গয়না। এসে দেখেন তা উধাও। কাকে জানান? স্বয়ং ডয়েলকেই অনুরোধ করলেন কেস সমাধানের জন্য। ডয়েল এলেন ও নানা সূত্র ধরে প্যাগেটের পরিচারককে চোর হিসেবে প্রমাণ করলেন। জেরার মুখে সে অপরাধ কবুল করল। সাধে কি আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বেসিল থমসন সেই ১৯১০ সালেই বলেছিলেন— 'He would have made an outstanding detective had he devoted himself to detection. There was much of Holmes in Doyle—Sherlock Holmes functioned in real world.'

Time/Borno_porichoy

প্রেততত্ত্ব এবং হুডিনি

১৮ জুন, ১৯২২। বন্ধ ঘরের প্রতিটি ভারী লাল পর্দা টেনে ঘরে আলো আসার সুযোগটুকুও দেওয়া হয়নি। মাঝে ছোট্ট টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। পাশে একটা লেখার প্যাড, দুটো পেনসিল। টেবিল ঘিরে বসে আছেন আর্থার কোনান ডয়েল, তাঁর স্ত্রী ও বিখ্যাত জাদুকর হ্যারি হুডিনি। হঠাৎ ডয়েল চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হুডিনির পাশে কে দাঁড়িয়ে?' তাঁর স্ত্রীর চোখ বন্ধ। তিনি হাত দিয়ে টেবিলে তিনবার চাপড় মারলেন। আর তারপরই প্যাডে পেনসিল দিয়ে পাগলের মতো লিখে যেতে শুরু করলেন, 'ওহ আমার সোনা! আমি কতদিন তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছি... আপনাদের ধন্যবাদ বন্ধুরা। তুই ভালো থাক বাবা। সুস্থ থাক। এখন আমি শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারব...।' স্যার আর্থার হুডিনির দিকে ঝুঁকে সে-কাগজ এগিয়ে দিলেন। মৃত্যুর নয় বছর পর হুডিনির মা আবার কথা বললেন হুডিনির সঙ্গে।

১৮৮৯-এর শেষ দিক থেকেই ডয়েল ধীরে ধীরে আত্মা এবং তার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী হতে থাকেন। দ্বিতীয় স্ত্রী জিন লেকিকে বিয়ের পর তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। ডয়েলের ছেলে, ভাই, দুই শালার মৃত্যু তাঁর এই কারুণ্যকে বাড়িয়ে দেয়। লেকির বান্ধবী লিলি সাইমন্ডস প্রথমবার প্ল্যানচেটের মাধ্যমে ডয়েলের সঙ্গে তাঁর ভাই কিংসলির কথা বলিয়ে দেন। ডয়েলের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। তিনি নিজে এ বিষয়ে পড়াশুনো করতে থাকেন। দিকে দিকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। আর সে-বক্তৃতার খবর হুডিনির কানেও গেল।

১৯১৮-র জানুয়ারিতে হুডিনি জাদুকর কেলারকে লেখা একটি চিঠিতে জানতে চান, 'ডয়েল নাকি আত্মা নামাতে পারেন?' স্পিরিচুয়ালিজম বিষয়ে হুডিনির আগ্রহ বহুদিনের। জীবনের শুরুতে তিনিও বহুদিন স্টেজে আত্মা নামানোর খেলা দেখিয়েছেন। কিন্তু সে-সব তো ভাঁওতা! সত্যি সত্যি ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব কি না, তা জানবার কৌতূহল হুডিনির বহুদিনের। এদিকে তাঁর জীবনেও অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে। বহুদিনের নাস্তিক হুডিনিকে একবার বার্লিনে খুব কঠিনভাবে হ্যান্ডকাফে আবদ্ধ করা হয়। অনেক চেষ্টা করেও সে-বাঁধন খুলতে পারছিলেন না। আর উপায় না দেখে তিনি রাব্বি মেয়ার স্যামুয়েলের প্রার্থনা শুরু করেন, যিনি মৃত্যুর আগে হ্যারি হুডিনিকে কথা দিয়েছিলেন যে কোনো বিপদে পড়লে সাহায্য করবেন। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পরও যে হ্যান্ডকাফ খোলেনি, মাত্র কয়েক সেকেন্ডে তা খুলে যায়! গোটা ঘটনাটা হুডিনিকে বেশ নাড়িয়ে দেয়। তিনি সরাসরি ডয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ডয়েল হুডিনিকে বেশ কয়েকটি প্ল্যানচেটে যেতে বলেন। হুডিনি প্রতিটিতেই যান এবং নিজের ডায়েরিতে লেখেন 'No one is convincing.' সপ্তাহ দুই পরে ডয়েল দম্পতির সঙ্গে হুডিনির সরাসরি দেখা হয়। তাঁরা এক শুক্রবার সন্ধ্যায় হুডিনির ম্যাজিক দেখতে আসেন এবং ডয়েলের স্থির বিশ্বাস জন্মায়, হুডিনির নিশ্চিতভাবে অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ডয়েল এক কিশোরের তোলা পরিদের ফটো দেখিয়ে হুডিনিকে বিশ্বাস করাতে চান যে সত্যিই এদের অস্তিত্ব আছে। তিনি তা নিয়ে একটা মনোগ্রাফও লিখে ফেললেন। একটু রিসার্চ করলেই ডয়েল দেখতে পেতেন সেই পরিগুলো ১৯১৫-তে প্রকাশিত একটি শিশুপাঠ্য পুস্তক থেকে কেটে নেওয়া, যে বইতে স্বয়ং ডয়েলেরও একটা গল্প ছিল। বছরখানেক পর সেই কিশোর নিজেই দোষ স্বীকার করেন।

TheBoiRoi_Diphoy

স্বাক্ষরসহ হুডিনির পিকচার পোস্টকার্ড

হুডিনি ও আর্থার (১৯২৩)
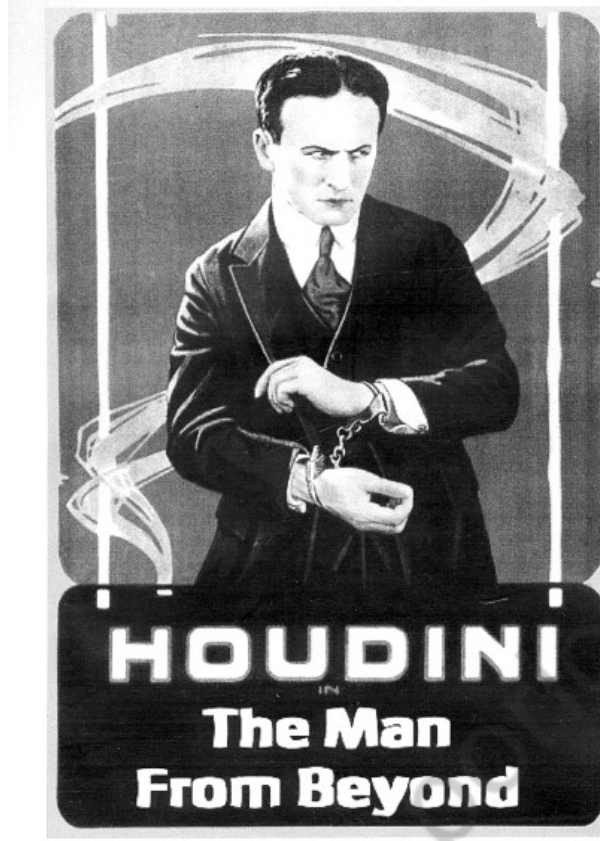
'The Man From Beyond' ছবির পোস্টার

এদিকে হুডিনি একের পর এক প্ল্যানচেটে অংশগ্রহণ করছিলেন স্যার আর্থারের কথায়। কিন্তু একটিও সুবিধের মনে হচ্ছিল না। এদিকে ডয়েল বার বার তাঁকে বিশ্বাস করাতে চাইছেন, তিনি মঞ্চে যা দেখান, তা কোনো কারসাজি নয়, অতিলৌকিক ক্ষমতা মাত্র। ডয়েল অবশেষে হুডিনিকে একটি স্পেশাল প্ল্যানচেটে আহ্বান করলেন, যেখানে মিডিয়াম হবেন স্বয়ং লেডি ডয়েল। সেই সভার বিবরণ অধ্যায়ের শুরুতেই দিয়েছি। ডয়েল তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন এ সভায় মায়ের কথা শুনে হুডিনি কেমন একটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছিলেন। হ্যারি অবশ্য অন্য একটা কথা লিখে গেছেন। প্ল্যানচেট শেষে তিনি পেনসিল হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'মিডিয়ামকে কি পেনসিল নাড়াতে হয়, নাকি পেনসিল আপনা থেকেই নড়ে?' বলে আপন খেয়ালে প্যাডে লিখলেন, 'পাওয়েল।' দেখেই নাকি ডয়েল উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'এ লেখা আপনি লিখলেন না। বিদেহী আত্মা আপনাকে দিয়ে লেখাল। নইলে আমার সদ্য মৃত সহকর্মী এলিস পাওয়েলের নাম আপনি লিখবেন কেন?' সেই সভার পরে ডয়েল আবার হুডিনিকে চিঠি লিখে জানান, তাঁর মা নাকি আবার প্ল্যানচেটে এসেছিলেন এবং হুডিনিকে ম্যাজিক ছেড়ে স্পিরিচুয়ালিজমের পথেই যেতে বলেছেন।

আর্থার ও প্রেতের চিত্র (১৯২২)

যাই হোক, হুডিনি ও ডয়েলের এই অসমবয়সি বন্ধুত্ব জমে উঠল। ডয়েল দম্পতি হুডিনি অভিনীত চলচ্চিত্র 'The man from beyond' দেখতে গেলেন এবং শেষ দৃশ্যে যখন দেখা গেল নায়ক নায়িকা একত্রে ডয়েলের লেখা 'The Vital Message' উপন্যাসটি পড়ছে, তখন যারপরনাই আহ্লাদিতও হলেন। বদলে ডয়েল হুডিনিকে তাঁর পরিচিত বিখ্যাত মিডিয়ামদের সঙ্গে আলাপ করালেন। ঝামেলা বাধল এক মাস পরেই। নিউ ইয়র্ক জেনারেল অ্যাসেম্বলি অফ স্পিরিচুয়ালিস্টের একটি সভায় হুডিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, 'আমি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করতে চাই। কিন্তু গত পঁচিশ বছরে বেশ কয়েকশো প্ল্যানচেট সভায় অংশগ্রহণ সত্ত্বেও আমার একটিও খাঁটি বলে মনে হয়নি। একবারও মনে হয়নি আমার প্রিয় মানুষটি মরণের ওপার থেকে ফিরে এসেছেন।'

A. FRANCES AND THE FAIRIES.

Photograph taken by Elsie. Bright sunny day in July 1917. The "Midg" camera. Distance, 4ft. Time, 1/50th sec. The original negative is asserted by expert photographers to bear not the slightest

standing against the bank of the beck. A fifth fairy may be seen between and behind the two on the right. The colouring of the fairies is described by the girls as being of very pale pink, green, lavender, and mauve, most marked in the wings and fading to almost pure white in the limbs and drapery. Each fairy has its own special colour.

[Page 31

যে ভাঁওতা ছবিকে সত্যিকারের পরিদের ছবি ভেবেছিলেন ডয়েল

স্বভাবতই ডয়েল দম্পতি ভয়ানক চটলেন। ডয়েল সরাসরি পত্রিকায় বললেন, 'নিজের মতামতকে হুডিনি অন্যদের ওপর চাপাতে চাইছেন।' ক্ষুব্ধ ডয়েল সরাসরি চিঠিও লিখলেন হুডিনিকে। তিনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন না, যে সেদিন তাঁর মা এসেছিলেন? হুডিনি তৎক্ষণাৎ জানান, না, করেন না। প্রথমত তাঁর মা একেবারেই ভালো ইংরেজি জানতেন না। দ্বিতীয়ত সারাজীবন ছেলের সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বলেছেন, তার লেশমাত্র এ সব সুন্দর ইংরেজি বাক্যতে ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা সেদিন ছিল হুডিনির মায়ের জন্মদিন — যা হুডিনি ছাড়া কেউ জানত না। তিনি মা-কে ইচ্ছে করে শুভেচ্ছা জানাননি। 'মা'-ও সেকথা একেবারও উল্লেখ করেননি।

ডয়েল একের পর এক প্ল্যানচেটে হুডিনিকে ডাকতে থাকলেন আর প্রতিটিতেই হুডিনি মিডিয়ামদের কারসাজি ধরে ফেলতেন। শেষে বিরক্ত হয়ে ডায়েরিতে ডয়েলকে তিনি 'religious maniac' বলেও উল্লেখ করেন। তবু গোটা ব্যাপারটা একটা পর্দা চাপা ছিল। সাইকিক রিসার্চের ই জে ডিংওয়াল এমন সময় হুডিনিকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'ডা ডয়েল বলে বেড়াচ্ছেন তিনি নাকি প্ল্যানচেট করে আপনার মা-কে এনেছেন। আপনারও নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে। এ ব্যাপারে আপনার কী মত?' এই চিঠি পেয়ে ভয়ানক রেগে গেলেন হুডিনি। অনেক হয়েছে। আর না। ১৯২২-এর ডিসেম্বরে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। নাম 'The Truth Regarding Spiritual Seance Given to Houdini by Lady Doyle'— যাতে তিনি ডয়েল দম্পতির পর্দা ফাঁস করেন। এরপর থেকে ডয়েলরা ধীরে ধীরে হুডিনিকে এড়িয়ে চলতে থাকেন।

কিন্তু কতক্ষণ? তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কারের টাকা যিনি দিয়েছিলেন, সেই লর্ড কারনাভন রহস্যজনকভাবে মারা গেলে ডয়েলই প্রথম মিশরীয় আত্মা এবং অভিশাপের প্রসঙ্গ আনেন। আবার হুডিনি আসরে নামলেন। পরিষ্কার জানালেন, 'মশার কামড়ে একজনের মৃত্যু হল। এতে আত্মা আর অভিশাপ কোথা থেকে এল, তা আমার অন্তত মাথায় ঢুকছে না।' ডয়েলের উত্তরে হুডিনিকে চিঠি লিখে জানালেন, 'আমি আপনাকে আবার কিছু মিডিয়ামের সঙ্গে আলাপ করাব, যাদের দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন।'

পরের মে মাসে দু-জনেই ডেনভার বেড়াতে গেছিলেন। 'The Denver Express'-এ খবর ছাপা হল ডয়েল নাকি হুডিনির মা-কে রক্তমাংসের রূপে ফিরিয়ে আনবেন নয়তো ৫০০ ডলার দিতে বাধ্য থাকবেন। পত্রিকায় খবর বেরোনোমাত্র ডয়েল হুডিনির হোটেলে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন। বললেন এমন কিছুই তিনি বলেননি। গোটাটাই পত্রিকার সাজানো। পরে অবশ্য হুডিনি পত্রিকা অফিসে খোঁজ নিয়ে জানেন এক ঘরোয়া আসরে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন ডয়েল।

অবশ্য সে-মাসের শেষেই ডয়েল আবার অসন্তুষ্ট হলেন হুডিনির ওপর। 'Oakland Tribune' পত্রিকায় হুডিনি ডয়েলের প্রিয় দুই মিডিয়ামকে 'জাল' বলে উল্লেখ করেন। ডয়েল ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বললেও হুডিনি করেন না বরং বিভিন্ন প্ল্যানচেট সভায় গিয়ে মিডিয়ামদের ধোঁকা প্রকাশ করে দিতে থাকেন। ডয়েল এবার ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ডিসেম্বরে হুডিনি তাঁকে একটি চিঠি লিখলে জবাবে তিনি লেখেন, 'I very much resent some of your press comments and statements.' দু-মাস বাদে হুডিনি ডয়েলের থেকে একটি প্রবন্ধের আবদার করলে আবার ডয়েল লেখেন, 'আমার লেখা বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিজের মতো করার জন্যই আপনি নিশ্চয়ই আমার লেখা চাইছেন। তবে আমি এক কথার মানুষ, যা বলি তাই বিশ্বাস করি।' চিঠির শেষে তিনি লেখেন, 'আমি ১৯১৬তে প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী হই। আমার ছেলে ১৯১৮তে মারা যায়। তাই আপনি যে দাবি করেছেন, আমি ব্যক্তিগত দুঃখ মোচন করতে এ পথে এসেছি, তা সর্বৈব মিথ্যা। মিসেস হুডিনিকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।'

হুডিনির সঙ্গে ডয়েলের সম্পর্কের এখানেই শেষ। কিছুদিন পর হুডিনি তাঁর সদ্য প্রকাশিত বই *A Magician Among the Spirits*-এর এক কপি ডয়েলকে পাঠান। ডয়েল প্রাপ্তিস্বীকারটুকুও করেননি।

T.me/Borno_porichoy

ডয়েলের টুকিটাকি

ইংরেজিতে যাকে বলে লাইটার সাইডস, তেমন নানা ঘটনাও আছে ডয়েলের জীবনে। পিয়ারসন, তাঁর লেখা জীবনীতে তেমনই কয়েকটার উল্লেখ করেছেন। *হোমসনামা*-য় এদের উল্লেখ না থাকলে নেহাত অন্যায় হবে।

১৮৮২ সালের জুলাই মাসে পোর্টসমাউথে স্বাধীনভাবে চিকিৎসাবৃত্তি শুরু করলেন ডয়েল। কিন্তু প্রথম দিনই যা ঘটল, তা কোনো হলিউডি ফিলমের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। বিকেল বেলা চা খেয়ে চেম্বারে যাবেন। এমন সময় রাস্তার মোড়ে ভিড় দেখে উৎসুক ডয়েল দেখতে পেলেন এক ষণ্ডা, লালমুখো মাতাল মহানন্দে তাঁর স্ত্রীকে লাথি মারছে। বউকে আর্তনাদ করছে কিন্তু সমবেত ভিড়ের কেউ এগিয়ে না গিয়ে শুধু মুখে 'শেম শেম' বলে চেঁচাচ্ছে। প্রতি লাথির সঙ্গে এমনভাবে তারা 'শেম' বলছে যেন উৎসাহই দিচ্ছে। ফলে মাতালও লাথি মেরে যাচ্ছে। ডয়েলের আর সহ্য হল না। ভদ্রভাবে মাতালের কাছে গিয়ে তার পিঠে টোকা দিয়ে বললেন 'অনেক হয়েছে। এবার বাড়ি যাও।'

মাতাল ঘুরে দাঁড়িয়েই ডয়েলের মুখে আর গলায় মারল দুই ঘুসি। ঘুসির চোটে ডয়েল ঢোঁক গিলতে পারেন না। আর যায় কোথায়? জনগণ যা চাইছিল শুরু হয়ে গেল। ডয়েল ও মাতালের জাপটাজাপটিতে জনগণের সমর্থন মাতালের দিকেই— কারণ সে খাটো এবং পোশাক দেখেই বোঝা যায় সমাজের দরিদ্র শ্রেণিতে তার বাস। ডয়েলের মাথায় লম্বা টপ হ্যাট, পরনে ফ্রক কোট, হাতে দস্তানা। এই জবরজং পোশাকে সুবিধেমতো লোকটাকে ঠেঙাতেও পারছিলেন না তিনি। টপ হ্যাট নেমে চোখ ঢেকে ফেলেছে, জামাকাপড় ফর্দাফাঁই এমন সময় গাঁট্টাগোট্টা এক খালাসি ভিড়ের ঠেলায় কী করে যেন দু-জনের মাঝে এসে পড়ল। এতক্ষণ সে বেটা খুব উৎসাহ দিচ্ছিল আর সিটি বাজাচ্ছিল। মাতাল কী ভেবে তাঁর চোয়ালেই হাঁকড়ে দিল বিরাশি সিক্কার এক আপারকাট। ব্যস! মাতাল ও খালাসির মধ্যে শুরু হল লড়াই আর অবিরাম গালি বর্ষণ। ফাঁক পেয়ে ডয়েল পালিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে ঢুকলেন নিজের চেম্বারে। ডাক্তারি করতে এসে শুরুতেই জেলে যাবার জোগাড়!

চেম্বারে প্রথমেই যিনি এলেন তিনি এক ধর্মযাজক। চিকিৎসা করাতে নয়, ডয়েলকে ধর্মজ্ঞান দিতেই এসেছিলেন তিনি। যেই না ডয়েল বললেন প্রভু যিশুও আমাদের মতো এক মানুষই ছিলেন, অমনি রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে গালি দিতে দিতে তিনি চলে গেলেন। এবার এলেন এক রোগী। ডয়েল জানলা দিয়ে তাঁকে দেখেই উত্তেজিত। হাজার হোক প্রথম রোগী বলে কথা! নিজে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

—আপনিই ডা ডয়েল?

—হ্যাঁ, ভিতরে আসুন।

ভিতরে এসে খক খক করে কাশলেন ভদ্রলোক। ডা বেলের শিষ্য ডয়েলের অনুমান-বিজ্ঞান চাড়া দিয়ে উঠল।

—আপনি শ্বাসনালীর কষ্টে ভুগছেন। গরম-ঠান্ডায় কাশির বেগ বাড়ে, তাই তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ক-দিন ধরেই কষ্টটা হচ্ছে।

t.me/Bangla_Boichoi

—কিচ্ছু ভাববেন না। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, আর কিছু নিয়মকানুন...

—আজ্ঞে আমি সেজন্য আসিনি। আগের ভাড়াটে গ্যাস মিটারের ৮ শিলিং ৬ পেন্স না মিটিয়েই পালিয়েছেন। এখন নতুন ভাড়াটে যখন আপনি, তখন সেটা তো আপনাকেই দিতে হবে...

ডয়েলের তো একগাল মাছি। তিনি ‘লন্ডন সোসাইটি’ পত্রিকার সম্পাদককে কাকুতিমিনতি করে কিছু টাকা চাইলেন, বদলে পত্রিকার বড়োদিন সংখ্যায় তিনি একটি গল্প দেবেন। সম্পাদকের পাঠানো টাকাতেই গ্যাসের বিল মিটিয়েছিলেন ডয়েল। বহুদিন পর্যন্ত মনে মনে সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন যতদিন না ডয়েল বিখ্যাত হবার পর সম্পাদক সেই মিনতি-ভরা চিঠিটি সযত্নে ছেপে দেন।

পোর্টসমাউথে ডয়েলের চেম্বার

পোর্টসমাউথ ক্রিকেট ক্লাবের উৎসাহী সদস্য ছিলেন ডয়েল। একবার ডব্লু জি গ্রেসের উইকেট নিয়ে এত উৎসাহ দেখান যে, ফিরতি দানে প্রথম বলেই গ্রেস তাঁর উইকেট নাড়িয়ে দেন। এসময় লেখা থেকে বিশেষ আয় হত না ডয়েলের— তিন কি চার গিনি। একবার ‘কর্নহিল’ পত্রিকায় তাঁর একটি গল্পের জন্য সম্পাদক তাঁকে উনত্রিশ গিনি দক্ষিণা দেন। ডয়েল তো বেজায় খুশি। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক থ্যাকারে। তাঁর মৃত্যুর পর জেমস পেইন সম্পাদক হলেন। ডয়েল বুঝলেন এ সম্পাদককে

হাতে রাখতে হবে। একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এক বন্ধু ডেকে বললেন, ' "কর্নহিল" পত্রিকায় তোমার গল্পটা নিয়ে কাগজে তো বেজায় প্রশংসা করেছে।'

'তাই নাকি, দেখি দেখি।'

—এই দেখো। লিখেছে, 'এ মাসের "কর্নহিল" পত্রিকা এমন একটি গল্প দিয়ে শুরু হয়েছে যা স্বয়ং থ্যাকারেকে কবরের মধ্যে নাড়িয়ে দেবে।'

—খেয়েছে!

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ডয়েল। এরপর 'কর্নহিল'-এ বহু লেখা পাঠালেও মাত্র দুটি ছাড়া সব কটিই ফেরত এসেছিল। ডয়েল সারাজীবন সেই সমালোচককে শাপশাপান্ত করেছেন। ডয়েলের প্রতিষ্ঠালাভের পর তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন *Three Men In a Boat* খ্যাত জেরোম কাফকা জেরোম। তাঁর সম্পর্কে আত্মজীবনীতে ডয়েল লিখেছেন, 'মাথা গরম আর রাজনৈতিক ব্যাপারে বড্ড অসহিষ্ণু; যা পড়ে জেরোম বলেন, 'আরে! একথা তো আমিও ওঁর সম্পর্কে বলতে পারি।' জেরোমের কাছ থেকে ডয়েলের বিষয়ে এক মজার কাহিনি জানা যায়।

দু-জনে একবার জাহাজে করে নরওয়ে বেড়াতে গেছেন। জাহাজেই নরওয়ের ভাষা শেখার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন ডয়েল, কিছুটা শিখেও নাকি ফেললেন। অন্তত ডয়েল তাই দাবি করলেন। নরওয়েতে পাহাড়ের মাথায় এক রেস্ট হাউসে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। উঠতে নামতে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িই ভরসা। দু-জনে দুপুরে খাওয়া সারছেন, এমন সময় এক সামরিক অফিসার এগিয়ে এসে তাঁদের ভাষায় কিছু বলল, ডয়েলও সঙ্গেসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ওই ভাষাতেই জবাব দিলেন। অফিসার যে ডয়েলের কথায় মুগ্ধ হয়েছেন, তা তাঁর চোখ-মুখেই পরিষ্কার বোঝা গেল।
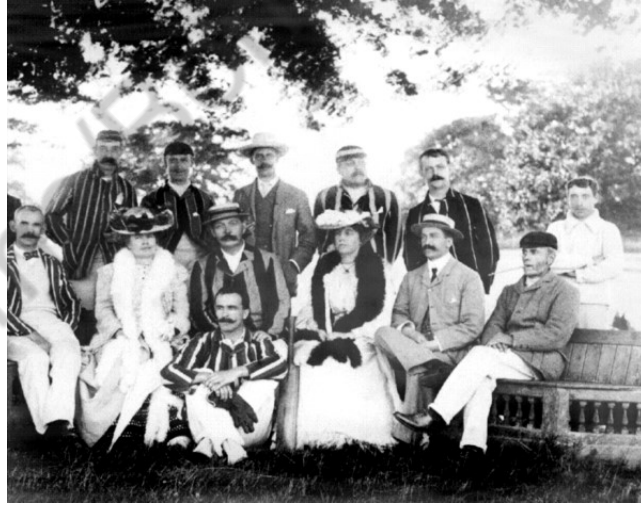
পোর্টসমাউথ ক্রিকেট টিমের সঙ্গে ডয়েল

অফিসার বিদায় নেবার পর জেরোম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী এত কথা হচ্ছিল তোমাদের?' 'তেমন কিছু না। ওই আবহাওয়ার কথা, ওঁর আত্মীয়ের পায়ে চোট লেগেছে চলতে পারছে না... এইসব।' ফেরার সময় দুজনে চমকে দেখলেন এক্কাগাড়ি রয়েছে। ঘোড়া উধাও। কোথায় গেল ঘোড়া! খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ওই অফিসারের ঘোড়ার পায়ে চোট লাগায় তিনি ডয়েলের কাছে ঘোড়া ধার চান। এক ওয়েটার নিশ্চিত করে বলল,

ডয়েল নাকি তাঁকে বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই। আনন্দের সঙ্গে। এতে ধন্যবাদের কী আছে?’ নরওয়ে প্রবাসকালে ডয়েল নাকি এর পর থেকে আচমকা খুব গম্ভীর হয়ে গেছিলেন।

তবে ডয়েল মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কাণ্ড করতেন। একবার হুগ কিংসমিল নামে এক তরুণের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। নানা কথায় তিনি বললেন, ‘আর্নল্ড লুন তো স্যার হেনরি লুন-এর ছেলে। তাই না?’

—হ্যাঁ।

—আপনি আর্নল্ড লুন-এর ভাই, কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে ডয়েল হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘তার মানে আপনিও স্যার হেনরি লুন-এর ছেলে। ঠিক কিনা?’

আমি নিশ্চিত। এখানে শার্লক হোমস থাকলে এক গাল হেসে বলতেন, ‘এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার ডয়েল!’

T.me/Borno_porichoy

স্বয়ং শার্লক

T.me/Borno_porichoy

লি কনরের আঁকা হোমস (১৯১৪)

T.me/Borno_Porichoy

শার্লক জীবনকথা

কে ছিলেন শার্লক হোমস?

১

রহস্যভেদী শার্লক হোমস নিজেই এক গভীর রহস্য, যে রহস্য সন্ধান গত একশো বছরেও শেষ হয়নি। তিনি কি কাল্পনিক চরিত্র? না, বাস্তব? কী তাঁর পারিবারিক পরিচয়? আমাদের কাছে পরিচিত হবার আগে তিনি কী করতেন? এমন সব অজানা প্রশ্নের উত্তর দিতে কালঘাম বেরিয়ে গেছে গবেষকদের। তৈরি হয়েছে শার্লকিয়ান সংঘ, বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স-এর মতো সংঘ; রোনাল্ড নক্স, সিডনি রবার্টস, গ্যাভিন বেন্ড, উইলিয়াম ব্যারিং গুল্ড, মাইকেল হ্যারিসন, এইচ বেল, টি এইচ হল, ডরোথি এল সেয়ার্স-এর মতো গবেষকরা নানা থিয়োরি দিয়েছেন। মজার ব্যাপার বেশির ভাগ থিয়োরিতেই হোমস নিতান্তই ডয়েলের কল্পিত রূপ নয়, বরং রক্তমাংসের মানুষ।

১৮৩৭ সালের ৬ জানুয়ারি রাজকন্যা ভিক্টোরিয়াকে ঘুম থেকে তুলে প্রধানমন্ত্রী জানালেন আজ থেকে আপনি ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞী— তার ঠিক সতেরো বছর পর ১৮৫৪-তে একই দিনে উইলিয়াম শার্লক স্কট হোমসের জন্ম। ইয়র্কশায়ারের নর্থ রাইডিং-এর সাইগারসাইডে মাইক্রফট নামে একটি খামারবাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে এই সাল নিয়ে বিতর্ক আছে। হোমসের জন্মসাল নিয়ে যে যে বছরগুলি উঠে এসেছে সেগুলো হল— ১৮৫২, ১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৭-৫৮ এমনকী ১৮৬৭। যাঁরা বলেন হোমসের জন্মসাল ১৮৬৭, তাঁদের বক্তব্য 'The Adventure of the Gloria Scott'-এর কাহিনিটি ঘটেছিল ১৮৮৫ সালে, যখন শার্লক কলেজ স্টুডেন্ট। তখন শার্লকের বয়স আঠেরো ধরে নিলে জন্মসাল দাঁড়ায় ১৮৬৭। কিন্তু জুন, ১৮৮৯-তেই 'The Boscombe Valley Mystery'-তে হোমস নিজেকে 'মাঝবয়সি' বলছেন। মাত্র বাইশ বছরের একটি তরতাজা তরুণ নিজেকে খামোখা কেন মাঝবয়সি বলতে যাবেন? তখনকার দিনে পঁয়ত্রিশকে 'মাঝবয়স' ধরা হত। সে-হিসেবে ১৮৮৯-এ হোমসের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ হলে, তাঁর জন্মসাল গিয়ে দাঁড়ায় ১৮৫৪ তেই। অর্থাৎ Gloria Scott ঘটেছিল ১৮৭২-৭৪ নাগাদ। আবার ১৯১৪তে *His Last Bow*-তে হোমসকে যখন দেখি তখন তিনি ষাট বছরের বৃদ্ধ। অর্থাৎ জন্মসাল আবার ১৮৫৪-ই দাঁড়ায়। তবে সবাই যে এ থিয়োরি মেনে নেন, তা নয়। একথা সবাই মানেন হোমসের জন্ম ১৮৫৩-র আগে নয় অথবা ১৮৫৭-র পরে নয়। সবদিক ভেবেচিন্তে ১৮৫৪-তেই থামা গেছে।

এবার আসি তারিখ ৬ জানুয়ারিতে। 'The Valley of Fear'-এর কাহিনি শুরু হচ্ছে ১৮৮৮-র ৭ জানুয়ারি। শুরুতেই দেখি হোমস সামনে প্রাতরাশ নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু খাচ্ছেন না। নাথান বেনজিসের মতে আগের রাতে হোমসের জন্মদিন পালনে খাওয়াদাওয়াতে যে অনিয়ম হয়েছিল, তার জেরেই ৭ তারিখ এই ক্ষুধামান্দ্য। হোমস খুব ভালোবাসতেন শেক্সপিয়র আওড়াতে। কিন্তু একমাত্র 'Twelfth Night' থেকেই তিনি দুই দুইবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন— এটি ছিল হোমসের প্রিয়তম। 'Twelfth Night' হল

T.me/Boimo_boipolloi

ইংল্যান্ডের চার্চ অনুযায়ী ক্রিসমাসের বারো দিন পর— অর্থাৎ ৬ জানুয়ারি বৃশ্চিক রাশি সবে লগ্নে প্রবেশ করছে, আর হোমসের স্বভাবচরিত্রের সঙ্গে বৃশ্চিক রাশির জাতকদের চরিত্র একেবারে খাপে খাপে মিলে যায়।

জন্মদিনের জটিলতা ছেড়ে হোমসের পূর্বপুরুষদের নিয়ে দেখতে গেলে সেখানেও অদ্ভুত সব থিয়োরি এসেছে। মাইকেল হ্যারিসনের মতে হোমসের মধ্যে আইরিশ ও ব্রিটিশ— দুই ধরনের রক্তই প্রবাহিত হচ্ছে। রাজা তৃতীয় জর্জের আমলে আয়ারল্যান্ডে 'হোমস অব কিলমালক' নামে এক ব্যারনের উত্থান ঘটে। ১৭৬৪ সালের ২১ জুলাই কোনো পুত্রসন্তান না রেখে তিনি মারা যান। তাঁর ভাগনে লিওনার্ড রাজ-আজ্ঞায় ব্যারন হোমস পদবি পান। ১৮০৪ সালে তিনিও পুত্রসন্তানহীনভাবে মারা গেলে তাঁর দৌহিত্র স্যার হেনরি ওরসলি হোমস নামে ব্যারন হয়ে বসেন। শার্লক নিজেই বলেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন 'গ্রামের জমিদার'। ফলে সেই আইরিশ প্রাচীন হোমস পরিবারের সঙ্গে শার্লকের সম্পর্ক থাকা আশ্চর্য কিছু নয়। এদিকে কোনান ডয়েল নিজে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শার্লকের পূর্বপুরুষরা সারে-তে থাকতেন। 'How Watson learned the trick' নামের ছোট্ট প্যারোডিতে দেখতে পাই কেন্ট ও সারের মধ্যে ম্যাচে সারে জেতায়, হোমস উচ্ছ্বসিত। অন্য একটি প্যারোডি 'The Field Bazaar'-এও শার্লক বলছেন যে কোনো মানুষ ক্রিকেট নিয়মিত না দেখলেও তাঁর পক্ষে কোনো বিশেষ দলকে সাপোর্ট করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সারে তাই হোমসের জন্মভূমি হওয়া বিচিত্র নয়। আর সারের রাইগেট-এর জমিদার বাড়িই হয়তো ছিল হোমসদের জমিদারি! তাঁরাই হয়তো ছিলেন সত্যিকার The Reigate Squires! হোমসের পূর্বপুরুষদের রাইগেটের জমিদার ভাবার আরও কিছু কারণ আছে। রাইগেট যে জায়গায় অবস্থিত, তার নাম হোমসডেল আবার হোমসের নানা অভিযানের ছয়টিই ঘটেছে সারে বা তার আশেপাশে। The Reigate Squires-এও দেখি অসুস্থ হোমস হাওয়া বদলাতে সেই রাইগেটেই যায়।

তবে তৃতীয় আর একটি জোরালো ধারণা আছে হোমসের জন্মস্থান নিয়ে। সেটি হল উত্তর রিডিং-এর ইয়র্কশায়ার। ব্যারিং গুল্ড এই মতের ধারক। সূত্র হিসেবে তিনি মাইক্রফট-এর নামকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর মতে কোনো নির্দিষ্ট পারিবারিক কারণ না থাকলে কেউ তাঁর সন্তানের এমন বিদঘুটে নাম রাখবেন না। তখনকার দিনে পরিবারের বা বংশের বড়োছেলের নাম জমিদারির নামে রাখার রেওয়াজ ছিল। প্রাচীন অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় croft মানে বদ্ধ জমি। এই শব্দটি ইয়র্কশায়ারে এককালে প্রচলিত শব্দ। হয়তো শার্লকের পূর্বপুরুষ তাঁর জমিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে নাম দেন 'আমার জমি' বা 'Mycroft'— যা থেকে জমিদারির নাম হয়। ক্রিস্টোফার মরলে এটাও দেখিয়েছেন যে ইয়র্কশায়ারি শব্দে holm-মানে ছোটো হ্রদ বিশেষ। তাই হোমসের ইয়র্কশায়ারে পূর্বপুরুষদের বাড়ি সম্পর্কে একরকম নিঃসন্দেহই হওয়া চলে। তবে হোমস নিজে The Greek Interpreter-এ স্বীকার করেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে ফরাসি রক্তও ছিল। তাঁর ঠাকুমা ছিলেন ফরাসি শিল্পী ভার্নেৎ-এর বোন। এখানেও একটা জট আছে। হোমস যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন, সেটা হল grandmother— তিনি ঠাকুমা না দিদা, সেটা স্পষ্ট নয়। সে যাই হোক, বিশেষজ্ঞরা এইটুকু সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই মহিলা ছিলেন ফরাসি হাউস অফ ভার্নেৎ-এর মেয়ে। তাঁর বাবা ছিলেন আঁতোয়ান চার্লস হোরাস ও ভার হোরাস ভার্নেৎ। এই হোরাস ভার্নেৎ চরিত্রটিকে একটু কাছ থেকে দেখলে চমকে যেতে হয়। অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। কোনো মডেলকে দেখেই তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেইল ছকে ফেলতেন মাথায়। তাঁর মস্তিষ্ক যেন তথ্যের ভাণ্ডার ছিল— প্রয়োজনীয় যা কিছু, যখন দরকার মনে করে নিতে পারতেন ঠিক। ১৮১২ সালে সালোঁতে

প্রথম তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। ১৮২২-এ হোরাস ভার্নেৎ-এর আঁকা L'atelier ছবিটি হোমস বিশেষজ্ঞদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ ছবিতে হোরাস একদল তলোয়ার যোদ্ধা, মুষ্টিযোদ্ধা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। হোমস নিজেও এ দুটিতে দক্ষ ছিলেন হোরাসও। ফলে হোরাসের জিন যে প্রজন্ম বেয়ে শার্লকে বাহিত হয়েছিল, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। হোমস তাঁর বাবা-মাকে নিয়েও অদ্ভুতভাবে নীরব। এ থেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মনে হয়েছিল শার্লক বুঝি অনাথ। ব্যারিং গুল্ড দাবি করেছেন হোমস মোটেই অনাথ ছিলেন না। তাঁর মায়ের নাম ছিল ভায়োলেট। উল্লেখ্য, হোমসের পাঁচটি কাহিনিতে তাঁর মক্কেলের নামও ভায়োলেট। তাঁর পদবি কী ছিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। কেউ বলেন তাঁর পদবি ছিল শার্লক (সেসময় ইংল্যান্ডে শার্লক পদবি হিসেবেও ব্যবহার হত)। কিন্তু অধিকাংশরই মত, হোমসের ঠাকুমার মাঝের নাম ছিল শার্লক আর দিদা ছিলেন ভার্নেৎ-এর বোন। হোমসের বাবার নাম সাইগার হোমস (আর তাই পরবর্তীতে হোমস সাইগারসন ছদ্মনাম নিয়েছিলেন), দাদা মাইক্রফট হোমস। মাইক্রফটের জন্ম ১৮৪৭ সালে, কারণ তিনি শার্লকের চেয়ে সাত বছরের বড়ো। কিন্তু জমিদারের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও মাইক্রফট জমিদারি না করে সরকারি চাকুরে হলেন কেন? আর হোমসকেও কেন জীবিকার পথ বেছে নিতে হল? হামফ্রে মিচেলের মতে হোমসের বাবা শেয়ারে টাকা খাটিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, তাই মাইক্রফটকে চাকরি নিতে হয় আর শার্লককেও কেম্ব্রিজের পড়াশুনো অসমাপ্ত রেখে পেটের তাগিদে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়েছিল। এমনও হতে পারে মাইক্রফট ও শার্লক আসলে সাইগার হোমসের দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান। ফলে গোটা সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর (১৮৬৪ নাগাদ) সাইগারের প্রথম পক্ষের সন্তানরা পায়। ভায়োলেট তাঁর সন্তানদের নিয়ে নতুন জীবন শুরু করেন।
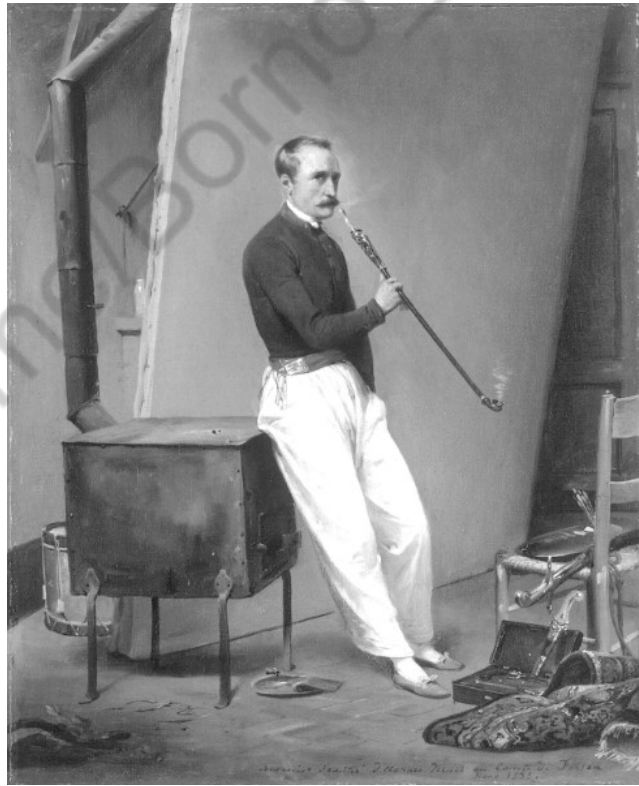
হোরাস ভার্নেৎ— হোমসের ঠাকুমার ভাই

তৃতীয় আর একটি সম্ভাবনা আছে। সেটি হল তৃতীয় ভাইয়ের— যিনি বয়সে মাইক্রফটেরও বড়ো। খুব সম্ভব এঁর নামই ছিল শেরিনফোর্ড। তিনি দুই ভাইকে ঠকিয়ে গোটা জমিদারি দখল করেছিলেন। হোমস তাঁর স্কুল নিয়েও নীরব। তাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা তিনি জীবনের শুরুতে ঘরেই পড়াশুনো করতেন। বাবা সাইগার হোমস প্রথম জীবনে ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসার, কিন্তু শার্লকদের জন্মের অনেক আগে ১৮৪৪ সালে দুর্বল, অশক্ত দেহে সাইগার দেশে ফিরে আসেন। সাইগার হোমস প্রায়ই দেশভ্রমণে বার হতেন স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে। ১৮৫৫-তে শার্লকের যখন এক বছর, তিনি ৭জুলাই লের্ডো জাহাজে করে ফ্রান্স ঘুরতে যান (খুব সম্ভব স্ত্রীর মামাবাড়িতে)। ফেরেন ১৮৫৮-র মে মাসে। আবার সেই বছর অক্টোবরেই জার্মানির উদ্দেশে রওনা হন তাঁরা, ফিরেছিলেন ১৮৬৪-র সেপ্টেম্বর মাসে। জীবনের প্রথম দশ বছর এমন ভ্রাম্যমাণ জীবন কাটানোর জন্য হোমসের ব্যক্তিত্বে একটা উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। তবে ওয়াটসনের বর্ণনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে জীবনের প্রথম অবস্থায় হোমস কিছুদিন দক্ষিণ লন্ডনে কাটিয়েছিলেন— ল্যামবেথ, ওয়ান্ডসওয়ার্থ কিংবা ক্যাম্পবেলের মধ্যে কোনো এক স্থানে। 'The Sign of the Four'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি এমন দুটি রাস্তার নাম করেন যে দুটি নাম অনেক আগে থাকলেও তখন ছিল না। স্টকওয়েল রোডকে শার্লক ডাকেন আগের নাম স্টকওয়েল প্লেস হিসেবে। আবার রবসার্ট স্ট্রিটকেও আগের নাম রবার্ট স্ট্রিট বলে উল্লেখ করেন। বারো বছর বয়সে শার্লক গ্রামার স্কুলে ভরতি হন। তবে সেখানেও নিয়মিত ক্লাসের সুযোগ ঘটেনি তাঁর। ১৮৬৬-র গ্রীষ্ম থেকে ১৮৬৮-র সেপ্টেম্বর অবধি মাত্র সাতটি টার্ম তিনি টানা স্কুল করতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে ১৮৬৫-র শীতকালে ইয়র্কশায়ারের জলাভূমির স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়াতে তাঁর ফুসফুসের অসুখ হয়। গ্রামার স্কুলের চিকিৎসক অসুখ নিরাময়ের জন্য মৃদু কোকেনের ব্যবস্থা করেন। এই কোকেনই পরবর্তীকালে শার্লকের নেশায় পরিণত হয়।

চিকিৎসায় তেমন উন্নতি হচ্ছিল না। বাবা-মা শার্লকের স্বাস্থ্য নিয়ে উদবিগ্ন হয়ে তাঁকে গ্রামার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন পাও-তে। সেসময় কোনো বালক ফুসফুসের অসুখে ভুগলে, ডাক্তাররা দাঁড়টানা, অসিচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ অথবা ধনুর্বিদ্যার সুপারিশ করতেন। পাও-তে বিখ্যাত অসি ক্রীড়াবিদ আলফানসো বেনসিনের হাতে শার্লককে তুলে দেওয়া হয়। সঙ্গে চলত মুষ্টিযুদ্ধ। এর মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধে শার্লকের প্রতিভা ছিল দেখার মতো। অনেক পরে The Yellow Face-এ ওয়াটসনও স্বীকার করেছেন, শার্লক তাঁর দেখা সেরা মুষ্টিযোদ্ধা।

বিভিন্ন দেশে ঘোরা ও সেখানকার গৃহশিক্ষকদের কাছে পড়াশুনো করার ফলে ইংরেজি ও লাতিন ছাড়া ফরাসি ও জার্মান ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। The Sign of the Four-এ তিনি দু-বার গ্যেটের জার্মান উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ফরাসি উদ্ধৃতি তাঁর মুখে শোনা গেছে মোট পাঁচবার। ১৮৭২ সালে শার্লক সুস্থ দেহে ও মনে অক্সফোর্ডে ভরতি হবেন বলে স্থির করেন। তখন তাঁর আঠেরো বছর বয়স। অক্সফোর্ডে ভরতি হবার জন্য গ্রিক ও লাতিন আবশ্যিক ছিল। ফলে শার্লকের জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হল। ব্যারিং গুল্ডের মতে এই শিক্ষক আর কেউ নন, স্বয়ং মরিয়ার্টি। শার্লক ও মরিয়ার্টির মধ্যে বিদ্বেষের নাকি সেই শুরু। তবুও শার্লক অক্সফোর্ডে ভরতি হলেন। শার্লক যখন অক্সফোর্ডে ভরতি হলেন, তখন ক্রাইস্টচার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন হেনরি জর্জ লিডেল আর অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিলেন চার্লস লুইজ ডজসন। এই ডজসন সাহেব ততদিনে হেনরি লিডেলের কন্যা অ্যালিসকে নিয়ে লুইস ক্যারল ছদ্মনামে Alice's Adventures in Wonderland লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। যে বছর হোমস অক্সফোর্ডে ভরতি হলেন, তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুন বই Through the looking glass and what Alice Found There.
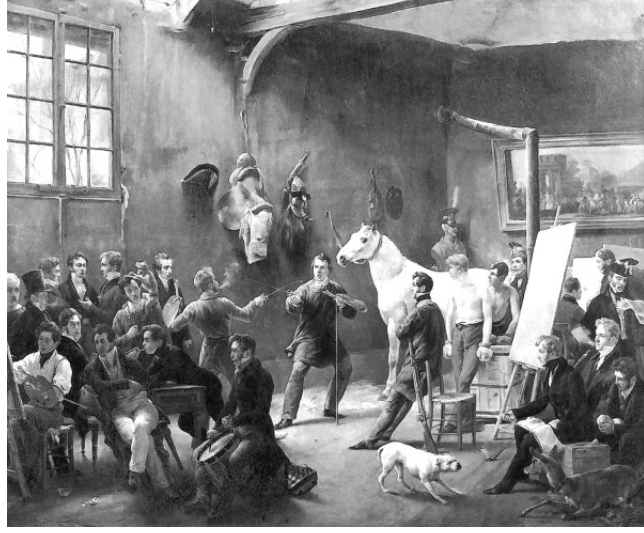
ভার্নেৎ-এর আঁকা L'atelier

অক্সফোর্ডে থাকতে হোমসের খুব বেশি বন্ধু ছিল না। তবে যে ক-জন ছিল, তাঁর মধ্যে অন্যতম ভিক্টর ট্রেভর। ১৮৭৪ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে শার্লক ভিক্টরের বাবাকে ব্ল্যাকমেলের ভয়াবহ আতঙ্ক থেকে বাঁচান। সে-কাহিনি 'The Adventure of the Gloria Scott'-এ লিপিবদ্ধ আছে। এখানেই জানা যায় যে সেই কিশোর বয়সেই 'Upon Tattoo Marks' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন শার্লক। অবশ্য এটিই তাঁর লেখা প্রবন্ধ নয়। ১৮৭৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে 'The British Antiquarian' পত্রিকার ২৩ খণ্ডে হোমসের লেখা প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। নাম 'Upon the Dating of Documents'. বিষয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত হাতের লেখা ও তার বিবর্তন। হোমস যে হাতের লেখা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। The Reigate Squires-এর চিঠির টুকরো দেখেই তিনি বুঝতে পারেন দু-জন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি একসঙ্গে সড় করে চিঠিটি লিখেছেন; কিংবা 'The Adventure of the Norwood Builder'-এ জোনাস ওল্ডএকর যে উইলটি চলন্ত ট্রেনে বসেই লিখেছেন, সেটাও হোমস হাতের লেখা থেকেই বুঝতে পারেন।

১৮৭৪-এ হোমস বিশ্ববিদ্যালয় বদল করে কেম্ব্রিজে চলে যান। ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ থেকে কেয়াসে। গুল্ডের মতে এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের দুটো কারণ থাকতে পারে। এক তো কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডের মতো বাঁধাধরা পড়াশুনোর চাপ কম ছিল, আর দ্বিতীয়ত কেম্ব্রিজের রসায়ন বিভাগ অক্সফোর্ডের চেয়ে অনেক ভালো ছিল সেসময়। তবে টি এইচ হল এই মত মানতে নারাজ। তাঁর মতে হোমস কেম্ব্রিজেই পড়াশুনা করেছেন, অক্সফোর্ডে নয়। কারণ হোমস ওয়াটসনকে বলেছিলেন 'রেজিনাল্ড মাসগ্রেভ ও আমি একই কলেজে পড়েছি।' The Cambridge University Calender for the year 1870-র ৫৮৫ পৃষ্ঠায় ট্রিনিটি কলেজে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে 'আর মাসগ্রেভ'-এর নাম আছে। ফলে ক্রাইস্ট চার্চ নয়, ট্রিনিটিতেই হোমস পড়েছিলেন বলে তাঁর বিশ্বাস। এই ট্রিনিটি-তে থাকতেই হোমস জীবনের সবচেয়ে বড়ো সিদ্ধান্তটি নিলেন। মাসগ্রেভের কেস সমাধান করে হোমস বুঝতে পারলেন এ জীবনে তাঁর আর গণিতবিদ হওয়া হল না।

T.me/Boi_Ponichoy

সেরাতে হোমস ঘুমোতে পারলেন না। শেষরাতে ঠিক করলেন দুটি চিঠি লিখবেন। একটি লিখলেন বাবাকে— তাঁর দ্বারা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া হল না, তিনি গোয়েন্দা হতে চান। দ্বিতীয়টি লিখলেন অক্সফোর্ডের সেই মাস্টারমশাই ডজসন সাহেবকে, যিনি অঙ্ক বিষয়ে শার্লককে প্রথম উৎসাহিত করেন। সে-দিনটা এখনও মনে আছে শার্লকের। এক সকালে উলটো দিক থেকে মাঝারি আকারের, রোগাভোগা, ঘাড়-কাত-করে-হাঁটা বছর চল্লিশের সেই প্রফেসরকে দেখে হোমসের মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে গেল, 'স্যার, আপনি ফটো তুলতে ভালোবাসেন?' থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ডজসন। নীল চোখজোড়া মাটি থেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ত-ত-তুমি কী করে জানলে?' 'একেবারে সোজা স্যার, আপনার হাতের চামড়ায় অ্যাসিডের পোড়া দাগ, ডান হাতে ফ্লাশ পাউডারের জ্বলার চিহ্ন আর কোটে গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা পাউডার। একমাত্র ঘরে নিজস্ব ডার্করুম না থাকলে এমনটি হওয়া অসম্ভব।' হেসে ফেললেন ডজসন। 'আ-আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এসো আমার বা-বাড়ি। অনেক ছ-ছবি দেখাব।' তাঁর কাছেই প্রচুর বাচ্চাদের ছবি দেখতে পান হোমস। ডজসন যাদের বলতেন 'my child friends'. কিন্তু ছবির চেয়েও ডজসনের তৈরি ধাঁধা আর অঙ্কের সমস্যাগুলো শার্লককে অনেক বেশি আকৃষ্ট করেছিল। হোমস জেনে অবাক হয়েছিলেন এই মুখচোরা সরল মানুষটি অপেরা ও থিয়েটারের রীতিমতো ভক্ত। বিখ্যাত অপেরা গায়িকা এলেন টেরি তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু। নিজের তাক থেকে লাল মলাটের দুটো বই নামালেন প্রফেসর। ১৮৬৫ সালে ছদ্মনামে বই দুটি লেখেন তিনি। একটির নাম *Alices's Adventures in Wonderland* ও অপরটি *Through the Looking-Glass and What Alice Found There.* লেখক লুই ক্যারলের নাম হোমসের কানে এসেছিল, কিন্তু তিনি যে ইনিই, তা ভাবতে পারেননি। দু-জনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। পরের শীত ও বসন্তে দুই অসম বন্ধু প্রায়ই আলোচনায় বসতেন, তর্কে মেতে উঠতেন। তবে ডজসন সাহেব কিছুতেই রাগতেন না। ঠান্ডা মাথায় যুক্তি, প্রতিযুক্তি দিয়ে যেতেন। তাই নিজের জীবনে এত বড়ো সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাঁকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন শার্লক। জানতেন তিনি কিছু বলবেন না।

T.me/Boi_Porichoy

ক্যারলের ক্যামেরায় অ্যালিস লিডেল

T.me/Porno_Boshoy

অক্সফোর্ডে থাকাকালীন লুই ক্যারল

কিন্তু যে ভয়টা ছিল, সেটা সত্যি হল। শার্লকের চিঠি পেয়ে রেগে আগুন হয়ে গেলেন সাইগার হোমস। জীবনের দীর্ঘতম চিঠিটি লিখলেন শার্লককে। এ চিঠিটি এক অর্থে ঐতিহাসিক— কারণ এই এক চিঠিতে সাইগার তাঁর নিজের কথা, বংশের কথা এমনকী শার্লকের ছোটোবেলার অনেক কথা লিখেছেন, যা অন্য কোনোভাবে জানা যায় না। শার্লক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই চিঠিটিকে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন। প্রথমে পারস্য চটির ভাঁজে, পরে বোহেমিয়ার রাজার দেওয়া নস্যদানের গোপন কুঠুরিতে— ফলে ওয়াটসন কোনোদিন এর অস্তিত্বের কথা জানতে পারেননি। সাইগার যা লেখেন, তার সারসংক্ষেপ এইরকম—

১৮৪৪-এর বসন্তের শুরুতে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুই লেফটেন্যান্ট কোম্পানি মেসে খেয়েদেয়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে ফিরছিলেন। রাস্তা এবড়োখেবড়ো, দু-জনেই প্রায় নব্বই কেজির মতো ওজন, ফলে গাড়ি উলটে গেল। একজন মাটিতে, অন্যজন তাঁর গায়ে পড়লেন। দ্বিতীয় জনের কিছু না হলেও, প্রথম ব্যক্তির হিপজয়েন্টে প্রবল চোটে সেটি নড়ে গেল। তাঁকে পঙ্গু ঘোষণা করে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইংল্যান্ডে। মাসখানেক বাদে পোর্টসমাউথ বন্দরে নেমেই তিনি খবর পেলেন তাঁর দাদা মাইক্রফট ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেছেন। অতএব এখন তিনি, সাইগার হোমস, মাইক্রফট জমিদারির জমিদার। জমিদার হয়েই মাইক্রফট দুটো কাজ করলেন— এক, লম্বা দাড়ি রাখলেন আর দুই বিয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কনে পেতে দেরি হল না। স্যার এডউইন শেরিনফোর্ড ছিলেন নামকরা প্রকৃতিবিদ ও অভিযাত্রী। তাঁর চার মেয়ের মধ্যে সেজোটি, ভায়োলেটের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন সাইগার। ভায়োলেটের মা বিখ্যাত শিল্পী এমিল জঁ হোরাস ভার্নেৎ-এর বোন এবং শিল্পী আতোঁয়ান চার্লস হোরাসের মেয়ে। বিয়ে খুব দেরি হল না। বিশাল চেহারার দাড়িওয়ালা, খোঁড়া মানুষটিকে দেখে ভায়োলেটের নিশ্চয়ই খারাপ লাগেনি— কারণ তাঁদের বিবাহিত জীবন বেশ সুখেরই ছিল। (সাইগারের কোনো ছবি পাওয়া যায় না। তবে তাঁর মেজোছেলে ও ভাগনেকে দেখে তাঁর চেহারার আন্দাজ করা যায়)। সাইগার তাঁর একমাত্র বোনকে ভারি ভালোবাসতেন। তিনি যখন এ চিঠি লিখছেন, তখন তাঁর সে ভাগনে প্রাণীবিদ্যায় নামজাদা বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাত। সাইগার তাঁর চিঠিতে 'তোমার পিসতুতো দাদা জর্জকে দেখে শেখো'— এমনও লিখেছিলেন। (জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার দেখতে হুবহু মামার মতো ছিলেন। এক সাংবাদিক মালোন তাঁর বর্ণনায় তাঁকে অস্বাভাবিক বপুযুক্ত, বিশাল মাথা, লম্বা দাড়ি, গোল গোল ঘুরন্ত চোখের দানব বলে বর্ণনা করেছেন। সাইগারও দেখতে তেমনই ছিলেন বলে ধারণা। জিনের এমন খেলা মেজোছেলে মাইক্রফট ও নাতি নিরো সাইগারের চেহারাই পায়। ভায়োলেট ফরাসি বংশ থেকে আসায় ছিলেন লম্বা, রোগা, চোয়াল ভাঙা, খাড়া নাকের এক মহিলা। শার্লক দেখতে মায়ের মতো হলেও চোখের তীক্ষ্ন দৃষ্টি পেয়েছিলেন বাবার থেকে।)

১৮৪৪-এর ৭ মে সাইগার ও ভায়োলেটের বিয়ে হয়। পরের বছর তাঁদের প্রথম সন্তান শেরিনফোর্ডের জন্ম। ১৮৪৭-এ মাইক্রফট হোমস জন্মান (নিজের দাদার নামে তাঁর নাম রাখেন সাইগার)। আরও সাত বছর বাদে ১৮৫৪-তে ৬ জানুয়ারি, শুক্রবার সাইগার ও ভায়োলেটের কনিষ্ঠতম পুত্র শার্লকের জন্ম হয়। এখানে সাইগার শার্লককে স্মরণ করিয়েছেন কেন তাঁর জন্মসালটি ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ। সে-বছর হেনরি ডেভিড থরেয়ু তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'Walden' লেখেন, উইসকনসিনে রিপাবলিকান পার্টির জন্ম

T.me/Boighor_pdf

হয়, বালাকলাভার রাশিয়ান সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাত্র ৬৭০ সৈন্যের একটি দল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সেই বিখ্যাত ঘটনা টেনিসনের রচনায় অমর হয়ে আছে The Charge of the Light Brigade-এর মধ্যে দিয়ে। সেই বছরের জাতক হয়ে হোমস কীভাবে নিজের জীবনকে এমন অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিতে পারেন!

সাইগার ছিলেন দর্শনের ভক্ত। তাঁর প্রিয় বই ছিল অষ্টাদশ শতকে লেখা *Practical Discourse Concerning Death*. মৃত্যুচেতনা নিয়ে এই অসামান্য বইটির লেখক উইলিয়াম শার্লকের নামে তিনি ছেলের নাম রাখতে চান। কিন্তু মা ভায়োলেট ছিলেন উপন্যাসের ভক্ত। তাঁর প্রিয় লেখক স্যার ওয়াল্টার স্কটের নামে ছেলের নাম দিলেন স্কট। আগের দুই ছেলে বাবার মতো দেখতে হলেও এটি তাঁর মতো, তাই একটা পক্ষপাতিত্ব ছিলই। শেষে র‍্যাপটাইজেশনের সময় দু-জনের কথা মেনে তাঁর নাম রাখা হল উইলিয়াম শার্লক স্কট হোমস।

ছোটোছেলের জন্মের পরই সাইগার অস্থির হয়ে উঠলেন। ইংল্যান্ডে আর ভালো লাগছিল না তাঁর। ১৮৫৪ সালের মে মাস থেকে তিনি দেশভ্রমণে বেরোলেন। বোর্দো, পাও, লুসার্ন হয়ে জার্মানির মিউনিখ, হাইডেলবার্গেও ঘুরলেন তিনি। প্রায় দশ বছর ঘোরাঘুরি করে অবশেষে ১৮৬৪তে দেশে ফিরলেন হোমস পরিবার। দেশে ফিরেই যে সাইগার ছেলেদের পড়াশুনো করানোর জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন, তাও জানা যায় এই চিঠিতে। শেরিনফোর্ড ভরতি হন অক্সফোর্ডে। বাপের ইচ্ছে, বড়ো হয়ে ইয়র্কশায়ারের জমিদারি তিনিই দেখাশোনা করবেন। মাইক্রফটের পড়াশুনোতে আগ্রহ বিশেষ ছিল না। একবছর অক্সফোর্ডে পড়ে তিনি সরকারি অফিসে হিসাব রক্ষকের পদে যোগ দেন। ছোটোছেলে শার্লক স্বাস্থ্যের জন্য ডে-স্কলার হলেও বাবার ইচ্ছে ছিল তিনি ইঞ্জিনিয়ার হন। তাই শার্লকের গোয়েন্দা হবার ইচ্ছে প্রকাশ করাতে সাইগার যে চটে যাবেন, তা বলাই বাহুল্য। শার্লককে তাঁর অতীত মনে করিয়ে অবশেষে তিনি লিখলেন, 'আজ থেকে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম, তুমি আর পরিবারের একটি পয়সা পাবে না। আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।'

হোমস জানতেন সাইগার কতটা একগুঁয়ে। তিনি বেঁচে থাকতে হোমসের আর ইয়র্কশায়ারে ফেরা হবে না, নিশ্চিত। মেজদা মাইক্রফটকে অগত্যা টেলিগ্রাম করলেন শার্লক। 'লন্ডনে আমার নামে ঘর ভাড়া নাও। বার্টের জৈব রসায়নেও আমার নাম দিয়ে দিয়ো। ওখানেই কাজ করব। বাকি কথা সাক্ষাতে হবে।' সেন্ট বার্থালোমিউ হাসপাতালকে বার্ট বলেই উল্লেখ করতেন সবাই। সাতাশ বছরের উদ্যমী সরকারি করণিক মাইক্রফট বার্টে ল্যাবরেটরি খুঁজতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেললেন। অন্ধকার চোরাগলিতে বেঁটে, গুঁফো এক ছাত্রকে দেখে পথের হদিশ পেলেন তিনি। 'ধন্যবাদ' বললেও নামটা জানা হয়নি তাঁর। ইস! যদি একবার জিজ্ঞাসা করতেন, তবে শার্লকের চার বছর আগেই আরও এক হোমস ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে যেত জন হ্যামিস ওয়াটসনের। পরে Greek Interpreter-অভিযানে দেখা হলেও দু-জন দু-জনকে চিনতে পারেননি।

Time/Borno_Murphoy

সেন্ট বার্থালোমিউ হাসপাতাল (১৮৮৮)

বাসা ভাড়া হল বটে একটা। মন্টেগু স্ট্রিটে। পরামর্শদাতা গোয়েন্দা, গবেষক হিসেবে শার্লক হোমসের নতুন জীবন শুরু হল এই বাসাতেই।

মন্টেগু স্ট্রিটের বাসায় দুই বছর

১৮৭৭-এর বসন্তে হোমস কেম্ব্রিজে থেকে লন্ডনে ফিরে এলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কোনায় মন্টেগু স্ট্রিটে একটা বাসাও ভাড়া নিলেন তিনি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তখন সদ্য বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে শীতে রাত ৮টা এবং গরমকালে রাত ৭টা অবধি পড়াশুনো করা যেত নিশ্চিন্তে। সেই রিডিং-রুমে বসে শার্লক গোগ্রাসে গিলতেন, যাকে ওয়াটসন পরে বলেছেন sensational literature. কী কী বই তখন পড়তেন শার্লক? গবেষকরা নিশ্চিত তাঁর পাঠ্যের মধ্যে ছিল The Newgate Calender From 1700 to Present Time (লন্ডন, ১৭৭৩) এবং Newgate Calender: Containing the Lives of House breaker, High wayman etc. (লন্ডন, ১৮৪০)। পরবর্তীকালে জোনাথন ওয়াইল্ড (১৬৮২-১৭২৫), যার সঙ্গে হোমস মরিয়ার্টির তুলনা করেছিলেন কিংবা বিষ বিশেষজ্ঞ টমাস গ্রিফিথ ওয়েনরাইট-এর কাহিনি এই বই দুটিতেই লিপিবদ্ধ হয়। তবে কাল্পনিক গোয়েন্দা, যেমন, দুঁপ্যা বা লেকঁ-র কাহিনিও হোমসের পড়া ছিল। যদিও দুঁপ্যাকে 'very inferior fellow' আর লেকঁকে 'miserable bangler'-এর বেশি মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন না তিনি।

TOTTENHAM COURT ROAD AND HAMPSTEAD ROAD,
TO CAMDEN TOWN.
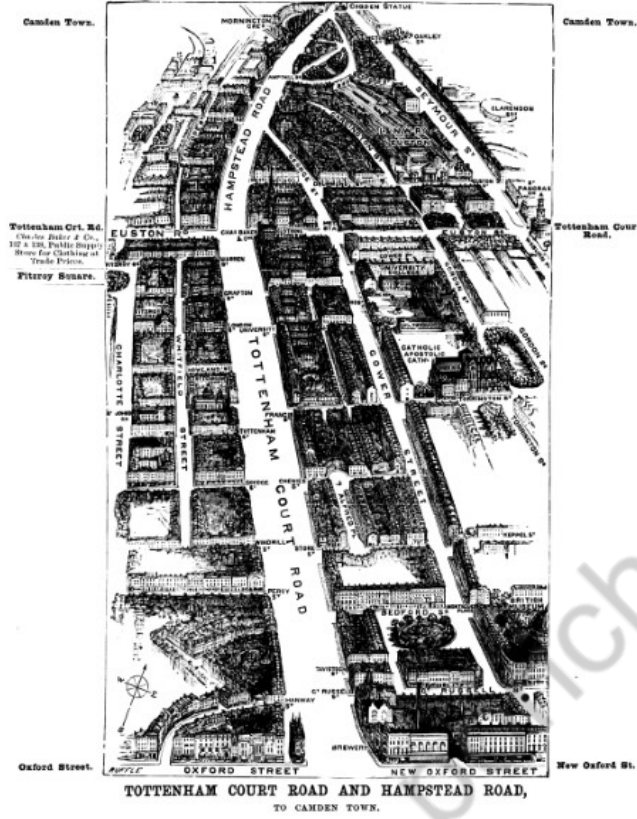
লন্ডনের মানচিত্রে হোমসের মন্টেগু স্ট্রিটের বাসার অবস্থান (নীচে ডান দিকে)

মন্টেগু স্ট্রিটে থাকাকালীন পড়াশুনো করেও বেশ কিছু সময় বাঁচত। ফলে সেসময়ে হোমস বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি করেন। ১৮৭৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে 'The British Antiquarian'-এ ছাপা হয় তাঁর প্রবন্ধ 'Upon the Dating of Documents'. প্রথম সন্তানের মতো এ লেখাটি হোমসের বড়ো প্রিয় ছিল। পাঠকের মনে থাকবে, প্রায় এগারো বছর পর বাস্কারভিল কেসের সময় হোমস ড মর্টিমারকে এই প্রবন্ধটির কথা বলেন। এ ছাড়াও 'Upon the Tracing of Footsteps, With Some Remarks upon the Uses of Plaster of Paris as a Preserver of Impress' নামে ছোটো একটি পুস্তিকাও তিনি এসময় লেখেন। বইটির একটি ফরাসি তরজমাও হয়, করেন ফ্রাঁসোয়া ল্য ভিলার্ড। হোমসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা অবশ্য 'Upon the Distinction Between the Ashes of the Various Tobacco: An Enumeration of 140 Forms of Cigar, Cigarette and Pipe Tobacco, with Coloured Plates Illustrating the Difference in the Ash'. একাধিক অভিযানে হোমস নিজে এই পুস্তিকাটির নাম করেছেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যেখানে পড়াশুনো করতেন হোমস

মন্টেগু স্ট্রিটে থাকাকালীন হোমস একটি দুষ্প্রাপ্য জিনিসের খোঁজ পান। এক দুপুরে সোহোতে লাঞ্চ করে টটেনহ্যাম কোর্ট রোড ধরে হাঁটছিলেন হোমস। হঠাৎ একটি বন্ধকি দোকানের ধূলিধূসরিত জানলায় একটা বেহালা উঁকি মারতে দেখলেন। তাঁর জহুরির চোখ এক দৃষ্টিতে চিনে নিল খাঁটি স্ট্রাডিভারিয়াস বেহালাটিকে। সৌভাগ্য, দোকানের মালিক বেহালার আসল দাম জানতেন না। ফলে মাত্র পঞ্চান্ন শিলিং-এর বিনিময়ে এ অমূল্য রতন শার্লকের হাতে আসে। সেই থেকে ঘরের কোণে কেসের মধ্যে যত্ন করে বেহালাটি রাখতেন তিনি। শুধু একবার Norwood Builder-এর অভিযানে রেগে গিয়ে সোফায় বেহালাটি ছুড়ে ফেলেছিলেন হোমস। ছোটোবেলায় মায়ের কাছে বেহালার অ-আ-ক-খ শেখা হোমস নিয়মিত অনুশীলনে ওস্তাদ বাজিয়ে হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে ওয়াটসনও হোমসের বেহালাবাদনের প্রশংসা করেছেন।

ঠিক এই সময় জীবনের প্রথম কেসটি সমাধান করেন। আগে ধারণা করা হত Musgrave Ritual-ই হয়তো হোমসের প্রথম কেস। কিন্তু ধন্যবাদ রবার্ট কিথ লেভিট ও এডগার স্মিথকে, যাঁরা সমকালীন কাগজপত্র ঘেঁটে এক আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন। ১৮৭৭ এবং ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনে এক মহা গোলমাল বাধে। রাইফেল ম্যাচে শুটার ও স্কোরারদের হিসেব মেলে না। শুটাররা সন্দেহ করে, স্কোরাররা কোনো বিশেষ ব্যক্তির থেকে উৎকোচ নিয়ে তাঁকে জিতিয়ে দিচ্ছে। হেরোরা গোপনে এক গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করে যিনি দোষী স্কোরারের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করে তাঁর মুখোশ খুলে দেন। কোথাও এই গোয়েন্দার নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু স্মিথ ও লেভিট ১৮৭৯-এর প্রতিযোগিতার বিবরণী ঘেঁটে ১৯ নর্থ ইয়র্কশায়ারের এক প্রতিযোগীকে নবম স্থান অধিকার করতে দেখেন। তিনি দশ পাউন্ড পুরস্কারও পান। প্রতিযোগীর নাম কর্পোরাল হোমস। সেই একই মানুষ সেন্ট জর্জের প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে ৪৮ তম স্থান দখল করেন ও ছয় পাউন্ড পুরস্কার পান। গবেষকদের ধারণা এই কর্পোরাল হোমস আর কেউ নয়, স্বয়ং শার্লক হোমস। তাঁর জন্মস্থানও ইয়র্কশায়ার। তিনি নিজে প্রতিযোগী সেজে, প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কেস সলভ করেন। রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের কেচ্ছা এড়াতে গোটা ঘটনা ধামা চাপা দেওয়া হয় এবং হোমসও পরবর্তীকালে এ কেসের কথা এড়িয়ে গেছেন।

১৮৭৯ সালের ২ অক্টোবর, (মহাত্মা গান্ধীর তখন দশ বছর বয়স), হোমসের মন্টেগু স্ট্রিটের বাড়িতে এসে হাজির হলেন রেজিনাল্ড ম্যাসগ্রেভ— হোমসের কেম্ব্রিজের বন্ধু। কী কী হল তারপর, তা লেখা আছে The Musgrave Ritual-এ।

TheBoiRoi_porichoy

মঞ্চে অভিনয়, আমেরিকা যাত্রা ইত্যাদি

মন্টেগু স্ট্রিটে বাবার পাঠানো ভাতায় বছর দুয়েক কাটানোর পর হোমস দেখলেন এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। পকেট গড়ের মাঠ। ফলে হয় লন্ডন শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে, নয়তো রোজকার খরচ কমাতে হবে দারুণভাবে (পাঠকের মনে থাকবে বছর দুয়েক বাদে ওয়াটসনেরও ঠিক এই দশাই হয়েছিল)। ১৮৭৯-এর শেষ অর্ধে যেদিন হোমস এই সিদ্ধান্ত নিলেন, সেদিনই পিকাডেলি সার্কাস হয়ে ফেরার সময় তাঁর কাঁধে আলতো চাপড় পড়ল।

'আরে! লর্ড পিটার! তুমি!' হোমস অবাক।

'ওসব নাম ছাড়ো। নতুন নাম নিয়েছি ল্যাংডেল পাইক।'

এই লর্ড পিটার ছিলেন হোমসের কেম্ব্রিজতুতো বন্ধু। এখন সে নাকি থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। এই কুকাজের জন্য তাঁর পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করায় সে লর্ড উপাধিও হারিয়েছে। দু-জনে একসঙ্গে লাঞ্চ করার সময় ল্যাংডেল হোমসকে বলল, 'তুমি তো দেখতে খারাপ নয় হে, লম্বা, গলার আওয়াজ ভালো... আমাদের হ্যামলেট নাটকে ছোট্ট একটা পার্ট খালি আছে। করবে নাকি? ম্যানেজার সাসানফ একটু খিটখিটে কিন্তু লোক খারাপ না। তুমি অভিনয় জানো তো?' 'করিনি কোনোদিন। দেখি চেষ্টা করে,' হোমস জবাব দিলেন।

মঞ্চে শার্লক নাম নিলেন উইলিয়াম এস্কট। শার্লক স্কটকে ছোটো করে এই নাম। সমালোচকরা বলেন অভিনেতা হিসেবে উইলিয়াম এস্কট ছিলেন অনবদ্য। তাঁর চওড়া কপাল, ঘন ভুরু, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, সরু চোয়াল আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দর্শককে মুগ্ধ করত অনায়াসে। তবে শুধু অভিনয়ই নয়, মঞ্চের ইতিহাস, আনুষঙ্গিক কলাকৌশল, বিশেষ করে ছদ্মবেশ ধারণ ও মেক-আপে পটু হয়ে উঠলেন হোমস। সহশিল্পীদের মধ্যে হোমস আদৌ জনপ্রিয় ছিলেন না। এককথায় তাঁকে কেউ তেমন পছন্দ করত না। জীবিকাগত ঈর্ষা যত না, তার থেকে বেশি দায়ী ছিলেন হোমস নিজে। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত মাইকেল সাসানফের আত্মজীবনী *Seventy Years a Showman*-এ তিনি লিখছেন, 'শার্লক নিজের কাজ নিয়ে এত বেশি মগ্ন থাকত, যে অন্যদের কাজকে প্রশংসা করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনোটাই তাঁর ছিল না।' প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যাতে হোমস অভিনয় করেন, তা হল 'Julius Caesar' নাটকের ক্যাসিয়াস। নাটকটি এতই জনপ্রিয় হয়, সে সাসানফ গোটা দল নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেয়।

২৩ নভেম্বর, ১৮৭৯, হোয়াইট স্টার লাইনারের Empress Queen জাহাজে সদলবল হোমস আমেরিকায় পাড়ি জমালেন। নিউ ইয়র্কে পৌঁছোলেন দশ দিন বাদে। প্রথম অভিনয় ছিল শেক্সপিয়রের Twelfth Night, যাতে হোমস মালভলিয়োর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এ ছাড়াও যেসব ভূমিকায় অভিনয় করে হোমস নাম কুড়ান, সেগুলো হল— Faust-এর মেফিস্টোফিলিস, 'The Merchant of Venice'-এর শাইলক, 'Romeo and Juliet'-এর মার্কুশিও (যিনি তলোয়ার খেলায় দক্ষ) এবং অতি অবশ্য 'Macbeth'-এর নামভূমিকায়। তবে 'Twelfth Night' চিরকাল হোমসের প্রিয় নাটক ছিল। হোমস বহুবার ওয়াটসনের কাছে শেক্সপিয়রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু একমাত্র 'Twelfth Night'-ই সেই নাটক যা থেকে দুইবার তিনি উদ্ধৃতি দেন। গবেষকদের মতে এ পক্ষপাতিত্বর কারণ একটাই। হোমসের জন্মদিন ৬ জানুয়ারি— Twelfth Night (প্রভু যিশুর জন্মরাতের ঠিক বারোতম রাত)। হোমসের দল গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রায় ১২৮টি অভিনয় করে।

‘The Adventure of the Musgrave Ritual’ কাহিনির চিত্র

এই নিউ ইয়র্কেই হোমসের সঙ্গে উইলসন হারগ্রেভের আলাপ হয়। হারগ্রেভ ছিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। ভ্যান্ডারবিল্ট ও এগম্যানের কেসে হোমস তাঁকে সাহায্য করেন। হোমসই প্রথম লক্ষ করেন যে কনজারভেটরির কাচ ভিতর থেকে ভাঙা হয়েছিল— বাইরে থেকে নয়। ফিলাডেলফিয়াতে অভিনয়ের সময় নাটকের প্রয়োজনে একটি শটগান কেনা হয়— তখনই প্রথমবার Pensylvania Small Arms Company-র লোগো তাঁর চোখে পড়ে। সৌভাগ্যবশত ‘The Valley of Fear’-এর অভিযানেও একই কোম্পানির শটগান ব্যবহার হওয়ায় হোমস তা চিনতে পারেন। বাল্টিমোরে থাকাকালীন হোমস আবার স্থানীয় পুলিশকে একটি কেসে সহায়তা করেন। Six Napoleons-এর অভিযানে হোমসের মুখে একবার মাত্র অ্যাবারনেটি পরিবারের এই দুঃসহ ঘটনাটি নামের উল্লেখ পাই যেখানে মাখনের মধ্যে পার্সলি পাতার ডুবে যাওয়ার গভীরতা দেখে হোমস মামলাটি সমাধান করেন। শিকাগোতে গিয়ে হোমস প্রথম গ্যাংস্টারদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হন— পরবর্তীকালে যার উল্লেখ ‘The Adventure of the Dancing Men‘-এ তিনি করেছেন।

এরপর নাটকের দল রওনা দেয় পশ্চিম বরাবর। বাহন বলতে ট্রেন। এই পশ্চিম যাত্রাকালীনই হোমস একপাল মহিষকে রেললাইনের ওপর দিয়ে যেতে দেখেন। সে-দৃশ্য হোমস ভোলেননি। ‘A Study in Scarlet‘-এ ওয়াটসনকে তাই তিনি বলেন, ‘একপাল মহিষ চরে বেড়ালেও এত বিশৃঙ্খলা হত না।’ হোমসের আমেরিকা যাত্রা সফল হয়েছিল। প্রতি রজনী হাউসফুল, ফলে আমেরিকার প্রতি হোমসের দুর্বলতাও খানিক ছিল। ১৮৮০-র গ্রীষ্মে দলবলসহ হোমস ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন।

ইংল্যান্ডে ফিরে হোমস তাঁর জমানো টাকা নিজের পড়াশুনোতে খরচা করতে থাকেন। একইসঙ্গে বেছে নেন consulting detective-এর পেশা। মন্টেগু স্ট্রিটের বাসায় মক্কেলদের

ভিড় বাড়ে। অবসর সময়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনো আর বার্টের শবব্যবচ্ছেদ কক্ষে পরীক্ষা তো চলছিলই। এর মধ্যেই ২৭ জুলাই, ১৮৮০তে পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে শার্লকের অজ্ঞাতে এমন এক ঘটনা ঘটল যা তাঁর জীবনকে বদলে দেবে চিরতরে। জন হ্যামিস ওয়াটসনকে একটি জেজাইল বুলেট আঘাত করল।

সহযোদ্ধার জীবন

১৮৮১-র জানুয়ারির একটি দিনে বার্টের আদা অন্ধকার ল্যাবরেটরিতে বুনসেন বার্নার জ্বেলে কাজ করছিলেন হোমস। হঠাৎ পদশব্দে তাকিয়ে দেখলেন স্ট্যামফোর্ড এক মাঝারি, গাঁট্টাগোট্টা, গুঁফো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁদের সেই প্রথম সাক্ষাৎকার বিস্তারিতভাবে লেখা আছে ডা ওয়াটসনের কলমে। হোমসের মন্টেগু স্ট্রিটের বাড়িতে আর পোষাচ্ছিল না। ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে নতুন বাড়িও দেখেছিলেন, কিন্তু খরচা আধাআধি করার জন্য এক রুমমেট খুঁজছিলেন। শুরু হল দুই সহমর্মী বন্ধুর সহযাত্রা। এই সহযাত্রার কথা মরমি কলমে লিখেছেন ওয়াটসন স্বয়ং আর তা বিস্তারিত কালপঞ্জিরূপে গ্রন্থিত করা হয়েছে বইয়ের একেবারে শেষে, শার্লক হোমসের জীবনপঞ্জিতে। তাই শার্লক হোমসের জীবনের দুটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করে রক্তমাংসের হোমসকে নিয়ে এই আলোচনায় ইতি টানব। দুটি অধ্যায়েই ওয়াটসন ছিলেন না হোমসের সঙ্গে, ফলে তাঁর কলম নীরব ছিল। কিন্তু তিনি নীরব থাকলেও তো গবেষকরা ছেড়ে দেবার পাত্র নন! তাঁরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জিগ-স পাজলের মতো জোড়া লাগিয়েছেন হোমসের জীবনের সেই অজানা পর্ব দুটি। শুনতে গল্পকথা মনে হলেও হোমসকে সর্বাঙ্গীণভাবে জানতে এদের ছাড়া গতি নেই। একটি ১৮৯১-৯৪ পর্যন্ত হোমসের অজ্ঞাতবাস এবং অন্যটি হোমসের শেষ দিনগুলির কথা।

T.me/Borno_philchor

"'I'VE FOUND IT! I'VE FOUND IT!' HE SHOUTED."

হোমস ও ওয়াটসনের প্রথম দেখা (শিল্পী হাচিনসন)

মিসিং লিংক বা হারিয়ে যাওয়া তিন বছর

১৮৯১ সালে সেটিন ছিল মন্টিনেগ্রোর এক দুর্গম রাজ্য। রাজধানী হলেও বড়োজোর তিন হাজার মানুষ বাস করত সেখানে। তবু সেখানে দেখার মতো ছিল রাজপুত্র নিকোলাসের প্রাসাদ এবং বিরাট অপেরা হাউস। কোনো রেলপথ না থাকায় ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে চেপে আন্টিভারি থেকে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি ছিল না। সে-পথেই রাতের অন্ধকারে তল্পিতল্পা নিয়ে লম্বা সিড়িঙ্গে এক ভদ্রলোক খচ্চরের সওয়ার হয়ে রওনা হলেন। তিনি পৃথিবীর চোখে মৃত। কিন্তু মরিয়ার্টির ডান হাত কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁর বাবার নাম সাইগার। তাই তিনি ছদ্মনাম নিয়েছেন সাইগারসন। নিজেকে পরিচয় দেন নরওয়ের লোক হিসেবে। তিনি জানেন, একমাত্র এই সেটিনেই তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন আর প্রয়োজনে যোগাযোগ রাখতে পারবেন বেলগ্রেড আর ভিয়েনার টেলিগ্রাফ অফিসের সঙ্গে। সেখানে অপেক্ষা করবে দাদা মাইক্রফটের বার্তা। কর্নেল মোরান বাদে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জানে, শার্লক হোমস এখনও নিশ্বাস নিচ্ছে পৃথিবীর বুকে। মনে মনে হাসলেন হোমস। কী অদ্ভুত সমাপতন! হোমসের টাকা দরকার। মাইক্রফট তা জোগাবেন। ইতিমধ্যে মোটা একজোড়া গোঁফ রেখে আর চুলের রং বদলে হোমস প্রাথমিক ছদ্মবেশ নিয়ে ফেলেছেন। এখন তাঁকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সেটিনের অপেরা হাউসে সেদিন অভিনীত হল Rigoletto. মাদালেনার ভূমিকায় চমকে দিলেন অভিনেত্রী আইরিন অ্যাডলার। অভিনয় শেষে পেজ-বয় এসে ছোট্ট একটা কাগজ ধরিয়ে দিল তাঁর হাতে। লেখা, ‘বেকার স্ট্রিটে একবার একজনকে আপনি শুভরাত্রি জানিয়েছিলেন। সে এখন মন্টিনেগ্রোতে এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। যদিও এখানে তাঁর নাম সাইগারসন।’

১৮৯২-এর মার্চে হোমস সেটিনে একটি ভিলায় চলে আসেন। সঙ্গে আইরিন। আইরিন বহুবার শার্লককে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিদিন একই বক্সে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকা এই প্রেমিককে অবজ্ঞা করা কি এতই সহজ! সম্পর্ক গাঢ় হয়। দু-জনে সহবাস করতে থাকেন। আইরিনের আবদারে হোমস চুলের রং ধুয়ে ফেলেন। গোঁফ কামিয়ে নেন। একদিন অদ্ভুত এক বায়না ধরলেন আইরিন। ‘তুমি সর্বদা আমার ছবি তোমার কাছে রাখ। কিন্তু তোমার তো কোনো ছবি আমার কাছে নেই! বিশেষ করে আমার ছবিটা আমি বোহেমিয়ার রাজাকে দিয়েছিলাম— তোমায় নয়। তোমাকে ছবি তোলাতেই হবে।’ বেচারা শার্লক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হল তাঁকে।

(বর্তমান বইয়ের ফ্রন্টিসপিসে হোমসের সেই ছবিটি দেওয়া হল। কিন্তু পাঠক দুম করে এঁকে হোমসের ফটোগ্রাফ বলে মেনে নেবেন কেন? তাই কিছু যুক্তি দেওয়া যাক। মার্কিন হোমসিয়ানরা নিউ জার্সির মিস ক্লারা স্টিফেনসকে আসল আইরিন অ্যাডলার বলে মনে করেন। এই ক্লারা স্টিফেনস ছিলেন বিখ্যাত হোমসিয়ান জেমস মন্টগোমেরির মাসি। ১৯৫০-এর মাঝামাঝি মাসির পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে একটি ফটোফ্রেমের পিছনে লুকানো অবস্থায় তিনি ক্লারা এবং এক রাজপুরুষের ছবি দেখতে পান। হোমসিয়ানদের মতে এটিই সেই বিখ্যাত বোহেমিয়ার রাজার সঙ্গে ছবি, যা দেখিয়ে আইরিন ব্ল্যাকমেল করতেন। ক্লারারই বিভিন্ন ছবির মধ্যে এই অচেনা মানুষটির ছবি পান মন্টগোমেরি। ছবির পিছনে লেখা মার্চ, ১৮৯২— যা আশ্চর্যভাবে হোমসের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে মিলে যায়। মানুষটির চওড়া কপাল, খাড়া নাকে হোমসের সঙ্গে চেহারার মিলও অবাক করার মতো। হোমসিয়ানরা তাই ছবিটিকে শার্লক হোমসের একমাত্র ফটোগ্রাফ বলে মনে করেন।)

Time/Borno_porichoy

রিগেলেটোর পোস্টার— যে অপেরায় অভিনয় করতেন আইরিন অ্যাডলার

আইরিনের কপালে সুখ সুইল না। কর্নেল মোরান হোমসকে খুঁজতে সেটিনে এলেন। বুদ্ধিমতী আইরিন পালালেন আমেরিকায়। হোমসকে কিছুটি না জানিয়ে। এটাও না, যে তিনি সন্তানসম্ভবা। মাইক্রফট সব খবরই রাখতেন। তিনি ঠিক করলেন শার্লককে কোনো কাজে লাগিয়ে সেটিন থেকে সরাতে হবে। তখন ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল বিশেষ করে তিব্বতের সীমায় রাশিয়ানদের আনাগোনা বাড়ছিল। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি মাইক্রফটের কপালে তাই চিন্তার ভাঁজ। ঠিক করলেন গুপ্তচর হিসেবে হোমসকেই পাঠাবেন তিব্বতের হাল-হকিকত সরেজমিন তদন্ত করতে।

১৮৯২-এর মাঝামাঝি তাই শার্লককে দেখি দার্জিলিং-এর বাজারে। বেশ কিছু সামগ্রী সরকারের অফিস থেকে দিলেও শেষ মুহূর্তে চা, ময়দা, চিনির মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিচ্ছেন তিনি। দার্জিলিং-এ প্রায় এক মাস বসবাসের পর লাসার তেং-গাই-লিং মঠের থেকে দলাই লামার অনুমতি মিলল তিব্বতে প্রবেশের। যাত্রা শুরুতেই হোমস লটবহর-সহ নেমে এলেন প্রায় ৬৪৫০ ফুট নীচে। জায়গাটার নাম তিস্তা বাজার। নামে বাজার, আসলে গোটাকতক কাঁচা বাড়ির বস্তি। সেখান থেকে লোহার তৈরি তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে পাথর, ঘাস আর বুনো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। জোঁকেরা ব্যস্ত পথিকের রক্ত শুষে নিতে। হোমসের খচ্চরগুলির পা বেয়ে আঁকড়ে ধরল জোঁক। ভাগ্যিস নুনের পোঁটলাটা ছিল। কিছুটা ওঠার পরই দেখা গেল কালিম্পং-এর ঘোড়া চলার রাস্তা। ধীরে ধীরে তা রংপো হয়ে সিকিমের দিকে যাচ্ছে। চারিদিকে ওক, ধুতুরা, বোগেনভিলিয়া আর রডোডেনড্রনের জঙ্গল। গ্যাংটক থেকে ১৩,৩৯০ ফুট উঁচু জেলেপ-লা পাস পার হয়ে হোমস উপস্থিত হলেন ছুম্বি উপত্যকায়। ধীরে ধীরে ফাড়ি জং হয়ে চল্লিশ মাইল এগিয়ে তিব্বত মালভূমিতে পৌঁছোলেন হোমস। আবহাওয়া শুষ্ক, আকাশ নীল, বাতাস ধুলোময়। গ্যানৎসা থেকে ক্রমাগত এগিয়ে গেলেই সাংপো নদী। তাতে ঝুলছে বিখ্যাত লোহার শিকল-বাঁধা সেতু। সেটা পার হয়ে আরও পঁয়ত্রিশ মাইল গেলে তবে লাসা। কিন্তু দলাই লামা হঠাৎ হোমসকে ডাকলেন কেন? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তিব্বতের সদ্ভাব না থাকা সত্ত্বেও? অনেকের মতে তিনি হোমসের আসল পরিচয় জানতেন না। কিন্তু উইনফ্রেড ক্রিস্টির মতে হোমসের সম্পর্কে সব জেনেশুনেই লামা তাঁকে লাসায় আহ্বান করেন, কারণ ১৮৯১ তেই একটি প্রাণীর অস্তিত্ব তাঁদের ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। স্থানীয় মানুষরা তাকে বলত মিটো-কাংমি। হ্যাঁ, ইয়েতির রহস্য সমাধানের জন্যই তিব্বতে গিয়েছিলেন হোমস। ইয়েতির পায়ের ছাপ ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি তখনও। আর পায়ের ছাপ বিষয়ে হোমসের চেয়ে বড়ো বিশেষজ্ঞ আর কে আছে? লামার সংস্পর্শে এসে হোমসও কীভাবে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হন সে-আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। তবে খুব সম্ভব হোমস লামাকে জানান ইয়েতির থেকে ভয়ের কিছু নেই। লামাও আশ্বস্ত হন।

হোমসের অজ্ঞাতবাসের পথ

তিব্বত থেকে ফিরে হোমস পারস্য এবং মক্কায় যান। খেয়াল করার বিষয়, দুই জায়গাতেই তখন গৃহযুদ্ধ চলছে। খুব সম্ভব আবার গুপ্তচর হিসেবেই হোমসকে ব্যবহার করা হয়। এরপর, ওয়াটসনের মতে তিনি খার্তুমে খলিফার সঙ্গে দেখা করেন। তথ্যটি ভুল। কারণ ১৮৯৩তে খলিফা খার্তুমে থাকতেন না। খার্তুম শহর ১৮৮৫ তে ধ্বংস হয়ে গেলে খলিফা ওমদুরমানে থাকতে শুরু করেন। ইউরোপে ফিরে প্রথমে কিছুদিন

মন্টিপেলিয়ারে আলকাতরার উপজাত দ্রব্য নিয়ে কাজ করেন তিনি। ১৮৯৪-তে খবরের কাগজ দেখে চমকে ওঠেন। রোনাল্ড অ্যাডেয়ার খুন হয়েছেন। আর তার ঠিক আগের দিন যাদের সঙ্গে তিনি জুয়া খেলছিলেন তাদের একজন কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান। হোমস সিদ্ধান্ত নেন, এবার লন্ডনে ফিরতেই হবে।

'The Abominable Snowman Of Himalayas' Feared As Terror Of All That Is Human

Takes Pix Of 'Snowman' Then Faints

Shocking Events Of Past Support Terror Findings

'Snowmen' Are Derived From Tibetans

Man Frightened To Death By 'Abominable Snowman'

সংবাদপত্রে ইয়েতির খবর

শেষের ক-দিন

১৯০৪ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত 'Second Stain' কাহিনিতে প্রথমবার ছাপার অক্ষরে ওয়াটসন ঘোষণা করলেন যে শার্লক হোমস গোয়েন্দাগিরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু এই ঘোষণার ঠিক কত আগে, তা বলা নেই। তবে সূত্র রয়েছে। ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বরে ঘটা 'Creeping Man' অভিযানের শেষে হোমস বলেন, 'খুব শিগগির আমি আমার স্বপ্নের খামারবাড়িতে গায়েব হয়ে যাব।' ওয়াটসনও স্বীকার করেছেন এই মামলা ছিল 'one of the very last cases handled by Holmes before his retirement from practice'. তাই খুব সম্ভব ১৯০৩-এর শরৎ বা শীতেই হোমস অবসর নেন। হোমসকে নিয়ে লেখা ওয়াটসনের শেষ বই *His Last Bow*-র ভূমিকাতেও ওয়াটসন জানান, হোমস

এখন ইস্টবোর্নের থেকে পাঁচ মাইল দূরে ডাউনস-এর খামারবাড়িতে অবসরজীবন উপভোগ করছেন। কিন্তু সে-খামারবাড়ি কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? ১৯৫৩ সালে ক্রিস্টোফার মরলে দাবি করলেন তিনি হোমসের সেই খামার খুঁজে পেয়েছেন। তারপর বহু হোমসিয়ান আলাদা আলাদা খামারকে হোমসের খামার বলে দাবি করেন। কিন্তু দুটো ব্যাপার এখানে খেয়াল রাখতে হবে। 'Lions's Mane'-এর অভিযানে সমুদ্রের উল্লেখ আছে; ফলে খামারটিকে সমুদ্রের আশেপাশে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত সে-খামারে মৌমাছি পালনের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। ইস্টবোর্নের থেকে বার্লিং গ্যাপ বরাবর ডাউনস-এর দিকে গেলে এরকম চারটি খামার পাওয়া যায়। এর মধ্যে একমাত্র বার্লিং ম্যানর ফার্ম-ই ইংলিশ চ্যানেলের বেশ কাছে এবং বহু বছর ধরে এখানে মৌমাছি চাষ হয়। নিঃসন্দেহে এটিই ছিল অবসরজীবনে হোমসের স্বপ্নের খামার।

এই বই পড়েই মৌমাছি নিয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন হোমস

WESTERN UNION
TELEGRAM
via Galveston
JAN 19 1917

GERMAN LEGATION
MEXICO CITY

130 13042 13401 8501 115 3528 416 17214 6491 11310
18147 18222 21560 10247 11518 23677 13605 3494 14936
98092 5905 11311 10392 10371 0302 21290 5161 39695
23571 17504 11269 18276 18101 0317 0228 17694 4473
22284 22200 19452 21589 67893 5569 13918 8958 12137
1333 4725 4458 5905 17166 13851 4458 17149 14471 6706
13850 12224 6929 14991 7382 15857 67893 14218 36477
5870 17553 67893 5870 5454 16102 15217 22801 17138
21001 17388 7446 23638 18222 6719 14331 15021 23845
3156 23552 22096 21604 4797 9497 22464 20855 4377
23610 18140 22260 5905 13347 20420 39689 13732 20667
6929 5275 18507 52262 1340 22049 13339 11265 22295
10439 14814 4178 6992 8784 7632 7357 6926 52262 11267
21100 21272 9346 9559 22464 15874 18502 18500 15857
2188 5376 7381 98092 16127 13486 9350 9220 76036 14219
5144 2831 17920 11347 17142 11264 7667 7762 15099 9110
10482 97556 3569 3670

BERNSTORFF.

T.me/Boi_pathoy

জিমারমানের সাংকেতিক চিঠি— হোমস যার পাঠোদ্ধার করেন

কিন্তু এত কিছু থাকতে মৌমাছি পালনেই আগ্রহী হলেন কেন হোমস? ১৮৮১ সালে সাসেক্সের মৌমাছি পালক টি ডবলিউ কোয়ান *The British Bee Keeper's Guide Book* নামে একটি বই লেখেন। সাসেক্সে হোমস বহু কেস সমাধানে গেছেন। তখনই এ বই তাঁর হাতে আসে। বইটির ভূমিকা দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে ঠিক কেন হোমস হঠাৎ মৌমাছি পালনে আগ্রহী হন। তাতে লেখা, মৌমাছি পুষলেই কিন্তু Bee-Master হওয়া যায় না। 'Only energy and perseverance, together with aptness for investigation

can ensure real success'— এ সবকটি গুণ যে হোমসের সবথেকে বেশি ছিল— কে না জানে? ১৯০৪ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত মৌমাছি পালনের অভিজ্ঞতা নিয়ে হোমস 'Practical Handbook of Bee Culture with Some Observation upon the Segregation of the Queen' নামে একটি পুস্তিকাও লেখেন। তবে রসায়নের পরীক্ষাও তিনি ছেড়ে দেননি একেবারে। আলকাতরার উপজাত নিয়ে তাঁর পুরোনো গবেষণা আবার নতুন করে চালু করেন হোমস।

সেসব তো ঠিক আছে, কিন্তু হঠাৎ করে হোমস অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেনই-বা কেন, যখন তাঁর মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়স? পোয়ারো যে বয়সে গোয়েন্দাগিরি শুরুই করেননি! বিখ্যাত হোমসিয়ান জন উলফ এর এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১৯০৩ সালের পর থেকে ইংল্যান্ড ও জার্মানির সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে— যার অন্তিম রূপ ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ। ইংল্যান্ডের এই দুর্দিনে হোমস কি পালিয়ে গিয়ে শুধুই মৌমাছি পালন করছিলেন? অবশ্যই না। সমুদ্রের কাছে খামার, মৌমাছি চাষ— গোটাটাই ভাঁওতা দেওয়া। হোমস আগেও ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর হয়ে কাজ করেছেন, মাইক্রফটের নির্দেশে এবার তিনি পাকাপাকিভাবে গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করেন। ঘটনাপ্রবাহ এতটাই গোপন ছিল যে দেশের স্বার্থে ওয়াটসন বা হোমস সেই সময়ের কোনো অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করতে পারেননি। শুধু তাই নয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ১৯১৪-১৮ হোমস চরম ব্যস্ত ছিলেন দেশের কাজে। আর্থার লেভিন তো একধাপ এগিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জিমারমানের সেই কুখ্যাত সাংকেতিক চিঠিটির পাঠোদ্ধার হোমসই করেন, যা থেকে আমেরিকা বুঝতে পারে গোপনে জার্মানি, মেক্সিকো ও জাপান, আমেরিকা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে আমেরিকা গৃহযুদ্ধে যোগ দেয়। ১৯২০-তে কনস্টান্টিনোপলে তুর্কিদের সঙ্গে ব্রিটিশদের যুদ্ধে এক নাম-না-জানা ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রচুর গোপন তথ্য উদ্ধার করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে ইনি শার্লক হোমস ছাড়া আর কেউ নন।

বার্লিংম্যানর ফার্ম যেখানে জীবনের শেষদিনগুলো কাটান হোমস

১৯২০ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু অবধি হোমস উত্তর ভারতে এসে ছিলেন। শোনা যায় Oriental Hive Bee (*Apis indica*)-র রানি মৌমাছি একটি লালা ক্ষরণ করে; যা পান করলে মানুষের আয়ু বেড়ে যায় অনেকখানি। এই আয়ুবৃদ্ধি নিয়ে প্রায় কুড়ি বছর নিরলস গবেষণা চালান হোমস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে দেশের স্বার্থে হোমসকে আবার ইংল্যান্ডে ফিরতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হোমসের ঠিক কী অবদান ছিল জানা নেই। তবে

ক্রিকটন সেলার্সের মতে নর্মান্ডির D-Day অভিযানের পিছনেও নাকি হোমসেরই মাথা কাজ করেছিল। আদতে কী হয়েছিল, তা আজও ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে ব্রিটিশ সিকিউরিটির গোপনতম ভল্টে।

৬ জানুয়ারি, ১৯৫৭, রবিবার

বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ মানুষটি লাঠি হাতে হেঁটে চলেছেন পাথুরে পথ বেয়ে। তাঁর চুল বরফ-সাদা, ঠিক যেমনটি তাঁর ঘন ভ্রূ যুগল। বয়স তাঁকে নুইয়ে দিতে পারেনি। আজ তিনি সুখী। প্রায় তেইশ বছর ধরে যে বইটি লিখবেন বলে পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অবশেষে আজ তা শেষ হল। *The Whole Art of Detection* বইতে সেইসব মামলার কথা থাকবে, যা ওয়াটসন জানতেন না; কিংবা জানলেও প্রকাশ করেননি। তাঁকে মানুষ এই বইয়ের জন্য মনে রেখে দেবে।

THE WHOLE ART
OF
DETECTION

BY

SHERLOCK HOLMES, M.D., M.Z.

Watsonian Professor of Metagrabology and the Zetetic Sciences, Meads College, the University of Fulworth

ILLUSTRATED BY
M. SHERRINFORD-VERNET

THE FULWORTH PRESS
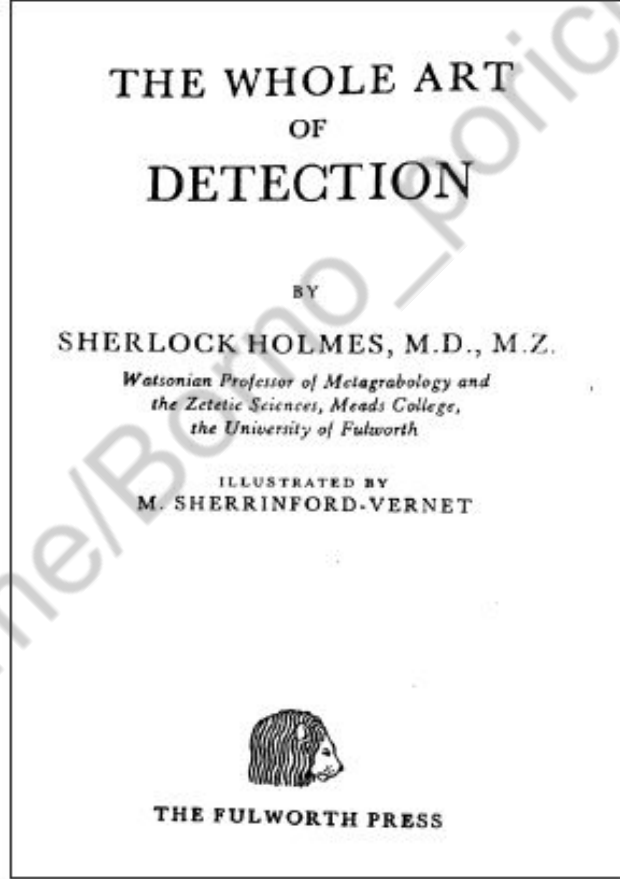
হোমসের লেখা আখ্যাপত্র

বই লিখে, পাণ্ডুলিপি টেবিলে সাজিয়ে তিনি তাই একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, কী আশ্চর্য সমাপতন! আজ তাঁর জন্মদিন, আর আজই কিনা শেষ হল বইটা? একশো তিন বছর বয়স হল তাঁর। মাইক্রফট মারা গেছেন এগারো বছর হল। ওয়াটসনের মৃত্যুর আঠাশ বছর পেরিয়ে গেছে। তিনি এখন একা। সন্ধ্যার সূর্যাস্তের মতো অস্তগামী। ভারতে কুড়ি বছর গবেষণায় রানি মৌমাছির Royal jelly তাঁকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছে, কিন্তু আর

T.me/Boimo_porichoy

কত দিন? ‘Mens sana in corpore sano‘ বিড়বিড় করে উচ্চারণ করেন বৃদ্ধ। ‘সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী— ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন।’ খাদের ধারে কাঠের বেঞ্চ থেকে দূরের ইংলিশ চ্যানেল দেখা যায়। বৃদ্ধ এখানে এসে একটু জিরোলেন। ভাবতে থাকলেন দাদা শেরিংফোর্ডের কথা, যাঁকে কোনোদিনই সেভাবে চিনতে পারলেন না তিনি। কিংবা মাইক্রফটের কথা, যিনি চিরকাল পিতার মতো নিজের ডানায় আগলে রাখতেন হোমসকে। আর … প্রিয়তম সঙ্গী ওয়াটসনের কথা। বার্টের সেই দেখা হওয়া, বেকার স্ট্রিটে কাটানো বছরগুলো… মনে পড়ল গ্রিমসবি রয়লেট, স্টেপেলটন, সেবাস্টিয়ান মোরানের কথা। এমন প্রতিদ্বন্দ্বী না পেলে মগজাস্ত্র ব্যবহারের মজা কোথায়? আর মরিয়ার্টি? অপরাধ জগতের নেপোলিয়ন! তাঁকে ভুললে চলে!

তবে পৃথিবী এতদিন তাঁকে জেনেছে ওয়াটসনের জবানিতে, *The Whole Art of Detection* প্রকাশ পেলে পৃথিবীর প্রথম কনসালটিং ডিটেকটিভ কথা বলবেন স্বকণ্ঠে। তাঁর কাজ শেষ এবং তিনি যেভাবে ভেবেছিলেন ঠিক সেভাবে শেষ হয়েছে তাঁর ম্যাগনাম ওপাস। আগামীকাল সকাল সকাল শুধু প্রকাশকের কাছে পাঠানোর অপেক্ষা।

সন্ধে হয়ে গেল। ঠান্ডা বাড়ছে। বৃদ্ধ মানুষটি কোটটি জড়িয়ে নিলেন একটু আঁটো করে। বেঞ্চ থেকে উঠতে গিয়ে বুকের বাঁ-দিকে তীব্র পিন ফোটানোর যন্ত্রণা অনুভব করলেন তিনি। মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত— তবু পাতলা ঠোঁট শেষবারের মতো বলে উঠল—

‘আইরিন।’

T.me/Borno_porichoy

‘কলিয়ার’স’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বৃদ্ধ হোমসের ছবি (শিল্পী-ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে)

হোমসের অজ্ঞাতবাস, প্রেম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি

১৮৯১ সালের ৪ মে থেকে ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি— এই দুই বছর ন-মাস হোমস বেমালুম বেপাত্তা হয়ে গেছিলেন। তিনি কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন, সে-সম্পর্কে তাঁর নিজের বয়ান আর হোমস গবেষকদের নিপুণ গবেষণা ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছু নেই।

হোমস নিজে ওয়াটসনকে বলেছিলেন, প্রথম দুই বছর নাকি তিনি 'সাইগারসন' ছদ্মনাম নিয়ে তিব্বতে কাটিয়েছিলেন। শেষ নয় মাস তিনি কাটান পারস্য আর ফ্রান্সে। শার্লকের বাবার নাম ছিল সাইগার হোমস। ফলে সাইগার সন (Siger Son) ছদ্মনামটির চেয়ে উপযুক্ত আর কিছু হতে পারে না। হোমস বার বার ওয়াটসনকে বলেছেন মরিয়ার্টির দলবল যাতে তাঁকে মৃত বলে ভাবে, তাই এই স্বেচ্ছা নির্বাসন। কিন্তু The Final Problem-এর শেষে তো কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান তাঁকে জীবিত দেখেছিলেন; যেটা হোমস স্বীকারও করেছেন। মরিয়ার্টির ডান হাত-ই যখন সত্যটা জানেন, তখন এই লুকোচুরির অর্থ পরিষ্কার হয় না। আবার তিব্বতে গিয়ে হোমস নাকি দলাই লামার সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। তবে হোমস যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটি হল Grand Llama. এই Llama কিন্তু কোনো তিব্বতি সাধু নয় (তিব্বতি সাধুর বানান Lama), এটি দক্ষিণ আমেরিকার উট জাতীয় প্রাণী। তবে কি এই ভুল বানানের মাধ্যমে অন্য কোনো ইঙ্গিত দিতে চাইলেন হোমস অথবা ডয়েল?

লাস্কালা অপেরা— যেখানে গান গাইতেন আইরিন

এই অজ্ঞাতবাস নিয়ে সেরা থিয়োরিটি দিয়েছেন উইলিয়াম ব্যারিং গুল্ড। তাঁর ধারণা এই ক-বছর হোমস ও আইরিন অ্যাডলার স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করছিলেন। এই আইরিন অ্যাডলার হোমস কাহিনির এক আশ্চর্য চরিত্র। মাত্র একটি ছোটোগল্পে হাজির থেকেও গোটা হোমস গবেষণায় তিনি যে প্রভাব বিস্তার করেছেন, তা অতলান্তিক। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত ছোটোগল্প 'A Scandal in Bohemia'তে তাঁর আত্মপ্রকাশ। সেই গল্পেই জানা যায় ১৮৫৮ সালে নিউ জার্সিতে আইরিনের জন্ম। পেশায় অপেরা গায়িকা এই মহিলা ইতালির মিলানের বিখ্যাত অপেরা La Scalaতে গাইতেন। বেশ কিছুদিন পোল্যান্ডের ওয়ারশ-র ইম্পেরিয়াল অপেরায় প্রধান গায়িকা (prima donna)-ও ছিলেন।

এই সময়ই বোহেমিয়ার রাজার সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। আইরিন অবশেষে অপেরা ছেড়ে লন্ডনে চলে আসেন, রাজা ফিরে যান প্রাগে। রয়ে যায় রাজা ও আইরিনের কিছু ঘনিষ্ঠ ছবি। রাজা যখন ক্লোতিল্ডা লোথমান নামে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজকুমারীকে বিয়ে করার কথা ভাবেন, তখন আইরিন সেই ছবিগুলি প্রকাশের ভয় দেখিয়ে রাজাকে ব্ল্যাকমেল করতে থাকেন। কী করবেন বুঝতে না পেরে ১৮৮৮-র ২০ মার্চ রাজা ছদ্মবেশে হোমসের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। গোটা গল্প বলা বাতুলতা মাত্র, কিন্তু আইরিনের অসামান্য বুদ্ধিমত্তায় আইরিনের কাছে হোমসের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। হোমস সেটা স্বীকারও করে নেন। বোহেমিয়ার রাজার কাছ থেকে উপহারস্বরূপ হোমস চেয়ে নেন আইরিনের একটি ফটো।

'A Scandal in Bohemia'-র প্যাগেট অঙ্কিত দৃশ্য

আইরিনকে নিয়ে হোমস গবেষকদের আগ্রহের বা মাতামাতির কারণ, একেবারে শুরুতেই ওয়াটসন বলছেন, 'To Sherlock Holmes she is always the woman. I have seldom heard him mention her under any other name. In his eyes she eclipses and predominates the whole of her sex.' কে এই নারী? যে স্বয়ং হোমসকে বিচলিত করতে পারে? ১৮৯১-তে ওয়াটসন যখন এই কাহিনি লিখছেন, তখন অন্তত তাঁর জ্ঞানবুদ্ধিমতে আইরিন 'মৃত'। তাই শুরুতেই 'late Irene Adler' লিখছেন তিনি। কিন্তু ব্যারিং গুল্ড দেখিয়েছেন, সে-বছরই গ্রীষ্মে মন্টিনেগ্রোর রাজধানী সেটিনের অপেরা হাউসে 'রিগালেটো'র প্রধান চরিত্র 'ম্যাডেলেনা'-র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আইরিন। আইরিন ও হোমসের সাক্ষাতের সময় আইরিন ছিলেন গডফ্রে নর্টনের বাগদত্তা। পরে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

Time/BoiTo...hoy

হোমসের পুত্র নিরো উলফ

ওয়াটসন না জানলেও আইরিনের আসল খবর হোমস জানতেন। অন্তর্ধান পর্বের শুরুতেই তিনি পালিয়ে সেটিনে চলে যান। সেখানে মনোরম একটি বাংলোতে সাইগারসন ছদ্মনামে তিনি ও আইরিন কাটান। এমনকী ছদ্মবেশে হোমস মঞ্চে অভিনয়ও করেন। পাঠকদের মনে থাকবে, পাকাপাকিভাবে গোয়েন্দাগিরি করার আগে হোমস নানা যাযাবর ট্র্যাভেলিং থিয়েটারে অভিনয় করে বেড়াতেন, যেখানে ছদ্মবেশের নানা কলাকৌশল শিখেছিলেন তিনি। হোমসের এই অজ্ঞাতবাস ভেঙে আবার লন্ডনে আসা একেবারেই আকস্মিক নয়। এর পিছনেও রয়েছেন সেই কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান। শার্লককে খুঁজতে খুঁজতে তিনিও হাজির হয়েছিলেন সেটিনে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী মোরানের সঙ্গে জার্মান কারিগর ফন হার্ডারের সেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শব্দহীন বন্দুক। শার্লকের আগে আইরিন বিপদ আঁচ করেন। তখন তিনি গর্ভবতী। তবু তিনি পালিয়ে যান আমেরিকায়। মোরানকে বিপথে চালিত করতে লিখে জানান তিনি তিব্বত যাচ্ছেন। ভুলবশত শার্লক সে-চিঠি অনুসরণ করে তিব্বতে চলে যায়। আইরিনের পরবর্তীকালে একটি পুত্র হয়। গুল্ডের অনুমান সে-ছেলে আর কেউ নয়, লেখক রেক্স স্টাউটের সৃষ্ট মার্কিন বেসরকারি গোয়েন্দা নিরো উলফ। এবার এত গোয়েন্দা থাকতে নিরো উলফ কেন, সেকথা মনে আসতেই পারে। নিরোর আদি বাসস্থান মন্টিনেগ্রোর রাজধানী সেটিন, হোমসের মৌমাছি পালনের নেশার মতো তাঁরও অর্কিডের নেশা, হোমসের মতোই মেধাবী ও খেয়ালি এবং মহিলাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। উলফের জন্ম ১৮৯২-এর শেষে অথবা ১৮৯৩-এর শুরুতে নিউ জার্সি শহরে (আইরিন মন্টিনেগ্রো ছাড়ার ছ-মাস পরে)। কিছুদিন বাদেই মায়ের সঙ্গে সে চলে যায় মধ্য ইউরোপের বুদাপেস্ট শহরে (খুব সম্ভব আইরিনের মা-বাবা তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিতে অস্বীকার করে)। সেখানে আইরিন আবার বিয়ে করেন ও অন্তত আরও একটি সন্তান হয় তাঁর। উলফ বুদাপেস্টে সৎ বাবার তত্ত্বাবধানে বড়ো হয়, হাঙ্গেরির ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে যোগ দেয়, বেশ কয়েকবার কারাবাস করে ও অবশেষে আমেরিকায় ফিরে বেসরকারি গোয়েন্দা হয়ে বসে। নিরোর সঙ্গে তাঁর বাবার কোনোদিন দেখা হয়েছিল কি না জানা যায় না। সম্ভবত হয়নি। তবে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা যে হোমসের মনে জাগরূক ছিল 'The Beryll Coronet' গল্পের শেষে মি আলেকজান্ডার হোল্ডারকে বলা তাঁর এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট—

The_Boipoka_Porichoy

আপনার পুত্র, ওই মহান হৃদয়ের বালক, এই ঘটনায় নিজেকে যেভাবে চালিত করেছে, তার জন্য তাঁর কাছে আপনার বিনম্র ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আমার যদি কোনোদিন পুত্রলাভের সুযোগ ঘটে, তবে সে-সন্তানের জন্য আমি অবশ্যই গর্ববোধ করব।

লোলা মনটেজ (১৮২১-১৮৬১)

T.me/Boi...oy

লিলি ল্যাংগট্রি (১৮৫৩-১৯২৯)

আইরিন ও শার্লককে নিয়ে গুজবের এই শেষ নয়। আইরিনের বুদ্ধির দৌড়ে হোমসকে হারানোর কথা 'The Five Orange Pips'-এও আছে। যেখানে হোমস বলছেন, 'আমাকে চারবার হারানো গেছে— তিনবার পুরুষ আর একবার এক মহিলা।' এই মহিলা যে আইরিন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ঘটনা নিয়ে ছড়াও বাঁধা হয়েছে—

Here's to Irene Adler, the woman who was a pip ;

He almost fell for a petticoat, but she managed

to give him the slip.

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি এমন কেউ ছিলেন, যাকে দেখে আইরিন অ্যাডলারের কল্পনা করেছিলেন ডয়েল? গবেষকরা দেখিয়েছেন ১৮৯১-এর পৃথিবীতে আইরিনের মতো মহিলারা ছিলেন এবং তাঁদেরকে সেই কথাটা বলেই উল্লেখ করা হত, যেটা আইরিনের উদ্দেশে বোহেমিয়ার রাজা বলেছিলেন— 'adventuresses'. এঁরা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, গুণী, আকর্ষণীয় কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক এতটাই ক্ষণস্থায়ী যে তাঁদের 'রক্ষিতা' আখ্যাও দেওয়া যেত না। তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি বা ধনসম্পত্তি এতটাই ছিল যে 'পতিতা' বলে তাঁদের চিহ্নিত করাও মুশকিল ছিল। এখন সাধারণ মধ্যবিত্তদের নামজাদা হলিউডি নায়ক-নায়িকাদের প্রতি যে ভাব, ঠিক সেই ভাব ছিল তাঁদের প্রতি সেই আমলে। সবাই তাঁদের নিন্দা করত, আবার তাঁদের মতো হতেও চাইত।

T.me/BoiMela Roy

এইরকম একজন ছিলেন লোলা মনটেজ, বাভেরিয়ার রাজার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের কাহিনিতে গোটা ইউরোপে সাড়া পড়ে গেছিল। মারি ডলোরেস এলিজা রোজানা গিলবার্ট ছিলেন জাতে আইরিশ, অপরূপা সুন্দরী, অসামান্য নর্তকী। ১৮৪৬ সালে লোলা তখন সকল পুরুষের কামনার ধন, তিনি মিউনিখে নাচতে এলেন। সেখানেই এক পার্টিতে বাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুডউইগের সঙ্গে তাঁর আলাপ। প্রথম আলাপে, সর্বজনসমক্ষে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার এই সুগঠিত বর্তুলসম স্তনযুগল কি আসল?' লোলাও কম যান না। একটানে বুকের কাপড় ছিঁড়ে হাসিমুখে বললেন, 'তবে নিজের চোখেই দেখে নিন রাজা।' রাজা সেই এক চালেই মাত। তখন থেকে পাকাপাকি রাজার শয়নকক্ষে স্থান নিলেন লোলা। ধীরে ধীরে গোটা রাজকার্য বকলমে লোলাই চালাতেন। ১৮৪৭-এর ২৫ অগাস্ট রাজা তাঁর জন্মদিনে লোলাকে কাউন্টেস অব ল্যান্ডসফিল্ড উপাধি দিলেন। চারিদিকে ছিছিক্কার পড়ল এক রক্ষিতাকে এই সম্মান দেওয়াতে। তবু লোলা অদমনীয়। বহু হোমস গবেষকের মতে আইরিনকে লোলার আদর্শেই গড়ে তুলেছিলেন ডয়েল।

তবে ভিন্ন মতও আছে। এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েলসের রক্ষিতা লিলি ল্যাংট্রিকেও সম্ভাব্য আইরিন বলা যেতে পারে। আইরিনের মতো লিলিরও জন্ম নিউ জার্সিতে (তাঁর ডাকনাম ছিল জার্সি লিলি)। সুন্দরী লিলি পেশায় ছিলেন অভিনেত্রী। She Stoops to Conquer, The Lady of Lyons বা As You Like It-এ অভিনয় করে প্রশংসাও কুড়োন। তবে তাঁর খ্যাতির আসল কারণ ছিল বিভিন্ন অভিজাত ব্যক্তির অঙ্কশায়িনী হতেন তিনি। আর্ল অব স্ট্রবেরি, প্রিন্স অব ব্যাটেনবার্গ ও প্রিন্স অব ওয়েলস— সবাই পতঙ্গের মতো ছুটে যেতেন তাঁর রূপের আগুনে পুড়ে মরতে। প্রিন্স অব ওয়েলস বকলমে তাঁকে দ্বিতীয় স্ত্রীর মর্যাদা দেন। তাঁকে রানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে আলাপ করান ও শোনা যায় এডওয়ার্ডের প্রথমা স্ত্রী আলেকজান্দ্রার সঙ্গেও লিলির শেষদিকে মধুর সম্পর্ক ছিল। যেহেতু এটি ইংল্যান্ডেরই ঘটনা তাই লোলা অপেক্ষা লিলিকে ভেবেই ডয়েল আইরিনকে সৃষ্টি করেছিলেন বলে অনেকের দাবি।

হোমস যে আইরিনকে কোনোদিন ভুলতে পারেননি, তার প্রমাণ পরবর্তীকালে আরও চারটি কাহিনিতে হোমস আইরিনে উল্লেখ করেছেন ('A Case of Identity', 'The Adventure of the Blue Carbuncle', 'The Five Orange Pips' এবং 'His Last Bow').

শেষ করার আগে হোমস-গবেষক ডি মার্টিন ডকিন্সের তত্ত্বটা বলে নিই। তাঁর মতে এসব কিছু না। মরিয়ার্টির সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামের ফলে হোমসের স্নায়ুতে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ফ্লোরেন্স পৌঁছোনোর পর তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। ঠিক সেই কারণেই তিনি এই ক-বছরে ওয়াটসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। গোটা ঘটনাটা জানতেন একমাত্র মাইক্রফট। তিনিই ছোটোভাইয়ের দেখাশোনা করতেন। তাঁর আশা ছিল ভাই একদিন সুস্থ হয়ে আবার গোয়েন্দাগিরি শুরু করবে। তাই বেকার স্ট্রিটের বাড়ির ভাড়াটাও নিয়মিত মিটিয়ে গেছেন তিনি। ওয়াটসন বা মিসেস হাডসনকে কিছু জানাননি, পাছে তাঁদের ওপর নজর রাখা মরিয়ার্টির দলবল স্মৃতিভ্রষ্ট হোমসের অবস্থান জেনে তাঁর কোনো ক্ষতি করে। হোমসের ওই ভ্রমণের ঘটনা তাঁর অলীক কল্পনা মাত্র। তিনি তিব্বতে কোনোদিন যানইনি। স্মৃতি ফিরে আসার পর মাইক্রফট তাঁকে সব খুলে বলেন। হোমসও সেবাস্টিয়ান মোরানকে ধরার সংকল্প নিয়ে লন্ডনে ফেরেন।

T.me/Boi_Porichoy

তবে হোমস যে তিব্বতে যাননি, এটা মেনে নিতে আবার অনেকে নারাজ। হোমস যে প্রাচ্যের ধর্ম ও দার্শনিকতা নিয়ে উৎসাহী, সেটা ওয়াটসন অনেক আগেই 'The Sign of the Four'-এ জানিয়েছেন। হোমসের উৎসাহের বিষয় নিয়ে বলতে গিয়ে ওয়াটসন বলছেন, হোমসের আগ্রহ ছিল, 'On miracle plays, on medieval pottery, on stradivarious violins, on the Buddhism of cylon and on the worships of the future.' শুধু তাই নয় হোমস এমনভাবে কথা বলত 'as though he had made a special study of it.' এ থেকেই পরিষ্কার বৌদ্ধধর্মের প্রতি একটা আকর্ষণ প্রথম থেকেই শার্লকের ছিল। অজ্ঞাতবাস থেকে ফেরবার পর শার্লক আর আগের শার্লক ছিল না—কেমন যেন বদলে গেছিল। তাঁর কথাবার্তার সঙ্গে হিরণ্য বৌদ্ধধর্মের কিছু বাণী অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।

উদাহরণ দেওয়া যাক :

১। We reach, we grasp, and what is left in our hands in end? A shadow.

২। 'You see, but you do not observe.'

৩। 'It's my business to know what other people don't know.'

এই কথাগুলো যেকোনো আধ্যাত্মিক গুরুর হতেই পারত, কিন্তু এর প্রতিটাই এক ডিটেকটিভের মুখ থেকে। বৌদ্ধধর্মের বাণী মেনে হোমসও বিশ্বাস করতেন, 'Don't think. Look!' কোনো অকুস্থলে গিয়ে হোমস আগে থেকে কিছু ভাবতেন না। পর্যবেক্ষণ করতেন খুঁটিয়ে, তারপর সিদ্ধান্ত নিতেন। 'The Adventure of the Veiled Lodger' কাহিনিতে দেখি হোমস 'sitting upon the floor like some strange Buddha, with crossed legs.' এই পদ্মাসনে বসা বুদ্ধমূর্তির ধ্যানস্থ অবস্থা শার্লক তিব্বতেই শেখেন, যেখানে শার্লকের ভাষায়, 'I amused myself by visiting Lhasa, and spending some days with head Llama.' হোমসের কিছু কথা যেন বৌদ্ধ বাণী থেকে তুলে আনা। যেমন বুদ্ধ বলছেন, 'যে জিনিস যত পরিষ্কার, তাকে খুঁজে পাওয়া তত কঠিন'; শার্লকও বলছেন, 'There is nothing so unnatural as the commonplace.' আর এসব দেখেই মনে হয় শার্লক অন্তত তিব্বতে যাবার ব্যাপারে ভুল বলেননি।

তবে ঠিক কী হয়েছিল সেই দুই বছর নয় মাসে? শার্লক নিজে নানা জটিল রহস্য সমাধান করলেও তাঁর অজ্ঞাতবাসের এ রহস্য সমাধান করে যাননি নিজেই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গোয়েন্দা নিজে যে রহস্যজাল বিছান, তা ভেদ করা কি এতই সহজ!!

The/Bama_porichoy

ওয়াটসনের কথা

তাঁর নাম জন এইচ ওয়াটসন, যদিও একবার তাঁর প্রথম স্ত্রী তাঁকে জেমস নামে ডেকেছিলেন ('The Man with the Twisted Lip' অভিযানে)। ইংরেজ এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে নামটি দেখা যায়, সেটি হল এই জন। জন শব্দটি এসেছে Johannes থেকে, যার উৎপত্তি আবার হিব্রু শব্দ Johanan. এই Johanan-কে ভেঙে পাই— Jah, মানে ঈশ্বর এবং chaanach মানে আশীর্বাদ। এককথায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

জন ওয়াটসন—হোমসের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়

আবার Watson শব্দটি এসেছে Watt-এর পুত্র বা son থেকে। এই Watt হল Walter বা জার্মান Waldhar-এর সংক্ষিপ্তরূপ। এর অর্থ vald বা শাসন এবং harja বা জনগণ। জনগণের শাসক। কিন্তু দুঃখের বিষয় জন ওয়াটসনের কোনো পূর্বপুরুষই জার্মান উদ্ভূত নন। বরং গবেষকরা প্রমাণ করেছেন আদিতে তাঁরা ছিলেন স্কট। তবে এ পদবি এল কেমন করে? স্কটিশ ভাষায় Wat-শব্দের মানে মাতাল। ফলে Watson হল মাতালের ছেলে। জনের কোনো এক স্কট পূর্বপুরুষ দুর্দান্ত মাতাল ছিলেন। গোটা বংশকে সেই

থেকে এই দুর্নাম বয়ে চলতে হচ্ছে। তবে মাতলামোর এই ধারা যে পরবর্তী প্রজন্মেও অব্যাহত ছিল, তা নিশ্চিত। ‘The Sign of the Four’-এ ওয়াটসনের সেই দাদার কথা জানা যায় যিনি মাতাল হয়ে মারা যান। ‘A Study in Scarlet’-এও ওয়াটসনকে একেবারে শুরুতে ক্রাইটেরিয়ন বারে বসে মদ্যপান করতে দেখি।

বাকি রইল H. এই H-এর কী অর্থ তা ডয়েল কোথাও বলে যাননি। শার্লক বিশেষজ্ঞ রবার্টস তাঁর ‘Doctor Watson’ প্রবন্ধে লিখেছেন জনের মা ছিলেন ধর্মপ্রাণা ক্যাথলিক মহিলা। পুত্রের নাম কার্ডিনাল হেনরি নিউম্যানের নাম অনুসারে রাখেন জন হেনরি। কিন্তু আরেক বিশেষজ্ঞ বেল এতে আপত্তি জানিয়েছেন। ১৮৫২-তে জনের জন্মের সাত বছর আগে নিউম্যান ধর্ম পরিবর্তন করেন। তাই জেনেশুনে নিউম্যানের নামে ছেলের নাম রাখার প্রশ্নই নেই। লেখিকা ডরোথি এল সেয়ার্স বরং জানিয়েছেন ওয়াটসনের বাবা মা কঠোর ক্যাথলিক হতেই পারেন না। কারণ জনের হাবভাবে ধর্মের প্রতি চরম নিরাসক্তিই দেখা যায়। ছোটো থেকে ক্যাথলিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা একটি মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব। বরং তাঁর মতে ওয়াটসনের মা ছিলেন পূর্ব-স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা। একমাত্র সেখানের অধিবাসীদের মধ্যেই কিছুটা রসবোধ বা ফিচলেমি দেখা যায়, যা স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডারদের মধ্যে অনুপস্থিত। পাঠকের মনে থাকবে, ‘The Valley of Fear’-এ ওয়াটসন সম্পর্কে হোমস একটি অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেছেন— pawky. শব্দটি স্কট এবং এর অর্থ ফিচেল। মিসেস সেয়ারসের মতে ওয়াটসনের স্ত্রীর ডাকা জেমস শব্দটি আকস্মিক নয়। এর স্কটিশ রূপ হল Hamish. আর তা থেকেই স্পষ্ট ওয়াটসনের পুরো নাম জন হ্যামিস ওয়াটসন।

29TH INFANTRY

COLONEL Wm RICKARDS — SURGEON JOS A WOLF — C H LETFORD*
LT. COL. S M ZULICK — ASST. SURGEON JAS P DOWLIN
MAJOR — ASST. SURGEON J S BENDER — SAM H SEEDS
CHAS H BAKER
ADJUTANT Wm LETFORD — B T SEWELL

Co A — CORPORALS — PRIVATES
Co B — CORPORALS
Co C — CORPORALS — PRIVATES

E OLMSTEAD
JOHN H PAUL
JOHN M MURRAY
JOHN MONEY

Co H — CORPORALS — PRIVATES
Co I — CORPORALS — PRIVATES

Wm H WILSON
DAVID WILEY
*JOHN WATSON

Co K — CORPORALS — PRIVATES

*KILLED OR MORTALLY WOUNDED

ইনফ্যান্ট্রির তালিকায় জন ওয়াটসন ও জন মুরের নাম

এ নিয়ে অবশ্য তর্ক আরও চলছে, চলবে। হুবার্ট, হোমস, হাডসন, হাফহ্যাম— এ ধরনের নানা থিয়োরি নানা সময় এসেছে। কিন্তু যুক্তিতে সেয়ার্সেরটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তাই এ বিষয়ে আর কথা না বাড়িয়ে বরং জন্য হ্যামিস ওয়াটসনের জীবনটা একটু কাছ থেকে দেখা যাক।

১৮৭৮ সালে ওয়াটসন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি পান, একথা তিনি নিজেই লিখেছেন। তখন অন্তত চব্বিশ বছর বয়সের নীচে এ ডিগ্রি কেউ পেত না। যেহেতু ওয়াটসন ছাত্র হিসেবে অসাধারণ কিছু ছিলেন না, তাই সেখান থেকে হিসেব করে ১৮৫২ সালকে ওয়াটসনের জন্মসাল ধরা হয় (হোমসের দু-বছর আগে)। তবে উইলিয়াম স্মিথ এক অদ্ভুত আবিষ্কার করে বসেন। ১৮৬১ সালের পেনসিলভানিয়ার ২৯ ইনফ্যানট্রির তালিকায় তিনি উনিশ বছর বয়সি এক যুবকের নাম খুঁজে পান, যার নাম জন ওয়াটসন। আশ্চর্যের ব্যাপার সেই তালিকায় জন মুরে নামে আরও একজন ছিলেন। পাঠকের মনে থাকবে, 'A Study in Scarlet'-এ ওয়াটসনকে প্রাণে বাঁচায় যে আর্দালি, তাঁর নামও কিন্তু মুরেই ছিল। এ থেকে স্মিথ ধারণা করেন, ওয়াটসনের জন্ম ১৮৪২ সালে। জীবনের মূল্যবান কিছু বছর তিনি আমেরিকায় কাটান।

ওয়াটসনের জন্মদিন বা জন্মস্থান নিয়েও চরম বিতর্ক চলেছে। কেউ বলেন ১৮৫২-৫৫-র মধ্যে আবিংডন, বার্কশায়ারে জন ফেয়ারফোর্ড ওয়াটসন ও আঁরিয়েটা রিভার্স-এর দ্বিতীয় পুত্র জন-এর জন্ম হয়। তবে ড বিসত্রো একথা মানতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য হল 'The Adventure of Black Peter' বা 'The Adventure of the Sussex Vampire'-এ ওয়াটসন যেভাবে ওই অঞ্চলের ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়েছেন, তা একমাত্র স্থানীয় লোকের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। তাই সাসেক্সই ওয়াটসনের জন্মস্থান। 'The Sign of the Four'-এর শুরুতেই ওয়াটসনকে বাইরে লাঞ্চ করতে দেখা যায়। অনেকের মতে সেদিন নিজের জন্মদিন সেলিব্রেট করছিলেন ওয়াটসন। দিনটি ৭ জুলাই ধরা হলেও এখন হোমস বিশেষজ্ঞরা একমত, যে দিনটি ১৮ সেপ্টেম্বর।

ওয়াটসনের ছেলেবেলা সম্পর্কে তিনি প্রায় নীরব। ফলে তাঁর টুকরোটাকরা কথাবার্তা জুড়ে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। ছেলেবেলার এক বড়ো অংশ তিনি অস্ট্রেলিয়ায় কাটান। 'The Sign of the Four'-এ যখন তিনি ও মেরি মরস্টান হাত ধরাধরি করে পন্ডিচেরি লজের পাশের আবর্জনার স্তূপ দেখছেন তখন ওয়াটসন জানান বাল্লারাটে থাকতে তিনি এরকম দেখেছেন। তাঁর হাবভাব, মাথা ঠান্ডা রাখা, ডার্টমুরের কঠিন অবস্থাতেও মানিয়ে নেওয়া, সব কিছুই তাঁর অস্ট্রেলিয়া বাসের দিকে ইঙ্গিত করে। অনেকের ধারণা ১৮৫১ তে বাল্লারাটে সোনার খনির খোঁজ মেলায় ভাগ্য অন্বেষণে সেখানে যান ওয়াটসনের পিতা। অস্ট্রেলিয়াতেই জন্ম হয়েছিল ওয়াটসনের। মিস জেনিফার কোরলি অবশ্য ওয়াটসনের পিতা সম্পর্কে অদ্ভুত এক তথ্য দিয়েছেন। ১৮৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রেনান স্টেশন অতর্কিতে আক্রমণ করে একদল গুন্ডা। তারা পরিচিত 'গার্ডিনার গ্যাং' নামে। এই দলের নেতা ছিলেন উইলিয়াম ওয়াটসন, দুঃখের বিষয় স্টেশন লুঠ করতে গিয়ে গোটা দলই ধরা পড়ে এবং ওয়াটসনের ফাঁসি হয়। কোরলির মতে এই ওয়াটসনই জনের পিতা — যিনি ভাগ্য অন্বেষণে এসে অসৎ পথে চলে যান। জনের মা এ আঘাত সইতে পারেন না। তিনি মারা যান। দশ বছরের অনাথ জন ও তাঁর দাদাকে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে এক আত্মীয়া তাঁদের মানুষ করে। জিনের ধারা বেয়ে বাবার গুণ জনের দাদার মধ্যেও বর্তেছিল।

Time/Boiro_boirichoy

ইংল্যান্ডে এসে কোন স্কুলে ওয়াটসন ভরতি হন, তার উল্লেখও কোথাও নেই। কিন্তু 'The Adventure of the Naval Treaty'-তে তাঁর স্কুলের বন্ধু পার্সি ফেলপস আদতে লর্ড হোল্ডহার্স্টের ভাগনে। ফলে তাঁরা নিশ্চয়ই কোনো নামজাদা পাবলিক স্কুলেই পড়তেন। তবে 'The Adventure of the Sussex Vampire'-এ ওয়াটসন জানান স্কুলে থাকতে ব্ল্যাকহিথের হয়ে তিনি রাগবি খেলতেন। এটা একটা বড়ো ক্লু। তখনকার ইংল্যান্ডে খুব কম স্কুলেই রাগবি খেলা হত। আবার প্রথম সেনাবাহিনীতে ঢুকে ওয়াটসন বার্কশায়ার রেজিমেন্টে যোগ দেন। এসব থেকেই ধারণা করা সম্ভব ওয়াটসন নিশ্চিতভাবে ওয়েলিংটনে পড়তেন। তখন ওয়েলিংটন বেশ নামকরা পাবলিক স্কুল ছিল, সেখানে রাগবি খেলা হত ও ছাত্ররা বেশিরভাগ যোগ দিত বার্কশায়ার রেজিমেন্টে। স্কুল যা-ই হোক না কেন, সেখানে বুটরুমে ওয়াটসনের লকার নম্বর যে একত্রিশ ছিল তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন ('The Adventure of the Retired Colourman')।

ওয়াটসনের ডাক্তারি জীবন ও সৈনিক জীবন সম্পর্কে যতটুকু যা জানা যায়, সবটাই 'A Study in Scarlet'-এর প্রথম পৃষ্ঠা থেকে। শুরুতেই তিনি জানান ১৮৭৮ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টর অফ মেডিসিন ডিগ্রি পান। ফলে তার আগে ব্যাচেলার ডিগ্রি বা M B পান তিনি ১৮৭২ থেকে ৭৭-এর মধ্যে। তখনকার দিনে M D করার তিনরকম উপায় ছিল। ছাত্রের মেধার উপর নির্ভর করে এই কোর্সটির মেয়াদ এক থেকে পাঁচ বছর অবধি হতে পারত। খুব মেধাবী ছাত্ররা এক বছর, মধ্যমরা তিন এবং পিছিয়ে-পড়া ছাত্ররা পাঁচ বছরে M D করতেন। তবে ওয়াটসন M B-র সঙ্গে B S বা Baccalaureate of Surgery-ও করেছিলেন নিশ্চয়ই— কারণ যুদ্ধে তাঁকে সার্জনের কাজ করতে হত। বার্ট বা সেন্ট বার্থালোমিউ হসপিটালে হাউস সার্জেন হিসেবে তিনি কাজ করতেন, যেখানে স্ট্যামফোর্ড তাঁর অধীনে ড্রেসার ছিলেন। এই স্ট্যামফোর্ড-ই ওয়াটসনের সঙ্গে হোমসের আলাপ করান। খুব সম্ভব ১৮৭০ সালে আঠেরো বছর বয়সে ওয়াটসন ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। ১৮৭৫ নাগাদ M B B S (Lond) ডিগ্রি পান। এর পরের দুই বছর হাউস সার্জনের কাজ করে ১৮৭৭-এ M D-র আবেদন করেন। তাঁর মেধা, রেজাল্ট ও কাজ দেখে মাত্র এক বছরেই তাঁকে ডিগ্রি দেওয়া হয়েছিল।

T.me/Boro_porihoy

আফগান যুদ্ধক্ষেত্র (১৮৮০)

তবে ড পেনেলের মতে ১৮৭০ থেকে ৭২ পর্যন্ত M B করার সময় ওয়াটসন লন্ডন নয় এডিনবরাতে পড়াশুনো করেন। ডয়েলের ছোটোগল্প 'The Field Bazaar'-এ দেখি ওয়াটসনকে হোমস বলছেন, 'হাঁটবার সময় তুমি খামের উলটো দিকটা আমার দিকে ধরে

ছিলে। আর আমি দেখলাম, সেই ঢালের মতো নকশাটা যা তোমার পুরোনো কলেজ ক্রিকেট টিমের ক্যাপেও রয়েছে। আবার পরিষ্কার হয়ে গেল, আবেদনটি এসেছে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে—' কিন্তু বার্টে হাউস সার্জনের চাকরি ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দেবার দুর্বুদ্ধি ওয়াটসনের কেন হল? কী ঘটেছিল বার্টে? যার জন্য ওয়াটসন নিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে পাড়ি দিতে বাধ্য হন? ওয়াটসন সে-বিষয়ে নীরব, শুধু একবারই বলেছেন ঘটনাটি ছিল 'Undissuadable, shameless, ridiculous, and above all unconcealed.' বিশেষজ্ঞদের অনুমান কারণ নারীঘটিত কেচ্ছা। এলমার ডেভিসের মতে কোনো অভিনেত্রী বা গায়িকার প্রেমে পড়ে বার্টে নিজের জায়গা খুইয়েছিলেন ওয়াটসন। অগত্যা তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, ১৮৭৯-র গ্রীষ্মে। ট্রেনিং অক্টোবর মাসে শুরু হয়ে ১৮৮০-র মার্চে শেষ হয়। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর ওয়াটসনকে ফিফথ নরথাম্বারল্যান্ড ফুসিলিয়ারে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের পদে বহাল হয়। সেসময় ফুসিলিয়ারকে ভারতে পাঠানো হয় (ইতিহাসও তাই বলে)। ফলে সেই দলের সঙ্গে ওয়াটসনকেও ভারতে আসতে হয়। পথে, জাহাজে থাকতে খবর পাওয়া যায় দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাস তো বলে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের শুরু ১৮৬৮ সালে— ওয়াটসন যখন স্কুল ছাত্র! মি. কিম্বাল গবেষণা করে দেখিয়েছেন, যুদ্ধ ১৮৬৮-তে শুরু হলেও মাঝে কিছুদিন শান্তি বজায় ছিল। ১৮৮০-র জুলাইতে আয়ুব খান সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে আবার ব্রিটিশ সৈন্যর ওপর আক্রমণ হানেন। ওয়াটসন খুব সম্ভব এর কথাই বলেছেন। সত্যি বলতে ১৮৮০-র ২৭ জুলাই মেইওয়ান্দে একটি লড়াই দিয়ে এর সূচনা হয়।

বোম্বে পৌঁছে ওয়াটসনকে নির্দেশ দেওয়া হয় যত তাড়াতাড়ি মেইওয়ান্দে পৌঁছোনোর জন্য। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত ইন্দাস ভ্যালি রেলওয়ে চেপে সুকুর হয়ে। সিন্ধু থেকে জাকোবাবাদ হয়ে সিবি, মোট ১৫৯ মাইল উটে চেপে পার হতে হয়েছিল ওয়াটসনকে। উটের ক্যারাভান কোয়েটা যাবার সময় যখন বোলান পাস পার হচ্ছে, সেখানেই ছিল গাজি দস্যুদের ডেরা। কোনোক্রমে সে-রাস্তা পার হয়ে ওয়াটসন সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন তখনকার আবহাওয়ার সংবাদ থেকে জানতে পারি, হাওয়া ছিল শুকনো আর তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অত গরমে ব্রিটিশ বাহিনী প্রায় স্থবির হয়ে যায়। তাঁবুগুলো প্রায় উনোনের মতো তেতে থাকত। সেসময়ের রেকর্ড ঘেঁটে দেখতে পাই, ওয়াটসন বাহিনীতে যোগ দেবার দুই দিনের মধ্যে ১৪জন সেনা গরমে ও ডিহাইড্রেশনে মারা যান। ওয়াটসন ভাগ্যবান। সেখান থেকে ওয়াটসনকে পাঠানো হল কান্দাহারের আর্মি হসপিটালে। কান্দাহারের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। ভালোই চলছিল কিন্তু ঠিক এই জায়গায় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। ওয়াটসনের নিজের জবানিতে 'I was removed from the brigade.'— চমকে ওঠার মতো ব্যাপার। ড আর্নেস্ট ব্লুমফিল্ড জেসলারের মতে 'কোনো অজানা কারণে ওয়াটসনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক যে কারণে তাঁর কোনো প্রোমোশন বা মেডেল লাভও হয়নি। তাঁর কোর্ট মার্শাল, জেল হয়নি, পরবর্তীকালে তাঁর চরিত্র থেকে দেখি তিনি মদ্যপ বা ঝগড়ুটেও নন। তবে হঠাৎ এই অপসারণ কেন? একটাই কারণ রয়ে যায়, ওয়াটসন কোন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন— সিফিলিস কিংবা গনোরিয়া, যা তখনকার সেনাদের মধ্যে খুব সাধারণ এক রোগ ছিল। ওয়াটসন খুব সম্ভব তীব্র গনোরিয়ায় আক্রান্ত হন। ফলে তাঁকে ফেলেই বাকিরা এগিয়ে গেছিল।' রোগমুক্ত হলে তাঁকে জুড়ে দেওয়া হয় 66th Foot-এ, যার নেতা ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারোজ। এই দলটিই মেইওয়ান্দে যুদ্ধে গেছিল।

TheBoiPoka_porichoy

১৮৮০ সালের ৪ জুলাই ২,৪৫৩ জন সৈন্য নিয়ে এই দল হেলমন্ড নদী পার হয়ে গিরিসক-এ একরাত বিশ্রাম নেন। পরদিন সকালে ছয় কোম্পানি সৈন্য, ওয়াটসন-সহ লেফটেনান্ট কর্নেল জেমস গলব্রেইথের নেতৃত্বে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে রওনা হয়। মেইওয়ান্দে যুদ্ধ বাধে। বারোজের দল পিছু হটতে শুরু করেন এবং আবার গোটা দল হেলমন্ড পেরিয়ে কান্দাহারে গিয়ে নতুন সেনা ও অস্ত্রের অপেক্ষা করতে থাকে। ১৮৮০-র ২৭ জুলাই, মঙ্গলবার সকাল ন-টায় মেইওয়ান্দের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এতে ২,৭৩৪ জন ব্রিটিশ সেনা যোগ দেয়, যার ৯৩৪ জন মারা যায় ও ১৭৫ (যাদের মধ্যে দু-জন অফিসারও ছিল) আহত হয়। ৬৬ ফুট দলের দশ অফিসার ও ২৭৫ সৈন্য মারা যায় ও ৩৩ জন আহত হয়। সন্ধে ছ-টায় জীবিত সৈন্যরা কান্দাহারে পালিয়ে বাঁচে। সেসময়ও গাজিরা ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করছিল। সেদিন তাপমাত্রা প্রায় ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট—অধিকাংশ সৈন্য গরমের চোটেই প্রাণ হারায়। ওয়াটসনের কী হল?

ওয়াটসনের মতে তিনিও আহত হয়েছিলেন। একটি জেজাইল বুলেট তাঁকে আহত করে। কিন্তু বুলেটটি ঠিক কোথায় লেগেছিল? কাঁধে? পায়ে? নাকি... আগে সে-সমস্যার সমাধান করা যাক।

T.me/Borno_porichoy

বুলেটটা ঠিক কোথায় লেগেছিল?

১৮৮০ সালের ২৭ জুলাই জন এইচ ওয়াটসন, এম ডি মাইওয়ানের ভয়াবহ যুদ্ধে সহকারী সার্জনের দায়িত্ব পালন করছিলেন। আচমকা একটা জেজাইল বুলেট তাঁর কাঁধে এসে লাগে। বুলেটটি তাঁর হাড় গুড়িয়ে দেয় ও সাবক্লেভিয়ান ধমনী ঘেঁষে চলে যায়।

'A Study in Scarlet'-এর শুরুতেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজেই এ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ডা ওয়াটসন। এর থেকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার কিছু হতেই পারে না। তবু এ ঘটনার আট বছর বাদে ১৮৮৮-র সেপ্টেম্বরে 'The Sign of the Four'-এ সেই ওয়াটসনই জানাচ্ছেন তিনি তাঁর বুলেট লাগা 'পা'-এর যত্ন নিচ্ছেন। ওয়াটসন লিখছেন, 'I had had a Jezail bullet through it sometime before and though it did not prevent me from walking it ached wearily at every change in the weather.' নিজেকে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন , 'An army surgeon with a weak leg' বলে। হোমসও বার বার সস্নেহে বলেছেন, ছয় মাইল হাঁটতে পারবে তো ওয়াটসন? তোমার পা এই ধকল নিতে পারবে তো? আর এখান থেকেই প্রশ্নটার উৎপত্তি। বুলেটটা তবে কোথায় লেগেছিল?

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে একবার দেখে নিই, যে জেজাইল বুলেট এই অপকর্মের জন্য দায়ী, সেই বুলেটটি আসলে কীরকম? জেজাইল কথাটি এসেছে পসতু ভাষার জেজিল থেকে। হাতে বানানো এই ধরনের বন্দুক যুদ্ধ অপেক্ষা ব্যক্তিগত কাজে বেশি ব্যবহার করা হত। এ বন্দুকের বৈশিষ্ট্যই ছিল বিশাল লম্বা ব্যারেল আর বুলেট হত ০.৫০ বা ০.৭৫ ক্যালিবারের, যেখানে আমেরিকা বা ইউরোপের রাইফেল বড়োজোর ০.৪৫ ক্যালিবারের হত। জেজাইল বন্দুকের ওজন হত ১২ থেকে ১৪ পাউন্ড। এত ভারী হওয়ায় এ বন্দুক পিছনে ধাক্কা দিত কম। গুলি ছোড়া হত 'ম্যাচলক' পদ্ধতিতে— অর্থাৎ আগুন জ্বেলে গুলিকে ধাক্কা দিয়ে বের করা হত। ট্রিগারের কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু বন্দুকে অবশ্য ট্রিগার দিয়ে গুলি চালানোর ব্যবস্থাও থাকত। এর বাঁটে সুন্দর কারুকার্য করা আর অদ্ভুত এক বাঁক দেখা যেত, যা দেখে অন্য রাইফেল থেকে জেজাইলকে একেবারেই আলাদা করা যায়। ইংরেজ-আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এ বন্দুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। তবে এ বন্দুককে যদি কেউ অমর করে থাকেন, তিনি অবশ্যই ডা ওয়াটসন।

T.me/Boi_Porichoy

"THERE I WAS STRUCK ON THE SHOULDER BY A BULLRT."

ওয়াটসনের আঘাত (শিল্পী হাচিনসন)

T.me/Borno_porichoy

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ওয়াটসনের পলায়ন (শিল্পী রিচার্ড গুডস্মিথ)

যা বলছিলাম, ওয়াটসনের আঘাত তবে ঠিক কোথায় লেগেছিল? 'A Study in Scarlet'-এ জানতে পারি আঘাত লেগেছিল তাঁর বাঁ-দিকে, কারণ হোমস বলেন, 'His left arm has been injured. He holds it in stiff and unnatural manner.' বুলেটটি তাঁর হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। অস্থি-বিশেষজ্ঞ ডা রোনাল্ড হ্যামন্ডের মতে এই হাড়টি যতদূর সম্ভব ক্ল্যাভিকেল অথবা কলারবোন। অবশ্য ডা জে ডবলিউ সোভিন অন্য মত পোষণ করেন। তাঁর মতে হাড়টি বাঁ-দিকের হিউমেরাস, স্ক্যাপুলা অথবা রিব বোন। তবে রিব বোন বা পাঁজরের হাড়ে বুলেট লাগলে যে পরিমাণ রক্তক্ষরণ হবে, তাতে সাবক্লেভিয়ান ধমনী ছিন্নভিন্ন হবার কথা। কিন্তু ওয়াটসনের মতে বুলেটটি ধমনী ঘেঁষে বেরিয়ে গেছিল। অর্থাৎ যে হাড়টি ভেঙেছিল, সেটি এর ঠিক ওপরের হাড় বা ক্ল্যাভিকল। বুলেটের আঘাতে ক্ল্যাভিকল গুঁড়ো হয়ে গেলেও এই বিশেষ হাড়টি অন্য সব হাড়ের চেয়ে দ্রুত জোড়া লাগে। তবুও একটা কাঠিন্য থেকেই যায়, ঠিক যেটা ওয়াটসনের বেলায় হয়েছিল। অর্থাৎ আঠাশ বছর বয়সি তরুণ ডা ওয়াটসনের কাঁধের পাশে একটা জেজাইল বুলেট লাগল। কিন্তু তার জন্য ওয়াটসনকে তাঁর আর্দালির কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হল কেন? ওয়াটসন তো চলচ্ছক্তিরহিত ছিলেন না! ডা সোভিনের মতে বুলেটটি ওয়াটসনের বাঁ ক্ল্যাভিকেলের ওপরে বিদ্ধ করে; ওয়াটসন তখন ঝুঁকে একজন রোগীর চিকিৎসা করছিলেন। ফলে বুলেটটি সোজা দেহের ভেতরে

সাবক্লেভিয়ান আর্টারি ঘেঁষে, বাঁ-স্ক্যাপুলা চুরমার করে মেরুদণ্ড বরাবর গিয়ে বাঁ-পায়ের কাপ মাসলে স্থির হয়। তাই পায়ের সমস্যার কারণও সেই বুলেটটি। ১৮৮১ অবধি কাঁধের ব্যথা ওয়াটসনকে পীড়া দিলেও ১৮৮৭-র মধ্যে সে-ব্যথা সেরে গেছে। মাঝেমধ্যে ঋতু পরিবর্তনে পায়ের বেদনাটা একটু চাগাড় দিলেও মোটামুটি ওয়াটসন সুস্থই থাকতেন।

জেজাইল বন্দুক হাতে আফগান যোদ্ধা

তবে ঘাড় দিয়ে ঢোকা গুলির পা অবধি গমনকে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে একটি নয়, দুটি বুলেট সেদিন বিদ্ধ করেছিল ওয়াটসনকে। একটি কাঁধে, অপরটি পায়ে। কিন্তু যদি সেটাই হয়, তাহলে ওয়াটসন এত নির্দিষ্টভাবে কাঁধের চোটের কথা বললেও পায়ের চোট এড়িয়ে গেলেন কেন? এখানে কিছু বিশেষজ্ঞ চাপা হেসে বলেন যে দ্বিতীয় গুলিটি পায়ে লাগেনি, বরং পশ্চাদ্দেশের এমন এক অঙ্গে লেগেছিল যে ওয়াটসন লজ্জায় বলতে পারেননি। ঘোড়ার পিঠে তাঁর আর্দালি তাঁকে চাপিয়ে দেন। সেখানে যোদ্ধাদের উলটো করে চাপানো হত। ঘোড়ার একদিকে ঝুলত হাত আর মাথা; অন্যদিকে পা। নিতম্বতে গুলি লাগলেই আর্দালির পক্ষে এমনটা করা সম্ভব। জন বল তাই নিশ্চিতভাবেই বলেছেন যে ডা ওয়াটসন এক রোগীকে ঝুঁকে চিকিৎসার সময় তাঁর বাম নিতম্বে গুলি এসে লাগে। সেরে যাবার পরও ওয়াটসন যে বহুদিন নারীসঙ্গে আসক্তি দেখাননি, তারও কারণ চোটের এই অদ্ভুত স্থান। ডা স্যামুয়েল মিকার আরও একধাপ এগিয়ে চোটের স্থানকে দেহের পশ্চাদভাগ থেকে অগ্রভাগে নিয়ে এসেছেন। 'Watson Medicus' নামের প্রবন্ধে নানা যুক্তির শেষে তিনি উপসংহার টেনেছেন এই বলে, 'So I would simply call attention to the fact that all three of Watson's marriages were childless.' অনেকের আবার এই মত যে ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধ থেকে পালানোর সময় দ্বিতীয় বুলেটটি ওয়াটসনকে আহত করে।

ওরন্টেস জাহাজ— যা চেপে ওয়াটসন দেশে ফেরেন

একটা প্রতিযুক্তিও আছে। ওয়াটসনের পায়ের আঘাতের প্রতি হোমসের করুণা দেখে মনে হয় দ্বিতীয় আঘাতটি হোমসের সহযোগী হবার পরই ওয়াটসন লাভ করেন। হয়তো কোনো কেসে, যেটা ভদ্রতাবশত অথবা শার্লক দুঃখ পাবেন ভেবে ওয়াটসন কোনোদিন প্রকাশ করেননি। খুব সম্ভব ১৮৮৮-র এপ্রিলের শেষ বা মে-র শুরুতে ওয়াটসনের এই চোট লাগে। কিন্তু খোদ লন্ডনে তাঁকে জেজাইল বুলেট মারল কে? সে-প্রশ্ন থেকেই যায়। চোটের কারণ যা-ই হোক 'The Sign of the Four'-এর একমাসের মধ্যেই ঘটা 'The Hound of the Baskervilles'-এ দেখছি ওয়াটসন মাইলের পর মাইল হাঁটছেন, টিলায় চড়ছেন— অর্থাৎ তাঁর চোট সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছিল।

T.me/Borno_Porichoy

আবার ওয়াটসন

আহত ওয়াটসন পেশোয়ার হাসপাতালে ভরতি রইলেন। খুব সম্ভব ১৮৮০-র অগাস্টের শেষে তিনি ছাড়া পাওয়ার অবস্থায় আসেন। কিন্তু তারপরই তাঁকে আক্রমণ করে ভয়াবহ আন্ত্রিক রোগ। অবশ্য ডা লুই হাউসার দেখিয়েছেন ওয়াটসন যাকে আন্ত্রিক বলছেন, তা আদৌ আন্ত্রিক নয়। জার্মানির ডা এবার্থ তখনও ব্যাসিলাস টাইফি আবিষ্কার করেননি। ওয়াটসনের আন্ত্রিক আসলে টাইফয়েডই ছিল। টাইফয়েডের সময়কাল তিন সপ্তাহ থেকে এক মাস। তবু ওয়াটসন 'For months my life was despired of' বলেছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যুদ্ধক্লান্ত, রোগশয্যায় ক্ষীণ ওয়াটসনের কাছে এক মাসই বহু মাসের সমান মনে হচ্ছিল। সুস্থ হবার পর মেডিক্যাল বোর্ড তাঁকে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

ওয়াটসনের ফেরাও এক লম্বা যাত্রা। ট্রেনে করে প্রায় হাজার মাইল পার হয়ে পেশোয়ার থেকে করাচি, করাচি বন্দর থেকে জলপথে ৬০০ মাইল পেরিয়ে বোম্বে। জাহাজঘাটার লগ বুক থেকে দেখতে পাই Orontes নামে একটি জাহাজ ১ সেপ্টেম্বর বোম্বে বন্দরে এসে ভেড়ে। পরে ৩১ অক্টোবর, ১৮৮০তে সেটিই বোম্বে থেকে ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথে রওনা হয়। ১৬ নভেম্বর জাহাজটি মাল্টা পৌঁছোয় এবং ২৬ নভেম্বর, শুক্রবার বিকেলে পোর্টসমাউথে গিয়ে ভেড়ে। লগবুকে লেখা 'bringing home the first troops from Afghanistan including eighteen invalids'— নিশ্চিতভাবে এদের মধ্যে ওয়াটসনও ছিলেন। কারণ ওয়াটসনের লেখাতেও পাই, 'landed a month later on Portsmouth jetty.' পোর্টসমাউথে পৌঁছে ওয়াটসন একটি ট্রেন ধরে ৭৪ মাইল দূরের লন্ডনে পাড়ি দেন— সময় লাগে এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট।

লন্ডনে কিছুদিন স্ট্র্যান্ডের ধারে প্রাইভেট হোটেলে কাটান ওয়াটসন। খুব সম্ভব ক্রাভেন হোটেলে বা ওসমন্ডে ছিলেন তিনি। আয়েশি জীবনযাপনে হাতের পয়সা দ্রুত খরচ হয়ে যাচ্ছিল। ভাবলেন সস্তার একটা আস্তানা খুঁজবেন। এমন কপাল, সেদিনই ক্রাইটেরিয়ন বারের সামনে তাঁর সঙ্গে ড্রেসার স্ট্যামফোর্ডের দেখা। স্ট্যামফোর্ড ওয়াটসনকে সেদিনই হোমসের সঙ্গে দেখা করালেন। সেদিন সন্ধেবেলাতেই ওয়াটসন তল্পিতল্পা নিয়ে হোটেল ছেড়ে ২২১, বি, বেকার স্ট্রিটে এসে উঠলেন। হোমস এলেন পরদিন সকাল বেলায়। সৃষ্টি হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জুটির...

সহযাত্রা, বিবাহ এবং স্ত্রীগণ

কেমন দেখতে ছিলেন ডা ওয়াটসন? মাঝারি আকারের, গাঁট্টাগোট্টা, চৌকো চিবুক, চওড়া ঘাড় আর মোটা গোঁফওয়ালা এক মানুষ। হোমসের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার সময় তাঁর গায়ের রং বাদামের মতো হয়ে গেছিল। বাঁ-হাত অস্বাভাবিক শক্ত করে রাখতেন। ধীরে ধীরে সে-সমস্যা সেরে গেলেও বেশ কিছুদিন পায়ের যন্ত্রণা তাঁকে ভুগিয়েছিল। শার্লকের মতো তিনিও পাইপ বিলাসী ছিলেন, মাঝে মাঝেই বাইরে লাঞ্চ করতে পছন্দ করতেন, ঘুম থেকে বেলা করে উঠতেন। ওয়াটসন বিষয়ে কত কী জানি আমরা। এমনকী এটাও জানি যে তাঁর আর্মি পেনশন জমা আছে চ্যারিং ক্রসের Cox and Co.-এ এক পুরোনো তোবড়ানো টিনের বাক্সে, যার গায়ে লেখা John H Watson, M D, Late Indian Army. কিন্তু সেই ভোলাভালা মানুষটির বিবাহিত জীবন বা স্ত্রীদের সম্পর্কে এমন ঘোরালো রহস্য রয়ে গেছে, যা বলার নয়।

ওয়াটসন কতবার বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর ক-টি স্ত্রী ছিল, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রচুর চুলোচুলি করেছেন। যদি 'The Sign of the Four'-এর মেরি মরস্টানকেই তাঁর স্ত্রী ধরি, তবে তাঁর বিবাহ হয় ১৮৮৯-এর ১ মে। সেক্ষেত্রে এর আগের অভিযান, যেমন 'The Adventure of the Noble Bachelor' কিংবা 'The Adventure of the Second Stain'-এ ওয়াটসন যে 'my marriage' বা 'shortly after my marriage'-এর উল্লেখ করেছেন, সেটা তবে কী? আবার ১৮৯২তে মেরির মৃত্যুর পরের বিভিন্ন অভিযানে যে স্ত্রীর উল্লেখ আছে তিনিই-বা কে? তত্ত্বের কচকচির মধ্যে না গিয়ে আপাতত গবেষকরা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, সেটাই বলি— ওয়াটসন তিনবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৮৩-র এপ্রিলে হোমস ও ওয়াটসন সদ্য স্টোক মোরান থেকে 'Speckled Band'-এর অভিযান শেষে বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে ফেরেন। সেদিন থেকে ১৮৮৬-র অক্টোবর পর্যন্ত হোমস-ওয়াটসনের কোনো অভিযানের কথা পাই না। কারণ একটাই, এসময় ওয়াটসন আমেরিকায় ছিলেন। স্টোক মোরান থেকে ফিরেই ওয়াটসন এক টেলিগ্রাম পান। তাঁর বড়দা সানফ্রান্সিসকোতে মদ্যপ ও সর্বস্বান্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। হোমসকে বিস্তারিত জানালেন না ওয়াটসন। শুধু বললেন এক আত্মীয় অসুস্থ। আরনসওয়ার্থ কাসেল, ডারলিংটনের কেস ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজার সমস্যা সমাধান করে হোমস তখন বেশ দু-পয়সার মুখ দেখেছেন। তিনি নিজের চেকবই ওয়াটসনকে দিয়ে বললেন, 'যা চাই, তুলে নিয়ো, তলায় আমার সই করা আছে।'

বছরখানেক দাদার কাছে থেকে, তাঁকে সুস্থ করে ১৮৮৪-র বসন্তে ওয়াটসন দেখলেন হোমসের থেকে ধার নেওয়া টাকার বেশিটাই শেষ। ফলে সে-টাকা তোলার জন্য ওয়াটসন সানফ্রান্সিসকোতে নিজের চেম্বার খুলে বসলেন। ভাগ্য সহায়। দারুণ পসার হল তাঁর। সেখানেই এক রোগিণী হিসেবে সাতাশ বছর বয়সি কনস্টান্স অ্যাডামের সঙ্গে আলাপ হল তাঁর। ওয়াটসন তখন বত্রিশ। অসামান্যা সুন্দরী না হলেও কনস্টান্সের প্রতি ওয়াটসন আকৃষ্ট হলেন। গোল মুখ, পুরু ঠোঁট, বাদামি চুল এই মেয়েটির সমুদ্রনীল চোখ দেখে মোহিত হলেন ডাক্তার। তিনি একেবারে ঘরোয়া এই মেয়েটির সঙ্গে ১৮৮৫-র এপ্রিলে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

T.me/Boighor_pdf

১৮৮৬-র গরমকালে ওয়াটসন ফিরে যেতে চান ইংল্যান্ডে। হোমসকে তাঁর ঋণ শোধ করতেই হবে। তবে সেযাত্রা স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন না তিনি। খুব শিগগিরই নতুন বাসা করে স্ত্রীকে ডেকে নেবেন, এ আশ্বাস দিলেন। ইংল্যান্ডে পৌঁছে বন্ধু কোনান ডয়েলের সঙ্গে কথা বলে 'Beeton's Annual'-এ তাঁর প্রথম অভিযান 'A Study in Scarlet' লিখে পাঠালেন (যা ১৮৮৭-র বড়োদিনে ছাপা হয়)। উপন্যাসটি লিখেই তিনি কনস্টান্সকে ইংল্যান্ডে আসতে বলেন। ১ নভেম্বর, ১৮৮৬, সোমবার পোর্টসমাউথে কনস্টান্সের জাহাজ এসে ভেড়ে। সেদিনই ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠলেন। এবার আর ভাড়াবাড়ি নয়। কেনসিংটনে ছোটো একটি বাড়ি, লাগোয়া চেম্বার। সেটাই হল ওয়াটসনের ঠিকানা।

একবছর স্বপ্নের মতো কেটে গেল। আরও কিছু নতুন অভিযান, 'Beeton's'-এ উপন্যাস প্রকাশ, সব মিলিয়ে ওয়াটসন তখন সপ্তম স্বর্গে। কেনসিংটনে পসার তেমন ভালো না হলেও চলে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৮৮৮-র জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই বিনা মেঘে বজ্রপাত। মাত্র তিনদিনের ডিপথেরিয়ার আক্রমণে মারা গেলেন কনস্টান্স ওয়াটসন। জনের সারা দুনিয়া যেন অন্ধকার হয়ে এল। এই বিপদের দিনে বন্ধুর পাশে দাঁড়ালেন শার্লক। 'বেকার স্ট্রিটে চলে এসো। তোমার চেয়ারটা এখনও খালি পড়ে আছে। কাজে ডুবিয়ে দাও নিজেকে।' ১৮৮৮-র সেই জানুয়ারিতে হোমস আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁর চিরবান্ধবটিকে। তবে বেশিদিন এই দুঃখজালে কাটাতে হয়নি ওয়াটসনকে। ১৮৮৮-র সেপ্টেম্বরেই হোমসের কাছে নিজের সমস্যা নিয়ে এলেন মিস মেরি মরস্টার্ন। 'The Sign of the Four'-এর অভিযানে দু-জনের ঘনিষ্ঠতা প্রণয়ে পরিণত হয়। ১৮৮৯-র ১মে ওয়াটসন মেরিকে বিয়ে করেন। এবার অবশ্য ওয়াটসন বাসা ভাড়া নেন প্যাডিংটনে। 'The Adventure of the Stockbroker's Clerk'-এর মি ফারকুয়িয়ারই সম্ভবত বাড়ি খুঁজে দিয়েছিলেন। কনস্টান্সের স্মৃতিতে ভরা কেনসিংটনের বাড়ি বিক্রি করে দেন ওয়াটসন। একদিকে শাপে বর হয়। প্যাডিংটনে ওয়াটসনের পসার বাড়ে হু হু করে। কাজের এমন চাপ, ১৮৮৯-এর অগাস্টে মেরি যখন সাউথ সি ঘুরতে যান, তখন ইচ্ছে থাকলেও ওয়াটসন তাঁর সঙ্গে যেতে পারেননি। সেসময় একদিন বেকার স্ট্রিটে এসে তাঁর বরং লাভই হয়েছিল। তিনি 'The Adventure of the Carboard Box' অভিযানের সাক্ষী থাকতে পেরেছিলেন। ১৮৯০ তে ওয়াটসন নিজের প্র্যাকটিস নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে মাত্র তিনটি কেসে হোমসের সঙ্গী হতে পেরেছিলেন।

কক্স অ্যান্ড কোং—এখানেই জমা থাকত ওয়াটসনের তোরঙ্গ

১৮৯১-এর ৪ মে হোমস গায়েব হয়ে গেলেন। দুনিয়ার অনেকের মতো ওয়াটসন ভাবলেন তিনি মারা গেছেন। ব্যথিত চিত্ত ওয়াটসন ডুবে গেলেন প্র্যাকটিসে কিন্তু তা বলে শিহরন জাগানো অপরাধের বিবরণ পড়তে ভুলতেন না। এভাবেই জানতে পারেন রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের অদ্ভুত খুনের কথা আর সেই সূত্র ধরেই ১৮৯৪-এর ৫ এপ্রিল

শার্লকের সঙ্গে আবার দেখা হল তাঁর। তবে এর মধ্যে আরও এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছিল ওয়াটসনের জীবনে। মেরি শুরু থেকেই রুগণা ছিলেন। 'The Sign of the Four'-এই দু-বার সামান্য উত্তেজনাতেই অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন তিনি। ডাক্তার হয়েও ওয়াটসন বোঝেননি, তাঁর হৃদযন্ত্র দুর্বল। কিংবা বুঝলেও প্রেমে অন্ধ হয়ে বিশেষ গা করেননি। ১৮৯২-এর শুরুতে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে মেরির মৃত্যু হয়। ফলে হোমস ফিরে আসার পর আবার দুটিতে জুটিতে বেকার স্ট্রিটে থাকতে শুরু করেন।

মাঝে কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর। ১৯০২ সালের জুলাই মাস। ঠিক যে মাসে হোমস লেডি ফ্রান্সিস কারফ্যাক্সের রহস্য ভেদ করেন, ওয়াটসনের উনপঞ্চাশ বছর বয়স, — ওয়াটসন আবার প্রেমে পড়লেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ছ্যাকড়াগাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে শেয়ারে এক মহিলার সঙ্গে আসতে বাধ্য হলেন। পথেই আলাপ। ঘরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে হোমস বললেন, 'গাড়িতে এক সঙ্গীর সঙ্গে এলে দেখতে পাচ্ছি। নইলে এত বৃষ্টিতে গাড়ির ডান দিকের জানলায় বসার কোনো কারণই নেই। আর তোমার মুখের খুশি খুশি হাসিই বলে দিচ্ছে, উনি সঙ্গী না হয়ে সঙ্গিনী হবার সম্ভাবনাই বেশি!' 'কী করে বুঝলে আমি গাড়ির ডান দিকে বসেছিলাম?' 'খুব সহজ ওয়াটসন, তোমার কোর্টের ডান দিকটা বৃষ্টির ছাঁটে একেবারে ভিজে গেছে।'

হোমস বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার সঙ্গে ১৯০২-এর অক্টোবরে ওয়াটসনের বিয়ে হয়। তাঁরা বাসাভাড়া নেন কুইন অ্যান স্ট্রিটে। এবারও ওয়াটসনের পসার ফুলেফেঁপে ওঠে। নারীভাগ্য ওয়াটসনের চিরকালই ভালো। সাধে কি হোমস বলেছিলেন, 'the fair sex is your department, Watson.'

T.me/Borno_pdichhy

ওয়াটসনের সালতামামি

'মি শার্লক হোমস মোট তেইশ বছর প্র্যাকটিস করেছিলেন… যার মধ্যে সতেরো বছর তাঁর সঙ্গে থাকার ও তাঁর কাজের নোট নেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে' ('Veiled Lodger'). এই সতেরো বছরের প্রথম দশ বছরের হিসেব পাওয়া যায় ১৮৮১-র মার্চ থেকে ('A Study in Scarlet'), ১৮৯১-র মে পর্যন্ত ('The Final Problem'). মাঝে তিন বছর অজ্ঞাতবাসের পরে এপ্রিল ১৮৯৪ তে 'Empty House'-এর অভিযানে আবার জুটি বাঁধেন হোমস-ওয়াটসন, যা চলে ১৯০৩ সালে হোমসের পাকাপাকি অবসর নেওয়া পর্যন্ত — মানে একুনে হল নয় বছর ছয় মাস। মোট সাড়ে উনিশ বছর। বাকি আড়াই বছর তবে কী হল? হয় ওয়াটসন সেসময় হোমসের কীর্তিকলাপ লিখে রাখেননি, অথবা হোমসকে সেটা নিজের হাতেই করতে হয়েছিল।

'The Adventure of the Bruce-Partington Plans'-এ দেখি ১৮৯৫-এর শেষ দিকে ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটে থাকছেন, আবার 'Veiled Lodger'-এ দেখতে পাই ১৮৯৬-এর অক্টোবরে তিনি হোমসের সঙ্গে থাকেন না। মাঝের এই এক বছর আমাদের সেই হারানো সময়ের একটা। আবার ১৯০১-এর মে ('Priory School') থেকে ১৯০২-এর মে ('Shoscombe Old Place')-র মধ্যে হোমসের কোনো কেসের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ ছয় মাসের কোনো হিসেব মিলল না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আড়াই বছর না, 'A Study in Scarlet' (মার্চ, ১৮৮১) থেকে পরের কেস 'Speckled Band'-এর (এপ্রিল, ১৮৮৩) মাঝের সময় দুই বছর এবং ঠিক তার পরের কেস 'Resident Patient'-এর মধ্যবর্তী সময় তিন বছরের বেশি (অক্টোবর, ১৮৮৬)।

বহু হোমস বিশেষজ্ঞের মতে ওয়াটসন তখন আদৌ ইংল্যান্ডেই ছিলেন না। কেউ বলে তিনি ভারতে ফিরে এসেছিলেন। কারো মতে তিনি ইউরোপ বা আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ঘোরাঘুরি করেছিলেন সেসময়, যে কারণে 'The Sign of the Four'-এ তিনি নিজে 'three separate continents' ঘোরার কথা বলেছেন। তবে ড ডবলিউ এস বিস্ট্রোর ধারণা এই সময় গোটাটাই ওয়াটসন ছিলেন আমেরিকায়। তাঁর মতে হোমসের একশোর ওপর কেসের মধ্যে ওয়াটসন বেছে নিয়েছেন ষাটটি। এই ষাটটির প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটির সঙ্গে আমেরিকার সরাসরি বা অপ্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। 'A Study in Scarlet' বা 'The Valley of Fear'-এ আমেরিকার যে নিখুঁত বর্ণনা আছে, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া সম্ভব নয়। এশিয়া এবং ইউরোপ-এর সঙ্গে নিশ্চিতভাবে আমেরিকার কথাই বলেছেন। ড বিস্ট্রো আরও বলেছেন আমেরিকার গৃহযুদ্ধে ওয়াটসনের দাদা এবং বাবা অংশ নেন। সেখানে মৃতপ্রায় দাদার চিকিৎসা ইত্যাদির খরচ ওঠাতে ওয়াটসনকে যে ডাক্তারি প্র্যাকটিস শুরু করতে হয়েছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। প্রথম মিসেস ওয়াটসনের সঙ্গে আলাপও সেখানেই।

তবে সাল-তারিখের গণ্ডগোল এখানেই শেষ নয় ১৮৯৫ আর ১৯০১-এর দুই বছর আবার ওয়াটসনের কলম নীরব হয়ে গেছিল। তৃতীয়বারের কারণটা বোঝা যায়। হোমস ওয়াটসনকে মানা করে দিয়েছিলেন তাঁর কাহিনি প্রকাশ করতে। কারণ ১৯০৩-এ 'Empty House' প্রকাশের আগে অবধি পৃথিবী জানত হোমস মৃত। ওয়াটসন নিজে সত্যটা জানলেও হোমস তাকে সেটা প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন। তবে ১৮৯৫-৯৬-তে

T.me/BornoParichoy

ওয়াটসন কেন কলম ধরেনি, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন ওয়াটসন প্রেমে পড়েছিলেন, কেউ বলেন ঘোড়দৌড়ের নেশায় মেতেছিলেন, কেউ বলেন হোমসের সেসময়ের কার্যকলাপ এতটাই গোপন সরকারি স্তরের ছিল, যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে কি করেছিলেন শার্লক ওই সময়টায়?

হোমসিয়ানরা গবেষণা করে দুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। দুটিই বেশ চমক দেবার মতো। এল এ মরো, তাঁর প্রবন্ধ 'The Diplomatic Secret'-এ একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৬তে বেতারের আবিষ্কর্তা মার্কনি ব্রিটিশ পোস্ট অফিসের প্রধান স্যার উইলিয়াম পিয়ার্স-এর ডাকে তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে ইংল্যান্ডে আসেন। সমস্যা হয় জাহাজঘাটায়। কাস্টমস-এর মাথামোটা অফিসাররা এসব যন্ত্রকে বিপজ্জনক ভেবে সব ভেঙেচুরে দেয়। গোটা ব্যবস্থা আবার নতুন করে তৈরি করতে হয় মার্কনিকে। মাইক্রফট তখন ব্রিটিশ সরকারের মাথা। যে ক'জন মার্কনি বা বেতার সম্পর্কে জানতেন তিনিও তাঁদের একজন। ফলে শার্লককে নির্দেশ দেওয়া হয় সব কাজ ফেলে গোপনে মার্কনিকে সাহায্য করতে। তাঁকে এমন এক জায়গা খুঁজে দিতে, যেখান থেকে অনায়াসে মার্কনি অতলান্তিক পারে তাঁর তরঙ্গ পৌঁছাতে পারবেন। হোমস কর্নওয়ালের কাছে পোলদুতে মার্কনিকে জায়গা খুঁজে দেন। পরে 'Devil's Foot' অভিযানে শার্লককে ১৮৯৭-এর মার্চে পলদুতেই দেখতে পাই। ১৯০০ সালে মার্কনির বেতারকেন্দ্র কাজ শুরু করে— একথা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এর পিছনে হোমসের অবদান কেউ জানে না।

অবশ্য ডা জন ক্লার্ক, তাঁর প্রবন্ধ 'A Chemist's View of Canonical Chemistry'তে কিছু ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। নিজের প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, '১৮৯৫ থেকে ১৮৯৬-এর অক্টোবর অবধি শার্লক কিছু করেননি। এ যেন অনেকটা সিলভার ব্লেজের কাহিনির কুকুরটার অদ্ভুত ব্যবহারের মতো। কুকুরটা কিছুই করেনি, আর সেটাই অদ্ভুত।

১৮৯৫-৯৬-তে পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার হয় এবং সে-আবিষ্কারের ধরনের সঙ্গে হোমসের কার্যকলাপের অদ্ভুত মিল। ১৮৯৫ সালে আতোয়াঁ হেনরি বেকরেল, ফরাসি বিজ্ঞানী X-Ray নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। রসায়নে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হোমস X-Ray বিষয়ে জানতেন না, এ হতেই পারে না। ইতিহাস বলে, বেকরেল একদিন তাঁর পরীক্ষাগারে রাখা ফটোগ্রাফিক প্লেটে কিছু দাগ পেলেন। বুঝলেন কোনো নির্দিষ্ট বস্তু এই প্রস্ফুরণের জন্য দায়ী। কিন্তু সেটা কী? এবার শুরু হয় এক অন্তহীন পরীক্ষা। আদতে যেসব মৌল প্রস্ফুরণ দেখাত, তারা কেউ ফটোগ্রাফিক প্লেটে দাগ সৃষ্টি করে না আবার বহু অ-প্রস্ফুটক যৌগ দাগ তৈরি করে। তবে এই দাগের জন্য দায়ী কে? কোনো যৌগ, না কোনো মৌল? প্রায় সব ধরনের মৌল ও যৌগের ক্রমাগত পরীক্ষা চলে এবং '...when all other contingencies fail, whatever remains, however, improbable, must be the truth.' হাজার হাজার যৌগের মধ্যে একমাত্র একটি মৌলের যৌগই ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রস্ফুটন দেখায়।

সে মৌলের নাম ইউরেনিয়াম।

১৮৯৬-তে হোমস যখন লন্ডনে ফিরে আসেন, তখন সারা বিশ্বজুড়ে ইউরেনিয়াম ও তার তেজস্ক্রিয়তার প্রকার নিয়ে পেপার ছাপা হচ্ছে। ডা ক্লার্কের মতে এই আবিষ্কারের পিছনে হোমসের বিশাল অবদান ছিল। কিন্তু প্রতিবারের মতো সেবারও তিনি প্রচারের আলোয় আসতে চাননি। তবে ১৯০৩ সালে বেকরেলের সঙ্গে পিয়ের কুরি যখন এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পেলেন, তখন হোমসের কেমন লেগেছিল কে জানে... তিনি তো তখন কাজে অবসর নিয়ে মৌমাছি পালনে ব্যস্ত।

ওয়াটসনের এই সালতামামির কথা এখানেই শেষ করা যেত, যদি না ‘Mazarin Stone’-এর অভিযান পৃথিবীর আলো দেখত। হোমসের সব অভিযান থেকে ১৯০৩ সালে ঘটা এই অভিযান সর্বার্থেই আলাদা। তৃতীয় পুরুষে লেখা এই অভিযানের শুরু এবং শেষে ওয়াটসনের ক্যামিও রোল। সত্যি বলতে কী গোটা লেখার আকর্ষণীয় অংশ ওইটুকুই। মাঝে যেন কাহিনিটা হারিয়ে গেছে। ডয়েল বা ওয়াটসন কারো পক্ষে এমন কাহিনি লেখা সম্ভব নয়। অ্যান্টনি বাউচার তো এ কাহিনিকে dubious বা farrgo বলতেও ছাড়েননি। তবে কে লিখলেন এ কাহিনি? এস সি রবার্টস বা গেভিন ব্রেন্ডরা একটাই সমাধান দিয়েছেন। এ কাহিনি ওয়াটসনেরই লেখা। তবে জন হ্যামিস নন মেরি মরস্টান। স্বামীর ব্যস্ততার জন্য তাঁর নোট দেখে মেরি এই লেখাটি মকশো করেন। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় ওয়াটসনও সেটা ছাপতে দেন। তবে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া দেখে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করেননি তিনি। ওয়াটসনদের সালতামামিতে মেরির এই কীর্তিটুকুও ভোলার নয়।

T.me/Borno_porichoy

শার্লক হোমসের টুকিটাকি

১. নতুন হোমস কাহিনি ২০১৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পৃথিবী জোড়া হইচই শুরু হল। ওয়াল্টার এলিয়ট নামে এক স্কটিশ ভদ্রলোক দাবি করলেন, তিনি নাকি এতদিন বাদে ডয়েলের লেখা একটি হোমসের সম্পূর্ণ অজানা গল্প আবিষ্কার করেছেন। সেলকার্ক শহরের প্রান্তে এট্রিক্স ওয়াটার নদীর ওপর সেতুটি ১৯০২ সালের বন্যায় ভেঙে যায়। সেটি পুনর্নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে ১৯০৪ সালের নভেম্বরে একটি মেলা (Bazaar) করা হয়। সেই উপলক্ষে *The Book of the Brig* নামে একটি বইও ছাপানো হয়েছিল। (স্কটিশ ভাষায় Brig মানে সেতু)। ৮০ বছর বয়সি এলিয়ট বাড়ির চিলেকোঠায় বইটি খুঁজে পান এবং তাতে ১৩০০ শব্দের একটি ছোট্ট গল্প। নাম— 'Discovering the Border Burghs and by deduction, the Brig Bazaar'. লেখকের নাম নেই, তবে প্রধান চরিত্র হোমস-ওয়াটসন।

The town talks of nothing else

"Sherlock Holmes."

DISCOVERING THE BORDER BURGHS, and, BY DEDUCTION, the BRIG BAZAAR.

'WE'VE had enough of old romancists and men of travel,' said the Editor, as he blue-pencilled his copy, and made arrangements for the great Saturday edition of the *Bazaar Book*. 'We want something up-to-date. Why not have a word from "Sherlock Holmes"?'

Editors have only to speak and it is done, at least they think so. 'Sherlock Holmes!' As well talk of interviewing the Man in the Moon. But it does not do to tell Editors all that you think. I had no objections whatever, I assured the Editor, to buttonhole 'Sherlock Holmes,' but to do so I should have to go to London.

'London!' scornfully sniffed the Great Man. 'And you profess to be a journalist? Have you never heard of the telegraph, the telephone, or the phonograph? Go to London! And are you not aware that all journalists are supposed to be qualified members of the Institute of Fiction, and to be qualified to make use of the Faculty of Imagination? By the use of the latter men have been interviewed, who were hundreds of miles away; some have even been "interviewed" without either knowledge or consent. See that you have a topical article ready for the press for Saturday. Good-day.'

I was dismissed, and had to find copy by hook or by crook. Well, the Faculty of Imagination might be worth a trial.

. . .

T.me/Boimo_porichoy

এলিয়ট সহ বহু হোমস-ভক্ত দাবি করেন এটি আদতে ডয়েলেরই লেখা, যদিও লেখকের নাম ছিল না। বেশ কিছুদিন মাতামাতি চলার পর হোমস গবেষকরা এলিয়টের যুক্তি নস্যাৎ করে বলেন এ লেখা ডয়েলের হতেই পারে না। তাঁদের যুক্তি ছিল—

১। ১৯০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর 'Southern Reporter' পত্রিকায় বইটির বিজ্ঞাপনে লেখা হয় লেখকরা সবাই সেলকার্কের বাসিন্দা, ডয়েল কখনোই যা ছিলেন না।

২। ডয়েল সেলকার্কের সেই মেলায় যান এবং বইটিতে সই করেন, যাতে তা বর্ধিত দামে বিক্রি করা যায়। কিন্তু তার মানে তিনিই গল্পটি লেখেন এমন প্রমাণ নেই।

৩। কোনো প্রামাণ্য দলিলে ডয়েলের নাম গল্পটির লেখক হিসেবে নেই। ডয়েল তখন খ্যাতির চূড়ায়। সম্পাদক ডয়েলের নাম ব্যবহারের এমন সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন কেন?

৪। লেখার ধরন একেবারে ডয়েলোচিত নয়।

এ সমস্ত থেকে হোমসিয়ানরা গল্পটিকে নেহাত এক প্যাস্টিশে বলে উল্লেখ করেন।

২. হোমস সংগ্রাহক ডোনাল্ড পোলাক হলেন শার্লক সংগ্রাহকদের মধ্যে একেবারে আলাদা। তিনি 'The Hound of the Baskervilles' সংগ্রাহক। বইটির যতরকম সংস্করণ হয়েছে, প্রায় সবকটিই তাঁর দখলে। প্রথম সংস্করণের ছয়টি কপি, ডয়েলের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির একটি পাতা, নাটক সংস্করণ, ফিলম স্ক্রিপ্ট, কমিকস— কী নেই তাঁর সংগ্রহে!

৩. হোমসের ঘোরাঘুরি হোমস ছিলেন মূলত শহরের গোয়েন্দা। তাঁর ষাটটি অভিযানের ৩১টিই ঘটেছে খোদ লন্ডন শহরে। কিন্তু লন্ডন ছাড়াও ইংল্যান্ডের আশেপাশের বেশ কিছু জায়গায় তদন্ত করতে গেছেন হোমস আর একবার গেছেন সুইজারল্যান্ডে। লন্ডন বাদে হোমস অভিযানের দ্বিতীয় প্রধান অকুস্থল হল সারে; সেখানে চারটি মামলার কাজে হোমসকে যেতে হয়েছে। সাসেক্স (পূর্ব) ও হ্যাম্পশায়ারে হোমস গেছেন তিনবার করে। ডেভনে দু-বার গেলেও একবারের কথা সব পাঠকের মনে আছে। ডার্টমুর, ডেভনেই ছিল বাস্কারভিল পরিবারের সেই কুখ্যাত জমিদারি। পশ্চিম সাসেক্স, নরফোক, বার্কশায়ারেও দুইবার করে ঘুরে এসেছেন হোমস। একবার মাত্র গেছেন হেয়ারফোর্ডশায়ার, পশ্চিম মিডল্যান্ড, কেন্ট, কেম্ব্রিজশায়ার, কর্নওয়েল, এসেক্স, দক্ষিণ ইয়র্কশায়ার আর বেডফোর্ডশায়ারে।

দুটি কাহিনি, 'Three Students' এবং 'Creeping Man'-এর অকুস্থল ক্যামফোর্ড। খুব সম্ভব কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড মিলিয়ে অক্সব্রিজ শব্দটি প্রচলিত, তারই এক নতুন নাম দিয়েছেন ডয়েল।

৪. শার্লকের বর্ণবিদ্বেষ ঔপনিবেশিকতা, বর্ণবিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদী ভাবভঙ্গি নিয়ে টিনটিনকে যেমন সমালোচিত হতে হয়েছে, তেমন হতে হয়েছে ডয়েলকেও। ঔপনিবেশিক চশমায় চোখ ঢেকে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যারা স্টিরিয়োটাইপ। 'The Sign of the Four' অভিযানটিকেই ধরা যাক না কেন। উপন্যাসে তিনজন শিখের নাম মহম্মদ সিং, আবদুল্লা খান এবং দোস্ত আকবর। ভারতীয় বিষয়ে বিন্দুমাত্র পড়াশুনা থাকলে এমন অদ্ভুত নাম তিনি দিতেন না। একটি নামও কোনো শিখের হওয়া সম্ভব নয়। তবু exotic of the East সম্পর্কে অত পড়াশুনোরই-বা কী দরকার!

TimeBomb_porichoy

আবার জোনাথন স্মলের আন্দামানি শাগরেদ টোঙ্গার যে বিবরণ হোমসের মুখে শুনতে পাই, তাতেও দেখার চোখ নিয়ে প্রশ্ন জাগে— 'ওদের আকৃতি স্বাভাবিকভাবেই কুৎসিত, বেঢপ মাথা, কুতকুতে হিংস্র চোখ এবং বিকৃত দেহ। হাত এবং পা অস্বাভাবিক ছোটো... এরা নরখাদক শিকার জুটলেই মেতে ওঠে বীভৎস ভোজে।' হেমেন রায় যখন ভারতভূষণকে নায়ক করে 'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর' লিখলেন তখন কিন্তু তিনিও এই বর্ণনার বাইরে বেরোতে পারলেন না। এডওয়ার্ড সাইড একেই বলেছেন 'ওরিয়েন্টালিস্ট অ্যাটিটিউড'। 'The Speckled Band'-এও দেখি ডা গ্রিমসবি রয়লেট তাঁর মেয়েদের খুন করতে চান। যার কারণ, হোমসের মতে, 'দীর্ঘদিন পুবে কাটানো।' পাঠকদের মনে থাকবে ডা রয়লেট এককালে কলকাতার চিকিৎসক ছিলেন। কর্নেল সেবাস্টিয়ানের মোরানের হিংস্রতা বর্ণনা করতে গিয়েও বহুবার হোমস প্রাচ্যের অনুষঙ্গ এনেছেন। উইসটেরিয়া লজের সেই মুলাটোকে যেমন বর্ণনা করা হয় বৃহদাকার, কুৎসিত জংলি হিসেবে। উপনিবেশকে এভাবেই দেখা হয়েছে হোমস কাহিনিতে।

৫. **ব্রিংহ্যাম ইয়ং**—একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র, যিনি হোমসের অভিযানে আছেন। *The Book of Mormont*-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে এঁকে দেখতে পাই। ইয়ং-এর জন্ম ১৮০১ সালে আমেরিকার ভারমন্টে। ১৮২৩ সালে তিনি মেথডিস্ট হন। *The Book of Mormont* পাঠ করে তিনি চার্চ অফ দ্য জেসাস ক্রাইস্ট অফ লেটার ডে সেইন্টে যোগদান করেন। অনেকে এঁকে 'আমেরিকান মোজেস' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনিও তাঁর অনুগারীদের কাঙ্ক্ষিত স্থান উটাহ-তে নিয়ে যাওয়ার শপথ করেন। উটাহ-তে পৌঁছে সল্ট লেক সিটিতে মরমন্টরা তাঁদের সদর দপ্তর স্থাপন করেন। হোমস পাঠকদের মনে থাকবে, এখানেই 'A Study in Scarlet'-এর দ্বিতীয় ভাগের অকুস্থল। তবে ডয়েল মরমন্টদের ভালো চোখে দেখতেন না আর তাই ইয়ং-এর কার্যকলাপকে বাঁকা চোখেই দেখা হয়েছে। ডয়েলের মৃত্যুর অনেক পরে ইয়ং-এর নাতি লেভি এডগার ইয়ং অবশ্য দাবি করেন, ডয়েল নাকি পরে এ বিষয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

৬. সিপাহী বিদ্রোহ—১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের উল্লেখ ডয়েলের লেখায় দু-বার পাই। একবার 'The Sign of the Four'-এ, অন্যবার 'The Crooked Man'-এ। দু-বারই কিন্তু মূল ঘটনা বিদ্রোহ এবং তাতে ব্রিটিশ সৈন্যদের লুটের মালে নিবদ্ধ। ডয়েল স্কুলে পড়াকালীন মহাবিদ্রোহ ঘটে। বেশ কয়েক মাস আগ্রার শাসন দেশি সৈন্যদের হাতে চলে যায়। সে-ঘটনা নিয়ে মেজর জেনারেল আলফ্রেড উইলকিস ড্রাইসন একটি বই লেখেন। আগ্রা পুনর্দখলে তাঁরও ভূমিকা কম ছিল না। ডয়েল খুব সম্ভব এই বইটিই পড়েছিলেন। তাঁর কলমে সিপাহী বিদ্রোহের বর্ণনায় তাই ঔপনিবেশিক ছায়া স্পষ্ট। আগ্রার মণিমুক্তো সম্পর্কেও যে অবাক করা ভাব, তাও তখনকার ব্রিটিশদের স্বভাবগত ছিল।

৭. বোহেমিয়া—চালচুলোহীন, অদ্ভুত জীবনে অভ্যস্ত মানুষদের বোহেমিয়ান আজও বলা হয়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশদের ধারণা ছিল জিপসিদের আসল নিবাস বুঝি বোহেমিয়া নামে কোনো কাল্পনিক দেশ। কিন্তু আদতে বোহেমিয়া নামে এক রাজ্য ছিল। তার এক রাজাও ছিলেন, না হলে হোমসের সঙ্গে 'A Scandal in Bohemia'-তে দেখা করতে এলেন কে? এই রাজ্যটি ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে চেক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে মিশে যায়।

৮. বয়েলস্টোন ব্যাঙ্ক ডাকাতি—'The Red Headed League' গল্প প্রসঙ্গে কোনোদিন উল্লেখ না করলেও গোটা গল্পটির ভিত্তি ছিল সত্যিকারের এক ব্যাঙ্ক ডাকাতি। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে চার্লি বুলার্ড এবং অ্যাডাম ওয়ার্থ নামে দুই দুঃসাহসী ডাকাত বোস্টনের বয়েলস্টোন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পাশে এক দোকান থেকে সুড়ঙ্গ কেটে ব্যাঙ্কের ভল্টে ঢোকে ও সব টাকা নিয়ে নিউ ইয়র্কে চম্পট দেয়। 'বোস্টন ট্রিবিউন' পত্রিকা এই ডাকাতিকে 'শহরে আজ অবধি হওয়া সবচেয়ে দুঃসাহসী ও সার্থক ডাকাতি আখ্যা দেয়।'

ডাকাতির ছয় সপ্তাহ আগে বুলার্ড ও ওয়ার্থ, ব্যাঙ্কের পাশেই সেলুনে চাকরি নেয় ও মালিকের অজান্তে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে থাকে, ঠিক হোমস কাহিনির জন ক্লে-র মতো। গল্পের মতো তারাও সপ্তাহান্তে ডাকাতি করে, যাতে সোমবার ব্যাঙ্ক খোলার আগে দুই দিন তারা পালানোর সময় পায়। শেষ অবধি পিংকারটন গোয়েন্দারা তাদের পাকড়াও করে। সেই পিংকারটন, 'The Valley of Fear'-এর শেষার্ধ জুড়ে যারা রয়েছে।

৯. কু ক্লুক্স ক্ল্যান—'The Five Orange Pips'-এর পাঠকরা এই সমিতিকে ভুলতে পারবেন না। ১৮৬০-এর শেষ দিকে আমেরিকার দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এই সমিতির উদয় হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও বর্ণবৈষম্যের ফসল ছিল এই গুপ্তসমিতি। দেখে নিই স্বয়ং হোমস এ সমিতি সম্পর্কে কী বলছেন, 'কু ক্লুক্স ক্ল্যান। বন্দুকের ঘোড়া টানলে যেমন শব্দ হয়, তার সঙ্গে মিল করেই নামটি উচ্চারণ করা হয়েছে। গৃহযুদ্ধের পরে দক্ষিণী রাজ্যগুলোর কয়েকজন (ঠিক সংখ্যাটি হল ছয়) প্রাক্তন সৈনিক মিলে এই ভয়ংকর গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে। দেখতে দেখতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে— বিশেষ করে টেনেসি, লুসিয়ানা, ক্যারোলিনা, জর্জিয়া আর ফ্লোরিডায় এর শাখা গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, প্রধানত নিগ্রো ভোটারদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের খুন করতে বা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে এ সমিতির সর্বশক্তি নিয়োজিত হত।'
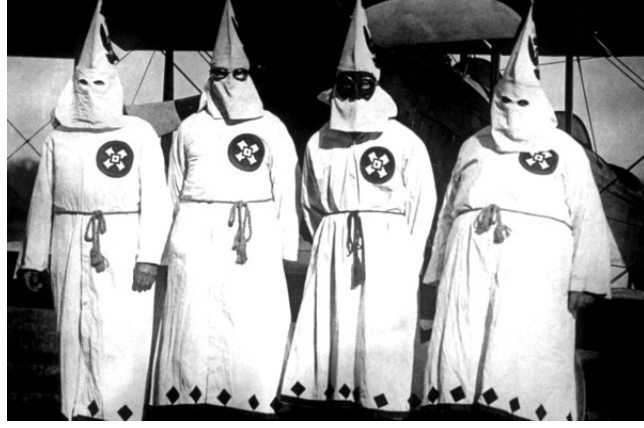
মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা ঘোড়সওয়ার সেনারা আতঙ্কেরই নামান্তর ছিল। সমিতির প্রধানকে বলা হল Grand Wizard. জেনারেল নাথান ফরেস্ট ছিলেন KKK-র প্রথম প্রধান। অনেকের মনে থাকতে পারে 'ফরেস্ট গাম্প' চলচ্চিত্রে ফরেস্টের নামও এই নাথান ফরেস্টের নাম অনুসারেই রাখা। হাজার হাজার কালো মানুষকে পাথর ছুড়ে মারা হয় বা জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়। ১৮৭০ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে এরা গুপ্তসমিতিতে পরিণত হয় ও বিংশ শতকের শেষে আবার মাথাচাড়া দেয়। তবে এরা হত্যার আগে ওক গাছের ছাল বা কমলা লেবুর বিচি পাঠাত কি না সে-বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

১০. লন্ডনের আফিম আড্ডা—'The Man with the twisted Lip'-গল্পে ওয়াটসনের কলমে লন্ডনের আফিমের আড্ডার যে জীবন্ত চিত্র পাই, ঠিক তেমনই এক আড্ডা কিন্তু সত্যি সত্যি ছিল। এটি এতটাই বিখ্যাত ছিল যে ডয়েল এর হদিশ জানতেন না, তা হতেই পারে না। তবে এর মালিক কোনো ভারতীয় ছিল না, ছিল এক চিনা— নাম আ সিং। খদ্দেররা মূলত চিনা জাহাজি, দোকানদার হলেও উচ্চ বংশের ভদ্রলোক এমনকী বড়ো বড়ো সাহিত্যিকও যেতেন সেই ডেরায়। সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ ছিলেন চার্লস ডিকেন্স। তাঁর শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস 'The Mystery of Edwin Drood'-এ তিনি এই আফিমের আড্ডাকে অমর করে দিয়েছেন।

তবে এমন আড্ডা খুব বেশি ছিল না। ১৮৬৮ সালের ফার্মাসি অ্যাক্ট অনুযায়ী আফিম মূলত বিক্রি হত ওষুধের দোকানে, যারা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতো বেদনা কমাতে বা পেটের রোগ সারাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আফিম দিত। ওষুধ হিসেবে আফিমের ব্যবহার এতটাই বেশি ছিল যে আফিমকে অনেকে উনিশ শতকের অ্যাসপিরিন বলে থাকেন।

১১. ডা রয়লেটের সাপ—'The Speckled Band'-এ ডা গ্রিমসবি রয়লেটের সাপটি ঠিক কী জাতের ছিল? হোমস নিজে এই সাপকে বলেছেন সোয়াম্প অ্যাডার— ভারতের বিষাক্ততম সাপ। কিন্তু এ নামে কোনো সাপ পৃথিবীতে নেই। নামটি ডয়েলের মস্তিষ্কপ্রসূত। অনেকে বলেন এ সাপ কাল কেউটে (*Naja naja*) কারণ সারা গায়ে চিত্রবিচিত্র হরতনের মতো দাগ আর সুবিশাল ফণা, একমাত্র এই সাপেরই আছে। এর বিষও অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে— যদিও তাতে ১৫ মিনিট অন্তত সময় লাগে। ডা রয়লেট তৎক্ষণাৎ মারা গেছেন। তবে গল্পে মারাত্মক এক ভুল করেছেন ডয়েল, সাপ স্তন্যপায়ী নয়। সে দুধ খায় না। তবু নাগপঞ্চমীতে সাপকে দুধ খাওয়ানোর মতো রয়লেটকেও দেখা যায় তাঁর পোষা সাপটিকে দুধ খাওয়াতে।

১২. ডয়েলের অদ্ভুত খেয়াল—মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন 'Resident Patient' এবং 'Cardboard Box'-এর শুরুতে হোমসের ওয়াটসনের মনের কথা ধরে ফেলার অংশটা অবিকল এক। এর পিছনে অদ্ভুত এক কারণ আছে।

১৮৯৪ সালে যখন *The Memoirs of Sherlock Holmes* প্রকাশ পেল, তখন তাতে ডিসেম্বর, ১৮৯২ থেকে নভেম্বর, ১৮৯৩ পর্যন্ত 'স্ট্র্যান্ড'-এ প্রকাশিত প্রতিটি গল্প প্রকাশ পায়। স্বভাবতই 'The Cardboard Box'-ও ছিল তাতে। কিন্তু ডয়েলের আপত্তিতে শেষ মুহূর্তে গল্পটি সংকলন থেকে বাদ যায়। মার্কিন সংস্করণের ক্ষেত্রে প্রথম মুদ্রণে গল্পটি থাকলেও দ্বিতীয় মুদ্রণে তা বাদ পড়ে এবং প্রথম মুদ্রণের বাকি বইগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়। কেন এমন করা হল, তা নিয়ে ডয়েল নিজস্ব সাফাই দিয়েছেন, 'গল্পটা দুর্বল, শিশুদের উপযুক্ত নয় এমনকী একটু বেশিই উত্তেজক।' কিন্তু গল্পের শুরুটা মনে ধরেছিল ডয়েলের। তাই সেটিকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে বসিয়ে দিলেন 'Resident Patient'-এর শুরুতে। অবশেষে ১৯১৭-তে *His Last Bow* গ্রন্থে কাডবোর্ডের বাক্সের গল্পটি স্থান পায়।

১৩. রাইখেনবাখ জলপ্রপাত—সুইস বার্নিস ওবেরল্যান্ড অঞ্চলে অবস্থিত এই প্রপাতটি ডয়েলের অনেক আগেই বিখ্যাত ছিল। ধাপে ধাপে ২৫০ মিটার (৮২০ ফুট) নেমে আসা জলপ্রপাতটি ইউরোপের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। বিখ্যাত আঁকিয়ে টার্নার এই জলপ্রপাতের সুন্দর একটি ছবি এঁকেছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে জলপ্রপাতটি একমাত্র হোমস-মরিয়ার্টির জন্যই বিখ্যাত। এখানেই ঘটেছিল মরিয়ার্টির মহাপতন। প্রতি বছর হাজারে হাজারে দর্শনার্থী হোমসের পথ বেয়ে সেখানেই যায়, যেখানে 'The Final Problem'-এর ক্লাইম্যাক্স ঘটেছিল। মেইরিনজেন শহর থেকে এক টয়ট্রেন যাত্রীদের আনা নেওয়া করে। প্রায়ই প্রপাতের ধারে হোমস ফ্যানেরা হোমস-মরিয়ার্টির মতো সেজে লড়াইয়ের ভান করে; মরিয়ার্টির পুতুল ফেলা হয় জলপ্রপাতে। যে জায়গায় দু-জন বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেটা সময়ের সঙ্গে ভেঙে গেছে, ফলে শার্লক যে জলপ্রপাত দেখেছিলেন, বর্তমান প্রপাত পথ তার ১০০ মিটার আগেই থেমে যায়।

T.me/Boimela_Porichoy

১৪. রাজকীয় বাক্কারা দুর্ঘটনা—হোমস কাহিনির বীজ লুকিয়ে ছিল সত্য ঘটনার মধ্যে। 'Empty House'-এর শুরুতে রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের খুনের সঙ্গে ১৮৯০-এর রাজকীয় বাক্কারা দুর্ঘটনার আশ্চর্য মিল। ইয়র্কশায়ারে টার্নবি ক্রফটের বাড়িতে রাজ পরিবার ও অভিজাতদের নিয়ে একটি বাক্কারা খেলার আয়োজন হয়। বাক্কারা একরকম তাসের জুয়া এবং তখন ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ। ভবিষ্যতের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডও ছিলেন সেই খেলায়। খেলতে খেলতে আর্থার গর্ডন কামিং-কে জুয়াচুরির দায়ে দোষী করেন। কামিং রেগে তাস খেলা ছেড়ে চলে যান। কিন্তু টার্নবি ক্রফট ঘটনাটা ছড়াতে থাকেন। কামিং সোজা ক্রফটের নামে মানহানির মামলা করেন। ক্রফট উলটে জানান কামিং তাঁকে খুনের চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়ায়। স্বয়ং এডওয়ার্ডকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসতে হয়। বহু বছরের মধ্যে রাজপরিবারের কারো আদালতে আসা সেই প্রথম।

'Empty House' লেখার সময় এ ঘটনা যে ডয়েলের মাথায় ছিল, তার প্রমাণ, অ্যাডেয়ারের এক তাসারু সঙ্গীর নাম লর্ড বালমোরাল। এই বালমোরাল-এর সঙ্গে রানির জমিদারি আর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কও এখানে স্পষ্ট।
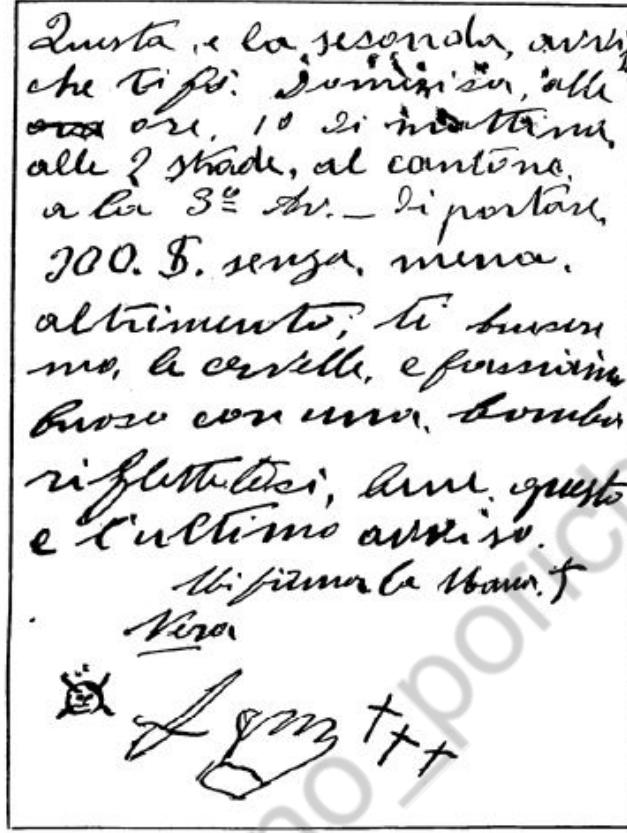
১৫. ইউরোপের রাজনীতি—তখনকার ইউরোপীয় রাজনীতির পরোক্ষ প্রভাব হোমস কাহিনিতেও পড়েছে। অনেক হোমসিয়ান মনে করেন 'Second Stain'-এর মাথাগরম বিদেশি রাজপুরুষ রাজা দ্বিতীয় ভিলহেলম ছাড়া কেউ নন। কাইজার ভিলহেলম ১৮৮৮ থেকে জার্মানিতে রাজত্ব করতেন। ১৮৯৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট পল ক্রুগারকে তিনি একটি চিঠি লেখেন, যাতে ব্রিটিশ সেনাদের হারানো নিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। চিঠির ঘটনা প্রকাশ পেলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমশ বেড়ে ১৮৯৯-এর বুয়র যুদ্ধের রূপ নেয়। ১৯০৪ সালে যখন ডয়েল গল্পটি লিখছেন, তখন রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স একত্রে মিত্রশক্তি গঠন করছে। উলটোদিকে জার্মানি, ইতালি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি একত্রে দলবদ্ধ হয়। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়, যে দশ বছর বাদে বিশ্ব প্রথমবার এক মারণযুদ্ধের সম্মুখীন হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন গল্পের হারিয়ে যাওয়া চিঠি আসলে সেই ক্রুগারের চিঠিটিই।

১৬. ক্যাটালেপ্সি—'The Resident Patient' অভিযানে হোমস জানাচ্ছেন 'এ রোগের লক্ষণগুলি নকল করা খুব সহজ।' ঊনবিংশ শতকে এ রোগ খুব বেশি না হলেও বিদ্যমান ছিল। রোগীদের পেশির মাঝে স্প্যাজম জমে পেশি শক্ত হয়ে যায়, সংবেদনশীলতা হারায় এবং প্রায়ই এর সঙ্গে স্কিজোফ্রেনিয়ার মতো মানসিক সমস্যাও দেখা দেয়। স্নায়ুরোগ বিষয়ে গবেষণার সেটা উষাকাল হলেও এই রোগটির কথা অন্য লেখকদের লেখাতেও দেখতে পাওয়া যায়। পো-র 'The Fall of the House of Usher' এবং ডিকেন্সের 'Bleak House'-এ এ রোগের উল্লেখ আছে।

তবে হোমস গল্পে ডা পার্সি ট্রাভেলিয়ান তাঁর রোগীকে যে অ্যামাইল নাইট্রাইট দিতেন, তা আদৌ এ রোগের ওষুধ নয়। অ্যামাইল নাইট্রাইট হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ বৃদ্ধি করে এবং বর্তমানে Poppers নামে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১৭. কালো হাত—'The Red Circle' অভিযানে প্রথম হোমস সরাসরি কোনো অপরাধী সংগঠনের মোকাবিলা করেন। ১৯১১ সালে লেখা এই কাহিনির অনুপ্রেরণা ছিল বিংশ শতকের শুরুতে আমেরিকা (বিশেষত নিউ ইয়র্ক) এবং লন্ডনে বিভিন্ন অপরাধচক্রের কার্যকলাপ বৃদ্ধি। ১৮৮০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ ইতালীয় উদবাস্তু হিসেবে আমেরিকায় আসে। তারা দল বেঁধে বস্তিতে বাস করত এবং বিশ্বাস করত এই নতুন দেশে বেঁচে থাকতে হলে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে হবে।

T.me/Boipoka_porichoy

এভাবেই ধীরে ধীরে ইতালিয়ান-আমেরিকান মাফিয়া গোষ্ঠীগুলোর জন্ম। *The Godfather* বই এবং ছবিতে সে-ইতিহাস সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

TheBornoporichoy

এই অপরাধগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রধান ছিল La Mano Nera বা কালো হাত। ১৯০৮ সালে ইতালীয় ব্যাঙ্ক পাসকোয়েল পাতি অ্যান্ড সন্স, এদের প্রভুত্ব মানতে অস্বীকার করায় গোটা ব্যাঙ্কটাই এরা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। 'Red Circle' কাহিনিতে ইতালীয় লুকার মালিককে লাল বৃত্ত সংঘের দেওয়া হুমকি এই কালো হাত সংগঠনের কথাই মনে পড়ায়।

১৮. বেলাডোনা—'Dying Detective' কাহিনিতে হোমস নিজের চোখের তারা বড়ো করে জ্বর জ্বর ভাব দেখাতে বেলাডোনা ব্যবহার করে। সঙ্গে ছিল ঠোঁটে লাগানো মোম আর কপালে পেট্রোলিয়াম জেলি। এই ছোট্ট ছদ্মবেশে হোমস মিসেস হাডসন, ওয়াটসন এমনকী কালভার্টন স্মিথকে বোকা বানিয়ে দেয়। এই বেলাডোনার উৎস Atropa belladonna গাছ। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডেডলি নাইট শেড'। রেনেসাঁস যুগে ভেনিসের মহিলারা চোখের তারা বড়ো করতে এই গাছ থেকে পাওয়া অ্যাট্রোপিন ব্যবহার করতেন। বেলাডোনা শব্দের অর্থও 'সুন্দরী মহিলা'।

পরবর্তীকালে চক্ষু চিকিৎসকরা চোখের চিকিৎসায় এর ব্যবহার শুরু করেন, যা আজও চলছে। এককালে চোখের ডাক্তার ডয়েল নিশ্চিতভাবে বেলাডোনার গুণাগুণ জানতেন। ১৮৯৩ সালে নিউ ইয়র্কে এক ভয়াবহ খুনে বেলাডোনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবার্ট বুকানন নামে এক চিকিৎসক তাঁর স্ত্রীকে মরফিন দিয়ে খুন করেন এবং মরফিনে চোখের পাতা সংকুচিত হওয়া আটকাতে মৃতের চোখে বেলাডোনা দিয়ে দেন। আদালতে এ ঘটনা প্রমাণ করতে বিরোধী পক্ষের উকিল সবার সামনে একটি বিড়ালকে

মরফিন দিয়ে মেরে চোখে বেলাডোনা দিয়ে চোখের তারা প্রসারিত করেন। বিচারে বুকাননের মৃত্যুদণ্ড হয়।

১৯. ক্লোরোফর্ম—'Lady Frances Carfax'-এর কাহিনিতে প্রথম ক্লোরোফর্মের ব্যবহার দেখা যায়। ভিক্টোরীয় যুগ থেকেই রোগীকে অজ্ঞান করতে ক্লোরোফর্মের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বিংশ শতকের মাঝ থেকে এর ব্যবহার কমতে থাকে, কারণ এর ব্যবহারে হৃৎপিণ্ডে সমস্যা দেখা যাচ্ছিল। যদিও সিনেমা-গল্প-উপন্যাসে মুখে ক্লোরোফর্ম চাপা দিয়ে অপহরণ প্রায়ই দেখা যায়, আদতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে অজ্ঞান করা প্রায় অসম্ভব। ইচ্ছুক ব্যক্তিরই অজ্ঞান হতে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় লাগে এবং অজ্ঞান হওয়ার পরও নির্দিষ্ট সময় অন্তর ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করতে হয়। অবশ্য ১৮৭৯ সালে ডা টমাস নিল ক্রিম ক্লোরোফর্মের ওভারডোজ দিয়ে তাঁর প্রেমিকাকে হত্যা করেন।

২০. সিংহ শিকারি লিওন—'Devil's Foot' কাহিনিতে সিংহ শিকারি ডা লিওন স্টার্নডেলকে ডয়েল গড়ে তুলেছিলেন এক বাস্তব চরিত্রের আদলে। ইংরেজ প্রকৃতিবিদ ও অভিযাত্রী চার্লস ওয়াটারটন (১৭৮২-১৮৬৫) খালি পায়ে গোটা আমাজন অরণ্যে ঘুরেছিলেন। তাঁর লেখা *Wanderings in South America* (১৮২৫) উদবুদ্ধ করেছিল চার্লস ডারউইন, আলফ্রেড ওয়ালেসকে। ছোটোবেলা থেকে তিনি ডয়েলের 'হিরো' ছিলেন। সুযোগ বুঝে তাঁকে নিজের কাহিনিতে হাজির করেছেন কোনান ডয়েল।

২১. সায়েন্স ফিকশন—উনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের শুরু ছিল কল্পবিজ্ঞানের উষাকাল। টাইম ট্রাভেল, হারিয়ে যাওয়া দুনিয়া, অদ্ভুত সব পরীক্ষা নিয়ে জুলে ভার্ন, এইচ জি ওয়েলস, মেরি শেলি, এডগার রাইজ বারোজরা পাঠকদের

মাতাচ্ছেন। ডয়েল নিজেও তৈরি করেছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মতো চরিত্র। হোমসেও কল্পবিজ্ঞান ছায়া ফেলে। 'The Creeping Man' কাহিনিতে প্রফেসর প্রেসবেরি বানর হয়ে যান। ১৯২৩-এ লেখা এ গল্পের উৎস ছিল ১৯২০ নাগাদ বানরের গ্রন্থি মানুষের মধ্যে প্রতিস্থাপনের এক সত্যিকার প্রচেষ্টা, যা ভবিষ্যতে মিউটেশন, জিন থেরাপি বা ইউজেনিক্স-এর আদিরূপ। সত্যজিৎ রায়ের 'মৃগাঙ্কবাবুর ঘটনা' বা লীলা মজুমদারের 'বদ্যিনাথের বড়ি'-তেও মানুষের বানররূপ ফিরে পেতে দেখি।

২২. হান্স স্লোনের সংগ্রহ—'Three Garridebs' কাহিনিতে নাথান গারিডেব নিজেকে 'এ যুগের হান্স স্লোন' বলেন। এই হান্স স্লোন ছিলেন অষ্টাদশ শতকের এক নামি চিকিৎসক। জামাইকা থেকে ঘুরে এসে তিনি ৮০০ টি নতুন প্রজাতির গাছ ও প্রাণীর সংগ্রহশালা খোলেন। ধীরে ধীরে তাঁর সংগ্রহের বিষয়বৈচিত্র্য বাড়তে থাকে। মৃত্যুকালে তাঁর সংগ্রহের ৭১,০০০ টি দুষ্প্রাপ্য বস্তু তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে দান করেন, যা ১৭৫৯ থেকে আজও সাধারণ দর্শকদের অভিভূত করে।

২৩. সিংহ কেশর—'Lion's Mane' কাহিনিতে বর্ণিত সেই বিশাল জেলি ফিশ-এর অস্তিত্ব সত্যিই আছে। এদের সবচেয়ে বড়ো প্রজাতিটি প্রায় ১০ ফুট চওড়া আর এর শুঙ্গ সহ গোটা প্রাণীটি ১০০ ফুটের চেয়েও বড়ো। উত্তর আটলান্টিকের ঠান্ডা জলে এদের বাস। কিছু ছোটো প্রজাতি ইংল্যান্ডের দক্ষিণ কূলে দেখতে পাওয়া যায়। এদের শুঙ্গের মধ্যে প্রচুর কোষ থাকে যারা কাঁটার মতো বিদ্ধ করতে সক্ষম। এদের মধ্যে বিষও ভরা থাকে। ত্বকে এরা লাল লাল ঘায়ের মতো বা চাবুকের দাগের মতো ক্ষত সৃষ্টি করে। বিশেষ ক্ষেত্রে এরা মৃত্যুও ঘটায়।

২৪. করোনার—আকস্মিক মৃত্যুতে করোনারের ভূমিকা প্রথম চালু করেন নরমানরা ১১৯৪ সালে। কারণ অবশ্য সুবিচার ছিল না। কারণ ছিল প্রকৃত কর আদায় করা। নর্মানরা Murdrum নামে একটি মৃত্যুকর নিত (যা থেকে মার্ডার শব্দটি এসেছে)। কোনো নর্মানকে অ্যাংলো স্যাক্সন হত্যা করলে গোটা গ্রামকে এই কর দিতে হত। তাই কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যু বা খুন হয়েছে কি না দেখার দায়িত্ব ছিল করোনারের। ১৮৩৬ সালে ব্রিটেনে জন্ম-মৃত্যুকে পঞ্জিকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৮৮৭ তে করোনার আইনে যেকোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব করোনার পান। 'Shoscombe Old Place' কাহিনিতেও তাই লেডি বিয়াত্রিচের মৃত্যু অনুসন্ধানে করোনারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখতে পাই।

২৫. হোমসের ছদ্মবেশ—ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের অভিনয়কালেই হোমস ছদ্মবেশে পটু হয়ে উঠেছিলেন। ওয়াটসনও স্বীকার করেছেন অভিনয় করলে হোমস বড়ো অভিনেতা হতে পারতেন। হোমস নিজেও বলতেন বড়ো গোয়েন্দার গুণই হল ছদ্মবেশের মধ্যে থেকে আসল মানুষকে চিনে নেওয়া— যদিও 'A Study in Scarlet'-এ মিসেস সয়ারের ছদ্মবেশে জেফারসন হোপকে তিনি চিনতে পারেননি। ওয়াটসনের বিবরণে হোমসের ১৫টি ছদ্মবেশের কথা পাই।

১। নাবিক ('The Sign of the Four'), ২। হাঁপানি রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ নৌচালক (ঐ), ৩। মদ্যপ বিবাহেচ্ছু পাত্র ('A Scandal in Bohemia'), ৪। এক সহজ সরল পাদরি (ঐ), ৫। আফিমখোর ('The Man with the Twisted Lip'), ৬। বেলেল্লা ভবঘুরে ('The Adventure of the Beryl Coronet'), ৭। ইতালীয় পুরোহিত ('The Adventure of the Final Problem'), ৮। বৃদ্ধ বই সংগ্রাহক ('The Adventure of the Empty House'), ৯। ক্যাপ্টেন বেসিল নামের নাবিক ('The Adventure of Black Peter'), ১০। এসকট নামের এক কলমিস্ত্রি ('The Adventure of Charles Augustus Milverton'), ১১। দাড়ি না কামানো ফরাসি শ্রমিক ('The Disappearence of Lady Frances Carfax'), ১২। চাকুরিপ্রার্থী শ্রমিক ('The Adventure of the Mazarin Stone'), ১৩। বুড়ো খেলোয়াড় (ঐ), ১৪। বৃদ্ধা মহিলা (ঐ), ১৫। আইরিশ-আমেরিকান গুপ্তচর, নাম আল্টামন্ট ('His Last Bow')।

২৬. হোমসের সংগীত প্রীতি—হোমস ধ্রুপদি সংগীত দারুণ পছন্দ করতেন। একেবারে শুরুর দিনই ওয়াটসনকে নিজের বেহালা বাজানোর কথা জানিয়েছেন। ওয়াটসন লিখছেন, 'বেহালা বাজানোর গুণ তাঁর অন্য সব গুণের মতোই খামখেয়ালি।' হোমস শক্ত রাগ-রাগিণী এমনকী মেন্ডেলসনের লিডার-ও বাজাতে পারে কিন্তু একা থাকলে তাঁর মনের চিন্তা তাঁর সুরের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কখনো গম্ভীর বিষণ্ণ সুর; আবার কখনো-বা আনন্দের সুর। টোটেনহ্যাম কোর্ট রোডে এক ইহুদি ব্যবসায়ীর দোকান থেকে জলের দমে মাত্র পঞ্চান্ন শিলিং-এ একটি আসল স্ট্রাডিভারিয়াস বেহালা জোগাড় করেন। হোমস কনসার্টে যেতে ভালোবাসতেন। ইতালীয় বা ফ্রেঞ্চ অপেক্ষা জার্মান সংগীত তাঁর অধিকতর পছন্দের ছিল। হোমস সংগীত বিষয়ে একটি ছোটো পুস্তিকাও লেখেন ('Polyphonic Motets of Lassus') যা এ বিষয়ে শেষ কথা। দিনের অদ্ভুত সময়ে, এমনকী সোফায় শুয়েও তাঁকে বেহালা বাজাতে দেখি। যেসব সংগীতজ্ঞের নাম বা বাজিয়েদের নাম হোমস কাহিনিতে পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন—

১। নর্মান নেরুদা, ২। চার্লস হেল, ৩। শোঁপ্যা, ৪। পাগনিনি, ৫। সারাসাতে, ৬। চার্লি পিস, ৭। লাসাস, ৮। ডি রেজকেস, ৯। মেয়াররিয়ার (ল্য হিউগেনটস), ১০। ওয়াগনার।

T.me/...

এর মধ্যে দু-জন সংগীতজ্ঞ বিশেষ আলোচনার দাবি রাখেন। প্রথম জন শোঁপ্যা। 'A Study in Scarlet'-এ হোমসকে বলতে শুনি 'এবার লাঞ্চে যেতে হবে আর সেখান থেকে নর্মান নেরুদার উদ্দেশে। তাঁর প্রতিটি কাজ অনবদ্য। কীরকম আশ্চর্যজনকভাবে তিনি 'শোঁপ্যার সুর বাজান— ট্রা-লা-লা-লিরা-লিরা-লে।' এখানে শার্লক বা ওয়াটসন যে কেউ একজন জটায়ুমার্কা ভুল করে বসে আছেন। প্রথমত নর্মান নেরুদা বেহালা বাজাতেন এবং শোঁপ্যা জীবনে কোনো বেহালার 'পিস' রচনা করেননি। তাঁর সবকটি পিস পিয়ানোর জন্য। এটা ঠিক যে প্রয়োজনে পিয়ানো পিস বেহালায় বাজানো যায়, কিন্তু নেরুদার মতো শিল্পী এমন করবেন তা ভাবা মুশকিল। তাও যদি ধরা যায়, হোমস যে সুরটি গুনগুন করছেন, তেমন একটিও সুর শোঁপ্যা লেখেননি। এ নিয়ে হোমসিয়ানরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। সাত-সাতটি গুরুত্বপূর্ণ 'পেপার' লেখা হয়েছে এ বিষয় নিয়ে। অবশেষে দুটি সিদ্ধান্তে আসা গেছে। এক, কনসার্টে তিনি চার্লস হেলের বাজানো শোঁপ্যার নকটারনাল E

এবং নর্মান নেরুদার বিখ্যাত হ্যান্ডেলের D মেজর সোনাটা দুটোই শুনেছিলেন। বলতে গিয়ে ভুলে হ্যান্ডেলের জায়গায় শোঁপ্যা বলে ফেলেছেন।

দ্বিতীয় যে সম্ভাবনা, সেটি দিয়েছেন ড জুলিয়ান উলফ। তাঁর মতে ভুলটা শার্লকের নয়, ওয়াটসনের। কাহিনি যেহেতু মূল ঘটনার বহুকাল বাদে লেখা, তাই শার্লককে উদ্ধৃত করতে গিয়ে তিনি ভুলে কবি টেনিসনের 'The Lady of Shalott' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন — 'From the bank and from the river/He flashed into crystal the mirror/"Tirra Lirra", by the river/Sang Sir Lancelot.'

পাওলো মার্টিন মেলিটন সারাসাতের জন্ম ১৮৪৪ সালে, স্পেনে। ১৮৬১ সালে তিনি লন্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেসে প্রথম শো করেন। প্রায় একই সময় সেন্ট জেমস হলেও তিনি শো করা শুরু করেন। 'The Red Headed League'-এর ঘটনায় শার্লক যখন সারাসাতের শো দেখতে যাচ্ছেন, তখন সত্যিই সারাসাতে নিয়মিত সেন্ট জেমস হলে শো করছেন। বেকার স্ট্রিট থেকে হ্যানসম ক্যাবে করে সেন্ট জেমস হল বড়োজোর দশ মিনিটের রাস্তা, তাই কাজের ফাঁকে কনসার্ট শুনতে যাওয়া হোমসের পক্ষে কোনো ব্যাপারই নয়।

২৭. শার্লক হোমসের পাইপ—হোমসকে পাইপ ছাড়া ভাবাই যায় না। হোমসিয়ানরা খুঁজেপেতে দেখেছেন, বিভিন্ন অভিযান মিলিয়ে হোমসকে মোট তিন ধরনের পাইপ থেকে তামাক সেবন করতে দেখা গেছে।

১। ব্রায়ার পাইপ ব্রায়ার গাছের কাঠ থেকে হাতে তৈরি এই পাইপ তামাক সেবনের জন্য আদর্শ। এর সবচেয়ে বড়ো গুণ, এতে কিছুতেই আগুন ধরে যায় না বা এটি জ্বলে যায় না। দ্বিতীয়ত তামাকে কোনো জলীয় বাষ্প থাকলে এটি তা শুষে নেয়। 'The Sign of the Four' এবং 'The Man with the Twisted Lip'-এ হোমসকে এই পাইপ ব্যবহার করতে দেখা যায়।

২। ক্লে পাইপ হোমসের কাহিনিতে সবচেয়ে বেশিবার এই পাইপের কথা এসেছে। কখনো তা কালো, কখনো তেলতেলে। অবশ্য পাইপপ্রেমীদের মতে হোমস মূলত এটিই সর্বদা ব্যবহার করতেন। অতি ব্যবহারে পোড়ামাটির এই পাইপের কালো ও তেলতেলে হওয়া স্বাভাবিক।

T.me/Borno_porichoy

৩। চেরি উড পাইপ একমাত্র 'Copper Beeches' কাহিনিতে হোমসকে এই পাইপ টানতে দেখি। হোমস তখন তাঁর চিরাচরিত ক্লে পাইপটি বদলাতে চাইছিলেন। তবে এই পাইপে হোমস যে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি, তা আর কখনো এ পাইপ ব্যবহার না করা থেকেই বোঝা যায়।

শুনলে অবাক মনে হতে পারে, হাজার হাজার ছবি, নাটক, সিনেমায় হোমসকে যে ঝোলা কালাবাস পাইপ ব্যবহার করতে দেখি, তা আদতে কোনোদিন তিনি ব্যবহার করেননি। মঞ্চে প্রথমবার শার্লক অভিনয়ের সময় উইলিয়াম গিলেট এই পাইপের ফ্যাশন প্রবর্তন করেন। সেই থেকে এই পাইপ শার্লকের সঙ্গী।

২৮. হোমস কাহিনির বন্দুক—জেমস বন্ডের ওয়ালথার পিপিকে বা ফেলুর কোল্টের মতো হোমস গল্পেও কিছু বন্দুক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একবার তা দেখে নেওয়া যাক—

১। হেয়ার ট্রিগার পিস্তল 'The Adventure of the Musgrave Ritual' কাহিনিতে শুরুতেই দেখি হোমস তাঁর হেয়ার ট্রিগার পিস্তল দিয়ে দেওয়ালে V.R. খোদাই করেছে,

একবাক্স বক্সার কার্ট্রিজ দিয়ে। এই পিস্তলগুলি ছিল এক ঘড়া এবং Captain Hugh B.C.-অনুযায়ী এতে কোনো মার্ক থাকত না। লম্বা নলের এই বন্দুক অনেকটা বর্তমান ওয়ান শটারের মতো ছিল। যখন তখন পাইপ ফেটে দুর্ঘটনা ঘটত বলে যেকোনো প্রতিযোগিতায় এ বন্দুক নিষিদ্ধ ছিল। তবে জাদুকররা মঞ্চে খেলা দেখাতে অনেক সময় এ পিস্তল ব্যবহার করতেন। হোমসের বন্দুকটি যদি মার্কযুক্ত হত, তবে খুব সম্ভব তিনি ওয়েবলি (মডেল ১৮৮০) ব্যবহার করতেন।

২। অ্যাডামস মার্ক-৩ (মডেল ১৮৭২) ওয়াটসন 'A Study in Scarlet'-এ এই বন্দুকটি ব্যবহার করতেন। এর নলও লম্বা এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে এর বড়ো আকারের জন্য ওয়াটসন পরে অপেক্ষাকৃত ছোটো মডেল ব্যবহার শুরু করেন।

৩। ওয়েবলি নং ২ (০.৩২০ বোর) 'The Adventure of the Speckled Band' কাহিনিতে ওয়াটসনকে অপেক্ষাকৃত ছোটোখাটো এই পিস্তলটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এর সংক্ষিপ্ত নাম 'Eley's No.2' হোমস নিজে এই পিস্তলটি পছন্দ করতেন। তিনি একে 'excellent argument' বলেও উল্লেখ করেছেন।

৪। ওবলি মেট্রোপলিটান পুলিশ মডেল 'The Adventure of the Greek Interpreter' কাহিনিতে হোমসকে এই রিভলভারটি চট করে পকেটে ঢুকিয়ে নিতে দেখি। এই বন্দুকের ব্যারেল মাত্র আড়াই ইঞ্চি। ফলে ড্রেসিং গাউন বা হিপপকেটে ঢোকাতে এ বন্দুকের জুড়ি মেলা ভার। তবে নল ছোটো হওয়ার দরুন একমাত্র তীক্ষ্ণ নিশানাবাজ কারো পক্ষেই ঠিক নিশানা লাগানো সম্ভব। হোমসের সে-ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল, নইলে 'The Sign of the Four'-এ তিনি মাত্র দুটি গুলি ভরতেন না। 'The Adventure of the Three Garridebs'-এ এই বন্দুককে হোমস 'my old favourite'-ও বলেছেন।

৫। ওয়েবলি মার্ক-৩ (০.৩৮) স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এ বন্দুক বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। বিভিন্ন গল্পে গ্রেগসন বা লেস্ট্রেডকে এই বন্দুক ব্যবহার করতে দেখা যায়।

২৯. হোমসের নস্যদান—'A Case of Identity'-তে হোমসের নস্য নেওয়ার বাতিকের কথা জানা যায়। তাঁর নস্যদানটি সোনার তৈরি ও মাঝে একটি দামি অ্যামেথিস্ট পাথর বসানো। খুব সম্ভব বোহেমিয়ার রাজা তাঁকে এই উপহারটি দিয়েছিলেন। হোমস মিউজিয়ামে নস্যদানটি সযত্নে রক্ষিত আছে।

TheBorno_porichoy

৩০. ফন্ট বিশেষজ্ঞ হোমস— ‘The Hound of the Baskervilles’-এ হোমসকে বিভিন্ন খবরের কাগজের ফন্ট-এর পার্থক্য করতে দেখি। হোমস বলেন, ‘আমার চোখে ”টাইমস”-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের শিসের বর্জাইস অক্ষর এবং যেকোনো আধ পেনি দামের সান্ধ্য পত্রিকার অস্পষ্ট বাজে ছাপার মধ্যে ঠিক ততখানি পার্থক্যই ধরা পড়ে যেমন আপনার কাছে ধরা পড়ে নিগ্রো ও এস্কিমোর খুলির পার্থক্য। যখন বয়স অল্প ছিল তখন ”লিডস মার্কারি”-র সঙ্গে ”ওয়েস্টার্ন মর্নিং নিউজ” কে গুলিয়ে ফেলতাম।’

‘টাইমস’ পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হত, ৯ পয়েন্ট বুর্জোয়িস-এ যাতে ২ পয়েন্ট লেড থাকত। ‘লিডস মার্কারি’ পত্রিকার এখনকার নাম ইয়র্কশায়ার পোস্ট। তাতে ব্যবহৃত হত মিনিয়ন, ৭ পয়েন্ট ($১\frac{১}{২}$ পয়েন্ট লেডেড)। ‘ওয়েস্টার্ন মর্নিং নিউজ’-এর ফন্ট ছিল ওল্ড স্টাইল, নন পেরিল (৬ পয়েন্ট, $১\frac{১}{২}$ পয়েন্ট লেডেড)

৩১. একটি সরল হিসাব—‘Silver Blaze’ কাহিনিতে হোমসকে প্রথমবার ট্রেনে চেপে লন্ডনের বাইরে ডার্টমুরে যেতে দেখি। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে চোখ রেখে হোমস বলল, ‘বেশ ভালোই চলেছি বর্তমানে আমাদের গতিবেগ ঘণ্টায় সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল। এ লাইনে থামগুলো আছে ষাট গজ অন্তর অন্তর আর তারপর হিসাব তো খুবই সরল।’ কিন্তু এ সরল হিসেবটি না শার্লক, না ডয়েল— কেউ ব্যাখ্যা করেননি। প্রফেসর জে ফিনলে ক্রাইস্ট গোটা সমস্যাটা নিয়ে ভেবেছেন আর প্রমাণ করেছেন সমাধান আর যাই হোক ‘সরল’ নয় একেবারেই। হিসেব করতে গেলে হোমসকে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা আর টেলিগ্রাফ পোস্ট দুটির দিকেই খেয়াল রাখতে হবে। যেকোনো মানুষের এই দুটি কাজ একসঙ্গে করতে গেলে প্রতি পোস্টে এক সেকেন্ডের ভুল হবেই। দুই পোস্টে এই ভুল ২ সেকেন্ড। দুই মিনিটের ব্যবধানে এই দুই সেকেন্ডের গলতি মানে ঘণ্টায় প্রায় আধা মাইলের হিসেবে গণ্ডগোল। অর্থাৎ হোমস যাকে $৫৩\frac{১}{২}$ মাইল প্রতি ঘণ্টা ভাবছেন, আসলে তা $৫৩\frac{১}{৪}$ মাইল প্রতি ঘণ্টা। কিন্তু যদি ধরে নিই হোমস সেসব হিসেব নিজের মাথাতেই করে নিয়েছেন, তবে কোন হিসেবে তিনি এই সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল পেলেন? জর্জ ডবলিউ ওয়েলচ তাঁর বিখ্যাত ‘The Silver Blaze Formula‘-তে দুটি উপায়ের কথা বাতলেছেন।

১। প্রথম উপায়— প্রতি ইয়ার্ডে দুই সেকেন্ড এবং প্রতি ২২ ইয়ার্ডে আরও অতিরিক্ত এক সেকেন্ড ধরা হল। এখন ধরি x= গাড়ির গতিবেগ (মাইল/ঘণ্টা), y= দুটি থামের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

এখন, ১মাইল/ঘণ্টা= ১৭৬০ইয়ার্ড/৩৬০০ সেকেন্ড= ১ ইয়ার্ড প্রতি $\frac{১৭৬০}{৩৬০০}$ সে. = $\frac{২\cdot১}{২২}$ সেকেন্ড।

অর্থাৎ y ইয়ার্ড= $y \times \frac{২\cdot১}{২২}$ সেকেন্ড।

আবার, $\frac{২\cdot১}{২২}$ সেকেন্ডে ১ ইয়ার্ড গেলে গাড়ির গতিবেগ ১মাইল/ঘণ্টা।

T.me/Boiprionoy

$\frac{২\cdot১}{২২}$ সেকেন্ড ৬০ ইয়ার্ড গেলে গাড়ির গতিবেগ $\frac{২\cdot১}{২২\times৬০}$ মাইল/ঘণ্টা

যেহেতু টেলিগ্রাফ পোলরা ৬০ ইয়ার্ড দূরত্বে, তাই ৬০×২=১২০ এবং ৬০/২২=৩ (মোটামুটি)। ১২০+৩=১২৩। অর্থাৎ ১২৩ সেকেন্ড বাদে হোমসরা ৫৩ এবং ৫৪ নম্বর থামের মাঝে। অর্থাৎ তাঁদের বেগ ৫৩ মাইল প্রতি ঘণ্টা।

২। দ্বিতীয় পদ্ধতি— ৬০ সেকেন্ড পরে শার্লকরা ২৬ নম্বর পোলের থেকে প্রায় ১০ ইয়ার্ড দূরে থাকবে (যেহেতু পোলগুলো ৬০ ইয়ার্ড অন্তর)।

অর্থাৎ ২৬.১/৬×২= ৫২.১/৩ ; ২৬.১/৬ কে ২২ দিয়ে ভাগ

করলে পাই =১.১/৬ ; ৫২.১/৩= ১.১/৬= ৫৩ মাইল প্রতি ঘণ্টা।

আবার ড. জুলিয়ান উলফ তাঁর 'Dynamics of Binomial Theorem'-এ দেখিয়েছেন, 'পোলদের মধ্যে ১০টিকে অতিক্রম করার বেগ ১৮০০/T ফুট/সেকেন্ড। যেহেতু পোলগুলি ৬০ ইয়ার্ড দূরত্বে এবং T= সময়,

একে মাইল/ঘণ্টায় পরিণত করলে পাই

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1b} + \frac{(n(n-1)}{1.2} a^{n-2b^2} ......+ b^n$$

এবার সহজে গাড়ির গতিবেগ বার করতে হলে ১৮০০ ফুট দূরত্ব গাড়িটি কত সেকেন্ডে অতিক্রম করছে তা জানলেই হবে। হোমস ঘড়িতে ঠিক সেটা দেখেই ১২২৭.২৭ কে তা দিয়ে ভাগ করেছিল। হোমসের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ছিল ২৩ সেকেন্ড। ফলে সহজেই গতিবেগ এসে যায় ৫৩ ঘণ্টা।

৩২. হোমস আর ফেলু—হোমসকে যেমন গুরু মানতেন ফেলু, তার চলা-ফেরা ম্যানারিজমেও হোমসের ছাপ পড়েছিল কি? পায়ের ওপর পা তুলে আঙুল জড়ো করে বসার এ কায়দা 'সোনার কেল্লা'য় দেখা গেছিল 'The Hound of the Baskervilles'-এ প্যাগেটের অলংকরণে।

T.me/Boiro_Poichoy

লন্ডন : হোমসের হোমটাউন

T.me/Borno_porichoy

১৮৮০ সালের লন্ডন

T.me/Borno_porichoy

বেকার স্ট্রিটের সেই বাড়িটা

১৯০২ নাগাদ ফ্রান্স থেকে একদল ছাত্র-শিক্ষক লন্ডন ভ্রমণে আসেন। লন্ডনে এসেই, প্রথম দ্রষ্টব্য স্থান হিসেবে কী দেখতে চাও বলায় সবাই একসঙ্গে বলে 'শার্লক হোমসের বাড়ি দেখতে যাব।' বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত ঠিকানা বোধ করি ২২১ বি বেকার স্ট্রিট আর তাই এই বাড়ির গুরুত্ব বাড়ির বাসিন্দাদের থেকে বিন্দুমাত্র কম নয়।
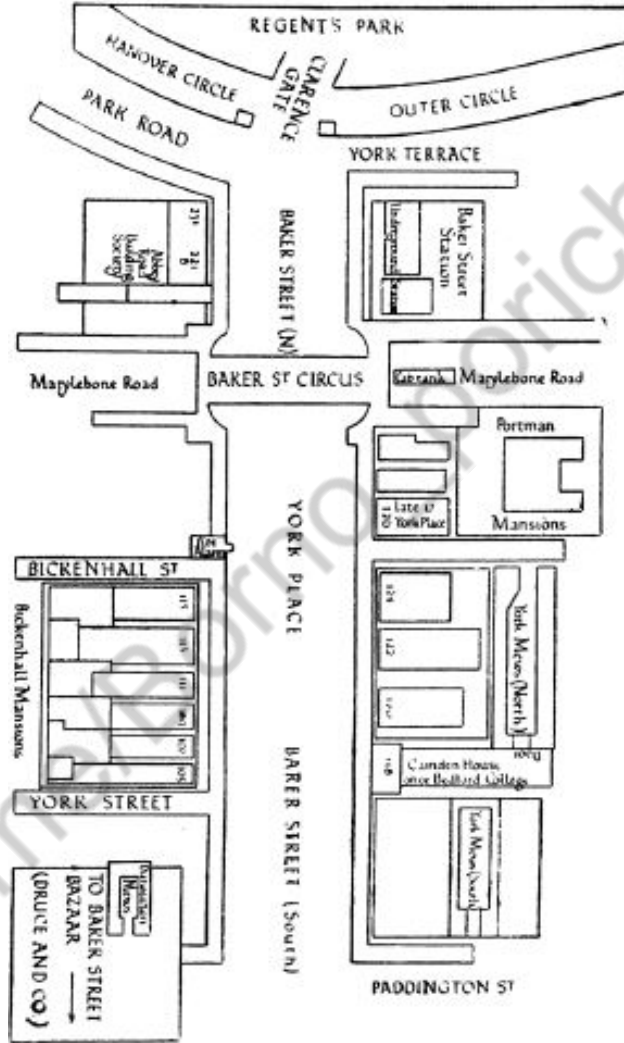
বেকার স্ট্রিটের ফটোগ্রাফ (১৮৯০)

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আত্মজীবনীতে ডয়েল সাহেব পরিষ্কার জানিয়েছেন হোমসের বাড়ি হিসেবে লন্ডনের কোনো নির্দিষ্ট বাড়ি তাঁর মাথায় ছিল না। এমনকী একবার তো এক সাংবাদিককে বলেই বসলেন, 'আমি জীবনে কোনোদিন বেকার স্ট্রিটে পা মাড়াইনি।' এখানে ডয়েলের স্মৃতি তাঁকে ধোঁকা দিয়েছে। কারণ ডয়েলের একটি ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়, যা তোলা হয়েছিল মেসার্স এলিয়ট অ্যান্ড ফ্রাই নামে বেকার স্ট্রিটের এক স্টুডিয়োতে। 221B-এর B টি হল ল্যাটিন 'bis', মানে দুই। একই ঠিকানায়

দুটি আলাদা আবাসন থাকলে একটিকে B দিয়ে চিহ্নিত করা হত। তবে ডয়েল যখন হোমসের কাহিনি লিখছেন, তখন বেকার স্ট্রিট কেমন ছিল দেখে নেওয়া যাক।

লন্ডন রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ী মি. পোর্টম্যানের বন্ধু এডওয়ার্ড বেকারের নামে বেকার স্ট্রিটের নামকরণ। হোমস ছাড়াও এই রাস্তায় বেশ কিছু বিখ্যাত মানুষ থাকতেন, যাঁদের মধ্যে মোমের মিউজিয়াম খ্যাত মাদাম তুসোও আছেন। ১৮৮১ সালে, হোমসের শুরুর দিনে বেকার স্ট্রিট ছিল এক মাইলেরও কম একটা রাস্তা, যার দু-পাশে এদিক-ওদিক করে আশিটা মতো চারতলা বাড়ি ছিল। রাস্তার পূর্ব দিকের বাড়ির নম্বর ১ থেকে বাড়তে বাড়তে ৪২ অবধি ছিল, উলটো দিকে আবার ৪৪ থেকে শুরু করে ৮৫ অবধি। কোনো অজ্ঞাত কারণে ৪৩ নং বেকার স্ট্রিট বলে কোনো বাড়ি ছিল না। এখানে হোমস বিশেষজ্ঞ মাইকেল হ্যারিসন অদ্ভুত এক যুক্তি দেখিয়েছেন। এই না-থাকা ৪৩ নং বাড়িকে ২ দিয়ে ভাগ করলে পাই ২১$\frac{১}{২}$। কিন্তু ২১ ও ২১$\frac{১}{২}$ নম্বর বাড়ির অস্তিত্ব ছিল। ডয়েল নাকি তাই ভাজক ২ কে আগে এনে ২২১$\frac{১}{২}$ বা 221B বেকার স্ট্রিটের বাড়িটির কল্পনা করেন। ১৯৩০ নাগাদ বেকার স্ট্রিটের উত্তরে আপার বেকার স্ট্রিটকে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, ফলে বাড়ির নম্বর বেড়ে যায় ২৪৭ পর্যন্ত। সেই প্রথম আদতে ২২১ নম্বর বেকার স্ট্রিট নামে একটি বাড়ি হয়, তা বলে কি ডয়েল একেবারেই অলীক কুসুম কল্পনা করে এমন একটা বাড়ির কথা ভেবেছিলেন? হোমস বিশেষজ্ঞরা আবার উঠে-পড়ে লাগলেন তেমন একটা বাড়ির খোঁজে। সূত্র শুধু লুকিয়ে আছে হোমসের নানা অভিযানে, যেখানে নানা কথার মাঝে টুকরোটাকরা বাড়ির বর্ণনা লুকিয়ে আছে। ২২১ বি বেকার স্ট্রিট ছিল অনেকটা এইরকম—

বেকার স্ট্রিটের ফটোগ্রাফ (১৮৯০)

ক) সামনের অংশ

১। সদর দরজা ও হল ছিল বাড়ির দক্ষিণ দিকে, মানে রাস্তা থেকে ডান দিকে।

২। সামনে কোনো গ্যাসবাতি ছিল না।

৩। বসার ঘরে দুটো বড়ো বড়ো কাচ ঢাকা জানলা ছিল, যাদের একটা ছিল একটু বাঁকানো ‘বো’ উইন্ডো (বেরিল করোনেট ও ম্যাজারিন স্টোনের অভিযানে এদের নাম পাই)

৪। বাড়িটি অন্তত তিনতলা (একতলায় ড্রেসিং রুম, দোতলায় বসার ঘর আর তার ওপরে ওয়াটসনের শোবার ঘর)

৫। সদর দরজার ওপরে অর্ধবৃত্তাকার এক ফ্যানলাইট।

৬। দরজা দিয়ে ঢুকেই সতেরো ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে প্রথম ল্যান্ডিং।

খ) পিছনের অংশ

১। পিছনে ছোটো খোলা জায়গা, যেখানে একটি প্লেন ট্রি বসানো (থর ব্রিজের অভিযানে দেখা যায় অক্টোবর মাসে সে-গাছে পাতা এক এক ঝরছে)

২। বাড়ির সামনে থেকে পিছনে যাবার ছোটো গলি।

৩। গলির মুখে একটি কাঠের গেট।

T.me/Borno_porichoy

২২১ বি বেকার স্ট্রিটের অন্দরমহল

হোমসের বসার ঘর (অ্যাবে হাউসে ১৯৫১ সালের হোমস প্রদর্শনীতে)

হোমসের আসবাবপত্র— ঝোলানো বাতিদান, আরামকেদারা, তালাবন্ধ ডেস্ক

T.me/Boimoy

এই সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে মি বার্নার্ড ডেভিস পুরোনো বেকার স্ট্রিটের বাড়িগুলো খুঁজতে লাগলেন— এবং কী আশ্চর্য! প্রায় অবিকল একরকম একটি বাড়ি পেয়েও গেলেন। সে-বাড়ির নম্বর ৩১ নং বেকার স্ট্রিট— যা ডয়েলের আমলে ছিল ৭২ নম্বর।

এবার বাড়ির বহিরঙ্গ ছেড়ে একটু অন্তরঙ্গে আলোকপাত করা যাক। বাড়ির মেঝে ছিল গাঢ় বাদামি রঙের ওক কাঠের, তার ওপরে নরম কার্পেট। দেওয়ালে ফুলের ছাপ দেওয়া ওয়ালপেপার— যেমন ভিক্টোরীয় যুগে সব বাড়িতেই থাকত। মিসেস হাডসনের পছন্দ দেখা অনুমান করা যায়, খুব সম্ভব গাঢ় লাল, সবুজ কিংবা নীল রঙের ওয়ালপেপার ছিল — সঙ্গে মানানসই পর্দা। শুধু একদিকের দেওয়ালগুলিতে ক্ষতবিক্ষত করেছিলেন হোমস নিজে। 'The Musgrave Ritual' কাহিনিতে দেখি একটি হেয়ার ট্রিগার রিভলভার ও একবাক্স বক্সার কার্টরিজ দিয়ে হোমস দেওয়ালে V R (Victoria Regina) খোদাই করে দিয়েছেন। ঘরের কোথাও একটা দেওয়াল ঘড়ি টাঙানো। গ্যাসবাতির বন্দোবস্ত থাকলেও তখন গ্যাস বড্ড দামি জিনিস— সন্ধে থেকে জ্বালিয়ে রাখা খরচাসাপেক্ষ। তাই হোমসরা মূলত তেলের বাতি আর ছাদ থেকে ঝোলানো বাতিদানের মোমবাতিই ব্যবহার করতেন আলোর জন্য। অন্য সব বাড়ির মতো ২২১ নম্বরেও প্রতি রাতে হলের টেবিলে মোমদানে মোমবাতি রাখা থাকত, যাতে রাতে শুতে যাবার সময় বাড়ির সদস্যরা শোবার ঘরে পোশাক পরিবর্তনের জন্য একটা করে নিয়ে যেতে পারেন।

বসার ঘরে ছিল গনগনে একটি ফায়ার প্লেস। ঘরে থাকাকালীন হোমসের কাজকর্ম এই জায়গা ঘিরেই চলত, বহু কাহিনিতে এই ফায়ার প্লেসকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখি। এটি কালো মার্বেলের তৈরি, ম্যান্টলপিসটি কাঠের। তারই এক কোনায় ছোরা দিয়ে গাঁথা হোমসের উত্তর-না-দেওয়া চিঠিপত্র আর অন্যপ্রান্তে কোকেনের 'সেভেন পারসেন্ট সলিউশন'। ঠিক মাঝে একখানা আয়নার কথা 'The Adventure of Beryl Coronet'-এ পাই। ফায়ার প্লেসের একধারে কিছু কাঠকয়লা, কয়লা খোঁচানোর পোকার, আর হোমসের চুরুটের বাক্স। যে পারস্যের চটির মধ্যে হোমস তামাক রাখতেন সেটিও খুব সম্ভব এর পাশেই দড়িতে ঝোলানো থাকত। তবে এ অভ্যাস হোমস নিশ্চয়ই ওয়াটসনের থেকে জানতে পেরেছেন। কারণ এডিনবরার ছাত্র ওয়াটসন নিশ্চিতভাবে হোমসকে বলেছিলেন যে তখনকার দিনে এডিনবরা হোস্টেলে ছাত্ররা নরম চামড়ার পারস্য চটি একটাই কিনে এনে তাতে তামাক ঠুসে রাখতেন।

T.me/Boighar_Porichoy

বসার ঘরের সাইডবোর্ড

হোমসের টেবিলল্যাম্প (প্যাগেটের আঁকাতেও দেখা যাচ্ছে)

ফায়ার প্লেসের দু-ধারে ছিল দুটি বড়ো বড়ো আরামকেদারা— একটি হোমসের, অন্যটি ওয়াটসনের। পূর্বটায় ভেলভেটের লাইনিং, সেটিতে বসতেন শার্লক। ওয়াটসনের চেয়ারের বাঁ-দিকে পাইপের র‍্যাক। বইয়ের আলমারিটি ছিল ফায়ার প্লেসের ডাইনে। তাতে থাকত প্রচুর মানচিত্র, হুইটেকারস অ্যালমানাক, আমেরিকান বিশ্বকোষ, কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার, ক্রকফোর্ড ও ব্রাড শ। এ ছাড়াও বিষবিদ্যা, রসায়ন, অ্যানাটমি, মাটির প্রকার, তরোয়াল, বক্সিং, আইনের নানা বই ঠাসা ছিল সে-আলমারিতে। বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে হাফিজ, হোরাস, ট্যাসিটাস, ফ্লবের, গ্যেটে, কার্লাইল, থোরেয়ু,

মেরেডিথ, জর্জ সাঁদ-র বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর হোমসের নিজের লেখা বই নিশ্চয়ই ছিল সে-আলমারিতে।

ফায়ার প্লেসের উলটো দিকে, V R-এর নীচে ছিল একটি কোচ বা সোফা, হালকা সবুজ রঙের। তার উপর কুশন পাতা, যা প্রায়ই হোমস ছুড়ে ফেলতেন মাটিতে। হোমসের বিখ্যাত স্ট্রাডিভেরিয়াস বেহালাটিকেও মাঝেমধ্যেই সে-সোফাতে শুয়ে থাকতে দেখা যেত। সোফার পাশেই ছোট্ট সাইড টেবিল, পাইপ রাখার জন্য— আগাপাশতলা তার সিগারেটের আগুনে পোড়া। আর তার ঠিক পাশেই হোমসের ডায়েরি ও কেসবুক রাখার তালাবন্ধ ডেস্ক। হোমসদের ঘরের আর একটি উল্লেখযোগ্য আসবাব ছিল এর সাইডবোর্ড। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে সাইডবোর্ড থাকত ড্রয়িং রুমের এক প্রান্তে। এর ওপরে মার্বলের টপ আর দু-ধারে ড্রয়ারে প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা যেত। হোমসদের সাইডবোর্ড ভরতি থাকত চুরুটের আধপোড়া অংশ, মদের পাত্র, গ্যাসোজিন আর ঠান্ডা খাবারে। এই গ্যাসোজিন জিনিসটি এখনকার পাঠকদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। গ্যাসোজিন ছিল ইংরেজি '৪' অক্ষরের মতো এক যন্ত্র যার ওপরে থাকত অ্যাসিড কেলাস ও সোডা। নীচে জল। হাতলে চাপ দিলে নল দিয়ে সেই গ্যাসভরা সোডাজল বিজবিজ করে বেরিয়ে আসত। সাইডবোর্ডের বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে হোমসের শোবার ঘরে ঢোকা যেত। তারও বাঁ-দিকে ছিল প্যাসেজে যাবার দরজা। এটি একটি আশ্চর্য দরজা কারণ 'A Case of Identity'-তে দরজাটি একবার ভিতরের দিকে খোলে (অর্থাৎ কবজা ডান দিকে) আবার সেই কাহিনিতেই একবার বাইরের দিকে খোলে (অর্থাৎ কবজা বাঁ-দিকে)। দরজার পেরেকেই ঝোলানো থাকে হোমসের ও ওয়াটসনের টুপি-কোট। ঘরের প্রায় মাঝে সাদা চাদরে ঢাকা টেবিলটি হোমসদের ডাইনিং টেবিল। টেবিলে আলো হিসেবে একটি স্টুডেন্ট ল্যাম্প, যার আলো একটি অভিযান থেকে ফিরে এসে ওয়াটসন উসকে দেয় ('The Adventure of Charles Augustus Milverton'). ঘরে বেশ কিছু কাঠের চেয়ার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা। তাদেরই একটিতে বসতেন হোমসের মক্কেল কিংবা ইনস্পেকটর লেস্ট্রেড। রাসায়নিক ভরা হোমসের ছোটো টেবিলটির পাশে ছোটো একটা টুল রাখা থাকত। অন্যদিকে ছিল ওয়াটসনের মেডিকেল শেলফ। সেই শেলফের ওপরেই রাখা থাকত তাঁর লেখা ছোটো বই ক-টি— 'A Study in Scarlet' কিংবা 'The Sign of the Four'. যে স্ক্র্যাপবুকে ওয়াটসন তাঁর নোট নিতেন, সেটিও এইখানেই থাকত।

T.me/Boi_Pori_Roy

হেনরি বিচার-এর না বাঁধানো ছবি

হোমসের শোয়ার ঘরের মেহগনি কাঠের আলমারি

হোমসদের ঘরে বেশ কিছু পোর্ট্রেট ছিল। এদের মধ্যে জেনারেল চার্লস জর্জ গর্ডনের ছবিটি বাঁধানো অবস্থায় শোভা পেত। এর ঠিক নীচেই থাকত ওয়াটসনের বই ভরা শেলফ। যতদূর সম্ভব এই ছবিগুলো মিসেস হাডসনের অথবা ঘরের আগের বাসিন্দার। অবশেষে ১৮৯৮ সালে হোমসদের ঘরে একটা টেলিফোন আসে ('The Adventure of the Retired Colour man')। ঘর যে প্রচণ্ড অগোছালো থাকত, এ বিষয়ে সব হোমস বিশেষজ্ঞ একমত। পুরোনো পত্রিকা হোমসের চেয়ারের পাশে ডাঁই করে রাখা, সারা ঘরে নড়াচড়ার জায়গা নেই, লোক এলে কিছু একটা সরিয়ে বসতে দিতে হয়, এমন দশা।

T.me/BanglaPrichoy
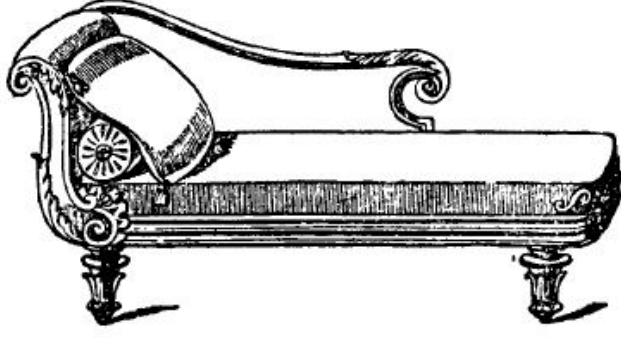
হালকা সবুজ রঙের সোফা
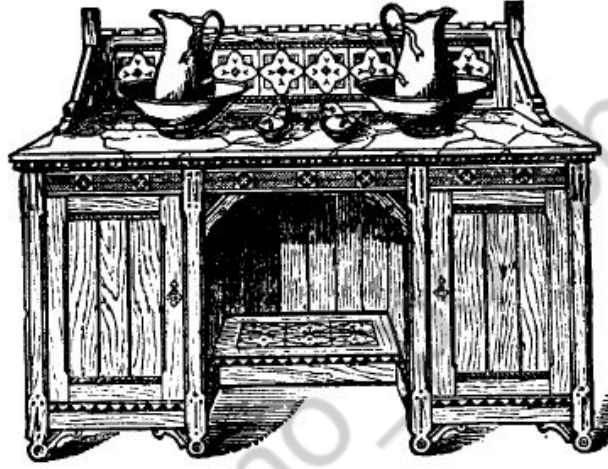
বাথরুমের ওয়াশস্ট্যান্ড

হোমসের শোয়ার ঘরটি ছিল এই বসার ঘরের লাগোয়া। বহু কাহিনিতে সে-উল্লেখ পাই ('he sprang to his feet and passed into his bedroom' অথবা 'Sherlock Holmes sprang to his feet and rushed into his room'). ঘরের দুটি দরজা। একটি বসার ঘরের দিকে খোলে, অন্যটি প্যাসেজে। 'The Adventure of Dying Detective'-এ ঘরটির এক অনন্য নিখুঁত ছবি পাই। বেডরুমেও বসার ঘরের মতো একটি ফায়ার প্লেস আছে, ম্যান্টলে ঘড়ি আছে, পাইপ, তামাক, বন্দুকের গুলি রাখার একটা বাক্স আছে আর সারা দেওয়ালভরা কুখ্যাত সব অপরাধীদের ছবি আছে। একদিকের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে মেহগনি কাঠের বিশাল আলমারি যাতে হোমসের সব ছদ্মবেশ লুকোনো। বিশাল বড়ো খাটের একধারে একটা বড়ো টিনের বাক্স, যাতে কী আছে জানা যায় না। তবে ম্যাজারিন স্টোনের অভিযানে হোমস এটা খুলে একটা গ্রামোফোন বের করেছিল বটে। এ ছাড়া খুব বেশি কিছু ছিল না ঘরে। বিছানার পাশে একটা টেবিল, মার্বেল টপ ওয়াশ বেসিন, আয়না আর একখানা কাঠের চেয়ার— ব্যস।

শুধুমাত্র চানের জন্য ঘর লাগোয়া এক বাথরুম ছিল, যার প্রায় গোটাটা জুড়ে ছিল ধাতব রিমের একটা বাথটব। স্নানের জল নীচের রান্নাঘরে গরম করা হত। সেখান থেকে বালতি করে জল তোলা হত ওপরে। ওয়াশস্ট্যান্ডের পাশে চেম্বারপট বা কমোড থাকত (ঢাকা দেওয়া)। তাতেই হোমস প্রাতঃকৃত্য সারতেন। চেম্বারপট ধোয়ার দায়িত্ব চাকররাই পালন করতেন।

এবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে ওয়াটসনের বেডরুম (তিনতলায়)। সামনের দিকে মিসেস হাডসনের ও পিছনের দিকে ওয়াটসনের শোয়ার ঘর। চাকরানি খুব সম্ভব তেতলাতেই শুত, কারণ 'A Study in Scarlet'-এ ওয়াটসন শোয়ার ঘরে বসে হাডসন ও চাকরানির শোবার ঘরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনেছিল।

ওয়াটসন শোয়ার ঘর থেকে ওই প্লেন ট্রি-টি দেখা যায়। ঘরে আসবাব বলতে দাড়ি কামানোর আয়না, ম্যান্টলে ঘড়ি, অর্থাৎ অবশ্যই একটি ফায়ার প্লেস এবং একটি খাট। তবে ওয়াটসন সেনাবাহিনীতে থাকায় তাঁর ঘর অনেক বেশি গোছানো। ওয়াটসনের শোয়ার ঘরের পাশে একটি ব্যবহার-না-করা ঘরও আছে, যেখানে 'The Adventure of the Naval Treaty'তে পার্সি ফেল্পস কিছুদিন ছিল।

সব মিলিয়ে এই ছিল বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত বাড়িটি, যার প্রভাব পরবর্তী সাহিত্যেও এসেছে। হোমসের সমসাময়িক সেক্সটন ব্লেকও ছিলেন বেকার স্ট্রিটের বাসিন্দা আর ২১ রজনী সেন (২২১ নয় কিন্তু) রোডের প্রদোষ মিত্রকে কে না চেনে? সাধে কি ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটের সেই বাড়িকে 'a most desirable residence' বলেছেন?

T.me/Borno_porichoy

লন্ডনের পথে পথে

হোমস অভিযানের অর্ধেকেরও বেশির অকুস্থল খোদ লন্ডন শহর। 'Silver Blaze' কাহিনির আগে একটি কাহিনিতেও হোমসকে লন্ডন ছেড়ে বেরিয়ে রহস্য সমাধান করতে দেখা যায়নি। সত্যি বলতে কী ভিক্টোরীয় যুগের শেষের দিকে লন্ডনের চিত্র যেভাবে হোমসের অভিযানে ফুটে উঠেছে, তেমনটি খুব কমই হয়েছে। তাই হোমস কাহিনির সম্পূর্ণ রস আস্বাদন করতে হলে তখনকার লন্ডনকে না জেনে উপায় নেই।

ঐতিহাসিকরা যাকে ভিক্টোরীয় যুগ বলেন, তাঁর শুরু ১৮৩৭ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে বসা থেকে ১৯০১ পর্যন্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এমন গৌরবের সময় আগে পরে আর আসেনি। এই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। ফলে রাজধানী লন্ডনের লোকবসতি বাড়ছিল হু হু করে। প্রচুর ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছিল, জনসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ, যা মাত্র একশো বছরের মধ্যে বেড়ে ৫০ লক্ষ হয়ে যায়। তখন প্রতি আট মিনিটে একজন মানুষ মারা যেত, আর প্রতি পাঁচ মিনিটে জন্ম হত এক নবজাতকের। এই তিন মিনিটের গরমিলেই জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটল। এদের সবাই যে ব্রিটিশ তা নয়, শতকরা তিরিশ ভাগেরও বেশি ছিলেন অন্য দেশ থেকে আসা উদবাস্তুরা। আইরিশ, রাশিয়ান, পোল, চীনা এমনকী ভারতীয়দের নিয়ে লন্ডন ছিল বিশ্বের সেরা 'গ্লোবাল' শহর। এই বাড়তি মানুষদের জায়গা দিতে প্রচুর চার্চ গুঁড়িয়ে দিয়ে বাড়ি তৈরি হল; যেসব চার্চের মধ্যে ক্রিস্টোফার রেনের তৈরি বেশ কিছু চার্চও ছিল। যাঁরা এই ভদ্রলোকের নামের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের একটা কথা বললেই যথেষ্ট, রেনের তৈরি একটি চার্চই এখনও মাথা উঁচিয়ে আছে, যার নাম সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চ। আশা করি ক্ষতির পরিমাণটা বোঝাতে পেরেছি। শুধু চার্চই নয় এই বাড়ি তৈরির চাপে ঢাকা পড়ল লন্ডনের শহরের সবুজ পাবলিক গার্ডেন বা প্লেজার গার্ডেনগুলো। টাইম মেশিনে চড়ে তখনকার লন্ডনে গেলে দেখব চারিদিকে ধূসর সব বাড়ির ভিড়, গোটা শহরটাই যেন বিশাল এক কনস্ট্রাকশন সাইট, ধুলো, ধোঁয়া, সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। যেহেতু প্ল্যানমাফিক বাড়ি তৈরি হত না, তাই শহর জুড়ে অজস্র রাস্তা, গলিঘুঁজির গোলকধাঁধা। ঊনবিংশ শতকের প্রথম নব্বই বছর শহরে বাড়ি তৈরির জন্য কোনো অনুমতি বা ছক লাগত না। যে যেখানে পারত বাড়ি তুলে দিত অনায়াসে। 'The Building News' পত্রিকা বিরক্ত হয়ে লিখেছিল, 'the fungus like growth of houses manifests itself stretching from town to suburb and village.' ১৮৮৯ সালে লন্ডন সিটি কাউন্সিল তৈরি হবার পর এই যত্রতত্র বাড়ি বানানো বন্ধ হয়।

TheBoiPathshala
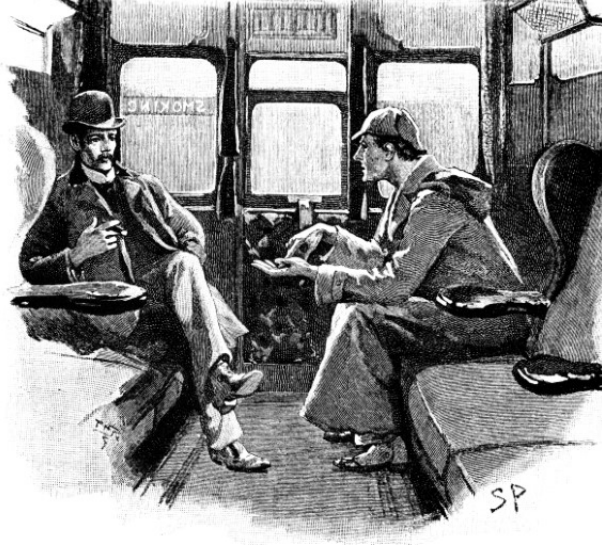
'Silver Blaze' কাহিনিতে প্যাগেট অঙ্কিত চিত্র (এখানেই প্রথম হোমসকে লন্ডনের বাইরে যেতে দেখা যায়)

এই ক্রমবর্ধমান শহর আর তার অনন্ত গলিঘুঁজি লন্ডনকে এক রহস্যময় শহরে পরিণত করে। কেউ শহরটি পুরো চিনতেন না। এ শহরে হারিয়ে যাওয়া, মিশে যাওয়া সহজ। সহজ রাতের অন্ধকারে পাপের বেসাতি চালানো। সে-লন্ডনের মানচিত্র হয়তো-বা বানানো যায়, কিন্তু শহরকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। ভিক্টোরীয় লন্ডনের সবচেয়ে বড়ো চমক রেললাইন। ভিক্টোরিয়া শাসনের ঠিক আগের বছর ১৮৩৬ সালে লন্ডনে পৃথিবীর প্রথম রেলস্টেশনটি স্থাপিত হয়। ফলে যাতায়াতের সুবিধা, ব্যাবসা-বাণিজ্য মিলে লন্ডন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, আর এই রেললাইন পাতার জন্য রানির নির্দেশে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের বাসস্থান গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের গৃহহারা করা হয়। তবে রেলপথের ফলে লন্ডনের আশেপাশের মফস্সল এলাকার সঙ্গে নিত্যযাত্রা সম্ভব হল। গরিবরা সেখানে কুটির বানিয়ে থাকতে লাগলেন। কিন্তু তবু গৃহহীন মানুষের সংখ্যা তাতে কমল না খুব একটা। ১৮৫০ সালে খোদ লন্ডনেই ৪০,০০০-এর বেশি গৃহহীন মানুষ রাস্তায় কাটাতেন। আর এই দারিদ্র্য জন্ম দিয়েছিল পাপের। ক্রমাগত নিজেকে বাড়িয়ে চলার জন্য এ শহরের মানবিক মুখও হারিয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। পিটার অ্যাক্রয়েড প্রশ্ন তুলেছেন, 'Is it the heart of empire, or heart of darkness?' বহুদিনের বাসিন্দাদের কাছে লন্ডন বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। এ লন্ডন তাঁদের অচেনা। আর সেই লন্ডনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল লন্ডনের কুয়াশা।

শার্লকের গল্পে বহুবার কুয়াশার কথা এসেছে। কখনো তা জমাট, গাঢ় হলুদ, কখনো মেঘের মতো চাপ চাপ জমে থাকা। ১৮৬০ সালে লন্ডনে এক ফরাসি ঐতিহাসিক হিপোলাইটও লিখেছেন, 'thick yellow fog that fills the air, sinks, crawls on the very ground.' এই হলুদ রঙের কারণ বাড়তি কারখানা থেকে নির্গত গন্ধক। তবে ১৮৮০ সালে লেখক রাসেল লন্ডনের কুয়াশার যে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনটি খুব কমই পাওয়া যায়—

লন্ডনের কুয়াশা রং বদলায়। কখনো বাদামি, লালচে-হলুদ কিংবা সবজেটে, সাদা কুয়াশার চেয়ে বেশি ধূসর আবার গ্রামের কুয়াশার থেকে কম ভিজে। এই গাঢ় কুয়াশা প্রায়ই দম বন্ধ করে দেয়। সূর্যকে কখনোই দেখা যায় না, শুধু আলোর তারতম্য দেখে

T.me/Boi_porichoy

সকাল, দুপুর বা বিকেল বুঝতে হয়। এই কুয়াশায়, কোনো সাদা চাদর মেলে রাখলে খুব তাড়াতাড়ি তাতে বিন্দু বিন্দু ধুলো জমে চ্যাটচ্যাটে হয়ে যায়।

বিখ্যাত লন্ডন ফগ (১৮৯৬)

T.me/Borno_porichoy

'পাঞ্চ' ম্যাগাজিনে আঁকা 'The Great Stink'-এর ছবি

এই কুয়াশার উপদ্রবে দিনের বেলাতেও যে গ্যাসলাইট জ্বালাতে হত, সেকথা স্বয়ং ডয়েলের লেখাতেই পেয়েছি। এই কুয়াশার জন্যই গোটা শহর বেশ একটা রহস্যময় রূপ নিত। মানুষ চলাফেরা করত অশরীরী প্রেতাত্মার মতো, গলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যেত না, দু-হাত দূরে দুর্ঘটনা ঘটলেও বোঝার উপায় ছিল না। ফলে খুন, রাহাজানি ও ধর্ষণের স্বর্গরাজ্য ছিল ভিক্টোরীয় লন্ডন। আর তাই লন্ডনের এই কুয়াশা না থাকলে শার্লক হোমসকে আমরা ঠিক আজকের মতো পেতাম কি না সন্দেহ।

হোমস ছিলেন আদ্যন্ত ভিক্টোরীয় গোয়েন্দা। ১৮৭৫ সালে ঘটা 'The Adventure of the Gloria Scott' থেকে তাঁর অভিযান শুরু। মাত্র একটি বাদে ('His Last Bow') তাঁর সব অভিযানই ঘটেছে ১৯০৭-এর মধ্যে। যদিও ডয়েল মৃত্যুর কিছুদিন আগে অবধিও হোমস কাহিনি লিখে গেছেন, কিন্তু কাহিনির সময়কাল রেখেছেন সেই ভিক্টোরীয় যুগে। যে সময় বিদ্যুৎ আসেনি, রাস্তার পাশে টিমটিমে গ্যাসবাতি, নেমে আসা ঘন কুয়াশা আর রাস্তায় ঘোড়ায় টানা এক্কাগাড়ি। এই এক্কা বা Hansom Cab-ই ছিল শার্লকের মূল যান। লন্ডনের পাতালে তখন পাতাল রেল চালু হয়ে গেলেও হোমস নিজে টিউব রেলে উঠেছেন মাত্র একবার।

এ তো গেল শহরের বাহ্যিক বর্ণনা। কিন্তু মানুষ ছাড়া তো কোনো শহরই শহর হয়ে উঠতে পারে না! কেমন ছিল তখনকার মানুষজন? পিটার অ্যাক্রয়েডের মতে দু-রকমের মানুষ ছিল তখন লন্ডনে। এক, যারা এই শহরের বিশালত্ব, জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিল না আর দুই, যারা পারছিল। দ্বিতীয় দলের মধ্যে ছিল সেইসব চোর, ডাকাত, অপরাধীরাও, যাদের উদ্দেশ্য ছিল এই বিরাট জনসমুদ্রে ছোট্ট জলবিন্দু

হয়ে লুকিয়ে পড়া। হোমসের কাহিনিতে এই জনসমুদ্রের কথা বার বার এসেছে। 'The Sign of the Four'-এ মেরি মরস্টান মিলিয়ে যান 'in sombre crowd'. পরে হোমস ও ওয়াটসন যখন এক্কাগাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছেন, তখন ওয়াটসনের মনে হয়, 'There was, to my mind, something eerie and ghost like in the endless procession of faces which fitted across the narrow bars of light.' পরবর্তীকালে 'A Scandal in Bohemia'-তেও এই জনগণকে দেখা যায় শার্লককে আক্রমণ করতে, যখন শার্লক আইরিনকে বাঁচাতে যান। 'The Disappearance of Lady Frances Carfax'-গল্পে হোমস দুই অপরাধী ও লেডি কারফাক্সকে ধাওয়া করেও ধরতে পারেন না। তাঁরা এমনভাবে হারিয়ে যান 'as if they had never lived.' এই ভিড়, একদিকে শার্লককে সাহায্যও করত। তিনি যেকোনো ছদ্মবেশে মিশে যেতে পারতেন সহনাগরিকদের মধ্যে। 'The Adventure of the Final Problem'-এ মরিয়ার্টি যখন হোমস ও ওয়াটসনকে তাড়া করেন, তখন দু-জনেই চলন্ত ট্রেনে উঠে যান। মরিয়ার্টি সেই প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে ট্রেন অবধি আসতে পারেননি। সেযাত্রা লন্ডনের ভিড় শার্লককে রক্ষা করেছিল। হোমস নিজে এই ভিড়কে ভয় পেতেন না বরং এদের মধ্যে থেকে আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করাই ছিল তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ। বরং এসব মানুষ, অপরাধ না থাকলেই শার্লককে ফিরে যেতে হত কোকেনের সাত শতাংশ দ্রবণের কাছে।

লন্ডনের পকেটমারদের বিষয়ে কার্টুন ('ডেইলি মিরর')

গোটা লন্ডনের সব রাস্তাঘাট, গলিঘুঁজি হোমসের কাছে হাতের তেলোর মতো চেনা ছিল। হোমস নিজেই বলেছেন, 'It is a hobby of mine to have an exact knowledge of London.' এ যে কত বড়ো সত্যি কথা তার প্রমাণ রয়েছে 'The Sign of the Four'-এ। কাহিনিতে ঘন কুয়াশাঢাকা লন্ডনের পথে ঘোড়ার গাড়ি চেপে যেতে যেতে ওয়াটসন দিশা হারিয়ে ফেলেন। হোমস কিন্তু বিড়বিড় করেই যাচ্ছেন, 'রোচেস্টার রো, এবার ভিনসেন্ট স্কোয়ার, এরপর এলাম ভক্সহল ব্রিজ রোডে, মানে আমরা সারের দিকে যাচ্ছি।' ঠিক তারপর গাড়ি গিয়ে পড়ল একগাদা রাস্তার গোলকধাঁধায়। হোমসকে বোকা বানানো মুশকিল। তিনি বলে চললেন, 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড, প্রায়রি রোড, লার্কহল লেন, স্টকওয়েল প্লেস, রবার্ট স্ট্রিট, কোল্ডহারবার লেন'— এ থেকেই স্পষ্ট গোটা লন্ডন শহরের গোলকধাঁধা যদি একজন কেউ ভেদ করতে সক্ষম হন, তিনি শার্লক হোমস। আরও একটা ব্যাপার, একমাত্র এই উপন্যাসেই হোমসদের যাত্রাপথের গোটা মানচিত্রটি সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন ওয়াটসন।

তখনকার লন্ডনের নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে কিছু না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওয়াটসন যে শহরকে Great Sink বলেছেন, তার নিকাশি ব্যবস্থা যে অত্যন্ত খারাপ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কতটা খারাপ, তা হয়তো আমরা ধারণাও করতে পারব না। ১৮৩০ নাগাদ গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে কোথাও কোনো নিকাশি ব্যবস্থা ছিল না। মলমূত্র রাস্তার ধারে ধারে জমে থাকত। লন্ডন থেকে ছোটো ছোটো কিছু নালা গিয়ে পড়ত টেমস

নদীতে। গোটা টেমস বদ্ধ ডোবার মতো ঘন মলে পরিপূর্ণ। গন্ধে নদীর ধারে যাওয়া যেত না। ১৮৬০ সালে নদীর তলা থেকে প্রায় পনেরো ফুট উচ্চতার জমে থাকা বর্জ্য তোলা হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই কলেরা ও প্লেগের প্রকোপ ছিল সাংঘাতিক। ১৮৩২-এ কলেরা রোগে ব্রিটেনে ৬০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। এতেই শেষ নয়। ১৮৪৮, ১৮৫৪ (যে বছর হোমসের জন্ম হয়) ও ১৮৬৭-র কলেরাতেও লক্ষাধিক রোগীর মৃত্যু ঘটে। এ ছাড়া টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, গুটি বসন্ত, স্কারলেট ফিভার তো ছিলই। ১৮৪০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে হুপিং কাশিতেই ১০,০০০-এর বেশি শিশু মারা যায়। হামে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি।

১৮৫৮ সালে অবশেষে এই জমে থাকা বর্জ্য থেকে চরম দুর্ঘটনাটি ঘটল। সে-বছর গরমকালে লু বইছিল। তাপমাত্রা নব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটের নীচে নামছিলই না। কোনো বৃষ্টি নেই। টেমসের দুর্গন্ধ আধা মাইল দূর থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। 'The Times' এর নাম দিল The Great Stink. দিনরাত বাড়ির জানলা বন্ধ রাখতে হত গন্ধ থেকে রেহাই পাবার জন্য। অবশেষে দুর্গন্ধ এড়াতে আর প্লেগের হাত থেকে বাঁচতে অনির্দিষ্টকালের জন্য পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নে এত বড়ো অঘটন আর ঘটেনি। ফলে জন স্নো নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান অনুযায়ী লন্ডনের 'আন্ডারগ্রাউন্ড' নিকাশি চালু করতে বাধ্য হলেন সরকার। আর তাতেও ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে ঘটল দুর্ঘটনা। টেমস নদী দিয়ে Princess Alice নামে এক প্রমোদতরী যাত্রীবোঝাই হয়ে যাচ্ছিল। অন্য একটি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেটি চলে আসে সেই বিশাল পাইপটির তলায় যা দিয়ে দিনের সব বর্জ্য নিকাশ হচ্ছিল। পাঁচ মিনিটও লাগল না গোটা জাহাজটি ডুবতে। সেই নোংরা বর্জ্যে চাপা পড়ে মারা গেলেন আটশো নারী-পুরুষ-শিশু। যাঁরা সাঁতার জানতেন তাঁরাও সেই ঘন বর্জ্যের চোরাবালিতে ডুবে মরলেন। অনেকদিন পর্যন্ত টেমসের জলে ফুলে ওঠা পচা দেহগুলি ভেসে উঠত। দেহ এতটাই ফোলা সাধারণ কফিনে তাঁদের আঁটানো যেত না।

আফগানিস্তান থেকে প্রাণে বেঁচে যখন ওয়াটসন লন্ডনে এলেন, তখন প্রথমে তিনি স্ট্র্যান্ডের একটি হোটেলে থাকা শুরু করলেন। এই স্ট্র্যান্ড ইংল্যান্ডের প্রাচীন রাস্তাগুলোর একটা। লন্ডন থেকে ওয়েস্টমিনিস্টার অবদি এই রাস্তার নাম নর্মান আক্রমণের আগের বর্ণনাতেও পাই। হোমসের সময় এ রাস্তার দু-ধারে ছিল মহিলাদের পোশাকের দোকান, দর্জির দোকান আর বহুমূল্য পানীয় চায়ের দোকান। শেষের দোকানটিতে দামি চীনামাটির কাপে দার্জিলিং-এর উৎকৃষ্ট চা পরিবেশিত হত, with a spot of milk. তবে সাধারণের জন্য ছিল কফিহাউস, পাব আর ট্যাভার্ন। মনোরঞ্জনের ব্যবস্থার উপায় হিসেবে দুটি থিয়েটার অ্যাডেলফি ও গেইটি ছিল এর আশেপাশেই। এর থেকে একটু দূরেই ছিল ক্রাইটেরিয়ন বার। ১৮৭৩ সালে ৮০,০০০ ডলারে এই বারটি বানান টমাস ভ্যারাইটি। প্রথম থেকেই অভিজাত খদ্দেরদের প্রিয় আড্ডা মারার জায়গা হয়ে যায় এটি। রেসুড়েরাও অবশ্য ভিড় জমাত নতুন ঘোড়ার টিপস পাবার জন্য। ওয়াটসন নিজেও এ বারে আসতেন। হোমস পাঠকদের মনে থাকবে এই বারের সামনেই ওয়াটসনের সঙ্গে স্ট্যামফোর্ডের দেখা হয়— যে হোমসের সঙ্গে ওয়াটসনের আলাপ করায়। এই স্ট্যামফোর্ড ছিল 'বার্ট'-এ ওয়াটসনের অধীন ড্রেসার। বার্ট হল সেন্ট বার্থালোমিউ হসপিটাল, যা আজও নিউগেট স্ট্রিট, গিলটস্পার স্ট্রিট আর কিং এডওয়ার্ড স্ট্রিটের মাঝের ত্রিকোণে অবস্থান করছে। এই হাসপাতালটির সৃষ্টি নিয়ে অদ্ভুত এক গল্প আছে। রাজা প্রথম হেনরির বিদূষক ছিলেন রাহারে নামের এক ব্যক্তি। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সবাই বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছে, তিনি প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাকছেন, এমন সময়

সেন্ট বার্থালোমিউ তাঁকে দেখা দেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যদি তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন তবে অবশ্যই নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন কোনো ধর্মীয় কাজে। আশ্চর্য ব্যাপার, পরদিনই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। রাজা হেনরিকে বলে-কয়ে ১১২৩ সনে স্থাপিত হয়, সেন্ট বার্থালোমিউ হাসপাতাল ও মঠ। ডা ওয়াটসন যখন বার্টে ছিলেন সে-সময়ই বার্টের বিখ্যাত সার্জেন ছিলেন ডা হার্ভে— রাজা প্রথম চার্লসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক যিনি শরীরে রক্তের সঞ্চালন পথ আবিষ্কার করেন আর ডা জন আবেরনেটি যাঁর ক্লাস করতে দূরদূরান্ত থেকে আসতেন ছাত্ররা। এ ছাড়াও ছিলেন ডা পার্সিভাল পট যিনি প্রায় অলৌকিকভাবে পায়ের হাড় ভাঙার চিকিৎসা করে নিজের পা সারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই থেকে পায়ের গোড়ালির সেই অদ্ভুত ভাঙা আজও Pott's Fracture নামেই পরিচিত।

ওয়াটসন ও স্ট্যামফোর্ড দু-জনে মিলে দুপুরের খাওয়া সারে হোলবর্নে। এই হোলবর্ন এককালে লন্ডনের সবচেয়ে বড়ো নাচঘর ছিল। এর সঙ্গের রেস্তরাঁটি ছিল লন্ডনের সবচেয়ে দামি রেস্তরাঁর মধ্যে একটি। তাও টাকার টানাটানি থাকা ওয়াটসন সেখানে গেল কেন কে জানে! তখনকার এক মেনুকার্ড থেকে পাই, মদের মধ্যে ভিন্টেজ রাইসবার্গ ছিল ৪ সেন্ট ৬ ডাইম ও ভিন্টেজ রোমানি ১০ সেন্ট মতো। এর সঙ্গে সিগার, কফি, খাওয়াদাওয়া মিলিয়ে গোটা এক পাউন্ডের নীচে খরচ করা সম্ভবই না। তবে হোলবর্নের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী 'It is one of the sights and one of the comfort of London.' দুপুরের খাওয়া ছাড়া রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল সেখানে। বিকাল ৫.৩০ থেকে ৮.৩০ পর্যন্ত গ্র্যান্ড সালোঁ, প্রিন্স সালোঁ আর ডিউক সাঁলোতে পরিবেশিত হত দু-রকম সুপ, দু-রকম মাছ, ত্রন্ত্রেঁ, জয়েন্ট, মাংসের পদ, বিভিন্নরকম চিজ, মিষ্টি, স্যালাড ও বরফ। শুধু খাবারের দাম ছিল ৩ সেন্ট ৪ ডাইম। খাবারের সঙ্গে ফাউ হিসেবে পাওয়া যেত 'high class instrumental music.'

খাওয়াদাওয়া করে দু-জন বেরোলেন হোমসের সঙ্গে দেখা করতে। চড়লেন এক ছ্যাকড়াগাড়িতে। লন্ডনে এদের নাম হ্যানসম ক্যাব। সে-থেকে আজও লন্ডনে ভাড়ার ট্যাক্সিকেও ক্যাব বলে। এর নকশা বানিয়েছিলেন জোসেফ অ্যালোইয়াস হ্যানসম। সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য একমাত্র বাহন ছিল এটি। লোকে একে ডাকত 'Gondola of London' বলে। টপ হ্যাট পরা চালক ছপটি হাতে গাড়ির ছাতে বসে থাকত। সামনেটা খোলা দুটো ছোটো দরজা শুধু যাত্রীর পায়ের কাছে বন্ধ করা থাকত। দু-পাশে ঝুলত তেলের বাতি আর ঘোড়ার শিকল চলার সময় ঝমঝম শব্দ হত, দূর থেকে কুয়াশাতেও এদের অস্তিত্ব বোঝা যেত অনায়াসে। হোমসের আমলে লন্ডনে প্রায় ৮০০০ ক্যাব ছিল। গাড়িতে উঠলেই অন্তত ১ শিলিং ভাড়া দিতে হত। দু-মাইল অবধি এই ভাড়া, তারপর প্রতি মাইলে আরও ১ শিলিং। তবে যতই ভাড়া দেওয়া হোক ছয় মাইলের বেশি দূরত্ব তারা যেত না। বিশেষ করে চ্যারিং ক্রস স্টেশনের চার মাইলের বেশি তাদের নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। সন্ধ্যার পর মর্জিমতো দিকছাড়া তাঁদের নড়ানো যেত না। সরকারি ব্যবস্থাও কিচ্ছুটি করতে পারত না। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

শার্লক তাঁর অভিযান Gloria Scott-এ অংশ নেন ১৮৭৪ সালে আর তাঁর শেষ অভিযান 'His Last Bow'-র সময়কাল ১৯১৪। এই ৪০ বছরে লন্ডন অনেকটাই বদলেছে। আর সেই সময়ের লন্ডনের ছবি যা শার্লকের নানা অভিযানকে অন্য মাত্রা দেবে, বেছে নিয়ে 'হোমসের লন্ডন' অ্যালবামটি সাজানো হল।

TimeBomo_porichoy

হোমসের লন্ডন

এই বাড়িটিকে দেখেই সম্ভবত হোমসের বেকার স্ট্রিটের বসার কল্পনা করেন ডয়েল।

১৮৯৫ সালে তোলা স্ট্র্যান্ডের ছবি। দূরের গির্জাটি বিখ্যাত সেন্ট মেরি ল্য স্ট্র্যান্ড।

T.me/...porno_pondoy

১৮৯১-তে তোলা লন্ডন ব্রিজ। ১৮৩১ সালে স্যার জন রেনি এটি নির্মাণ করেন।

T.me/Borno_porichoy

কোভেন্ট গার্ডেনের রয়াল অপেরা হাউস (১৮৯৫)। ‘Red Circle’-এর অভিযানে পাই, হোমস বলছেন, ‘যাই হোক আটটা এখনও বাজেনি। আর কোভেন্ট গার্ডেনে ওয়াগনার চলছে। একটু পা চালালে দ্বিতীয় অঙ্কের আগে পৌঁছে যাব।’

'আজ সন্ধ্যায় সেন্ট জেমস হলে সারাসাতে বাজাবে।' ('The Red Headed League')। ছবিতে ১৮৫৭ সালে তোলা সেন্ট জেমস হলের ছবি।

'যেদিন ঠিক করলাম সস্তায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, সেই দিনই ক্রাইটেরিয়ন বারে দেখা হয়ে গেল স্ট্যামফোর্ডের সঙ্গে।' ('A Study in Scarlet')। ১৮৯০তে তোলা ক্রাইটেরিয়ন বার।

T.me/Boino_Aloy

'Speckled Band'-এর অভিযানে হোমস সমারসেট হাউসের যে প্রোবেট রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে ডা গ্রিমসবি রয়লেটের স্ত্রীর উইল দেখেছিলেন, সেই অফিস (১৮৯৯)।

T.me/Borno_porichoy
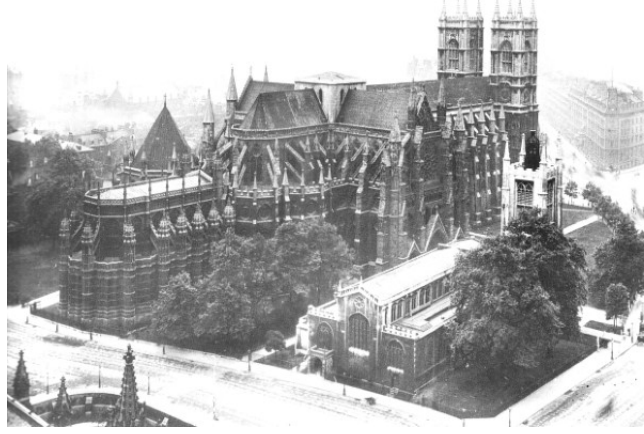
'The Adventure of the Second Stain'-এ উল্লিখিত ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে, যেখানে খুন হয়। ছবিটি ১৮৯৫তে তোলা।

হ্যানসম ক্যাব বা ছ্যাকড়াগাড়ি। একে বলা হত লন্ডনের গন্ডোলা। হোমসের বহু অভিযানে এর উল্লেখ আছে।

T.me/Boighorichoy
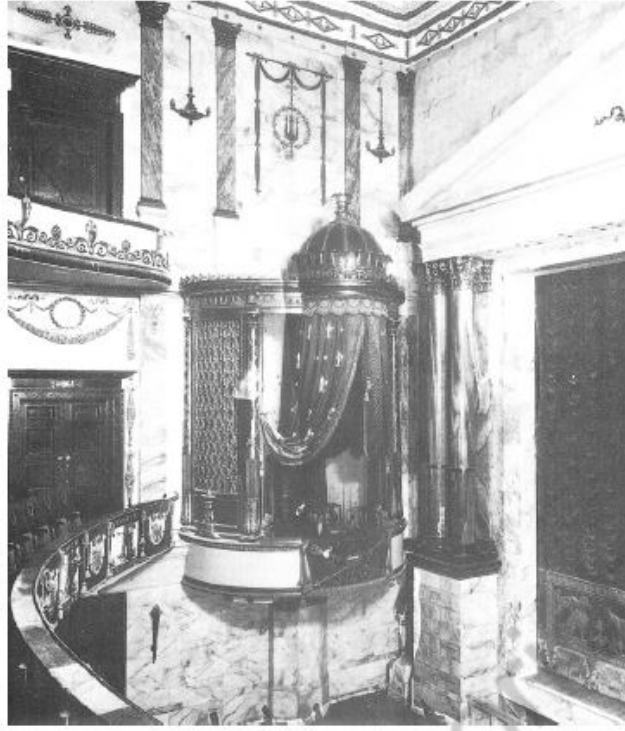
'The Adventure of the Solitary Cyclist'-এ উল্লিখিত ইম্পেরিয়াল থিয়েটারের ১৯০১ সালে তোলা ছবি।
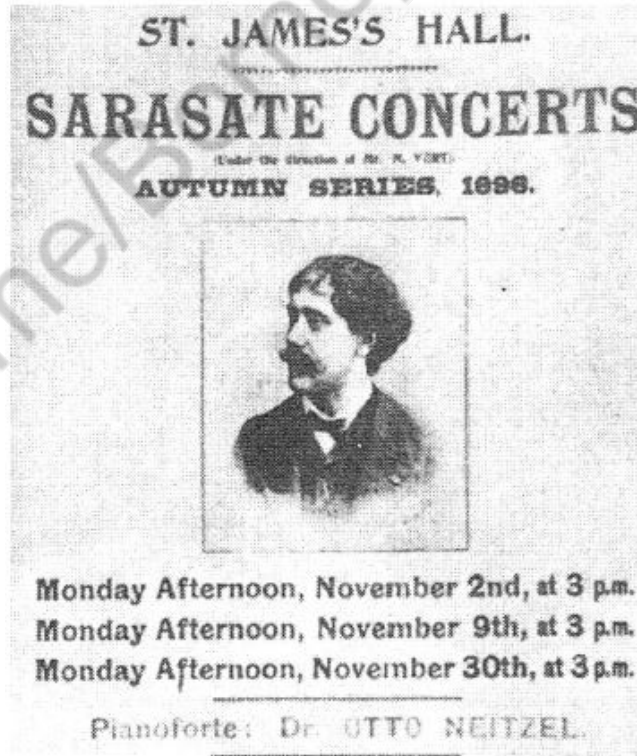
পাওলো সারাসাতের বেহালা বাদন অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন (১৮৯৬)।

'The Hound of the Baskervilles'-এ উল্লিখিত Stanfords-এর অভ্যন্তর যেখানে হোমস গ্রিমপেনের মানচিত্র খুঁজতে গেছিলেন। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মানচিত্রের দোকান যা ১৮৫২তে স্থাপিত হয়। ছবিটি ১৯০০ সালের।

T.me/Borno_porichoy

অপরাধবিজ্ঞান, ফরেনসিক ও শার্লক

একেবারে প্রথম মোলাকাতের দিনে বার্টের পরীক্ষাগারে ওয়াটসন যখন হোমসকে দেখলেন, তখন তিনি এক পরীক্ষায় ব্যস্ত। ঠিক সেই মুহূর্তে হোমস এমন একটা রি-এজেন্ট আবিষ্কার করেছেন, একমাত্র হিমোগ্লোবিন দ্বারাই যার থেকে তলানি পড়ে, আর কিছুর দ্বারাই নয়। শুধু মুখে বলাই নয়, রীতিমতো হাতে-কলমে তাঁর পরীক্ষা ও ফলাফল দেখিয়ে হোমস বলেন, 'পুরোনো গুয়াইকাম পরীক্ষাটা যেমন গোলমেলে তেমন অনিশ্চিত। রক্তকণিকার আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাটাও তাই। একমাত্র এই পরীক্ষাটাই টাটকা বা বাসি উভয় রক্তের ক্ষেত্রেই কার্যকরী।
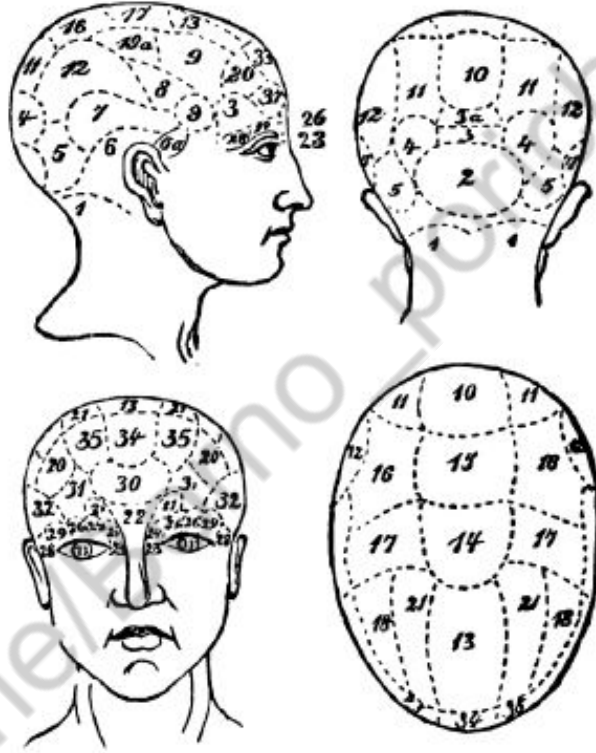
গলের আঁকা ব্রেন ম্যাপ

হোমস যখন বার্টে এই কাজ করছিলেন তখন ক্রিমিনোলজি এবং ফরেনসিক বিজ্ঞানের উষাকাল। রসায়নে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হোমস যে এই নতুন বিজ্ঞান-শাখায় উৎসাহী হবেন, তাতে আশ্চর্য কী! ঊনবিংশ শতকের শেষাশেষি এ নিয়ে মাতামাতি হলেও ফরেনসিক বিজ্ঞান ও ক্রিমিনোলজির সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকে। প্রথম এ বিষয়ে যে তিনজন আলোকপাত করেন, তাঁদের একজন জার্মান, ফ্রানৎস জোসেফ গল এবং দুই ইতালীয় সিজার বেক্কারিয়া ও সিজার লোম্বারসো। ১৭৬৪ সালে বেক্কারিয়া এ বিষয়ে প্রথম বই *On Crime and Punishments* লেখেন, যাতে তিনি বলেন অপরাধ এবং অপরাধপ্রবণতা মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। লোম্বারসো অবশ্য এ মতের তীব্র বিরোধিতা করে সামাজিক, মানসিক, আর্থিক বিভিন্ন কারণকে অপরাধের কারণ হিসেবে দায়ী করেন।

বার্তিলোঁর পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন অপরাধীর নাকের গঠন
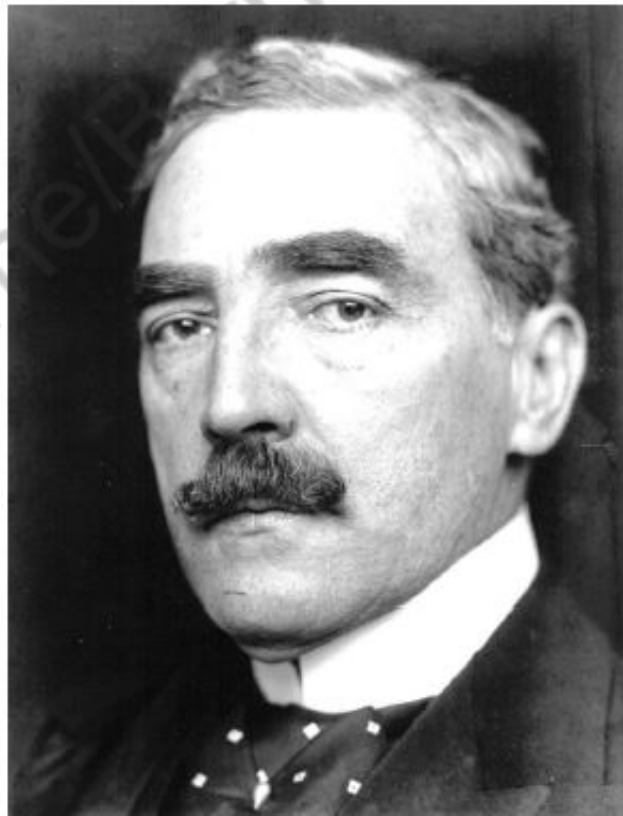
কলকাতায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেকর্ডিং ব্যুরোর স্থাপক রিচার্ড হেনরি

সেসময় অপরাধের বিচার হত মূলত সাক্ষ্য ও সাক্ষীর ওপর নির্ভর করে। যেহেতু সাক্ষীনির্ভর ছিল, তাই মিথ্যা সাক্ষ্যর ফলে দণ্ড পেতেন বহু নিরপরাধ মানুষ। সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য বিচিত্র সব অত্যাচারের কাহিনিও আছে। আর ছিল স্বীকারোক্তি। সন্দেহভাজনের থেকে যেনতেনপ্রকারে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারলেই বিচার 'হইয়া যেত'। গুপ্তচর ও গুপ্ত পুলিশের কাজই ছিল সন্দেহভাজন সম্পর্কে যতটা পারা যায় তথ্য জোগাড় করা। ব্যাপারটা যে কতটা ভয়াবহ ছিল, সেটা যারা কাফকার 'The Trial' উপন্যাসটি পড়েছেন, তাঁরাই জানেন। সমস্যা পুলিশেরও ছিল। প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে এত হাজার হাজার তথ্য জোগাড় যদি-বা হল, কিন্তু সেসব তথ্য পঞ্জিকরণ এবং সময়মতো খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। গোটা ব্যাপারটাই চরম অবৈজ্ঞানিক। আর অপরাধ বিজ্ঞানকে এই অন্ধকারে আলো দেখাতে প্রথম উপায় বাতলালেন জোসেফ গল। তিনি যে পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বললেন, তার নাম Phrenology. শব্দটির অর্থ 'মন সমীক্ষা'। গল দাবি করলেন মানুষের মনের যন্ত্র যেহেতু মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কর ধারক মাথার খুলি, তাই মানুষের মাথার খুলির আয়তন ও গঠন দেখে তাঁর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ইত্যাদি বোঝা সম্ভব। তিনি এটাও দাবি করলেন অধ্যাপক, জুয়াড়ি, খুনি বা জোচ্চোর— প্রত্যেকের খুলির গঠন আলাদা আলাদা রকম হয়। তাঁর অধ্যবসায়ের ফলরূপে তিনি একটি brain map বানান, যাতে মস্তিষ্ককে ২৭টি আলাদা অংশে ভাগ করে কোন অংশ কী ধরনের চেতনার জন্য দায়ী তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মানচিত্রটি প্রবল জনপ্রিয় হয়। ১৮২০ সালে এডিনবরায় গলের মতাবলম্বীরা Edinburgh Phrenological Society স্থাপন করেন, যার এক উৎসাহী সদস্য ছিলেন ডা আর্থার কোনান ডয়েল। অপরাধীরা আকারে বিশাল, দাড়িওয়ালা এবং কথাবার্তায় অভদ্র, এ ধারণা অন্তত তিনটি অভিযানে দেখা যায় (Six Napoleons, Blue Carbuncle ও Speckled Band)। এমনকী 'The Hound of the Baskervilles'-এও ডা মর্টিমার হোমসের করোটিকে ডলিকোসেফালিক করোটি বলে খুলির পাশে একটু হাত বোলাতে চান। এটা হল সেই ধরনের করোটি যার ব্যাসের পরিমাণ এক পাশ থেকে আর এক পাশে মাপলে সামনে থেকে পিছনের মাপের ৪/৫ কম। এ সবই আসলে গলের চিন্তাধারার দান। অনেক পরে নাতসি জার্মানিতে হাইনরিখ হিমলার গলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতিগত বৈষম্য ও ইহুদিদের অপরাধ প্রবণতা বোঝাতে মানব খুলির এক বিশাল সংগ্রহশালা তৈরি করেছিলেন।
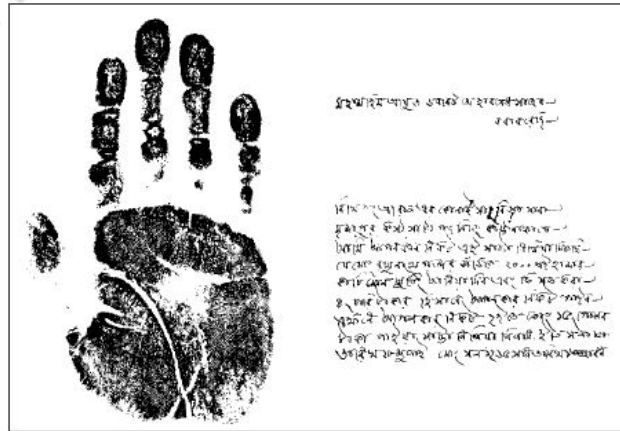
রাজ্যধর কোনাই-এর হাতের ছাপ ও লেখা, যা থেকে হার্সেল প্রথম ফিঙ্গার প্রিন্ট সায়েন্সের সূচনা করেন

এর পরেই যে বিজ্ঞানী গলের ধারণাকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান, তিনি জাতে ফরাসি। নাম আলফাঁস বার্তিলোঁ। 'The Hound of the Baskervilles'-এ মর্টিমারের মুখে এঁর নামও শুনতে পাই। তিনি শুধু খুলির উপর নির্ভর না করে ঘাড়ের মাপ, হাত, পা, পায়ের পাতা সব কিছুর নিখুঁত মাপ নিতেন। শুধু তাই না, অপরাধীদের ফটোগ্রাফ (সামনে ও পাশ থেকে) নেওয়ার যে পদ্ধতি আজও চলছে, তা কিন্তু বার্তিলোঁরই দান। তাঁর যুক্তি ছিল পরিষ্কার। এক অপরাধী নিজের চেহারা যতই পরিবর্তন করুক, তাঁর হাতের দৈর্ঘ্য, কানের গঠন ইত্যাদি কোনোদিন পালটাতে পারবে না। তাই প্রতি অপরাধীর এই তথ্যপঞ্জি জোগাড় করে পঞ্জিকৃত করা হত— বিশেষ করে ঘাগু অপরাধীদের ধরতে এর জুড়ি ছিল না।

বার্তিলোঁ আরও একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন— হস্তাক্ষর বিচার। ঠিক আবিষ্কার নয়, অপরাধবিজ্ঞানে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রথম বার্তিলোঁই করেন। ফরাসি পাদরি জঁ হিপোলাইট মিশঁ ১৮৩০ সালে প্রথম 'গ্রাফোলজি'-র সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষের হস্তাক্ষর আলাদা এবং তা মানবচরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। ডয়েল মিশঁর লেখাটি পড়েছিলেন এবং ১৮৯৩তে 'Reigate Squares'-এর অভিযানে এই থিয়োরি প্রয়োগ করেন। ১৮৯৪ সালে আলফ্রেড ড্রাইফাস নামে এক ফরাসি ইহুদিকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ ছিল বার্তিলোঁ-র করা তাঁর হস্তাক্ষরের বিশ্লেষণ। প্রায় বারো বছর জেল খাটার পর ড্রাইফাস যখন মুক্তি পেলেন, দেখা গেল হস্তাক্ষরটি জাল। বার্তিলোঁর বিশ্লেষণে ভুল ছিল। অপরাধবিজ্ঞান খোঁজ করছিল এমন এক সাক্ষ্যের যা একশো শতাংশ নির্ভুল হবে। ঠিক এমন সময় আবির্ভূত হলেন হুয়ান ভুকেটিচ। ঠিক এই জায়গায় বরং 'সোনার কেল্লা'-র সিধুজ্যাঠার স্মরণাপন্ন হওয়া যাক।

আঙুলের ছাপ দেখে ক্রিমিনাল ধরার পদ্ধতির আবিষ্কর্তা নিয়ে ফেলুকে বলার সময় সিধুজ্যাঠা হয়ান ভুকেটিচ সম্পর্কে বলছেন, 'মনে রেখো, আর্জেন্টিনার লোক। বুড়ো আঙুলের ছাপের ওপর ইনিই প্রথম জোরটা দেন। আর সে ছাপকে চারটে ক্যাটেগরিতে ভাগ করেন উনিই। অবশ্যি তার কয়েক বছর পরে ইংল্যান্ডের হেনরি সাহেব আরও মজবুত করেন এই সিস্টেমকে।' এই হেনরি সাহেব ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি। ১৮৯৭ সালে কলকাতায় ইনি প্রথম ফিঙ্গারপ্রিন্ট-রেকর্ডিং ব্যুরো স্থাপন করেন। যখন ডয়েল হোমসের গল্প লেখা শুরু করছেন, তখন লন্ডন পুলিশ হাত বা আঙুলের ছাপকে অপরাধী শনাক্তকরণের উপায় হিসেবে মানতে চায়নি, হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ১৯০৩ সালে ডয়েল যখন 'Norwood Builder' লিখছেন, তখন অপরাধী শনাক্তকরণে আঙুলের ছাপের ভূমিকা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত এবং কাহিনিটিও দাঁড়িয়ে আছে আঙুলের ছাপের প্রমাণের ওপরেই।

TimeBorne.blogspot

বিষ বিশেষজ্ঞ অপরাধী ডা ক্রিপেন

১৯০০ সালে ফরেনসিক বিজ্ঞানের আরও এক দরজা খুলে গেল। সেই বছরই অস্ট্রিয়ান জীববিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার তিন রকম ব্লাড গ্রুপ A, B এবং O চিহ্নিত করলেন। ১৯০২ সালে আবিষ্কৃত হল আর একটি গ্রুপ AB. ডয়েল অবশ্য রক্ত নিয়ে ফরেনসিক গবেষণা বিষয়ে অবগত ছিলেন। না হলে তিনি গুয়াইকাম পরীক্ষার কথা বলতে পারতেন না। গুয়াইকাম একটি গাছের আঠা যা রক্ত, বিশেষ করে হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা হয়। এটি প্রাচীনতম রক্তসমীক্ষা। ডা জন ডে এই পরীক্ষাটির আবিষ্কারক, এতে কোনো দ্রবণে হিমোগ্লোবিন থাকলে, তাতে এক ফোঁটা এই আঠা ফেলে দিলে নীচে দুধ সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। যদিও শার্লক হোমসের দাবি, তাঁর রি-এজেন্ট-এর চেয়েও কার্যকরী।

ফরেনসিক প্যাথোলজি বা পোস্ট-মর্টেমেও ডয়েলের আগ্রহ ছিল। যখন শার্লক পুরোদমে তাঁর অভিযান চালাচ্ছেন, তখন লন্ডনে এক মার্কিন হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার ক্রিপেনের স্ত্রী কোরার আকস্মিক মৃত্যু হয়। প্রথমে পুলিশ ভেবেছিল কোরা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। কিন্তু ক্রিপেন, তাঁর প্রেমিকা ইথেলের সঙ্গে চম্পট দিলে পুলিশ বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং বেসমেন্টে পোঁতা অবস্থায় একটি মৃতদেহ পান। পোস্ট-মর্টেম বিশেষজ্ঞ ডা বার্নার্ড স্পিলসব্যারি মৃতদেহের ফরেনসিক তদন্ত করে প্রমাণ করেন সেটি কোরার মৃতদেহ এবং কোরাকে হায়োসিন নামে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। ক্রিপেনকে কানাডা থেকে ধরা হয়। বিচারে ডা হাওলি হার্ভে ক্রিপেনের মৃত্যুদণ্ড হয়। এই ডা স্পিলসব্যারিও ছিলেন ডয়েলের বন্ধু।

নিজে ডাক্তার হবার সুবাদে নিত্যনতুন ফরেনসিক জার্নাল ও আবিষ্কারের কথা জানার সুযোগ ছিল ডয়েলের। আর যখনই নতুন যা কিছু জানতে পেরেছেন, তাঁকে ঢুকিয়ে

দিয়েছেন হোমস কাহিনিতে। যত সময় গেছে হোমসও অপরাধবিজ্ঞানে তত দড় হয়ে উঠেছেন। হয়তো নিজের অজান্তেই ডয়েল উনবিংশ শতকের অপরাধবিজ্ঞানের ধারার এক ইতিবৃত্ত লিখে গেছেন হোমস কাহিনির মাধ্যমে। হোমসের নিবিড় পাঠ আসলে সেই ইতিহাসেরও পাঠ!

T.me/Borno_porichoy

হোমসের সময়ের সমাজ

হোমসের কাহিনি কি ভিক্টোরীয় লন্ডনের সামাজিক অবস্থার পরিচয় দেয়? হোমস পাঠে কি খাঁটি সমাজচিত্র ফুটে ওঠে? সত্যি বলতে কী হোমসকে সামাজিক আখ্যান হিসেবে ভাবার কথা আমরা ভাবতেই পারি না। কিন্তু একটু খেয়াল করে পড়লেই ওপরের পালিশে আঁচড় লেগে নীচের রূপটি ফুটে ওঠে। হোমস কাহিনিতে ডয়েলের চোখে আমরা যে লন্ডনকে দেখতে পাই তা থেকে লেখকের মূল রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিটাই পরিস্ফুট।

যেহেতু অপরাধী এবং অপরাধ নিয়েই কারবার, তাই ডয়েলের লেখায় তখনকার সামাজিক বৈষম্যটাই ফুটে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। হোমসের আবির্ভাবের দুই বছর পর ১৮৮৯ সালে সমাজবিজ্ঞানী চার্লস বুথ লন্ডনের দারিদ্র্যের একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। সেই মানচিত্রে লন্ডনের প্রতিটি রাস্তায়, সে-রাস্তায় বসবাসকারীদের আর্থসামাজিক অবস্থা অনুযায়ী আলাদা আলাদা রং করা হয়। এমন আটটি রং ছিল। হলুদ এবং লাল রং ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের প্রতীক আর কালো রং ছিল 'হতদরিদ্র, অপরাধী'-দের। তখনকার লন্ডনে দারিদ্র্য আর অপরাধকে অবলীলায় এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা হত। দরিদ্র মানেই সে অপরাধী— এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল তাঁদের মনে। এমনকী ইংরেজি villain-শব্দটারও আসল মানে নীচু বংশে জন্ম যার। 'The Red Headed League'-এ হোমস দাবি করেছেন তিনি গোটা লন্ডনের হাল-হকিকত নিজের তালুর মতো জানেন। কিন্তু হোমস বিশেষজ্ঞ ফ্রাঙ্কো মোরেত্তি, বুথের মানচিত্র ধরে ধরে প্রমাণ করে দিয়েছেন একটি মামলাতেও হোমস তথাকথিত কালো অঞ্চলে যাননি। তাঁর সবকটি অভিযানের অকুস্থল হয় লাল, নয় হলুদ রাস্তা। ডয়েল সুচারুভাবেই এইসব অঞ্চল বেছেছিলেন। 'স্ট্র্যান্ড'-এর পাঠক ছিল মূলত বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তরা। হতদরিদ্ররা তাঁর লেখা পড়তেন না বা সেই সাধ্য তাঁদের ছিল না। সুতরাং ডয়েল মধ্যবিত্ত লন্ডনবাসীর কাছে লন্ডনের সেই অংশই দেখিয়েছেন, যা তাঁদের চেনা। লন্ডনের বাইরেও যতবার বেরিয়েছেন হোমস, প্রতিবার কোনো জমিদারি, ম্যানর কিংবা স্নিগ্ধ গ্রামাঞ্চলে। স্বভাবতই হোমসের বাসস্থান বেকার স্ট্রিটও বুথের মানচিত্রে লাল কালিতে দাগানো। পাশে লেখা 'Middle Class. Well-to-do.'

T.me/Boi_Pora_Hoy

"SHE LAID A LITTLE BUNDLE UPON THE TABLE."

প্যাগেটের অলংকরণে হোমস কাহিনির মহিলা

'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনে হোমসের যত গল্প বেরিয়েছে, তাতে বেশিরভাগ মক্কেলই উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত। লর্ড বেলিঞ্জার বা বোহেমিয়ার রাজার মতো উচ্চতম সামাজিক প্রতিপত্তির মানুষরা। যদিও 'A Study in Scarlet'-এ ওয়াটসন লিখছেন, 'তাঁর পরিচিত জনের সংখ্যা অনেক, আর তাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।' সেখানে ইহুদি ফেরিওয়ালা, নোংরা, বয়স্কা স্ত্রীলোক, নকল মখমলের পোশাক পরা রেলের কুলির উল্লেখ থাকলেও ওয়াটসন (নাকি ডয়েল?) সযত্নে তাঁদের মামলাগুলোর কথা এড়িয়ে গেছেন। হোমসের ধুরন্ধর প্রতিপক্ষ মরিয়ার্টিও 'an aristocrat of crime.' হোমস নিজেও ছিলেন জমিদারের ছেলে; আর তাই উঁচু তলার মানুষদের সমস্যা তাঁকে বেশি টানত। 'The Adventure of the Solitary Cyclist'-এর ভায়োলেট স্মিথের মতো গভর্নেসের কেস হোমস খুব কমই নিয়েছেন বা নিলেও ওয়াটসন সেসব উল্লেখের উপযুক্ত মনে করেননি। অনেকে তো আবার বেকার স্ট্রিটের অনাথ বাচ্চাদের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়াকেও বাঁকা চোখে দেখেন।

১৮৪৮-৯০ অবধি লন্ডনের মহিলাদের টুপির বিবর্তন

অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে। হোমস নামিদামি মক্কেলদেরও রেয়াত করতেন না। 'মক্কেলের প্রতিপত্তি নয়, মামলার গুরুত্বই আমার কাছে প্রধান,' একথা 'Noble Bachelor'-এ বলেওছেন তিনি। 'Scandle in Bohemia'-তে রাজাকে নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়েননি। আসলে হোমস সমাজের এই ভাগগুলো খুব বেশি মানতেন না। ডয়েল নিজে রক্ষণশীল হলেও কখনো কখনো হোমস ঠিক তাঁর স্রষ্টার উলটো। তিনি প্রগতিশীল। টাকাপয়সাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, কোকেন সেবন, বেহালা বাজানো, যখন ইচ্ছে গুলি করে দেওয়াল ফুটো করে দেওয়া যেন এক স্বেচ্ছা বোহেমীয় জীবনের সন্ধান দেয়। এ জীবন কখনোই ডয়েলের জীবনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু তারপরও বলতে হয় হোমস বা তাঁর দৃষ্টি সর্বব্যাপ্ত নয়। ঊনবিংশ শতকে লন্ডনে ইস্ট এন্ডে জাহাজঘাটা ছিল প্রান্তিক মানুষদের আবাসস্থল। হেন পাপকার্য নেই, যা সেখানে হত না। হোমস মাত্র দুটি কেস ('The Sign of the Four' আর 'The Adventure of the Six Napoleons') ছাড়া ওই পাড়ায় পা মাড়াননি। তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন বিদেশি শত্রু, অজ্ঞাত বিষ কিংবা নাচিয়ে মানুষদের হেঁয়ালি সন্ধানে। তাঁর সুবর্ণ সময়ে লন্ডনের বুকে জ্যাক দ্য রিপার একের পর এক পতিতাদের খুন করে গেছে। হোমস নিজেকে দূরে রেখেছেন।

অপরাধীদের নির্বাচনেও বেশ কিছু একদেশদর্শিতা লক্ষ করার মতো। যারাই ব্রিটিশ অধ্যুষিত কোনো কলোনিতে কাটিয়েছে, প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু অপরাধের সঙ্গে সংযোগ আছে। তিনি 'Gloria Scott'-এর হাডসন হোন, 'Speckled Band'-এর রয়লেট বা 'Boscombe Valley Mystery'-র জন টার্নার। ডয়েলের লেখা ঔপনিবেশিক মানসিকতার কথা 'শার্লক হোমসের টুকিটাকি' অধ্যায়ে আলোচিত। তাই পুনরাবৃত্তি না করে বরং হোমসের কাহিনিতে পুরুষতান্ত্রিক ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

এক পুরুষ গোয়েন্দা এবং তাঁর পুরুষ সঙ্গী— গোয়েন্দা গল্পের আখ্যানের এই ধরনটি এডগার অ্যালান পো থেকে সরাসরি তুলে নিয়েছিলেন ডয়েল। যেহেতু সঙ্গীই গল্পটা বলছে, তাই যে কোনো মূল্যে এ বন্ধুতা টিকিয়ে না রাখলে কাহিনির মৃত্যু ঘটার সমূহ সম্ভাবনা। ঠিক সেইজন্যেই ওয়াটসন বিয়ের পরেও প্রায়ই বেকার স্ট্রিটে আসেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার হোমসের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন এবং হোমস বিয়ে তো দূরস্থান, প্রেমই করেন না। কাহিনির কথকের সঙ্গে নৈকট্য বজায় রাখতে এ বলিদান অনেক গোয়েন্দাকেই দিতে হয়েছে, ব্যোমকেশের মতো কিছু ভাগ্যবান বাদে। সাহিত্যে এ জাতীয় বন্ধুতা বিরল নয়। রবিনসন ক্রুসো আর ফ্রাইডে, টম সইয়ার আর হাকলবেরি ফিন-রাও অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তখন ইংরেজিতে 'boy fiction' নামে একধরনের সাহিত্য চলত যা পুরোপুরি পুরুষ পাঠকদের কথা ভেবেই লেখা। হ্যাগার্ডের *King Solomon's Mines*-এর ভূমিকায় তো তিনি লিখেই দিয়েছিলেন, 'To All the Big and Little Boys who read it.' ডয়েলও ছিলেন সেই ভাবাদর্শেই মানুষ। বিশ শতকের শুরুতে 'বয়েজ স্কাউট' আন্দোলন কিশোরদের মধ্যে এক 'পুরুষত্ব' জাগানোর চেষ্টা করে। এ এক অদ্ভুত ইউটোপিয়ান জগৎ যাতে মহিলাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেই। ডয়েল যে মনেপ্রাণে সে-আদর্শে বিভোর ছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'Greek Interpreter' এবং 'Resident Patient'-এ বয় স্কাউটের উল্লেখে। যদিও অপ্রয়োজনীয়, তবু জানিয়ে রাখি টিনটিন স্রষ্টা অ্যার্জেও বয় স্কাউটের সদস্য ছিলেন। বাকিটা 'বুঝ লোকে যে জান সন্ধান।'

হোমসের বেশির ভাগ কাহিনিতেই মহিলারা অসহায়। হোমস তাঁদের রক্ষা করে শিভ্যালরি দেখানোর সুযোগ পান। ব্যতিক্রম একজনই। আইরিন অ্যাডলার। আবার ব্যতিক্রম ননও। হোমস নিজেই তাঁকে অন্য মহিলাদের থেকে আলাদা, বুদ্ধিমতী বলেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি জাতে আমেরিকান। সংরক্ষণশীল ব্রিটিশরা মুক্তমনা মার্কিন মহিলাদের যে চোখে দেখত তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে হোমসের দৃষ্টিভঙ্গিতে। 'Three Gables'-এর ইসাডোরা ক্লাইন বা 'Wisteria Lodge'-এর মিস বার্নেট, হোমসের স্টিরিয়োটাইপ মহিলাদের থেকে কিছুটা আলাদা হলেও একজন আদর্শ ভিলেন তথা femme fatale, অন্যজন আপন হিংসার চরিতার্থতা করেন।

মহিলারা যেখানেই একটু অন্যধরনের কিছু করতে গেছেন, সেখানেই গণ্ডগোল বেঁধেছে। 'Second Stain'-এ লেডি হোপ যদি না রাষ্ট্র#য় সমস্যায় নাক গলাতেন, তবে এত কাণ্ড হতই না আবার সোফি ক্রাটিডেস যদি না হ্যারল্ড ল্যাটিমারের প্রেমে পড়তেন, তবে তাঁর ভাই খুনও হতেন না ('Greek Interpreter'). মহিলা চরিত্ররা কখনোই স্বাভাবিক নন কখনো 'Cardboard Box'-এর সারা কুশিং-এর মতো হিংসুটে ও পরশ্রীকাতর, কখনো 'Thor Bridge'-এর মিসেস গিবসনের মতো ষড়যন্ত্রী, কখনো 'Illustrious Client'-এর ভায়োলেট মেরভিলের মতো নিস্তরঙ্গ, বরফশীতল।

মহিলাদের সম্পর্কে ডয়েলের নিজের ধারণাও যে খুব উচ্চ ছিল তা নয়। আত্মজীবনী *Memories and Adventures*-এ তিনি অবলীলায় লিখেছেন, 'It is notorious that though

TinerBorno_Borichoy

ladies greatly improve the apperance of a feast they usually detract from the quality of the talk.' মহিলাদের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর কমই ভরসা ছিল তাঁর। তিনি যখন হোমস লিখছেন, ইংল্যান্ডে মহিলারা তখন ভোটদানের অধিকারের জন্য পথে নেমেছে। ডয়েলের মত কী ছিল? তা বলার জন্য কোনো পুরস্কার নেই।

তাই, যা দিয়ে শুরু করেছিলাম, হোমসের কাহিনি লন্ডনের সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র নয়। এমনকী ঠিকঠাকভাবে খণ্ডিত চিত্রও নয়। গোটাটাই ডয়েলের রঙিন চশমায় লন্ডনকে দেখা। উদবাস্তু সমস্যা, কলকারখানার বাড়বাড়ন্ত, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, রোজকার ঘটা অপরাধের থেকে মুখ ফিরিয়ে হোমস এমন এক সমাজচিত্র দেখায়, আদতে যে সমাজটা ঠিক সেভাবে ছিলই না। হয়তো তাই হোমসের আবেদন চিরকালীন। দেশে দেশে। কালে কালে। ঠিক যেমন রূপকথার গল্পের থাকে...।

T.me/Borno_porichoy

হোমসের দোস্ত ও দুশমন

T.me/Borno_porichoy

হোমস কাহিনির সিধু জ্যাঠা ও অন্যান্য

ফেলুদার যেমন সিধুজ্যাঠা, হোমসের তেমন ছিলেন দাদা মাইক্রফট। বহুদিন পর্যন্ত এই দাদার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াটসন কিংবা পাঠকের কোনো ধারণাই ছিল না। মাইক্রফটের অস্তিত্ব প্রথম জানা যায় 'The Adventure of the Greek Interpreter' গল্পে। এই গল্পেই শার্লক স্বীকার করেন তাঁর এই দাদা তাঁর থেকে সাত বছরের বড়ো এবং পর্যবেক্ষণ ও অনুসিদ্ধান্তের অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত। বরং শার্লকের চেয়ে বেশিই। কিন্তু তিনি গোয়েন্দা নন। কারণ তিনি নাকি বড্ড কুঁড়ে। গোয়েন্দাগিরি যদি বিলাসবহুল আরামকেদারায় বসে যুক্তি সাজানো হত, তবে মাইক্রফট বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা হতেন, কিন্তু তাঁর না আছে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা, না আছে উৎসাহ। মাইক্রফটও স্বীকার করেছেন 'Sherlock has all the energy of the family.' শার্লক তো এও বলেছেন জজ বা জুরির সামনে কেস সাজানোর জন্য যে পরিশ্রমটুকু করতে হয়, সেটুকু করতেও নাকি মাইক্রফট নারাজ। এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ, সারাজীবনে একটি কেসেও শার্লককে জজ বা জুরির জন্য কেস সাজাতে দেখা যায়নি। তবে পেট চালানোর জন্য তিনি সরকারের কোনো একটি দপ্তরের হিসাবনিকাশ করেন।

T.me/tmo_porichoy
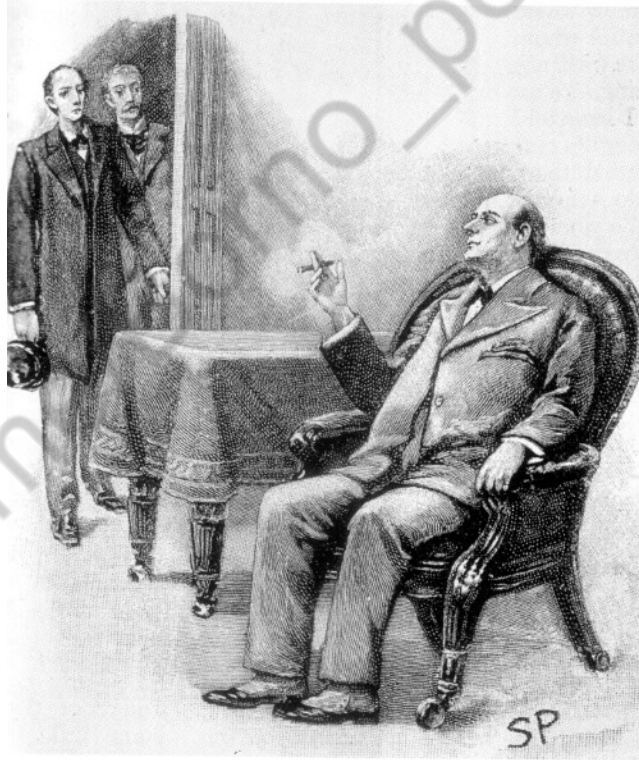
কাকতালীয়— প্যাগেটের অলংকরণে মাইক্রফট হোমস আর রবার্ট মর্লে

মাইক্রফট লন্ডনেই পল মলে থাকেন। রোজ সকালে হেঁটে হোয়াইট হল পর্যন্ত যান, বিকেলে একই পথে ফিরে আসেন। তাঁর জীবন, যাকে বলে ১০০% অনাড়ম্বর। বছরের পর বছর তিনি কোনো ব্যায়াম করেন না আর বাড়ির উলটো দিকে ডায়োজেনিস ক্লাব ছাড়া কোথাও যান না। এই ক্লাবটি আবার একটি অদ্ভুত ক্লাব। মাইক্রফট এর স্থাপকদের মধ্যে একজন। এখানে অদ্ভুত একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন শার্লক, 'the queerest club in London and Mycroft one of the queerest men.' এই queer শব্দটি ঊনবিংশ শতকের শুরুতে অদ্ভুত, আজব অর্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু ডয়েল যখন হোমস কাহিনি লিখছেন, তখন queer শব্দটির মানে দাঁড়ায় সমকামী। (যেভাবে gay শব্দটিও পরে রূপান্তরিত হয়)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৯৪ সালে মারকুয়ি অব কুইনসবেরি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বড়োছেলের প্রণয়ের কথা জানতে পেরে প্রধানমন্ত্রীকে 'snob queer' বলে ভর্ৎসনা করেন। ফলে ডয়েলের এ অর্থ না জানার কোনো কারণ ছিল না। ১৯৭৯ সালে লন্ডনে প্রথম গে-ক্লাব 'Heaven' খোলে। বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন, তবে কি তার একশো বছর আগেই খোদ লন্ডনের বুকে মাইক্রফট পৃথিবীর প্রথম গে-ক্লাবটি খুলেছিলেন? কে জানে! মাইক্রফট তো বিয়েও করেননি যতদূর জানা যায়। কেমন ছিল সে ক্লাবের ভিতরটা? লন্ডনের অন্য ক্লাবের মতো সে-ক্লাবেও আরামকেদারা, নতুন নতুন পত্রিকা রাখা থাকত। তবে পার্থক্য একটাই গোটা লন্ডনের যত অসামাজিক লোক (unsociable শব্দটি লক্ষণীয়) ছিলেন এর সদস্য। এমনকী অতিথির ঘর বাদে অন্য কোনো ঘরে কোনো কথা বলাও বারণ ছিল। তিনবার নিয়ম ভাঙলে তাঁকে ক্লাব থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হত। মাইক্রফট নিজে বিকাল পৌনে পাঁচটা থেকে সাতটা চল্লিশ অবধি ক্লাবে থাকতেন। পাঠকদের মনে থাকবে 'The Adventure of the Greek Interpreter'-

T.me/Boi_Porichoy

এর শুরুতে সন্ধ্যা ছ-টায় পায়ে হেঁটে হোমস ও ওয়াটসন ডায়োজেনিস ক্লাবে রওনা হন। পাঁচ মিনিট বাদেই তাঁরা রিজেন্ট সার্কাসে পৌঁছান। এই রিজেন্ট সার্কাস তখন দুটো ছিল — একটা অক্সফোর্ড সার্কাস, একটা পিকাডেলি সার্কাস। হোমসরা যেখানেই যান না কেন, সেখান থেকে অনেকটা উলটো দিকে ঘুরে সেন্ট জেমস প্যালেসের দিক দিয়ে পল মলে ঢোকেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের বাসস্থান কার্লটন হাউস পেরিয়ে যান তাঁরা। এই কার্লটন ক্লাব ছিল ৯৪ নম্বরে। এর আশেপাশে আরও কিছু বিখ্যাত ক্লাব ছিল, যেমন ৪৯ নম্বরে ট্র্যাভেলার্স ক্লাব, ১০৬ নম্বরে অ্যাথেনিয়াম ক্লাব, ১০৪-০৫-এ রিফর্ম ক্লাব ইত্যাদি। ডায়োজেনিস ক্লাবও এদের মধ্যেই অন্যতম একটি ছিল।

মাইক্রফট হোমস দেখতে শার্লকের চেয়ে অনেক লম্বা, চওড়া ও সুবিশাল। ভারী মুখ, কিন্তু তাতে শার্লকের মতো শাণিত বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। চোখের মণি ছাইরঙা, হাতের চেটো সিলমাছের পাখনার মতো। মাইক্রফট হোমসের সঙ্গে নিয়মিত দেখা না করলেও নিয়মিত তাঁর খবরাখবর রাখেন। শুধু তাই নয়, ওয়াটসনের লেখা বিবরণগুলোও মন দিয়ে পড়েন তিনি। পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের যে গুণটি শার্লকের মধ্যে আছে, সেটি যে তাঁর মধ্যে আরও বেশি পরিমাণে বিদ্যমান, তা প্রথম কাহিনিতেই স্পষ্ট। তবে সেটা প্রমাণ করতে শার্লক ও মাইক্রফটের যা কথোপকথন হয় তা খানিকটা এরকম—

মাইক্রফট— ওই যে দু-জন লোক আমাদের দিকে আসছে, তাঁদের খেয়াল করো।

শার্লক— বিলিয়ার্ড মার্কার আর অন্যজনের কথা বলছ?

মাইক্রফট— একেবারে। অন্যজন সম্পর্কে কী বুঝছ?

শার্লক— এক বৃদ্ধ সৈনিক, মনে হচ্ছে।

মাইক্রফট— আর সদ্য সেনাবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়েছে।

শার্লক— ভারতে চাকরি করত।

মাইক্রফট— আর নন-কমিশনড অফিসার।

শার্লক— গোলন্দাজ বিভাগ।

মাইক্রফট— আর বিপত্নীক।

শার্লক— কিন্তু সন্তান আছে।

মাইক্রফট— সন্তানদল হে, সন্তানদল।

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, ডা বেলের এক রোগীকে দেখে তাঁর আদ্যোপান্ত বলে দেওয়ার সঙ্গে এই কথোপকথনের কী ভীষণ মিল। তাই শুধু শার্লক নয়, মাইক্রফটের মধ্যেও ডা বেলের কিছু অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ডয়েল।

মাইক্রফটের নস্যি নেবার নেশা ছিল। কচ্ছপের খোলায় তৈরি এক নস্যদানে সে-নস্য থাকত আর কোটে ছিটিয়ে পড়া নস্যির গুঁড়ো তিনি ঝেড়ে ফেলতেন পকেটের লাল বড়ো একটি সিল্কের রুমাল দিয়ে। মাইক্রফট সম্পর্কে এই গোটা ধারণা বদলে দেন শার্লক নিজেই। 'The Adventure of the Bruce-Partington Plans'-এ জানা যায়, মাইক্রফট শুধু ব্রিটিশ সরকারের হয়ে কাজই করেন না, তিনি মাঝে মাঝেই স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার হয়ে ওঠেন। তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে কাজ করার জন্য বছরে সাড়ে চারশো পাউন্ড বেতন পান। জাতীয় নিরাপত্তায় তিনিই শেষ কথা। তাঁর মতো পরিষ্কার মাথা বিশ্বের কারো নেই। দেশের নানা সমস্যার কথা তিনি শোনেন, তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করেন

T.me/Borno_porichoy

এবং অবশেষে কী করণীয়, সে-বিষয়ে মত দেন। এভাবেই মাইক্রফট নিজেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অপরিহার্য করে তুলেছেন। শার্লক যেমন বিশ্বের সেরা পরামর্শদাতা গোয়েন্দা, কিংবা মরিয়ার্টি যেমন সেরা পরামর্শদাতা অপরাধী, ঠিক তেমনই মাইক্রফট হলেন সেরা পরামর্শদাতা রাজনীতিবিদ। জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব এতটাই যে হোমসের মতে বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে মাইক্রফটের আগমন দেবগুরু বৃহস্পতির কক্ষচ্যুত হওয়ার থেকে কিছুমাত্র কম নয়। হোমস গবেষকদের তাই ধারণা ডায়োজেনিস ক্লাব দেখতে যতটা সহজ সরল আদতে তা নয়। এটি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের একটি গুপ্তঘাঁটি— যা মাইক্রফট পরিচালনা করতেন।

তবে শার্লক কাহিনিতে আরও দুইবার মাইক্রফটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা গেছে। 'The Adventure of the Final Problem'-এ এক্কাগাড়ির চালকের ছদ্মবেশে তিনিই ওয়াটসনকে নিয়ে আসেন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে— শার্লকের সঙ্গে দেখা করাবার জন্য। আর শার্লকের সেই অজ্ঞাতবাসের দিনে একমাত্র মাইক্রফটই জানতেন শার্লক কোথায় আছে। তাঁকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন, এমনকী বেকার স্ট্রিটের বাড়ির ভাড়াও মিটিয়ে দেন, যাতে বাড়ি হাতছাড়া না হয়।

শেষ করার আগে একটা কথা না বললেই নয়। ১৯৬৫ সালের হোমসের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত হয় 'A Study in Terror' ছায়াছবিটি। তাতে মাইক্রফটের ভূমিকায় অভিনয় করেন রবার্ট মর্লে। রবার্ট মর্লের চেহারা বা মুখের সঙ্গে 'স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন'-এ প্যাগেটের আঁকা ছবির আশ্চর্য মিল, যদিও মর্লের জন্ম প্যাগেটের মৃত্যুর তিন মাস পরে।

বাড়িওয়ালি— মিসেস হাডসন

হোমস ও ওয়াটসন ছিলেন আদর্শ ভিক্টোরীয় পুরুষ। তাই তাঁরা নিজেরা রান্না করবেন, বাসন মাজবেন, কাপড় কাচবেন, সেটা আশাই করা যায় না। ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে এই কাজগুলো যিনি হাসিমুখে করে গেছেন তিনি মিসেস হাডসন। 'A Study in Scarlet'-এ যদিও প্রথমবার তাঁকে দেখা যায়, তবু সেখানে ওয়াটসন তাঁর নাম বলেননি— শুধু landlady বলেই সম্বোধন করেছেন। 'The Sign of the Four'-প্রথমবার স্বনামে তাঁর আবির্ভাব। তিনি হোমসের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকেন; এমনকী হোমস অসুস্থ হলে রাতভর ওপর-নীচ করতেন।

T.me/Porno_pulichoy

মিসেস হাডসনের ভূমিকায় উনা স্টাবস (বিবিসি শার্লক)

মিসেস হাডসনের স্বামী বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তবে বিশেষজ্ঞদের অনুমান 'The Adventure of the Gloria Scott'-এর মি হাডসনই তাঁর স্বামী এবং সেখান থেকেই হোমসের সঙ্গে তাঁর আলাপের সূত্রপাত। অনেকের মতে আবার ২২১ বি বেকার স্ট্রিটের আসল মালকিন মিসেস হাডসন নন। মিসেস টার্নার। 'The Boscombe Valley Mystery'-তে তাঁর উল্লেখ পাই। তাঁর মৃত্যুর পর হোমসের সাহায্যেই মিসেস হাডসন বাড়ির মালকিন হন। হোমসের প্রতি তাঁর অপত্য স্নেহের কারণ বহুবিধ। হোমসও মিসেস হাডসনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তাই মিসেস হাডসনকে 'long suffering woman' নামেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

'The Adventure of the Naval Treaty' কাহিনিতে জানা যায় তিনি জাতিতে স্কট। হোমস ও ওয়াটসনের জন্য তিনি চা, কফি, মুরগির মাংস, ডিম ও হ্যাম রেঁধে আনেন। হোমস তাঁর রান্না পছন্দ করতেন। 'The Disappearance of Lady Frances Carfax'-এ হোমস রীতিমতো কেবল করে মিসেস হাডসনকে সাড়ে সাতটার মধ্যে দু-জন ক্ষুধার্ত পথিকের জন্য রেঁধে রাখতে বলে।

হোমসের অজ্ঞাতবাসের খবর ওয়াটসনের মতো মিসেস হাডসনও জানতেন না। হোমসকে দেখেই তাঁর ফিট মতো হয়ে যায়। তবে কিছু একটা সন্দেহ তিনি করেই ছিলেন কারণ হোমসের অন্তর্ধানের সময় মাইক্রফট হোমসের ঘরটিকে অবিকল আগের মতো রাখার নির্দেশ দেন। তবে অবিকল রাখতে পারেননি মিসেস হাডসন। মরিয়ার্টির চ্যালারা ২২১বি-তে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাতে শার্লকের জিনিসপত্রের ক্ষতি না হলেও পরদিন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় খবর বেরোয়। এই সুযোগে মিসেস হাডসনও হোমসের ঘরটি গুছিয়ে ফেলেন। 'The Adventure of the Empty House'-এ হোমসের ঘরে ঢুকেই প্রথমে ওয়াটসনের চোখে পড়ে এই পরিপাটি ভাবটি। এই কাহিনিতেই মিসেস হাডসন প্রায় প্রাণ হাতে নিয়ে একটি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান যখন হোমসকে গুলি করে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, মিসেস হাডসনই

হামাগুড়ি দিয়ে হোমসের মূর্তিকে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর সরাচ্ছিলেন, যাতে মনে হয় ওটা সত্যিকারের হোমস। মোরানের গুলি হোমসের মূর্তিকে বিদ্ধ করে দেওয়ালে লেগে চেপটা হয়ে গেলে কার্পেট থেকে সে-গুলি তুলে আনেন মিসেস হাডসনই।

পেজ বয়, ঊনবিংশ শতকের কাঠখোদাই

ঘরে অতিথি এলে তাঁদের পথ দেখানো কিংবা টেলিগ্রাম বয়ে আনার কাজও মিসেস হাডসনই করেন। তবে হোমসের প্রতি মিসেস হাডসনের করুণা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় 'The Adventure of the Dying Detective'-এ— যেখানে শার্লকের জন্য তিনি এক মাতার মতোই উদবিগ্ন। তিনি বার বার ওয়াটসনকে বলতে থাকেন 'He's dying, Dr Watson.' ওয়াটসন হোমসের ঘরের দিকে গেলে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে মিসেস হাডসন কাঁপতে থাকেন ও কাঁদেন অঝোরে। তিনি কী করে জানবেন চতুর হোমসের এও এক অনবদ্য নাটিকা! গোয়েন্দাগিরি থেকে অবসর নেওয়ার পর 'The Adventure of the Lion's Mane'-এ জানা যায় হোমস সাসেক্স ডাউনস-এ তাঁর পুরোনো বাড়িওয়ালির সঙ্গেই রয়েছেন। তবে হোমসের শেষ কাহিনি 'His Last Bow'-তে মিসেস হাডসন সম্ভবত মারা যান। সে-কাহিনিতে নতুন এক বাড়িওয়ালির নাম পাই— মার্থা।

বেকার স্ট্রিটের 'বিলি'

মিসেস হাডসনের বেকার স্ট্রিটের বাড়িটি ছোটো হলেও তাতে একজন পেজ বয় ছিল। 'পেজ বয়' সাধারণত ছোটো ছেলেরা হত, যারা বিয়ের সময় বর কনের পিছু পিছু বিয়ের

আংটি বয়ে আনত। হিন্দু বিবাহে এখনও যেমন নিতবরদের দেখা যায়, তেমনি ছিল এই 'পেজ বয়'-রা। 'পেজ' কথাটি এসেছে গ্রিক pais থেকে, যার মানে শিশু। কিন্তু অনেকে মনে করেন এর উৎপত্তি ল্যাটিন pagus থেকে, যার অর্থ ভৃত্য।

ঊনবিংশ শতকের ইংল্যান্ডে এ দুটো মিলিয়ে মিশিয়ে শিশু ভৃত্যদের 'পেজ বয়' বলে ডাকা হত। হোমসের মোট দশটি কাহিনিতে এই পেজ বয়টিকে দেখা যায়। 'A Case of Identity'-তে প্রথমবার মিস মেরি সাদারল্যান্ড-এর আগমন ঘোষণা করে সে। পরবর্তীতে 'The Adventure of the Noble Bachelor', 'The Adventure of the Yellow Face', 'The Adventure of the Greek Interpreter', 'The Adventure of the Naval Treaty', 'The Adventure of Wisteria Lodge' বা 'The Adventure of Shoscombe Old Place'-এ তাঁকে দেখা গেলেও তাঁর নাম জানা যায়নি। শুধু 'The Valley of Fear', 'The Adventure of the Mazarin Stone' আর 'The Problem of Thor Bridge'-এর অভিযানে ডয়েল তাঁকে উল্লেখ করেছেন বিলি নামে।

বহুদিন থাকতে থাকতে বিলি পরিবারেরই একজন হয়ে উঠেছিল। 'The Adventure of the Mazarin Stone' কাহিনির শুরুতেই ওয়াটসনকে তাঁর সঙ্গে খোশগল্পে মত্ত থাকতে দেখি। এমনকী ওয়াটসন এ-ও বলেন, 'তুই আর বদলালি না,' যা থেকে আবার প্রমাণ হয়, বিলি বেশ কয়েক বছর হোমসদের সঙ্গে ছিল। ওয়াটসনের মতো বিলিও হোমসের চরিত্র জানে। তাই তাঁর মুখে শুনতে পাই, '... he eats nothing... you know his way when he is keen on a case.' হোমসের চলাফেরাও তাঁর নখদর্পণে। গতকাল যে হোমস শ্রমিকের ছদ্মবেশে আর আজ বুড়ি ভদ্রমহিলা সেজে বেরিয়েছেন, তা সবার চোখ এড়ালেও বিলির চোখ এড়ায় না।

তবে ব্যারিং গুল্ডের মতে হোমস পরিবারে দুটি পেজ বয় ছিল। একটি হোমসের অন্তর্ধানের আগে, যার নাম জানা যায় না, অপর জন বিলি, যাকে হোমস ফিরে আসার পর চাকরিতে বহাল করা হয়। 'The Adventure of the Mazarin Stone' অভিযানে ঠিক 'The Adventure of the Empty House'-এর মতো হোমসের একটি মোমের মূর্তি বানানো হয়, যা নাড়াচড়ার দায়িত্ব পেয়েছিল বিলি। ওয়াটসন তাঁকে বলেন, 'আমরা এমন আগেও করেছি'; উত্তরে বিলির 'Before my time' থেকেই স্পষ্ট ২২১-বি-তে তাঁর আগমন হোমস অজ্ঞাতবাস থেকে ফেরার পর। প্রসঙ্গত পাঠককে আরও একবার মনে করাই, গিলেটের হোমস নাটকে বিলির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তেরো বছরের চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন।

বিলি ছাড়া আরও একজন মহিলা ছিলেন যিনি নানা টুকিটাকি ফাইফরমাশ খাটতেন। 'AStudy in Scarlet'-এ জানি যে তাঁর ঘর ছিল ওয়াটসনের ঘরের পাশেই, 'The Five Orange Pips'-এ তিনি কফি এনে দেন আর 'The Adventure of the Bruce-Partington Plans'-এ টেলিগ্রাম। এই তিন মহিলা কি একজন, না আলাদা আলাদা তা অবশ্য ডয়েল উহ্যই রেখেছেন।

বেকার স্ট্রিটের 'ইতর' সন্তানরা

ডয়েল এদের নাম দিয়েছিলেন irregulars. গোটা ছয়-সাত নোংরা, ছেঁড়া জামাকাপড় পরা সদ্য কিশোর, যাদের দেখলেই বিবমিষার উদ্রেক হয়, তারা ছিল হোমসের একান্ত

TineBorno_porichoy

সহযোগী। এদের প্রথম দেখি 'A Study in Scarlet'-এ। মিসেস হাডসনের আপত্তি সত্ত্বেও এরা দল বেঁধে দোতলায় ওঠে, সার বেঁধে দাঁড়ায়। এরাই হোমসের যোদ্ধা। হোমস বেশ গর্ব ভরে ওয়াটসনের সঙ্গে এদের পরিচয় করান 'the Baker Street Division of the detective Police force' হিসেবে। পুলিশও যখন কোনো খবর আনতে হালে পানি পায় না, তখন অগতির গতি এরাই। এদের সর্দার উইগিন্স নামে এক কিশোর। হোমসের প্রথম অভিযানে সেই সন্দেহভাজন ঘোড়ার গাড়ির সহিসটিকে খুঁজে তাঁকে বেকার স্ট্রিটে নিয়ে আসে এই উইগিন্সই।

'The Sign of the Four'-এ আবার তাঁদের দেখা যায়। এবার গোটা একটি অধ্যায় তাঁদের নামে লেখেন ওয়াটসন। গতবারের মতো এবারও তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে শিলিং দেওয়া হয় 'অরোরা' নামের স্টিম লঞ্চটি খোঁজার জন্য। যে পাবে, তার পুরস্কার গোটা একটা গিনি। মাঝে সাত বছর কেটে গেলেও উইগিন্স আগের মতোই ছোটোখাটো নোংরা কাঠঠোকরার মতোই দেখতে আছে। এখানেই জানা যায়, সে অশিক্ষিত নয়, অল্পবিস্তর পড়তে পারে।

অদ্ভুত ব্যাপার, এই অভিযানের পর উইগিন্সকে আর কোনোদিন হোমস কাহিনিতে দেখা যায়নি। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ ততদিনে উইগিন্স নিশ্চয় বড়ো হয়ে নিজের জীবিকা বেছে নিয়েছিলেন। কী জীবিকা? সে-সম্পর্কে ওয়াটসন নীরব। তবে হোমস যে এই ছোট্ট সৈন্যদের দরকার মতো ব্যবহার করতেন এবং নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলছিলেন, তা স্পষ্ট। 'The Adventure of the Crooked Man'-এ হেনরি উডকে খুঁজতে তিনি সিম্পসন নামে একটি কিশোরকে কাজে লাগান। 'The Hound of the Baskervilles'-এ কার্টরাইট নামে এক ছোকরা হোমসকে সেই পাথুরে গুহায় নিয়মিত খাবার পৌঁছে দিতেন। কার্টরাইট হোমসকে এতটাই ভালোবাসতেন, যে হোমস তাঁকে পোষা কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক, অনাথ শিশুদের পয়সার লোভ দেখিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হোমস বার বার সমালোচনার মুখে পড়েছেন এই কারণে। তাই অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে হোমস আর কোনো কেসে এঁদের কাজে লাগাননি।

ডয়েল না লাগালেও অন্য লেখকরা ছাড়বেন কেন? হোমসের pastische লেখকরা এদের নিয়েই লিখে গেছেন একের পর এক বই। তার মধ্যে অ্যান্টনি বাউচারের *The Case of the Baker Street Irregulars*, রবার্ট নিউম্যানের *The Mystery of the Conjured Man* অথবা ট্রেসি ম্যাকের *In Search of Watson* তো রীতিমতো বিখ্যাত!

ল্যাংডেল পাইক ও মার্সার

মাত্র একটি করে কাহিনিতে মুখ দেখালেও এই দুটি চরিত্রকে হোমসপ্রেমীরা ভুলতে পারবেন না কোনোদিনই। 'The Adventure of the Three Gables'-এ হোমস ল্যাংডন পাইকের কাছে যান তথ্যের সন্ধানে। তাঁর ভাষায় পাইক হলেন 'human book of reference upon all matters of social scandal.' সিধুজ্যাঠা নিজেকে মাইক্রফট বললেও তাঁর চরিত্রে পাইকের ছায়া স্পষ্ট। পাইক কিছুই করেন না দিনরাত জেন্টলম্যান'স ক্লাবের জানলা খুলে চুপচাপ বসে থাকেন কিন্তু শহরের যত পাপ, যত অপরাধ, যত গুজব— সব কিছুর খবর তাঁর কাছে। সরকারকে এসব গোপন সাপ্তাহিক খবর দিয়ে তিনি মোটা টাকা রোজগার করেন। ওয়াটসন জানিয়েছেন লন্ডনের পঙ্কিল জীবনের গভীরেও যদি সামান্য কোনো আলোড়ন ওঠে, তবে আশ্চর্য এক ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তা জেনে ফেলেন

T.me/Bangla_boiboy

পাইক। হোমস মাঝেমধ্যেই নানা গোপন খবর পাইককে জোগান, বদলে পান নিজের দরকারি তথ্য।

'The Adventure of the Creeping Man'-এ ওয়াটসনের সঙ্গে হোমস আরও একটি মানুষের পরিচয় করান। এর নাম মার্সার। ইনি হোমসের সকল কাজের কাজি। রোজের দরকারি জিনিসের জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার। প্রফেসর প্রেসবেরিকে ল্যাংগুর সিরাম সরবরাহ করেছিলেন যে লোকটি, সেই ডোরাককে খুঁজে বের করা মার্সারের সাহায্য ছাড়া প্রায় অসম্ভবই ছিল।

সিনওয়েল জনসন

'The Adventure of the Illustrious Client'-এর শুরুতেই ওয়াটসন পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, কারণ সারাজীবনে মাত্র একবার তিনি সিনওয়েল জনসনের নাম নিয়েছেন। এর সাফাই হিসেবে ওয়াটসন জানিয়েছেন, তাঁর লেখা বেশির ভাগ আখ্যানই হোমসের কেরিয়ারের পরের দিকের। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছরে হোমসের এক গুরুত্বপূর্ণ সাথি ছিলেন এই জনসন। জনসনের জীবন নিজেই বেশ গল্পের মতো। জীবনের প্রথম দিকে জনসন ছিলেন এক দুর্দান্ত অপরাধী। দু-বার জেল খাটার পর তাঁর মনে অনুতাপ আসে। তিনি সৎপথে জীবিকা অর্জনের কথা ভাবেন। তখনই হোমসের সঙ্গে তাঁর আলাপ। হোমসের 'খবরি'দের মধ্যে সবার আগে ছিলেন এই 'পর্কি' সিনওয়েল। তাঁর খবর ভুল হত না সচরাচর। তাঁর পূর্বপরিচয় ভাঙিয়ে তিনি অনায়াসে চলে যেতেন লন্ডনের যেকোনো নাইটক্লাব কিংবা জুয়ার আড্ডায়। প্রখর অনুসন্ধানী দৃষ্টি আর অসামান্য স্মৃতিশক্তির দৌলতে খুব ছোটো ঘটনাও তাঁর চোখ এড়াত না।

দেখতে সুবিশাল, লালমুখো, থপথপে জনসনের গভীর কালো চোখ দুটি দেখলেই তাঁর বুদ্ধির আন্দাজ পাওয়া যেত। হোমস কাহিনির শেষে তাঁকেই অনুরোধ করেন কিটি উইন্টারকে যতদিন বিপদ না কাটে, ততদিন লুকিয়ে রাখার জন্য— এতটাই বিশ্বাস ছিল তাঁর প্রতি। যদিও কিটি তাঁর চোখ এড়িয়ে পালিয়ে ব্যারন গ্রুনারের মুখে সালফিউরিক অ্যাসিড ছুড়ে মারে।

T.me/Boighor

বার্কার

'The Adventure of the Retired Colourman'-এর অভিযানে ওয়াটসনের সঙ্গে লুইসহ্যামে এক লম্বা, ঝুঁপো গুঁফো, মিলিটারি ধরনের মানুষের দেখা হয়, যিনি বেশ সন্দেহের দৃষ্টিতে ওয়াটসনকে দেখছিলেন। লন্ডন ব্রিজে আবার দু-জনের দেখা হল— এবার লোকটির চোখে ধূসর সানগ্লাস ও সঙ্গে পাথর বসানো টাই পিন। হোমস ওয়াটসনের মুখে সব শুনে চিনতে পারেন— 'ও আমার সারে-র প্রতিদ্বন্দ্বী।' ইনি নিজেও এক গোয়েন্দা, নাম বার্কার।

কাহিনির শেষ দিকে বার্কার ও হোমস একত্রে কেস সমাধান করেন। তবে হোমস বার্কারকে বেশ সম্ভ্রম দেখিয়েই বলেছেন, 'His methods are irregular, no doubt, like my own.' এমন সার্টিফিকেট হোমস দ্বিতীয় কাউকে কোনোদিন দেননি।

অপরাধের নেপোলিয়ন ও অন্যান্য

আর্চ রাইভাল বা জবরদস্ত শত্রু থাকা বড়ো বড়ো গোয়েন্দাদের একটা বৈশিষ্ট্য। ফেলুদার মগনলাল মেঘরাজ, দীপক চ্যাটার্জীর বাজপাখি আর ড্রাগন, ব্যাটম্যানের জোকার— কিন্তু এই ভিলেনির ইতিহাসে জেমস মরিয়ার্টি— এক উজ্জ্বলতম তারকা। আর্চ এনিমির শেষ কথা তিনি।

প্যাগেটের অলংকরণে মরিয়ার্টি

ফিনফিনে রোগা আর তাল ঢ্যাঙা মানুষটির কাঁধ দুটো গোল, কপাল চওড়া, মাথায় ওলটানো কাঁচাপাকা চুল, চোখ গর্তে বসা কিন্তু উজ্জ্বল। অসাধারণ কথা বলতে পারেন তিনি। তাঁর কথার জাদুতে শ্রোতা মুগ্ধ হতে বাধ্য। আর তেমনই তাঁর প্রজ্ঞা। 'এমন জ্ঞানী মানুষ আর হয় না'— তাঁকে দেখে, আলাপ করে একথা মনে আসবেই।

মরিয়ার্টির বসার ঘরের সেই ছবি— গ্রুজের আঁকা 'গার্ল উইথ ফোল্ডেড হ্যান্ডস'

এই তিনি আবার ১৮৮০-র লন্ডনের সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ, পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ষড়যন্ত্রকারী, যেকোনো পাপ কাজের পিছনে রয়েছে তাঁর মস্তিষ্ক, ঊনবিংশ শতকের লন্ডনের ঘৃণ্যতম অপরাধব্যক্তিত্ব তিনি— মরিয়ার্টি একাই একটি এজেন্সি। তাঁর নাম নিশ্চয়ই জেমস ছিল, কারণ তাঁকে সবচেয়ে ভালো চিনত যে মানুষটি, শার্লক, তাঁকে এ নামেই ডাকতেন। কিন্তু আবার ওয়াটসনের লেখায় মরিয়ার্টির এক কর্নেল ভাইয়ের নাম পাই, যার নামও জেমস। খুব সম্ভব কর্নেল মরিয়ার্টি ও প্রফেসর মরিয়ার্টির আরও এক ভাই ছিলেন পশ্চিম ইংল্যান্ডের স্টেশনমাস্টার। তাঁর নামও জেমস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আজকের দিনে ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকলেও ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে সব ভাইকে একই প্রথম নাম দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ভাইয়ে ভাইয়ে পার্থক্য করা যেত দ্বিতীয় নামে। যেমন — জেমস এডওয়ার্ড, জেমস চার্লস, জেমস ফ্রান্সিস এইরকম।

মরিয়ার্টি পদবি এসেছে আইরিশ muir শব্দ থেকে, যার মানে সমুদ্র এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ceart অর্থাৎ সত্য বা অভ্রান্ত। ফলে আয়ারল্যান্ড বা পশ্চিম ইংল্যান্ডে ছিল মরিয়ার্টিদের আদিবাড়ি (যেখানে পরে তাঁর এক ভাই স্টেশনমাস্টার হন)। আমাদের প্রফেসর মরিয়ার্টি, শার্লকের চেয়ে অন্তত বছর দশেকের বড়ো ছিলেন। হোমসের জন্ম, যা বোঝা গেছে ১৮৫৪-র ৬ জানুয়ারি। মরিয়ার্টির জন্ম খুব সম্ভব ১৮৪৪-এ, অথবা ১৮৪৩-এর শেষের দিকে। ১৮৬৫তে মাত্র একুশ বছর বয়সে বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের ওপর তাঁর গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়, যার জোরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সাড়ে তিন হাজার পাউন্ডে গণিতের অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেন। এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন

রয়েই যায়। বাইনোমিয়াল থিয়োরেম হল n যেকোনো সংখ্যা হলে $(a+b)^n = a^n + na^{n-1b} + \frac{(n(n-1)}{1.2} a^{n-2b^2} \ldots\ldots + b^n$ । এই থিয়োরেম মরিয়ার্টির জন্মের বহু আগে আবিষ্কৃত। তবে কি বীজগণিতের অন্য কোনো শাখায় মরিয়ার্টি এর ব্যবহার করেছিলেন? তাও মাত্র একুশ বছর বয়সেই? মরিয়ার্টির মতো প্রতিভাবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব না। তবে এই বাইনোমিয়াল থিয়োরেম তাঁর পরবর্তী কাজের কাছে শিশুমাত্র। তাঁর জীবনের সেরা কাজ 'The Dynamics of an Asteroid'— যা সমকালীন বিজ্ঞানীদের চোখ কপালে তুলে দিয়েছিল। দেওয়ারই কথা, কারণ গ্রহাণুপুঞ্জের গতি নিয়ে এর আগে কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। অনেক পরে ১৯০৫ সালে অ্যানাল ডেয়ার ফুজিক জার্নালে এ বিষয়ে আরও একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে-প্রবন্ধের নামের সঙ্গে এর মিল লক্ষ করার মতো। প্রবন্ধটির নাম 'On electrodynamics of Moving Bodies.' লেখকের নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

কিন্তু এই প্রতিভার পাশেই এক অসীম শয়তানি মরিয়ার্টির মধ্যে কাজ করত। তাই হয়তো ১৮৮০-র শুরুতে কলেজের চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তিনি। তাঁর অপকীর্তি প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছিল খুব সম্ভবত। চাকরি ছেড়ে লন্ডনে চলে আসেন তিনি। নতুন জীবিকা নেন সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষের। তবে সে-চাকরির সামান্য বেতনে কিছুই হত না তাঁর। আসল আয় ছিল অপরাধজগৎ থেকে। সেই আয় থেকেই চার হাজার পাউন্ড দামের জঁ ব্যাপ্তিস্তে গ্রুজের ছবি কিনে নিজের বসার ঘরে টাঙিয়ে রাখেন মরিয়ার্টি। সে আবার যেমন তেমন ছবি না— হাতে মাথা রেখে বসে থাকা যুবতীর বিখ্যাত ছবিটি।

T.me/Borno_porichoy

যে পথে মরিয়ার্টি ধাওয়া করেছিলেন হোমসকে

মরিয়ার্টির ডান হাত কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান ছিলেন লন্ডনের দ্বিতীয় বিপজ্জনক মানুষ ('The Adventure of the Empty House'). এয়ার গানে নিখুঁত নিশানা তাসের জালিয়াত এই ভয়ংকর অপরাধীকে মরিয়ার্টি বার্ষিক ছয় হাজার ডলার দিয়ে পুষতেন। অপরাধের আয় জমা থাকত অন্তত দুটি আলাদা আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। জালিয়াতি, ডাকাতি, খুন— কিছুতেই পিছপা হতেন না মরিয়ার্টি অ্যান্ড কোং।

তবে ব্যক্তিজীবনে মরিয়ার্টি ছিলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। Dear me, dear me, no... ছিল তাঁর বাঁধা লব্জ। লন্ডনের গোটা অপরাধজগতের কেন্দ্রে থেকেও তিনি নিজের হাতে কোনো অপরাধ করতেন না। করতেন এজেন্টরা বা এজেন্টদের এজেন্টরা। তিনি শুধু প্ল্যান বাতলে দিতেন। অনেক সময় অপরাধী নিজেও জানত না কার বুদ্ধি আছে এর পিছনে। আর তাই মরিয়ার্টিকে আইনি পথে পাকড়াও করা অসম্ভব। মরিয়ার্টি লন্ডনের অপরাধজগতের অবিংসবাদিত সম্রাট— এদিকে কেউ তাঁর নামটুকুও জানে না। নিজেকে এতটাই সামলে রাখতেন তিনি।

একমাত্র হোমস বুঝেছিলেন আসল ব্যাপারটা। ছোটো ছোটো সূত্র, প্রায় চোখে-না-পড়া ক্লু অনুসরণ করে হোমস আসল মানুষটাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দু-জনের মুখোমুখি দেখা 'The Adventure of the Final Problem'-এর আগে হয়নি। হোমস

তিনবার মরিয়ার্টির বসার ঘরে গেছিলেনও, কিন্তু মরিয়ার্টি আসার আগে চলে আসেন। ১৮৯১ সালে রাইখেনবার্গ জলপ্রপাতের ধারে দুই যুযুধান পক্ষ মুখোমুখি হলেন। দিনটা ছিল ৪ মে। লড়াই করতে গিয়ে প্রপাতের ধারে মরিয়ার্টি হোমসকে জাপটে ধরেন। বারিৎসুর প্যাঁচে হোমস রেহাই পেলেও মরিয়ার্টির মহাপতন হয়, সেই বিপুল জলরাশির মধ্যে। অনেকদিন বাদে হোমস একবার ঠাট্টা করে বলেন, 'মরিয়ার্টির মৃত্যুর পর লন্ডন কেমন যেন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে।' তাই কি? মরিয়ার্টির দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে তো শার্লকেরও যায়নি। তবে কি শার্লকের মতো মরিয়ার্টিও সবাইকে ধোঁকা দিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন লন্ডনের অপরাধ জগতে? হোমসকে দীর্ঘ চার বছর সবাই মৃত বলে ভেবেছিল, মরিয়ার্টি হয়তো সে-ভাবনাকে আরও অনেকটা টেনে নিয়ে গেছিলেন! হাজার হোক অপরাধের নেপোলিয়নের মৃত্যু এত সহজে হবে— মেনে নেওয়া যায় না।

T.me/Borno_porichoy
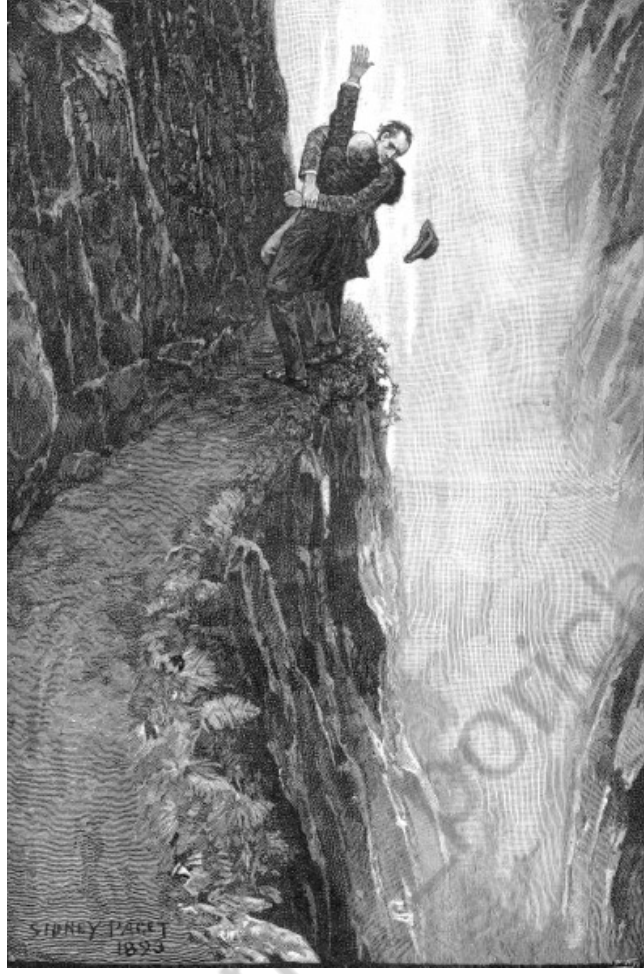
মরিয়ার্টির মহাপতন (প্যাগেটের অলংকরণে)

মরিয়ার্টির মৃত্যু আখ্যান হয়তো এখানেই শেষ করা যেত, কিন্তু গেল না কারণ 'শার্লক হোমস সোসাইটি'র সদস্য, শার্লক গবেষক ডব্লু এস বিস্ট্রো জানান যে তিনি একটি চিঠি পেয়েছেন, চিঠিটি নাকি তাঁকে উদ্দেশ করেই লিখেছিলেন প্রাক্তন কর্নেল জেমস মরিয়ার্টির ছেলে। তিনি তাঁর কাকার জীবনযাপন সম্পর্কে জানতেন, জানতেন তাঁর বাবা জেমসও। বুদ্ধির খেলায় প্রফেসর মরিয়ার্টির সঙ্গে না পেরে হোমসের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল ক্রমাগত। মরিয়ার্টিকে আইনি পথে জব্দ করা যাবে না বুঝে হোমস তাকে খুনের চক্রান্ত করে।

এই খুনে যাতে হোমসের উপর সন্দেহ না পড়ে, তাই সাক্ষী খাড়া করা হয় ড ওয়াটসনকে। 'The Adventure of the Final Problem'-এ ওয়াটসনকে লেখা হোমসের গোটা চিঠিটাই নাকি ভাঁওতা। প্রফেসর মরিয়ার্টির কাছে দাদা কর্নেল মরিয়ার্টির নাম করে হোমস একটি জাল চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে রাইখেনবার্গ জলপ্রপাতের ধারে দেখা করতে বলেন। হোমস তিনবার প্রফেসরের বসার ঘরে গেছিলেন, ফলে কর্নেলের চেহারার সঙ্গে তিনি পরিচিত। নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে জলপ্রপাতের ধারে হোমস কর্নেলের ছদ্মবেশে অপেক্ষা করছিলেন। মরিয়ার্টি আসামাত্র হোমস তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে গিরিচূড়া থেকে অতল খাদে ফেলে দেন। অর্থাৎ হোমস ঠান্ডা মাথায় নরহত্যা করেন।

হোমস বয়সে মরিয়ার্টির চেয়ে দশ বছরের ছোটো এবং নিপুণ মুষ্টিযোদ্ধা। তাই মরিয়ার্টির পক্ষে বাধাদান সম্ভব হয়নি। মরিয়ার্টি একা ছিলেন না। অকুস্থলে ছিলেন তাঁর ডান হাত সেবাস্টিয়ান মোরানও। হোমসের ইচ্ছাকৃত খুনের একমাত্র সাক্ষী। প্রতিশোধ নিতে সে হোমসের উপর একটি শিলাখণ্ড গড়িয়ে ফেলে হোমসকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু ফল হয় উলটো। হোমস বুঝে যান একজন সাক্ষী রয়ে গেছে এই হত্যাকাণ্ডের। তিনি তড়িঘড়ি একটি চিঠি (সেই চিঠি!) ওয়াটসনকে লিখে নিজে অজ্ঞাতবাসে পাড়ি দেন। ফিরে আসেন তিন বছর বাদে, ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

মরিয়ার্টির মহাপতনের কারণ হিসেবে এই থিয়োরিটিও কম চমকপ্রদ নয়।

হোমস কাহিনির ভিলেন

মরিয়ার্টির মতো আর্চ এনিমি না হলেও হোমসের অভিযানে বেশ কিছু বাঘা বাঘা ভিলেনের সন্ধান মেলে, যাঁদের একটির বেশি কাহিনিতে দেখা না গেলেও তাঁদের ভোলা অসম্ভব। এরকম জবরদস্ত ভিলেন না থাকলে বোধ হয় হোমস এমন মহান হতে পারতেন না। তাই এঁদের সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়াটা জরুরি। তাঁদের সেরা ভিলেনকে একত্র করা হল এ-অধ্যায়ে।

১। কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান—

হোমসের তৈরি অপরাধীদের জীবনী অনুযায়ী ১৮৪০ সালে লন্ডনে সেবাস্টিয়ান মোরানের জন্ম। তাঁর বাবা স্যার অগাস্টাস মোরান এককালে পারস্যে ব্রিটেনের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে ইটন কলেজ ও পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৮৭৭-৭৮-এ দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে তিনি ব্যাঙ্গালোর পাইয়োনিয়ার-এর হয়ে জওয়াকির অভিযানে অংশ নেন। যুদ্ধের সময় তিনটি ভয়ানক লড়াই— ৬ অক্টোবর, ১৮৭৯, শেরপুরের যুদ্ধ, ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৯, কাবুলের

Time/Borro_porichoy

যুদ্ধ এবং ২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৯-তে কাবুলের দ্বিতীয় যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে তিনি লড়াই করেন। অসামান্য খেলোয়াড়, দারুণ নিশানাবাজ এই মানুষটি *Heavy Game in the Western Himalayas* (১৮৮১) এবং *Three months in the Jungle* (১৮৮৪) নামে অসামান্য দুটি বইও রচনা করেন। বর্তমানে তিনি মেফেয়ারে কনডুইট স্ট্রিটের বাসিন্দা ও বাগাটেল ক্লাবের সদস্য। তবে হোমসের মতে ইনিই হলেন 'লন্ডনের দ্বিতীয় সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি'।

ওয়াটসন এই সম্মানীয় সৈনিকের এই দশা দেখে চমকে ওঠেন। মরিয়ার্টি তাঁকে 'হাইক্লাস' সব অপরাধের জন্য বছরে ৬০০০ পাউন্ড বেতন দিতেন। ১৮৮৭ তে মিসেস স্টুয়ার্টের খুন হয়। সমস্ত প্রমাণ লোপাট হয়ে যায়। হোমস নিশ্চিত, কর্নেল মোরানই খুনটা করেছিলেন। মোরানের একটি অত্যাধুনিক হাওয়া বন্দুক ছিল। বিখ্যাত জার্মান কারিগর ফন হার্ডার মরিয়ার্টির দেওয়া মাপ অনুযায়ী এটি বানিয়ে দেন। এর পাল্লা ছিল অবাক করা। রাইখেনবাখ প্রপাতে মরিয়ার্টির পতনের পর হোমস যে বেঁচে গেলেন, তা একমাত্র মোরানই জানতেন। তিনি পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর ফেলে হোমসকে মারার চেষ্টা করেন ও ব্যর্থ হন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মোরান হোমসকে খুঁজতে খুঁজতে সেটিনে চালে যান। আইরিনকে বাঁচাতে হোমস তিব্বতের পথে পাড়ি দেন। মোরান লন্ডনে ফিরে আসেন। সেখানে রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের সঙ্গে তাসের বাজিতে মোরান ৪২০ পাউন্ড জিতে নেন। অ্যাডেয়ার কোনোভাবে বুঝে যান মোরান জালিয়াতি করছেন। মান বাঁচাতে ফন হার্ডারের বন্দুক দিয়ে অ্যাডেয়ারকে হত্যা করেন মোরান। এদিকে হোমসও ফিরে আসেন লন্ডনে। পার্কারের থেকে খবর পেয়ে মোরান ২২১ বি বেকার স্ট্রিটের উলটোদিকের খালি বাড়ি থেকে গুলি করে হোমসকে হত্যার ছক কষেন।

হোমস যথারীতি এক ধাপ এগিয়ে। তিনি নিজের এক মোমের মূর্তিকে টোপ হিসেবে রেখে কীভাবে মোরানকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন, তার বর্ণনা আছে 'The Adventure of the Empty House'-কাহিনিতে। মোরানের জেল হয়, কিন্তু সে যে বেঁচে আছে তা বোঝা যায় জীবনের শেষের দিকে 'Illustrious Client'-অভিযানে হোমসের মুখে তাঁর নামোল্লেখে।

২। জোনাথন স্মল—

উরচেস্টারশায়ারে এক গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম হলেও স্মল ছোটো থেকেই সৃষ্টিছাড়া। আঠেরো বছর বয়সে মহিলাঘটিত এমন একটি কেচ্ছায় তিনি জড়িয়ে পড়েন যে টাকা ছড়িয়ে ছাড়া পেতে হয়েছিল। সেখান থেকে থার্ড রেজিমেন্ট ফুট-এ যোগ দিয়ে চলে যান ভারতে। সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারেননি। গঙ্গা নদীতে স্নান করতে গিয়ে কুমিরে তাঁর এক পা খেয়ে নেয়। অতএব এক নীলকর সাহেবের ওভারসিয়ার হিসেবে কাজ শুরু করেন স্মল। এমন সময় ভারত জুড়ে সিপাহি বিদ্রোহ। বিদ্রোহের আগুন থেকে বাঁচতে স্মল পালিয়ে যান আগ্রায়। সেখানে তিন শিখের সঙ্গে মিলে তাঁরা এক ব্যবসায়ীকে খুন করে তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে নেন। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস সবাই ধরা পড়ে যান। এদের কথা বিস্তারিতভাবে লেখা 'The Sign of the Four' উপন্যাসে।

৩। ভিনসেন্ট স্পলডিং ওরফে জন ক্লে—

হোমসের অন্যতম বিচিত্র কাহিনি 'The Red Headed League'-এর ভিলেন ইনি। লালচুলো জাবেজ উইলসনের বাড়ি কাজ নিয়ে অর্ধেক মাইনেয় খাটতে থাকেন স্পলডিং। ছোটোখাটো চেহারা, গাঁট্টাগোট্টা, তিরিশের ওপর বয়স। তাঁর কপালে অ্যাসিড পোড়ার দাগ, কানে ফুটো। ছোটোবেলায় জিপসিরা করে দিয়েছিল। হোমসের মতে হলেন 'fourth

T.me/Boi_pdf_paridhy

smartest man in London.' কিন্তু তবুও হাঁটুর কাছে ধুলোর দাগে তিনি ধরা পড়ে যান, বোঝা যায় ইনি আদতে খুনি, চোর এবং জালিয়াত জন ক্লে। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন রয়াল ডিউক, তিনি নিজে ইটন ও অক্সফোর্ড থেকে পাশ করা। হোমস-এর গতিবিধি জানতেন কিন্তু হাতেনাতে ধরতে পারেন লাল চুলো সংঘের অভিযানেই।

৪। ডা গ্রিমসবি রয়লেট :—

হেলেন ও জুলিয়া স্টোনারের সৎ পিতা ডা রয়লেটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় 'The Adventure of the Speckled Band' অভিযানে। লন্ডনে পসার জমাতে না পেরে তিনি মেয়েদের সঙ্গে স্টোক মোরানে থাকা শুরু করেন। ব্যক্তিগত জীবনে বেজায় ঝগড়ুটে, বেশ কয়েকবার মারামারিতেও জড়িয়ে পড়েছেন— দুটো তো কোর্টে নিষ্পত্তি হয়েছে। গায়ে প্রচণ্ড জোর, ভয়ানক বদমেজাজি ডা রয়লেটকে গ্রামের সবাই ভয় পান। একবার তো এক কামারকে ব্রিজ থেকে ঠেলে সোজা নদীতে ফেলে দেন। সে-কেচ্ছা এড়াতে বেশ কিছু টাকাও খসাতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর একমাত্র বন্ধু বলতে বেদের দল, যাদের বাড়ির জমিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। নেশা বলতে বুনো জন্তুজানোয়ার। ভারত থেকে এক দালাল এসব তাঁর নামে পাঠায়। তাঁর চিতা ও বেবুন খোলা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। হেলেনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর জুলিয়া হোমসের সঙ্গে যখন দেখা করতে আসেন, তাঁকে ধাওয়া করে রয়লেটও আসেন বেকার স্ট্রিটের ঘরে। হোমসকে ব্যঙ্গ করেন, ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন। তবে হোমস অটল এবং ভাগ্যের পরিহাসে নিজের পাপের ফল ডা রয়লেটকে জীবন দিয়ে মেটাতে হয়।

ডা গ্রিমসবি রয়লেট (প্যাগেটের অলংকরণে)

T.me/...

৫। জন স্ট্রেকার—

হোমস কাহিনির একমাত্র ভিলেন, কাহিনির শুরুই হয় যাঁর মৃত্যু দিয়ে। হ্যাঁ, আমি 'Silver Blaze'-এর কথাই বলছি। এক বড়োলোক রক্ষিতার পাল্লায় পড়ে তিনি ঠিক করেন সিলভার ব্লেজ নামের রেসের ঘোড়াটিকে পঙ্গু করে দেবেন, যাতে সে ওয়েসেক্স কাপ না জিততে পারে। এর জন্য ছোট্ট একটি চাকু দিয়ে রাতের অন্ধকারে সিলভার ব্লেজের পায়ের টেন্ডন কাটতে গিয়ে ঘোড়ার চাঁটে প্রাণ হারান।

৬। জ্যাক স্টেপলটন ওরফে রজার বাস্কারভিল—

প্রথমবার যখন ওয়াটসনের সঙ্গে স্টেপলটনের দেখা হয়, ওয়াটসনের তাঁকে নিতান্ত ভালোমানুষই মনে হয়েছিল। দেখতে ছোটোখাটো, একহারা, পরিষ্কার কামানো ফিটফাট মুখ, পাতলা চুল ও ছুঁচলো চোয়াল, বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। পরনে ধূসর রঙের সুট, মাথায় খড়ের টুপি।

১৯২১ সালে 'The Hound of the Baskervilles' সিনেমায় রজার বাস্কারভিল-রূপী লুইস গিলবার্ট

তিনি ও তাঁর 'বোন' বেরিল, যে আসলে তাঁর স্ত্রী— বাস্কারভিল হলের কাছেই মেরিপিট হাউসে থাকেন। পরে হোমস প্রমাণ করেন ইনি আসলে স্যার রজার বাস্কারভিল, পরিবারের কুপুত্র যিনি ছেলেবেলায় মধ্য আমেরিকায় পালিয়ে যান। নামকরা ডাকাত, জুয়াচোর ও এক ব্যর্থ স্কুলমাস্টারের জীবন কাটানোর পর তিনি সম্পত্তির লোভে বাস্কারভিল ম্যানরে ফিরে আসেন ও সম্পত্তির যোগ্য উত্তরাধিকারীদের শেষ করার চক্রান্ত

করেন। এ কাজে তাঁর সঙ্গী ছিল বিশালাকৃতি এক শিকারি কুকুর। কাহিনির শেষে গ্রিমপেন মহাপঙ্কে তাঁর ডুবে মরাতে তাই সমাজের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি কিছু।

৭। টেড বল্ডুইন ও ব্ল্যাক 'জ্যাক' ম্যাকগিল্টি—

হোমসের সঙ্গে সরাসরি মোলাকাত না হলেও এঁদের বাদ দিয়ে 'The Valley of Fear' ভাবাই যায় না। ভারমিসায় যখন প্রথম ম্যাকমুর্ডোর সঙ্গে বল্ডুইনের দেখা হয়, তখন তিনি অসামান্য সুপুরুষ, হিংস্র, ইগলের মতো বাঁকা নাকের এক তরুণ। কয়লাখনির স্কাওয়ারদের নেতা বলে তিনি নিজেকে দাবি করতেন। তাঁর ইচ্ছে এটি-কে বিয়ে করার। কিন্তু এটি রাজি না হলেও বল্ডুইনের ত্রাসে 'না' করতেও পারছেন না। ম্যাকমুর্ডো প্রথম থেকেই বল্ডুইনকে ভয় পাননি। তাঁর সঙ্গে একহাত লড়তেও রাজি ছিলেন। কিন্তু বল্ডুইনই 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না' বলে পিছিয়ে যান।

চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন (প্যাগেটের অলংকরণে)

তবে বল্ডুইন নয়, আতঙ্কের উপত্যকার আসল 'বস' ছিলেন ভারমিসা লজের বডি মাস্টার জ্যাক ম্যাকগিল্টি। উপত্যকার তিরিশ মাইল এলাকা থেকে পাহাড়ের অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত তাঁর ত্রাসে কম্পমান। একাধারে মিউনিসিপাল কাউন্সিলার, রাস্তার কমিশনার, ভোটপ্রাপ্ত নেতা, অন্যদিকে চরম নির্মম হত্যাকারী, জালিয়াত। ক্ষমতাকে তিনি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে উপত্যকার অবিসংবাদী সম্রাট হয়ে বসেছেন। লম্বা, গাঁট্টাগোট্টা ম্যাকগিল্টির চোয়াল অবধি টানা দাড়ি, মাথায় কালো চুল, যা কলার অবধি লম্বা। দেখতে অনেকটা ইতালীয় মাফিয়াদের মতো। ঠোঁটের কোনায় চুরুট চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন তিনি। ম্যাকমুর্ডো ওরফে বার্ডি এডওয়ার্ডের তৎপরতায় তাঁরা হাতেনাতে ধরা পড়েন। ম্যাকগিল্টির ফাঁসি হয়। বল্ডুইন দশ বছর জেলে কাটিয়ে ম্যাকমুর্ডোকে ধাওয়া করে

ইংল্যান্ডে বার্লস্টোনে আসেন। হাতাহাতিতে নিজের শটগানের আঘাতেই বল্ডুইন মারা যান।

৮। চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন—

হোমসের একমাত্র কাহিনি যেখানে ভিলেনের নাম দিয়েই কাহিনির নাম হয়েছে। হোমসের মতে মিলভার্টন হলেন 'the worst man in London'. যেদিন তাঁর ২২১ বি-তে আসার কথা, হোমস ওয়াটসনকে বলেন, 'ওয়াটসন, চিড়িয়াখানার সাপের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন ওইসব পিচ্ছিল, আঁকাবাঁকা, বিষযুক্ত জীবদের দিকে তাকাও, তাকাও ওদের মারাত্মক চোখ আর কুটিল চেপটা মুখের দিকে, তখন কি তোমার ভিতরটা শির শির করে কুঁকড়ে ওঠে না? মিলভার্টনকে দেখলেও আমার তেমনই অনুভব হয়।'

মিলভার্টন ব্ল্যাকমেলারদের রাজা। একজনকে ভয় দেখাতে গিয়ে অন্যজনকে হাসিমুখে শেষ করে ফেলতে পারেন। যখন তাঁকে গুলি করা হয়, হোমস-ওয়াটসন তাঁর খুনিকে ধরার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে এক অর্থে খুনে সাহায্যই করেন।

৯। কালভার্টন স্মিথ—

সুমাত্রার রাবার গাছের বাগানের মালিক এই ভদ্রলোক নিরক্ষীয় অঞ্চলের যত বিচিত্র রোগের বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। নিজের ভাইপোকে তিনি একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে রোগের জীবাণুযুক্ত স্প্রিং-এর সাহায্যে খুন করেন। হোমস ধরে ফেলায় একইভাবে হোমসকে মারার ছক কষেন তিনি। হোমস ধরে ফেলেন। তারপর কায়দা করে তাঁকে বাড়িতে ডেকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন। 'The Adventure of the Dying Detective'-এ ওয়াটসন স্মিথের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

মোটা চকচকে চামড়ায় ঢাকা একখানি মস্ত বড়ো হলদে মুখ। ভারী ভাঁজ পড়া থুতনি। আর দুটি বিষণ্ণ, ভয়ংকর চোখ, ঘন ছাই রং ভুরুর নীচ থেকে আমার দিকে সরোষে তাকিয়ে আছে। উঁচু টাক পড়া মাথায় একটা ছোটো ভেলভেটের টুপি কায়দা করে একপাশে বাঁকিয়ে পরা। মাথার খুলিটা মস্ত বড়ো কিন্তু শরীর যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি দুর্বল।

১০। জোসিয়া অ্যাম্বারলি—

২২১ বি-তে এই অবসরপ্রাপ্ত রঞ্জককে দেখে ওয়াটসন বলেন 'a pathetic, futile, broken creature.' লিউইশহ্যামে তাঁর বাড়ি গিয়ে ওয়াটসন প্রথম লক্ষ করেন তাঁর শিরদাঁড়া বাঁকা হলেও কাঁধ ও ঘাড় দানবের মতো। অ্যাম্বারলির এক পা ছিল কাঠের, একষট্টি বছর বয়সে অ্যাম্বারলি তাঁর থেকে কুড়ি বছরের ছোটো এক সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁর একমাত্র হবি, দাবাখেলা। আর এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গী এক তরুণ ডাক্তার, ফলে যা হবার হল। তাঁর স্ত্রী ডাক্তারের প্রেমে পড়লেন। অ্যাম্বারলি তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করে তাঁদের মৃতদেহ লোপাট করে যেন মজা দেখার জন্যই হোমসকে ডাকেন, যাতে হোমস তাঁর স্ত্রীর খোঁজ এনে দেয়। 'He imagined no one could touch him' কিন্তু ধরা পড়ে তাঁর হাজতবাস হয়।

১১। জোনাস ওল্ডএকর—

এই নরউডের স্থপতির একটাই সমস্যা। বড়ো বড়ো শিল্পীর মতো তিনি থামতে জানতেন না। এই বাড়াবাড়ি তাঁর কাল হয়। নিজের মৃত্যুর মিথ্যা নাটক করে তিনি জন হেক্টর ম্যাকফার্লেনকে ফাঁসান। উদ্দেশ্য তাঁর মা-র প্রতি পুরাতন প্রতিশোধস্পৃহা মেটানো। জনের মা ছিলেন জোনাসের বাগদত্তা, কিন্তু যখন তিনি শোনেন রাগের বশে জোনাস

একটা বিড়ালকে পাখির খাঁচায় ছেড়ে দিয়েছেন, তখন তিনি বিয়ে ভেঙে দেন। হোমস একইরকম নাটক করে তাঁকে হাতেনাতে ধরেন।

১২। অ্যাবে স্ল্যানি—

শিকাগোর গ্যাংস্টার অ্যাবে স্ল্যানি নিজের প্রাক্তন প্রেমিকা এলসির পিছু ধাওয়া করে নরফোকে আসে। সেখানে এসে এলসিকে সে ক্রমাগত নাচিয়ে মানুষদের সংকেতের মাধ্যমে বার্তা পাঠাতে থাকে। এলসি তাঁর স্বামীকে ছাড়তে রাজি হয় না। অ্যাবে এবং এলসির স্বামী হিলটন কিউবিটের বন্দুকযুদ্ধে হিলটন মারা যান ও এলসি গুরুতর আহত হন। ওয়াটসন স্ল্যানির জ্বলন্ত কালো চোখের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যখনই সে শোনে এলসি মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, তখনই সে-চোখে নামে শোকের ছায়া। প্রথমে মৃত্যুদণ্ড হলেও হোমস প্রমাণ করেন যে প্রথম গুলি কিউবিটের বন্দুক থেকেই বেরিয়েছিল, ফলে সে-শাস্তি কারাবাসে বদলে যায়।

১৩। ইসাডোরা ক্লাইন—

হোমসকাহিনির একমাত্র উল্লেখযোগ্য মহিলা ভিলেন। 'Three Gables'-এর অভিযানে তাঁর কথা পাই। তিনি স্পেনীয় বংশজাত; সম্ভ্রান্ত কনকুইস্টাডদের রক্ত তাঁর শরীরে। জার্মানির বৃদ্ধ রাজা ক্লাইনকে বিয়ে করে তখন তিনি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনবতী ও সুন্দরী বিধবা। লন্ডনে তাঁর বহু প্রেমিকদের একজন ছিলেন ডগলাস মেবার্লি। চাহিদা মিটে গেলে ইসাডোরা মেবার্লিকে ছুড়ে ফেলে দেন। মেবার্লিও তাঁদের প্রেমকাহিনি বই হিসেবে লিখে প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর হন। এদিকে ইসাডোরা তখন তাঁর ছেলের বয়সি লেমন্ড-এর ডিউককে বিয়ে করবেন বলে স্থির করেছেন। তিনি লোক লাগিয়ে মৃত ডগলাসের বাড়ি থেকে সে-পাণ্ডুলিপি চুরি করিয়ে আনেন। শাস্তিস্বরূপ তাঁকে মিসেস মেবার্লির বিশ্বভ্রমণের পাঁচ হাজার পাউন্ড জোগাতে হয়েছিল।

T.me/Boi...

শার্লক হোমস ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

অন্য দিনের মতো সেদিনও গাঁইতি কাঁধে কাজে এসেছিলেন রিচার্ড লরেন্স। ওপর থেকে ক্রমাগত তাগাদা আসছে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার। ৪ নম্বর হোয়াইটহল প্লেস-এ মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরে নাকি এত লোক হয়ে গেছে, যে থাকার জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। তাই টেমস নদীর পাশে ভিক্টোরিয়াতে নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। পুলিশদের যে এত বাড়বাড়ন্ত হবে তা কিছুদিন আগেও বোঝা যায়নি। ১৮২৯-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যখন মেট্রোপলিটন পুলিশ অ্যাক্ট নামে নতুন আইন পাশ করে লন্ডনে প্রথমবার পুলিশ বিভাগ চালুর কথা বলল, তখন অনেকেই ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন। এই বিশাল লন্ডন শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কি অতই সোজা কাজ হে বাপু!

আইনকে বাস্তবে পরিণত করার দায়িত্ব পেলেন কনজারভেটিভ পার্টির সদস্য, হোম সেক্রেটারি রবার্ট 'বব' পিল। দায়িত্ব নিয়েই দক্ষ মতামতের জন্য তিনি ফ্রান্স থেকে ডেকে আনলেন বিশ্বের প্রথম ক্রিমিনোলজিস্ট ইউজিন ফ্রাঁসোয়া ভিদককে— সেই ভিদক, ফরাসি পুলিশবাহিনীতে যার কীর্তিকলাপ নিয়ে লেখা বই তখন ইংল্যান্ডে বেস্ট সেলার। দু-জনে মিলে ৪ নম্বর হোয়াটহল প্রেসের বাড়িটিকে উপযুক্ত বলে মনে করলেন। বাড়িটার একটা ডাকনামও ছিল— গ্রেট স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতে পুলিশের কাজকর্ম এত বেড়ে গেল যে নতুন বাড়ি তৈরি না করে থাকা গেল না। ১৮৮৭তে নতুন বাড়ির কাজ শুরু হল। রিচার্ড লরেন্স সেখানকারই এক সাধারণ শ্রমিক।

দিনটা চিরকাল মনে থাকবে লরেন্সের। বিশ্ববাসীরও। ১৮৮৮ সালের ২ অক্টোবর। অন্যদিনের মতোই ঘন হলুদ কুয়াশা আর স্যাঁৎসেঁতে ঠান্ডা। লরেন্স হঠাৎ খেয়াল করলেন একটা ভল্টের দরজা সামান্য খোলা। এমন তো হওয়ার নয়। উৎসুক হয়ে উঁকি মারতেই তীব্র পচা এক গন্ধ তাঁকে যেন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। ধীরে ধীরে দরজা খুলে অন্ধকারে কালো কাপড় জড়ানো কী-একটা দেখতে পেলেন লরেন্স। চারিদিকে মাছি ভনভন করছে। দড়ি খুলতে দেখা গেল কালো কাপড়টা আসলে একটি মহিলার শায়া আর তাতে প্যাঁচানো এক মহিলার দেহ— যার মাথা, হাত আর পা কেউ নিপুণভাবে কেটে নিয়েছে।

গোটা লন্ডনে শোরগোল পড়ে গেল এই খুন নিয়ে। লরেন্স দিব্যি গেলে বললেন তিনদিন আগেও তিনি এই ভল্টে ঢুকেছিলেন, তখন এই জিনিসটা ওখানে ছিল না। পুলিশ ইনস্পেকটর টমাস বন্ডের মনে পড়ল গত ১১ সেপ্টেম্বর টেমস নদীতে তিনি একটি কাটা ডান হাত পেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ডাক্তারির কোনো ছাত্র হয়তো ফাজলামো করেছে। কিন্তু সেই কাটা দেহে হাত লাগাতেই মিলে গেল একেবারে। ঘরপোড়া গোরুর মতো অনেকেই জ্যাক দ্য রিপারের হাত দেখলেন। মহিলা বড়োসড়ো, অভিজাত ঘরের এবং বছর চব্বিশেক বয়স বলে ধারণা করল পুলিশ। জরায়ুটা শরীর থেকে কেটে বাদ দেওয়া কিন্তু যে-ই কাটুক না কেন, সে যে অ্যানাটমি বিষয়ে দক্ষ সে-সন্দেহ নেই। কিছুদিন পর এক সাংবাদিক তাঁর কুকুর নিয়ে সেই কনস্ট্রাকশন সাইটে গিয়ে মহিলার বাঁ-পাটিও মাটিতে পোঁতা অবস্থায় খুঁজে পান। দেহের আর কোনো অংশ কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। হাস্যকর হলেও বিশ্বের অন্যতম সেরা গোয়েন্দা বিভাগ দু-বছর বাদে এমন একটি বাড়িতে উঠে এল যার ভিত্তিপ্রস্তরে রয়ে গেল সমাধান-না-হওয়া একটি খুনের ঘটনা। ১৮৯০-তে নতুন বাড়িটির নাম দেওয়া হল নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড।

t.me/Boighar_policy

হোয়াইট হল মার্ডারের খবর

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

ওয়াটসনের সঙ্গে যখন হোমসের আলাপ, তখনও ইয়ার্ড নতুন বাড়িতে আসেনি। হোয়াইটহল মার্ডারও হয়নি। হোমসকে কেন সেই তদন্তে নিয়োগ করা হল না, বা হলেও হোমস কি ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেকথা ওয়াটসন বলে যাননি। 'A Study in Scarlet'-এ ওয়াটসন যখন বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে আসেন, তখন প্রতি হপ্তায় তিন-চারদিন রোগা ইঁদুরমুখো লেস্ট্রেড হোমসের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। হোমস যেহেতু সাহায্যকারী গোয়েন্দা, তাই দিনের শেষে ক্ষীরটুকু খাবার লোভ লেস্ট্রেডের পুরোমাত্রায় ছিল। আর এক পুলিশি গোয়েন্দা ছিলেন গ্রেগসন। দু-জনেই তরতাজা কর্মঠ কিন্তু একে অন্যের ওপর খড়গহস্ত। তবে একজায়গায় দু-জনের মিল আছে। হোমসের ভাষায় দু-জনেই 'Shockingly Conventional'. তাই অকুস্থলে গিয়ে হোমসের মাটির ধুলো পরীক্ষা কিংবা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে দেওয়াল পর্যবেক্ষণকে তাঁরা বেশ অবাক চোখেই দেখে। কিন্তু যথারীতি সত্যিকার অপরাধী ধরা পড়লে 'they get all the credit for his arrest'.

বিবিসি শার্লক-এ লেস্ট্রেডরূপে রুপার্ট গ্রেভস

হোমস-ওয়াটসনের সঙ্গে লেস্ট্রেড

এই লেস্ট্রেডকে পরবর্তীকালে আরও বেশ কয়টি কাহিনিতে দেখা যায়। 'The Boscombe Valley Mystery' কিংবা 'The Adventure of the Noble Bachelor'-এর অভিযানে লেস্ট্রেড নিজেই হোমসের শরণাপন্ন হয়। তবু হোমসকে কটাক্ষ করতে তাঁর বাধে না। 'আমি কাজের লোক মি হোমস, আগুনের সামনে বসে থিয়োরি কপচানো আমার পোষায় না'— এমনও বলতে শুনি লেস্ট্রেডকে। এই লেস্ট্রেডের পুরো নাম কখনোই জানা যায় না। Carboard Box-এর অভিযানে একবার শুধু দেখা যায় তাঁর নামের আদ্যাক্ষর G. অন্য অনেকের মতো এই নামটিও ডয়েল নিয়েছিলেন বাস্তব থেকে। এডিনবরায় পড়াকালীন তাঁর এক সহপাঠী ছিলেন, নাম জোসেফ আলেকজান্ডার লেস্ট্রেড।

মোট তেরোটি হোমস কাহিনিতে লেস্ট্রেডকে দেখা গেছে। ওয়াটসন নিজে বলেছেন ভিক্টোরীয় লন্ডনে সবচেয়ে বিখ্যাত গোয়েন্দা ছিলেন লেস্ট্রেড, যার মূল কারণ অধিকাংশ কেসই শার্লক সমাধান করে দিতেন, আর তিনি পিঠ চাপড়ানিটুকু উপভোগ করতেন। তবু এই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ওয়াটসন অদ্ভুতভাবে নীরব। তবু এদিক-ওদিক যতটুকু সূত্র পাওয়া যায়, তা থেকে গবেষকরা ধারণা করেন খুব বেশি পড়াশুনো করেননি তিনি। তাঁর কিছু শব্দবন্ধ, যেমন smashed বোঝাতে shivered, কিংবা not young বোঝাতে no chicken অথবা খুনের বীভৎসতা বর্ণনা করতে sickish শব্দের প্রয়োগ প্রমাণ করে খুব সম্ভব নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা। নিজেকে worker বলে প্রায়ই গর্ববোধ করেন তিনি, এমনকী হোমসকে বলা তাঁর সবচেয়ে প্রশংসাসূচক শব্দও

হল 'workmanlike.' তবু তিনি অশিক্ষিত নন। শর্টহ্যান্ড জানেন, পোশাক পরতে জানেন, ক্লায়েন্টদের সঙ্গে অত্যন্ত নম্র। কিছু কিছু জায়গায় তাঁর হাবভাবে গ্রাম্য চালচলন লক্ষ করা যায়। মেট্রোপলিটন পুলিশও প্রথমদিকে লন্ডনবাসী অপেক্ষা গ্রামের ছেলেদের নেওয়াই পছন্দ করত। ফলে কোনো গ্রামীণ শ্রমিক পরিবার থেকে লেস্ট্রেডের উঠে আসাটাই স্বাভাবিক।

লেস্ট্রেড পদবিটি আদতে ফরাসি l´estrade বা উঁচু জমি থেকে এসেছে। তাই মূলে ফরাসি হলেও খুব সম্ভবত তাঁদের পরিবার অনেক আগে ফ্রান্স ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে আসে। লেস্ট্রেডের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো ফরাসি ছাপ নেই। তবে ফরাসিদের মতোই তিনি সুন্দর পোশাক পরতে ভালোবাসেন এবং তদন্তের স্বার্থেও সে-পোশাকে কাদা লাগাতে রাজি হন না। তাঁকে নিয়ে ১৯৮৫ সালে *The Adventures of Inspector Lestrade* নামে ১৬ টি বই লেখেন মিরিয়ন ট্রো। এই অভিযানে লেস্ট্রেড এক উদ্যমী বুদ্ধিমান অফিসার, তাঁর নাম শোলটো, এক মেয়ের বাবা। একটি অভিযানে তো লেস্ট্রেড টাইটানিক জাহাজের সওয়ারি। জাহাজ যখন ডুবছে, তখন লাইফবোট নিয়ে ঝাঁপাতে গিয়ে তাঁর পা ভেঙে যায়।

শার্লকের সঙ্গে অদ্ভুত এক love-hate সম্পর্ক ছিল লেস্ট্রেডের। শার্লক তাঁকে বুদ্ধিহীন, কল্পনাহীন বলতেন, আবার ইয়ার্ডে গেলে 'my friend Lestrade'-এর খোঁজও নিতেন। তবে শার্লককে লেস্ট্রেড যে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তার প্রমাণ পাই 'Six Napoleons'-এ। লেস্ট্রেড বলেন, 'We are not jealous of you down at Scotland Yard. No, sir, we are proud of you, and if you come down tomorrow there's not a man, from the oldest inspector to the youngest constable, who wouldn't be glad to shake you by the hand.'— হোমসের মতো আবেগশূন্য মানুষও নাকি এতে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

হাফ ডজন পুলিশ

T.me/Borno_porichoy

বিশ্বের একমাত্র বেসরকারি পরামর্শদাতা গোয়েন্দার সঙ্গে পুলিশের যে সুসম্পর্ক থাকবে তা বলাই বাহুল্য। কারণ প্রায় সব কেসেই সমাধান হোমস করলেও খ্যাতি পেতেন তাঁরাই। সবাই যে হোমসকে দারুণ পছন্দ করতেন তা নয়। অনেকে ঢেঁকি গেলার মতো হোমসকেও সহ্য করতে বাধ্য হতেন। লেস্ট্রেড ছাড়া আর যেসব পুলিশ অফিসার বা সরকারি গোয়েন্দার নাম পাই, তাঁরা হলেন স্যাম ব্রাউন, ইনস্পেকটর মন্টগোমেরি, ইনস্পেকটর হিল, উইলিয়াম হারগ্রেভ, ইউগাল, মেরিভিল, ইনস্পেকটর ম্যাককিনন, এডমুন্ডস, বাউলি, মর্টন, বায়েনস, মার্টিন, ফোর্বস, ল্যানার, ফরেস্টার, গ্রেগরি ও লিভারটন। কিন্তু এ অধ্যায়ে আমরা সেই ছয়জন পুলিশকর্মীকে নিয়ে আলোচনা করব, যাঁরা এক বা একাধিক কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১। টোবিয়াস গ্রেগসন—

পদাধিকার বলে ইনি ইনস্পেকটর লেস্ট্রেডের বস। 'A Study in Scarlet'-এ ইনিই লরিসটন গার্ডেনের রহস্যে হোমসকে তলব করেন। হোমসের মতে 'Gregson is the smartest of the Scotland Yarders.' গ্রেগসন লম্বা, ধবধবে, সাদা চুল হলদে ধূসর,

হাতে সর্বদাই এক নোটবুক। ওয়াটসনের প্রথম উপন্যাসে গ্রেগসনের নামে রীতিমতো একটি অধ্যায় আছে, 'Tobias Gregson Shows What He Can Do.' অবশ্য সে-অধ্যায় গ্রেগসনের ব্যর্থতা নিয়েই লেখা। তিনি ভুল করে আর্থার শার্পেন্টিয়ারকে গ্রেফতার করে বসেন।

বহুদিন বাদে 'The Adventure of the Greek Interpreter'-এ আবার গ্রেগসনকে দেখতে পাই। তাঁর সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে দেখা করার নিয়মকানুনের জালে হোমস-ওয়াটসনকে প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 'Wisteria Lodge'-এর অভিযানে গ্রেগসন নিজেই ইনস্পেকটর বায়েনস-এর সঙ্গে বেকার স্ট্রিটে আসেন। তখনও তিনি আগের মতোই 'উৎসাহী, চটমটে এবং নিজের সাধ্যমতো দক্ষ অফিসার'। 'The Adventure of the Red Circle'-এ আবার হোমস ও গ্রেগসনের দেখা হয় হাউই স্ট্রিটের সিগনালে। তাঁরা পুরোনো বন্ধুর মতোই আচরণ করেন। হোমসকে পাশে পেয়ে গ্রেগসন যে খুশি সেটাও জানাতে ভোলেননি। কাহিনির শেষে মাফিয়োসো জর্জিয়ানোকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। গ্রেগসন এমিলিয়া লুকাকে গ্রেফতার করে, কিন্তু হোমসের কথামতো গ্রেগসন লুকার কাহিনি শোনেন ও শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করেন।

২। অ্যাথেলনি জোনস—

'The Sign of the Four'-এ বার্থেলোমিউ শোলটো-র খুনের রহস্য সমাধান করতে পন্ডিচেরি লজে প্রথমবার অ্যাথেলনি জোনসকে দেখা যায়। তাঁর কথাতেই প্রকাশ, এর আগে বিশপগেট রত্নচুরির মামলাতেও তিনি হোমসের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তবে হোমসের প্রতি তাঁর তেমন উচ্চধারণা নেই। 'Mr. Sherlock Holmes, the theorist'-বলে তিনি হোমসকে অবজ্ঞাই করেন। জোনস যখন থেডাডিউসকে গ্রেপ্তার করলেন, হোমস কথা দিলেন তিনি তাঁকে ছাড়িয়ে আনবেন। ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন জোনস, 'Don't promise too much, Mr. Theorist.' শেষে হোমস পুলিশের সাহায্য ছাড়াই তদন্ত শুরু করেন।

তবে কাহিনির শেষের দিকে জোনস নিজে বেকার স্ট্রিটে এসে ক্ষমা চান। বলেন, 'I should be very glad of a little assistance.' হোমসের সহায়তায় জোনস নাম-খ্যাতি সব পান। 'The Red-Headed League'-এ পিটার জোনস নামে এক পুলিশ অফিসারের নাম পাচ্ছি। তিনি নানা কথায় শোলটো এবং আগ্রার ধনরাজির কথা উল্লেখ করেন। অ্যাথেলনির মতো তিনিও মোটাসোটা এবং জোরে জোরে শ্বাস নেন। বিশেষজ্ঞদের মতে ইনি আসলে অ্যাথেলনি, ওয়াটসনে গুলিয়ে ফেলেছেন। আর গুলিয়ে ফেলাও স্বাভাবিক। এ কাহিনির ঘটনাক্রম যে সময়, তখন স্লোন স্কোয়ারে পিটার জোনস নামে তখনকার লন্ডনের সবচেয়ে বড়ো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটি খোলা হয়েছিল। সে-নামটাই ওয়াটসনের স্মৃতিতে রয়ে গেছে। জোনসের তৎপরতাতেই ব্যাঙ্ক ডাকাতি হাতেনাতে ধরা পড়ে। তবে এর পর আর কোনো অভিযানে তাঁর নাম শোনা যায় না।

৩। অ্যালেক ম্যাকডোনাল্ড ও হোয়াইট ম্যাসন—

'The Valley of Fear'-এ হোমসের বাড়িতে দেখা করতে আসেন অ্যালেক ম্যাকডোনাল্ড। লম্বা, একহারা চেহারা, গায়ে অসীম বল, ঘন ভুরুর নীচে চোখ দুটো যেন বুদ্ধিতে জ্বলছে। তবে তাঁর উচ্চারণে ওয়াটসন আবার ডোনিয়ান টান লক্ষ করেছেন। ম্যাকডোনাল্ড হোমসকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করেন, যদিও মরিয়ার্টির প্রতি হোমসের বিদ্বেষকে একটু সন্দেহের চোখেই দেখেন। বার্লস্টোন ম্যানরে ডগলাসের হত্যাকাণ্ড নিয়ে হোমসের সাহায্য চাইতে তাঁর কাছে এসেছিলেন ম্যাকডোনাল্ড।

বার্লস্টোনে গিয়ে হোমসদের আলাপ হয় স্থানীয় অফিসার হোয়াইট ম্যাসনের সঙ্গে। টুইড সুট পরিহিত, ক্লিন-শেভড ম্যাসনকে দেখলে বয় স্কাউট মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু হোমসের বিবেচনায় 'Mason is no fool.' হোমসের নাম ম্যাসনের জানা। তাই হোমসকে কেসে পেয়ে সে যারপরনাই উত্তেজিত। কাহিনির শেষে যখন হোমস প্রমাণ করে দেন যে মৃতব্যক্তি আসলে জীবিত, ওই একটিবারই মেজাজ হারান ম্যাকডোনাল্ড, 'এতটা সময় ধরে আপনি আমাদের সঙ্গে এইভাবে ফাঁকিবাজি করছেন? অর্থহীন জেনেও এই তদন্তে আমাদের অযথা শক্তিক্ষয় করতে দিয়েছেন?'

হোমস অবশ্য শান্তকণ্ঠে জানান, 'মাত্র কাল রাতেই আমি মনস্থির করতে পেরেছি।'

৪। ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিট—

হোমস-এর সঙ্গে বহুদিন ধরেই এঁর পরিচয়। লম্বা, মজবুত শরীর এই অফিসারকে প্রায়ই ফ্রগ কোট পরে থাকতে দেখা যায়। প্রথম এঁর আবির্ভাব 'The Man with the Twisted Lip'-এ। হোমসের কথামতো ঘুমন্ত বুনকে চান করিয়ে দিতেই টের পাওয়া যায় এ আসলে নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার। ব্র্যাডস্ট্রিটকে আবার 'Blue Carbuncle'-এর অভিযানেও দেখা গেছিল। সেখানে তিনি ভুল করে হোটেল কসমোপলিটানের মিস্তিরি হরনারকে গ্রেপ্তার করেন।

শেষবারের মতো ব্র্যাডস্ট্রিটকে দেখা যায় 'Engineer's Thumb' কাহিনিতে। এই অভিযানে তিনি সাদা পোশাকে হোমস-ওয়াটসনের সঙ্গী হয়ে আইফোর্ডের এক ইঞ্জিনিয়ারকে খুঁজতে যান। যদিও যে বাড়িটি খুঁজতে গেছিলেন সেটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছিল।

৫। স্ট্যানলি হপকিন্স—

পিটার ক্যারির বীভৎস মৃত্যুর তদন্তে প্রথমবার স্ট্যানলি হপকিন্সের নাম পাই। 'It's my first chance and I am at my wit's end'— বলেছিলেন হপকিন্স। কিন্তু হোমসের অনুরাগী এবং হোমসের পদ্ধতি অনুসরণেরও চেষ্টা করেছিলেন। তবু 'Black Peter'-এর অভিযানে বাজিমাত করেন হোমসই। এর পরেই 'Golden Pince-Nez'-এর কাহিনিতে প্রায় মাঝরাতে যুবক হপকিন্স বেকার স্ট্রিটে এসে হোমসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হোমস তাঁকে গরম জল, লেবু আর চুরুট দিয়ে শান্ত করেন। এর পরেও 'Missing Three Quarters' এবং 'Abbey Grange'-এর অভিযানে এই হপকিন্সই হোমসের সাহায্য চেয়ে পাঠান। হোমসও বলেছেন 'হপকিন্স আমায় সাতবার ডেকে পাঠিয়েছে আর প্রতিবারই ডাকের কারণ একেবারে যুক্তিযুক্ত ছিল।' যদিও এই সাতবারের মধ্যে মাত্র চারটিই ওয়াটসনের পঞ্জিতে জায়গা পেয়েছিল।

T.me/Boimo_porichoy

'The Adventure of the Missing Three-Quarter'-এ হপকিন্স

৬। ইনস্পেকটর ম্যাককিনন—

'Retired Colourman'-এর অভিযানে অ্যাম্বারলিতে গিয়ে এঁর সঙ্গে হোমসের পরিচয়। তিনি চটপটে ও তরুণ। যদিও হোমস অপরাধীকে ধরে ফেলায় তিনি হতাশ হয়ে জানান, 'একথা ভাববেন না যে এই কেস সম্পর্কে আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না আর আমরা লোকটাকে পাকড়াও করতে পারতাম না।' হোমস অবশ্য পুরো কৃতিত্বটাই ম্যাককিননকে দিয়ে দেন। ফলে দু-হপ্তা পরে 'North Surrey Observer' পত্রিকায় লেখা হয়—

ইনস্পেকটর ম্যাককিনন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে একটা রঙের গন্ধ থেকে অনুমান করেছেন যে অন্য কোনো গন্ধকে, যেমন গ্যাসের গন্ধকে চাপা দেবার জন্যই এটা আমদানি করা হয়েছিল... এই ঘটনা অপরাধ তত্ত্বের ইতিহাসে আমাদের সরকারি গোয়েন্দাবর্গের বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হোমস অদ্ভুত হাসি হেসে শুধু বলেন, 'Mackinnon is a good fellow.'

তবু পুলিশি ব্যবস্থায় হোমসের বিশ্বাস ছিল না। নইলে কি 'Five Orange Pips'-এ তিনি বলেন 'I shall be my own police. When I have spun the web they may take the flies, but not before.'

হোমসের হরেকরকম

T.me/Borno_porichoy
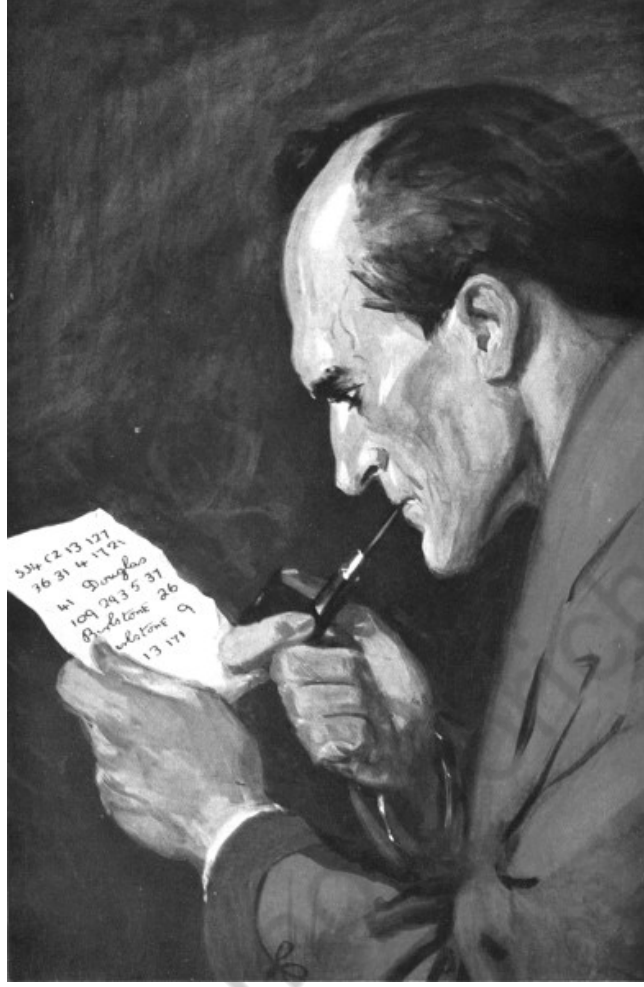
ফ্রাঙ্ক উইলিসের আঁকা ‘The Valley of Fear’-এর ফ্রন্টিসপিস

শিল্পীর চোখে

হোমসের বর্ণনায় ডয়েল লিখেছেন শার্লকের মুখ ক্ষুরের মতো ধারালো। নাক ইগলের মতো বাঁকা, দুটি জ্বলজ্বলে চোখ গর্তে ঢোকানো— তিনি বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল, কিন্তু কুৎসিত। ১৮৮৭ সালে প্রথম যেবার শার্লক হোমস ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেলেন, সেই 'Beeton's Christmas Annual'-এ শার্লককে প্রথমবারের জন্য এঁকেছিলেন ডি এইচ ফ্রিস্টন। ফ্রিস্টনের আঁকা হোমসকে দেখলে হোমসপ্রেমীরা হতাশই হবেন। তাঁর হোমস না দেখতে সুন্দর, না বুদ্ধিদীপ্ত। লম্বা জুলপি, অলস্টার আর অদ্ভুতদর্শন এক টুপি পরে (বোলার হ্যাট আর সমব্রেরো হ্যাটের মাঝামাঝি কিছু একটা) হাতে বিশালাকৃতি একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে দেওয়ালে রক্ত দিয়ে লেখা RACHE দেখছেন। তাঁর একপাশে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গ্রেগসন আর লেস্ট্রেড, অন্যপাশে টপহ্যাট পরে মোটা ওয়ালরাস গোঁফ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়াটসন। ফ্রিস্টনের হয়তো মনে হয়েছিল এই গোটা খুনের ঘটনাটাই বেশ ভয়াবহ আর তাই সবার মুখে কেমন যেন একটা আতঙ্কের ছায়া। এই ছবিটি ছাড়া আরও তিনটি ছবি এঁকেছিলেন ফ্রিস্টন।

যখন বই হিসেবে কাহিনিটি প্রকাশ পেল, তখন ডয়েলের দাবি অনুযায়ী ছবি আঁকলেন তাঁর বাবা চার্লস ডয়েল। মোট ছ-টি ছবি এঁকেছিলেন তিনি। কোনানের মতে চার্লস ছিলেন 'greatest and most original of family artists'. তাঁর আঁকা হোমস একমাত্র গালপাট্টা ও দাড়ি শোভিত। এর ঠিক পরের উপন্যাস 'The Sign of the Four' প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৯০-এর ফেব্রুয়ারিতে 'Lippincott's Magazine'-এ। সেখানে ভারতে ঘটা একটি দৃশ্যের ছবি এঁকেছিলেন হার্বার্ট ডেনমান— কিন্তু সে-ছবিতে হোমস ছিলেন না। এই দুটি উপন্যাসকে এক অর্থে ব্যর্থই বলা চলে। শার্লক হোমসের নামের ডিটেকটিভটি জনমানসে বিন্দুমাত্র সাড়া জাগাতে পারল না। ১৮৯১-এর জুলাই থেকে 'স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত হতে লাগল হোমসকে নিয়ে ছোটোগল্পের সিরিজ। দশটি গল্পের সেই সিরিজের প্রথমটিই ছিল 'A Scandal in Bohemia'. সঙ্গে ছবি আঁকলেন সিডনি প্যাগেট। ব্যস! সৃষ্টি হল ইতিহাস।

হোমসের ভক্তরা একদিকে খুব ভাগ্যবান। ইংল্যান্ডে 'স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন' আর আমেরিকায় 'কলিয়ার'স' ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা এমন দুইজন আঁকিয়েকে শার্লকের ছবি আঁকার বরাত দিয়েছিলেন, যাঁরা শুধু পারদর্শীই নন, নিজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। ইংল্যান্ডে সিডনি প্যাগেট আর আমেরিকায় ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে। শার্লকের যত ছবি আমরা দেখি, তাঁর অধিকাংশই এই দু-জনেরই আঁকা। সিডনি প্যাগেটের শার্লক আঁকার বরাত পাওয়া নেহাতই এক দুর্ঘটনা। সিডনির দাদা ওয়াল্টার প্যাগেট তখন 'Robinson Crusoe', 'Treasure Island' আর 'King Solomon's Mines'-এর ইলাস্ট্রেশন করে বিখ্যাত। তাঁকে চিঠি লিখতে গিয়ে ভুলক্রমে সে চিঠি চলে যায় ভাইয়ের কাছে। সম্পাদকরা যখন বুঝলেন, তখন পরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না।

T.me/Boiboi_Prichoy

ফিলেজার লিকর্নির আঁকা হোমস (১৯২৮)

T.me/Boi_Porichoy
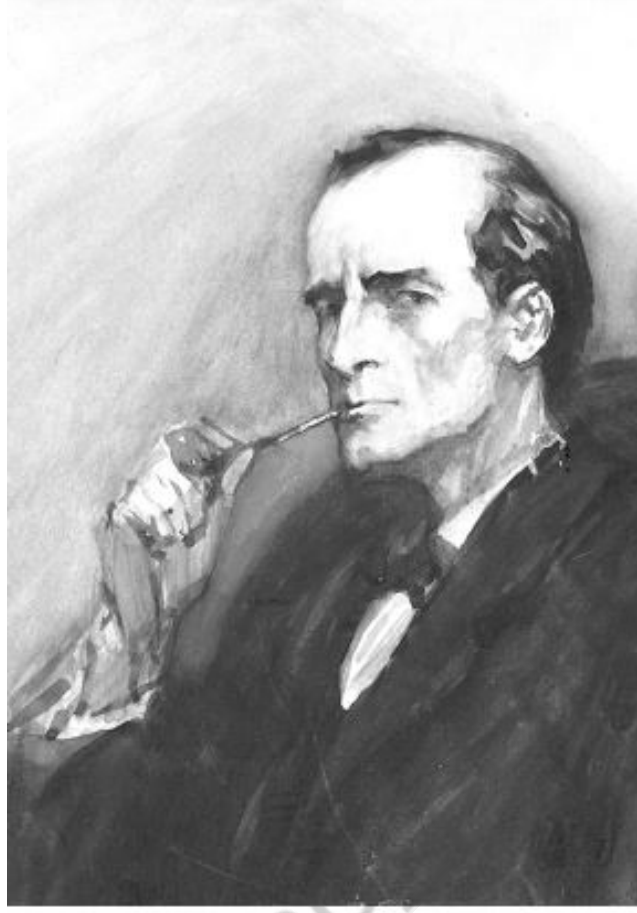
সিডনি প্যাগেটের আঁকা 'শার্লক হোমস'। ছবিটি প্যাগেটের মৃত্যুর পরে তাঁর বাতিল কাগজের ঝুড়ি থেকে পাওয়া যায়।

১৮৬০ সালের ৪ অক্টোবর লন্ডনে সিডনি এডওয়ার্ড প্যাগেটের জন্ম। বাবা রবার্ট প্যাগেট ছিলেন ছবি বিষয়ে দারুণ উৎসাহী। বাবার উৎসাহেই তাঁরা দুই ভাই আর্ট স্কুল ও পরে রয়েল আকাদেমি স্কুলের থেকে চিত্রকলা বিভাগ থেকে সসম্মানে পাশ করেন। ছাত্র অবস্থাতেই নানা প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে প্রথম পুরস্কার ছিল সিডনির বাঁধা। 'স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন'-এ 'A Scandal in Bohemia' থেকে শুরু করে 'The Adventures', 'The Memoirs', 'The Hound of the Baskervilles', 'The Return of Sherlock Holmes'-এর সিরিজ ধরে মোট ৩৫৭টি ছবি এঁকেছিলেন সিডনি। ১৯০৪-এর ডিসেম্বরে 'The Adventure of the Second Stain' তাঁর আঁকা শার্লকের শেষ ইলাস্ট্রেশন। সিডনির মৃত্যুর পর ওয়াল্টার প্যাগেট একটিমাত্র হোমস কাহিনির ইলাস্ট্রেশন করেন 'The Adventure of the Dying Detective' (ডিসেম্বর, ১৯১৩)। তবে হোমসের ছবিতে ওয়াল্টার প্যাগেটের ভূমিকা বোধ করি সবচেয়ে বেশি, কারণ তাঁকে মডেল করেই শার্লক হোমসের চেহারা এঁকেছিলেন সিডনি। ওয়াটসনকে আঁকতেও আরও এক পারিবারিক বন্ধুকে বেছে নেন সিডনি। তিনি আলফ্রেড মরিস বাটলার, প্রখ্যাত স্থপতি। তবে ডয়েলের ব্যক্তিগত পছন্দের আঁকিয়ে ছিলেন সাইরাস কুনিও— যিনি ডয়েলের নানা কাহিনির ছবি আঁকলেও

হোমসকে আঁকেননি। প্যাগেট শুরুতে একেবারেই ডয়েলের পছন্দের ছিলেন না। তিনি বরং সম্পাদককে অভিযোগ করেছিলেন যে হোমস বড্ড বেশি হ্যান্ডসাম হয়ে যাচ্ছে—এমনটা তাঁর কল্পনায় ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি মেনে নিতে বাধ্য হন হোমসের সুবিশাল মহিলা ভক্তদের জন্য প্যাগেটের ছবিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন সে-প্রমাণও আছে। হাউন্ড অব বাস্কারভিলের ('The Hound of the Baskervilles') সময় ডয়েল 'স্ট্র্যান্ড'-এর সম্পাদক গ্রিনহাউ স্মিথকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে স্মিথকে তিনি বলেন, 'আমি একবার হোমসকে এক গা ছমছমে পরিবেশে নিয়ে ফেলব। যদি কাহিনিটি আপনার পছন্দ হয়, তবে দয়া করে আঁকিয়ে হিসেবে প্যাগেটকে দায়িত্ব দেবেন। 'The Adventure of the Final Problem'-এ হোমসের জলপ্রপাতে পতনের পর সিডনি বিয়ে করার ফুরসত পান। ১৮৯৩-এর ১ জুন বিয়ের দিন সকাল বেলায় রুপোয় মোড়া একটি সিগারেট কেস উপহার পান সিডনি। তাতে লেখা 'From Sherlock Holmes 1893'. এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, লিখেছেন সিডনির মেয়ে উইনফ্রেড প্যাগেট, '১৮৯১-তে হোমস নিরুদ্দেশ হন। ফিরে আসেন ১৮৯৪-তে। তাহলে ১৯৯৩তে বাবাকে তিনি সিগারেট কেস পাঠালেন কেমন করে? এর অর্থ তিব্বত বা পারস্যে যাবার ঘটনা ভুল। তিনি আশেপাশেই কোথাও ছদ্মবেশে লুকিয়ে সব নজরে রাখছিলেন।' অবশ্য মাইক্রফট হোমসও কেসটি শার্লকের নাম করে পাঠাতে পারেন।

সিডনি প্যাগেট

ওয়াল্টার প্যাগেট

সিডনি প্যাগেটের অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন জেমস মন্টগোমেরি, তাঁর 'A Study in Pictures'-এ। তিনি বলেছেন, 'হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে আজও হোমস সেই ১৮৯৫তেই আটকে আছেন— ঠিক যেভাবে প্যাগেট তাঁকে এঁকেছিলেন। ১৯০৮-এ প্যাগেটের আকস্মিক মৃত্যুতে ছবি আঁকার ভার অন্য আঁকিয়েদের হাতে চলে গেলেও কেউই প্যাগেটের প্রভাব অস্বীকার করতে পারবেন না। "দ্য পিকউইক পেপারস"-এ ফিজ যা করেছিলেন, ঠিক সেটাই প্যাগেট করেছেন হোমসের ক্ষেত্রে।' স্রষ্টা ডয়েলকে এক জায়গায় ছাপিয়ে গেছেন আঁকিয়ে প্যাগেট। হোমস বলতেই আমরা যে দু-ধারে বারান্দাওয়ালা ডিয়ারস্টকার টুপি বুঝি, তা কিন্তু প্যাগেটেরই সৃষ্টি। ডয়েল লিখেছিলেন 'close fitting cloth cap' কিন্তু তার আগে পিছে বাড়িয়ে অমনধারা টুপি প্যাগেটই আঁকেন। উইলিয়াম গিলেট যখন তাঁর বিখ্যাত হোমস নাটকটি মঞ্চাভিনয় করেন, তখন তিনিও এই ডিয়ারস্টকার পরেই আবির্ভূত হন। ফলে হোমস শুধু নন, প্রাইভেট ডিটেকটিভদের সঙ্গেই চিরকালের মতো জুড়ে গেল ডিয়ারস্টকার। সুতরাং এ টুপিকে কিছুটা গুরুত্ব তো দিতেই হবে।

TheBorno_porichoy
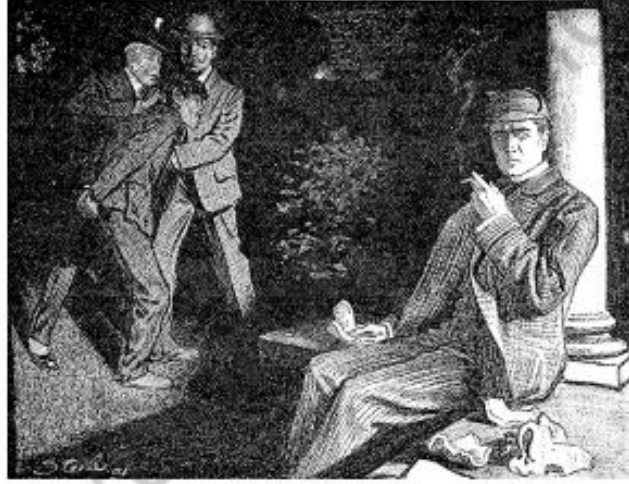
ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে ও তাঁর আঁকা 'The Adventure of the Six Napoleons'

ঊনবিংশ শতকে গ্রামের দিকে হরিণ শিকারিরা এই ধরনের কাপড়ের টুপি পরে শিকারে বেরোতেন। মূলত হালকা টুইডের কাপড় দিয়ে তৈরি হত এ টুপি। দুটি বা আটটি ত্রিভুজাকৃতি টুকরো মাথায় একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। মাথায় ফিতে দিয়ে গিঁট বাঁধা থাকত। টুপির বৈশিষ্ট্যই ছিল সামনে ও পিছনে দুটি বারান্দা। তবে শহুরে হোমসকে এই গ্রাম্য টুপি পরানো যে একেবারেই বেমানান, তা সব হোমস বিশেষজ্ঞই বলেন। তবে প্যাগেট এমন কাজটি করলেন কেন? উত্তর দিয়েছেন তাঁর মেয়ে উইনিফ্রেড। ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর Picture Post-এ একটি লেখায় তিনি জানান, 'বাবা ছেলেবেলার অনেকটাই গ্রামে কাটিয়েছিলেন। নানা পোশাকের মধ্যে ডিয়ারস্টকার দেখা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বনেবাদাড়ে ঘুরতে গেলে এই টুপি পরে বেরোতেন তিনি। তাই কিছু না ভেবেই হোমসকে এই টুপি পরিয়ে দিয়েছেন তিনি। একবারের জন্যেও ভাবতে পারেননি পঞ্চাশ বছর পরও এই টুপি নিয়ে আলোচনা হবে। বাবার নিজের টুপিটা আমি বাবার মৃত্যুর পর খুঁজে পাই। পোকায় কাটা, একেবারে ধুরধুরে হয়ে যাওয়া। মা ওটা ডাস্টবিনে

ফেলে দেন। আমি নিশ্চিত ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে ওয়াটসনের টুপি রাখার পেরেকের পাশের পেরেকটা এখনও খালি পড়েই আছে।'

এবার আমেরিকা যাওয়া যাক। আমেরিকার কলিয়ার'স পত্রিকায় 'The Return of Sherlock Holmes' প্রকাশিত হওয়ামাত্র একদল পাঠক আঁকিয়ে ফ্রেডরিখ ডর স্টিলেকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। স্টিলের আঁকা হোমস অনেক বেশি জীবন্ত এবং আকর্ষণীয়। স্টিলেকে তাঁর হোমসের মডেল খুঁজে পেতে কষ্ট করতে হয়নি। তিনি অবিকল গিলেটকে নকল করে তাঁর হোমসকে সৃষ্টি করেন। এলমার ডেভিস লিখেছেন, স্টিলে হোমসের ছবি আঁকামাত্র 'instantly all previous likeness set down by Paget and Hyde and Friston and the rest became merely collector's item.' স্টিলের ভক্তরা আবার প্যাগেটকে সহ্য করতে পারেন না। যদিও বাস্কারভিলের কাহিনিতে প্যাগেট হোমসকে টপ হ্যাট পরিয়েছিলেন, তবু তাঁরা প্যাগেটকে Deerstalker Man বলতে ছাড়েন না। বরং স্টিলে নিজে প্যাগেটের পক্ষ নিয়েছেন। একবার তিনি বলেওছেন প্যাগেটের আসল ছবির মাহাত্ম্য অনেকটাই নষ্ট হয়েছে দুর্বল কাঠখোদাইতে। যাঁরা প্যাগেটের হাতে আঁকা ছবি দেখেছেন তাঁরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য।

জর্জ হাচিনসনের আঁকা হোমস-ওয়াটসন

রিচার্ড গুডস্মিথের আঁকা হোমস-ওয়াটসন

তবু মানতেই হবে, হোমসের ছবিতে স্টিলের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। এডমুন্ড পিয়ারসন স্টিলের আঁকাকে 'the most interesting decorations in all time' পর্যন্ত বলেছেন। আমেরিকানরা আজও হোমস বা ওয়াটসন বলতে স্টিলের আঁকাকেই বোঝেন। মিশিগানে জন্ম হলেও স্টিলের বেড়ে ওঠা নিউ ইয়র্ক শহরে। পড়াশুনো National Academy of Design আর Arts Student's League-এ। 'Harper Weekly' পত্রিকায় সাপ্তাহিক ১৫ ডলার বেতনে তিনি কাজ নেন কিন্তু খুব শিগগিরই ফ্রিলান্স আর্টিস্ট হয়ে ও হেনরি, মার্ক টোয়েন কিংবা রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর বইয়ের ছবি আঁকতে শুরু করেন। স্টিলের আঁকার মাধ্যম ছিল মূলত পেন ও পোস্টার কালার। মানচিত্র অঙ্কনেও তাঁর দক্ষতা ছিল দেখার মতো। খুব ভালো ক্যারিকেচার করতে পারতেন স্টিলে। 'Players Club'-এ তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ক্যারিকেচার চমকে দেবার মতো। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল নাটক আর নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গেও। তাই হোমস হিসেবে গিলেটকে বেছে নেওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু খোদ স্টিলে অন্য কথা বলছেন। তাঁর মতে 'গিলেট আমার মাথায় ছিলেন ঠিকই তবে আমি তাঁকে বা তাঁর হোমস নাটক দেখিনি। বিভিন্ন ফটো দেখে আমি তাঁর মতো একটা খসড়া বানিয়েছিলাম। অনেক পরে ১৯২৯-এ আমি তাঁকে সামনাসামনি দেখি ও তাঁর ছবি আঁকি।' তবে মডেল ব্যবহার করতেন স্টিলে। শার্লক হিসেবে অন্তত তিনজন মডেলের নাম জানা যায়— রবার্ট কিং, ফ্রাঙ্ক উইলসন ও এস বি ডাউহি।

'The Valley of Fear'কাহিনিতে ফ্রাঙ্ক উইলিসের আঁকা হোমস

T.me/Boi...

আলফ্রেড গিলবার্টের আঁকা হোমস

('The Problem of Thor Bridge')

এই দুই প্রধান আঁকিয়ে ছাড়া আরও কিছু আঁকিয়ে হোমস এঁকেছেন। এঁদের মধ্যে শুধু 'A Study in Scarlet'-ই এঁকেছিলেন দু-জন। জর্জ হাচিনসন ও রিচার্ড গুডস্মিথ। এঁদের মধ্যে গুডস্মিথই হলেন প্রথম জার্মান যিনি হোমসকে চিত্রায়িত করেন। ১৯০২ সালে 'A Study in Scarlet'-এর জার্মান অনুবাদ Späte Rache-তে তাঁর ছাব্বিশটি মনোগ্রাহী ছবি আজও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়াও Das Zeichen der Vier (১৯০২), Der Hund von Baskerville (১৯০৩) ইত্যাদি মিলিয়ে একশোর উপর ছবি এঁকেছেন গুডস্মিথ। তাঁর এবং হাচিনসনের ছবির মধ্যে তিনিই অধিক মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর শার্লকে যদিও প্যাগেটের প্রচ্ছন্ন ছায়া আছে। প্যাগেটের আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯১৪তে যখন ডয়েল 'The Valley of Fear' লিখলেন, তখন ছবি আঁকার দায়িত্ব পেলেন ফ্রাঙ্ক উইলিস। উইলিসের আঁকা হোমস যখন 'স্ট্র্যান্ড'-এ ফ্রন্টিসপিসে ছাপা হল, তখন গালের হাড় বের করা, প্রায় টেকো, চোখ গর্তে বসা হোমসকে দেখে আঁতকে উঠলেন পাঠকরা। এ কেমন হোমস! কিন্তু সেই ফ্রন্টিসপিসকে অমরত্ব দিয়ে গেলেন ডয়েল নিজে। এ ছবি দেখে তিনি মুক্ত কণ্ঠে সার্টিফিকেট দিলেন, 'This comes nearest to my conception of what he (Holmes) really looks like.' 'The Cipher' নামের ছবিটি সম্পর্কে জেমস মন্টগোমারিও বলেছেন, 'This striking close-up of the Master surely sanks with the best and most famous of all his portayals, from Paget to Steele.' হোমসের আর একটি ছবি না আঁকলেও শুধু এই ফ্রন্টিসপিসটির জন্যই বিখ্যাত হয়ে থাকতেন উইলিস।

'The Vally of Fear'-এর ভয়াবহ ছমছমে পরিবেশকে দারুণ ফুটিয়েছেন আরও এক আঁকিয়ে আর্থার কেলার। তাঁর আঁকা সিপিয়া টোনের ছবিতে কাহিনির শিহরন নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে। ১৯০০ থেকে ১৯২০-র মধ্যে হোমসের যেসব কাহিনি চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল তাদের ছবি আঁকতেন জোসেফ ফ্রিডরিশ। কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ ছবিই ছিল প্যাগেটের অন্ধ অনুকরণ। তবে হোমসের সবচেয়ে সুন্দর, রঙিন ছবি এখনও অবধি এঁকেছেন রবার্ট ফসেট। তাঁকে বলা হয় 'illustrator of the illustrators.' কিন্তু 'কলিয়ার'স ম্যাগাজিন-এ তাঁর আঁকা মনভোলানো ঝাঁ চকচকে হোমসের ছবির একটিও আর্থার কোনান ডয়েলের কাহিনির সঙ্গে আঁকা নয়। হোমসকে নিয়ে সেসব কাহিনি লিখেছেন স্যার আর্থারের ভাইপো অ্যাড্রিয়ান কোনান ডয়েল ও লেখক জন ডিকসন কার।

প্যাগেট-স্টিলে-উইলিস ছাড়াও হোমসের ছোটো ছোটো দু-একটি কাহিনিতে অন্য আঁকিয়েদেরও দেখতে পাই। তাঁরা হলেন—

১। ফ্রেডরিক হেনরি টাউনসেন্ড—A Sign of Four (৮টি ছবি) ১৯০৩।

২। আর্থার টুইডেল—Wisteria Lodge ও Bruce-Partington Plans ('স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিন, ১৬টি ছবি) ১৯০৮।

৩। গিলবার্ট হ্যালিডে—The Devil's Foot ('স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিন, ৮টি ছবি) ১৯১১।

৪। জো সিম্পসন ও এইচ ব্রুক—The Red Circle ('স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিন, ৬টি ছবি) ১৯১১।

৫। অ্যালেক বেল—The Disapperance of Lady Frances Carfax ('স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিন, ৫টি ছবি) ১৯১১।

৬। ওয়াল্টার প্যাগেট—The Dying Detective ('স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিন, ৪টি ছবি) ১৯১৩।

৭। অ্যালফ্রেড গিলবার্গ—His Last Bow (৩টি ছবি) ১৯১৭।

The Mazarin Stone (৩টি ছবি) ১৯২১।

The Problem of Thor Bridge (৭টি ছবি) ১৯২২ সবকটি 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনে।

৮। হাওয়ার্ড কে এলকক—The Creeping man (৫টি ছবি) ১৯২৩।

The Sussex Vampire (৪টি ছবি) ১৯২৪।

The Three Garridebs (৫টি ছবি) ১৯২৫।

The Illustrious Client (৮টি ছবি) ১৯২৫।

The Three gables (৪টি ছবি) ১৯২৬।

The banched soldier (৫টি ছবি) ১৯২৬।

The Lion's Mane (৩টি ছবি) ১৯২৬।

সবকটি 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনের জন্য।

T.me/Borno_porichoy

গবেষণায়

ডয়েল যতদিন বেঁচে ছিলেন পাঠক জানতেন, অনিয়মিত হলেও হোমসকে নিয়ে নতুন কাহিনি লেখা হবেই। কিন্তু ১৯৩০ সালে কোনান ডয়েলের মৃত্যুর পর হোমসকে এবং হোমসের কাহিনির ব্যাখ্যা নিয়ে নানারকম লেখাপত্তর শুরু হল, যাকে বলে 'Writings about the writings'— তার সূত্রপাত এই সময়ই। বর্তমান বইটিও সেই ধারারই এক অংশমাত্র।

হোমস গবেষণা প্রথম কে শুরু করেন, তা বলা মুশকিল হলেও এ গবেষণাকে প্রথম যিনি ব্যাপকতর রূপ দেন তাঁর নাম ফ্রাঙ্ক সিডউইগ। পরবর্তীকালে বইয়ের ব্যাবসা শুরু করে তিনি Sidgwick and Jackson প্রকাশনা খোলেন। ১৯০২ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি F S নামে 'Cambridge Review' পত্রিকায় একটি খোলা চিঠি লেখেন ওয়াটসনকে এবং তাতে 'The Hound of the Baskervilles'-এর কিছু তারিখ নিয়ে গণ্ডগোলের কথা উল্লেখ করেন। হোমস গবেষণার প্রথম সোপান এইটিই। তাঁর আরও কিছু এই ধরনের প্রবন্ধ একত্র করে পরে *The Incunabular Sherlock Holmes* বইটি প্রকাশিত হয়।
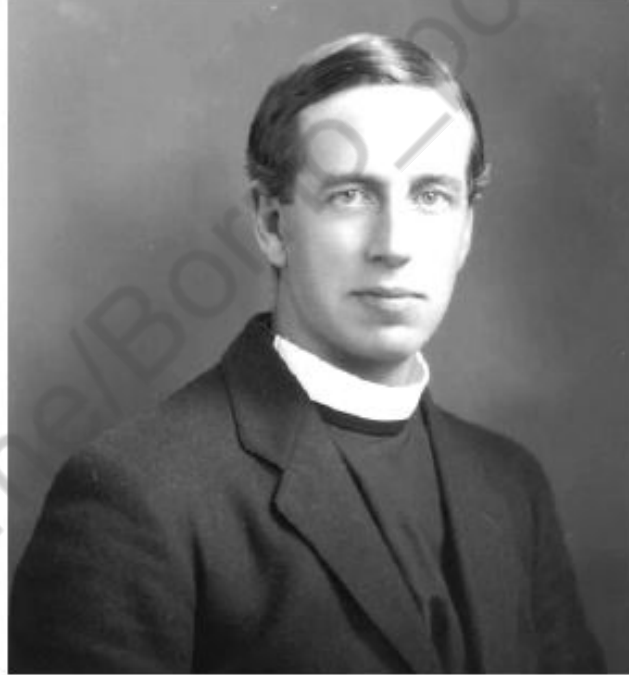
প্রথম হোমসিয়ান রোনাল্ড নক্স

সেই ১৯০২তেই আর্থার বার্লেট মরিস 'Bookman' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে 'Some Inconsistancies of Sherlock Holmes' এবং 'More Sherlock Holmes Theories' নামে দুটি ছোটো প্রবন্ধ লেখেন। দুই বছর বাদে ১৯০৪-এ ইংরেজ সমালোচক, কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক অ্যান্ড্রু লং *The Adventure of Three Students* বইটি পড়ে 'Longman's Magazine'-এ সেটি নিয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধও লেখেন। তবে শার্লকিয়ানা বলে আজ যাকে আমরা জানি তার জনক অবশ্যই রোনাল্ড আবুথনট নক্স। ১৯১১ সালে অক্সফোর্ডের

T.me/Boiporiboar

ট্রিনিটি কলেজের গ্রাইফন ক্লাবে 'Studies in the Literature of Sherlock Holmes' নামে একটি পেপার পাঠ করেন। লেখাটি এতটাই জনপ্রিয় হয় যে অক্সফোর্ডের প্রতিটি কলেজে নক্সকে আমন্ত্রণ করা হতে থাকে পেপারটি পাঠের জন্য। অবশেষে ১৯১২ সালে অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েটদের সবচেয়ে খ্যাতনামা জার্নাল 'The Blue Book'-এ লেখাটি ছাপা হল। সম্পাদকের নাম লক্ষণীয় ডবলিউ এইচ ওয়াটসন। ডয়েলের মৃত্যুর আগে হোমসকে নিয়ে আর যা কাজ হয়েছিল, তাদের মধ্যে দুটি উল্লেখের দাবি রাখে। একটি স্যার ডেসমন্ড ম্যাকার্থির ১৯২৮ সালে ডা ওয়াটসনের উপর রেডিয়ো ভাষণ যা পরের বছর 'The Listener'-এ ছাপা হয় এবং সে-বছরই প্রকাশিত স্যার সিডনি রবার্টসের লেখা 'A Note on Watson Problem' যা কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে একশো কপি ছাপা হয়।
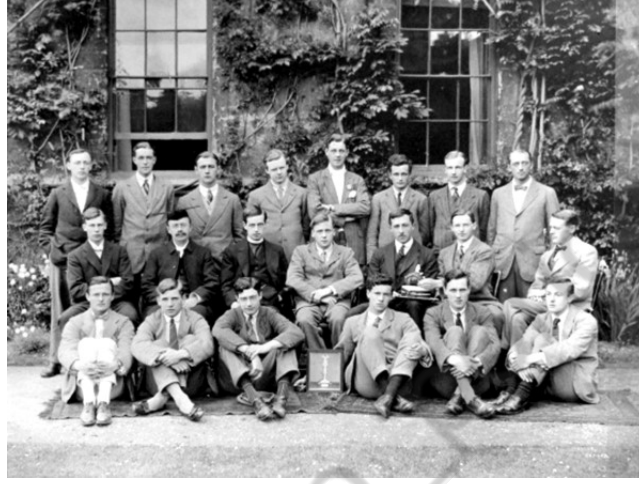
গ্রাইফন ক্লাবের সদস্যরা (১৯১২)

ডয়েলের মৃত্যুর পর, যা বলেছিলাম, শার্লক গবেষণার জোয়ার আসে। শার্লকিয়ান এবং হোমসিয়ানরা নিত্যনতুন সব থিয়োরি দিতে থাকেন। এখানে বলে রাখা ভালো ইংল্যান্ডের শার্লকিয়ানরা নিজেদের হোমসিয়ান বলেন আর আমেরিকার হোমসিয়ানরা নিজেদের শার্লকিয়ান বলে পরিচয় দেন। ১৯৩১-এ রবার্টস নামে তেমনই এক হোমসিয়ান 'Doctor Watson : Prolegomena to a Biographical Problem' নামে একটি ছোটো পুস্তিকা লেখেন। অনেকের মতে এটিই হোমসের জীবনী রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। ১৯৩২-এ হ্যারল্ড উইলমারডিং বেল প্রথমবার হোমসের কাহিনিগুলোকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানোর চেষ্টা করেন। তাঁর এই প্রয়াস *Sherlock Holmes and Dr Watson: The Chronology of Their Adventures* নামে নীলচে-সবুজ সুন্দর একটি বই হিসেবে Constable & Co. Ltd. থেকে প্রকাশিত হয়। দাম ছিল ১৫ শিলিং। কিন্তু মাত্র ৫০০ কপি ছাপা হওয়ায় এ বই এখন শার্লক নিয়ে দুষ্প্রাপ্যতম বইদের অন্যতম। ১৯৫৩ সালে বেকার স্ট্রিট ইরেগুলাররা এই বইটির একটি পেপারব্যাক সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেটিও এখন বেশ দুষ্প্রাপ্য। বইটির ভূমিকায় এডগার স্মিথ লিখেছিলেন, 'Bell was a pioneer, working through a forest that had not, when he wrote, felt any but the most tentative ones, and the trail he cut is all the more pleasant because it does, admittedly, have a few bad turnings.' সে-বছরই অক্টোবরে টি এস ব্ল্যাকনি প্রকাশ করলেন *Sherlock Holmes: Fact or Fiction?* এই বইতেই প্রথম বইয়ের পাতার সাদা কালো অক্ষর থেকে বেরিয়ে হোমসকে এক রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে ভাবা শুরু হল। ১৯৩৪ সালে বেল আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন। তখনও পর্যন্ত হোমসকে নিয়ে যে কটি গবেষণামূলক

প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, সবকটিকে একত্রে করে *Baker Street Studies* নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। একই বছর শিকাগোর শার্লকিয়ান মি ভিনসেন্ট স্টারেট *The Private Life of Sherlock Holmes* নামে একটি বেশ রম্য কিন্তু তথ্যবহুল লেখা লেখেন, যা ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সালে তিনি *221B: Studies in Sherlock Holmes* নামে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা লেখেন।
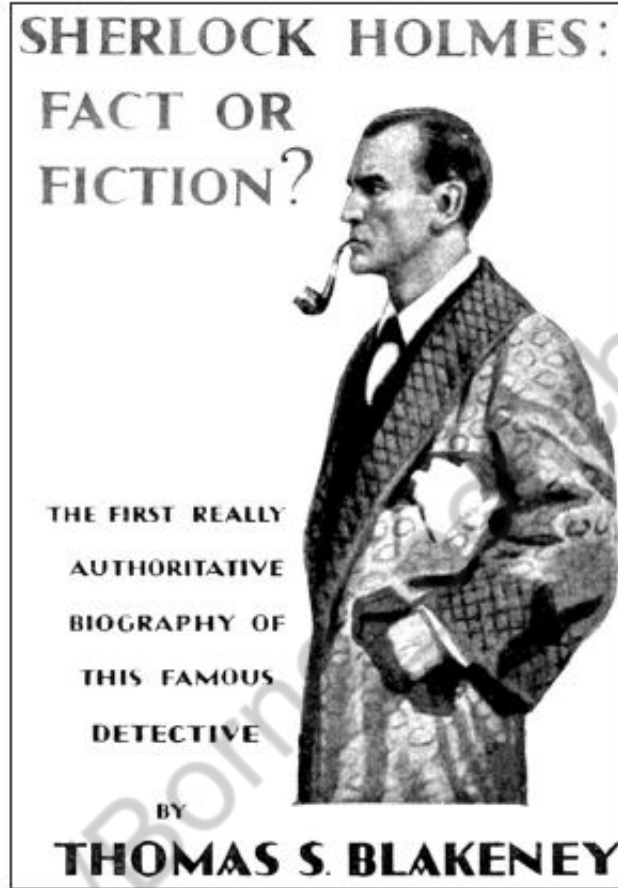
টমাস ব্ল্যাকেনির লেখা হোমসিয়ান গ্রন্থ

T.me/Boighar...choy

উইলিয়াম ব্যারিং গুল্ড

হোমসের সব কাহিনি এক করে প্রথমবার *The Complete Sherlock Holmes* প্রকাশিত হয় ডয়েলের মৃত্যুর পরপরই, ১৯৩০ সালে। তাতে ক্রিস্টোফার মরলে একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেছিলেন। দশ বছর পর ম্যাকমিলান যখন সে-বইটির মার্কিন সংস্করণ প্রকাশ করল, তখন সম্পাদক হলেন সেই স্টারেট।

T.me/Boi_Paathagaar_Adda... (watermark)

SHERLOCKIANA

TWO SONNETS

CHRISTOPHER MORLEY
VINCENT STARRETT

YSLETA
EDWIN B. HILL
1942
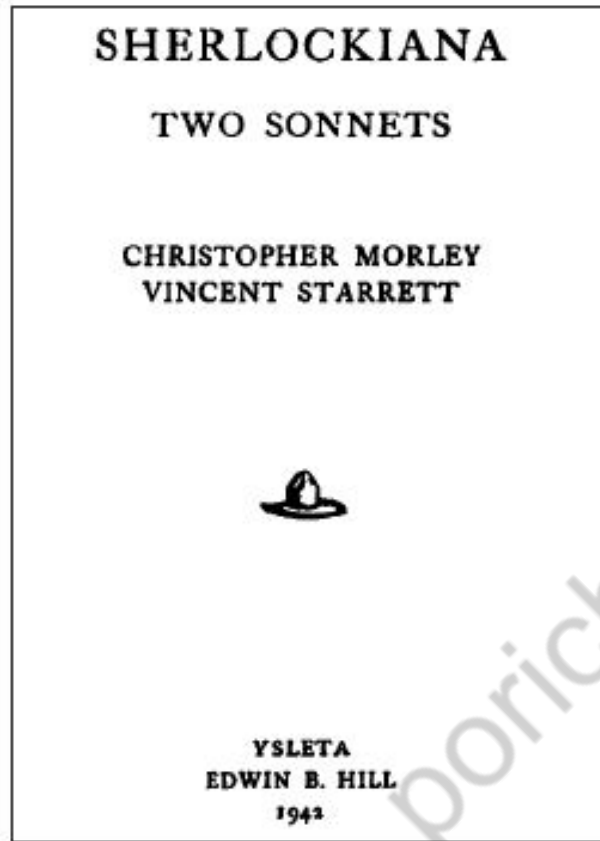
শার্লকিয়ানার দুটি সনেট
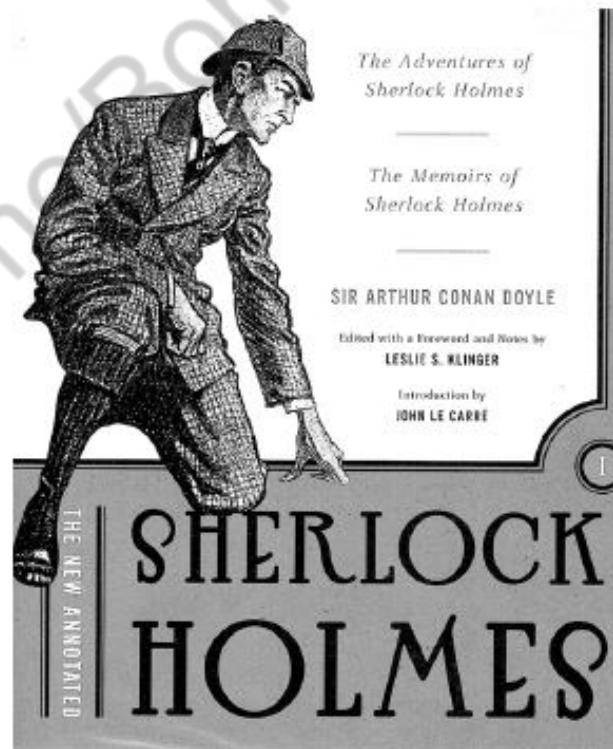
লেসলি ক্লিংগারের সম্পাদিত সটীক শার্লক হোমস

T.me/Borno_porichoy

শার্লকিয়ান (বা হোমসিয়ান)-দের কাছে ১৯৪৪-এর ৩১ মার্চ এক red letter day. ওই দিন একসঙ্গে শার্লকিয়ানার তিনটি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশ পায়— ক্রিস্টোফার মরলের *Sherlock Holmes and Dr Watson: A Text book of Friendship,* যেখানে প্রথমবার হোমসের পাঁচটি গল্পের সটীক সংস্করণ প্রকাশ পায়; এলেরি কুইনের *The Misadventures of Sherlock Holmes,* শার্লকের প্যারোডি ও প্যাস্টিশের প্রথম সংকলন এবং শার্লকিয়ান প্রবন্ধের সংকলন এডগার স্মিথের *Profile by Gaslight: An Irregular Reader About the Private Life of Sherlock Holmes.* ১৯৪৭-এ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জে ফিনলে ক্রাইস্ট *An Irregular Chronology of Sherlock Holmes of Baker Street* নামে অসামান্য একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এখনও এটি গবেষকদের কাছে রত্নখনির শামিল, যদিও মূল বইটি মাত্র ১৭৫ কপি ছাপা হয়েছিল।

এ ছাড়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল গ্যাভিন ব্রেন্ডের *My Dear Holmes,* আর্নেস্ট ব্লুমফিল্ড জেসলারের *Baker Street Chronology,* ব্যারিং গুল্ডের *The Chronological Holmes.* বাকি বইয়ের নাম, লেখক ও প্রকাশন বইয়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে দেওয়া হল। শেষ করার আগে শার্লকিয়ানার তিনটি বইয়ের কথা না বললে অন্যায় হবে।

প্রথমেই যার কথা বলতে হয়, সেটি উইলিয়াম ব্যারিং গুল্ড-এর লেখা *Sherlock Holmes of Baker Street: A Life of the World's First Consulting Detective.* ১৯৬২ সালে নিউ ইয়র্কের Bramhall House এই যুগান্তকারী বইটি প্রকাশ করে। আজীবন হোমস গবেষক গুল্ডের লেখা এই বই আজও হোমসের সেরা fictional biography বলে খ্যাত। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড'-এর সমালোচক রিচার্ড মার্টিন স্টার্ন এই বইটি সম্পর্কে বলেছেন, 'This is not a life of Sherlock Holmes; it is the life, meticulously reconstructed and fascinatingly told and here set forth for the first time.' ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায় প্রায় কুড়ি বছরের সাধনার ধন, তাঁর ম্যাগনাম ওপাস *The Annotated Sherlock Holmes.* মলাটেই লেখা ছিল Lavishly illustrated with maps, diagrams, photographs and drawings. হোমসকে নিয়ে এত বড়ো কাজ এর আগে কেউ করার সাহস দেখাননি। সটীক শার্লক হোমস যে কী অসামান্য হতে পারে Wings Books থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই বইটি তাঁর জলজ্যান্ত প্রমাণ ছিল। অনেক পরে ২০০৪ সালে W W Norton & Company, ব্যারিং গুল্ডের কাজকে নতুন উচ্চতা দান করেন। লেসলি ক্লিংগার এবং জন ল্য ক্লারে মিলে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন *The New Annotated Sherlock Holmes.* যার প্রথম দুই খণ্ডে ছিল গল্প ও শেষ খণ্ডে উপন্যাস।

বাংলায় হোমসচর্চা নিয়ে 'হোমসিয়ানা'-র কথা অন্য অধ্যায়ে আলোচিত। কিন্তু শার্লকিয়ানা নিয়ে প্রথম একটি ছোটো বই প্রকাশ করেন মঞ্জিল সেন। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল 'হোমসিয়ানা সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক ড সুকুমার সেন শ্রদ্ধাস্পদেষু'। জুলাই, ১৯৮৭ তে মডার্ন কলাম প্রকাশিত বইটির নাম *'কে এই শার্লক হোমস?'* এটি আদতে একটি প্রবন্ধ সংকলন যা লেখকের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হোমস নিয়ে লেখার সমষ্টি মাত্র। এর পরে বেশ কিছুদিন একেবারে শূন্যতার পর অদ্রীশ বর্ধনের অনুবাদে শার্লক হোমসকে নতুনভাবে সটীক করে প্রকাশ করেন লালমাটি প্রকাশন। ২০১১ এবং ২০১২ তে প্রকাশিত দুই খণ্ডের 'শার্লক হোমস সমগ্র'-র প্রথম খণ্ডে ছিল চারটি উপন্যাস ও দ্বিতীয় খণ্ডে ছোটোগল্পগুলি। টীকা করেছিলেন প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌম্যেন পাল।

তবে দেশ-বিদেশে হোমস নিয়ে রোজ রোজ নিত্যনতুন গবেষণা চলছে। উঠে আসছে অদ্ভুত সব তত্ত্ব, তথ্য— যাদের বেশিরভাগকে এই বইতে স্থান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সত্যি বলতে শার্লক নিয়ে যত শব্দ লেখা হয়েছে, তত আজ পর্যন্ত কোনো কাল্পনিক চরিত্রকে নিয়ে হয়নি। তবু প্রতিবার মনে হয় 'অতি অল্প হইল'। ক্রিস্টোফার মরলে হিসেব কষে দেখান 'The Baker Street Journal'-এ যতজন লেখক, তার চেয়ে ম্যাগাজিনটির গ্রাহক সংখ্যা ঢের কম। বাঁকা হেসে মরলে বলেছিলেন, 'Never, never has so much been written by so many for so few.'

T.me/Borno_porichoy

প্যাস্টিশে (Pastiche)

প্যাস্টিশে শব্দটি এসেছে ইতালীয় Pasticcio থেকে। মানে পাই তৈরি করতে গিয়ে চেনা উপাদান ছাড়া নতুন কোনো উপাদানের ব্যবহার। সাহিত্যে এই শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন কোনো লেখক অন্য এক বিখ্যাত লেখকের লিখনশৈলীর ধরন অনুসরণ করে নতুন একটি সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এতে অনুকরণ নেই বরং আদতে স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা আছে। শার্লক থেকে টিনটিন, ব্যোমকেশ থেকে ফেলুদা সবার প্যাস্টিশে হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও হোমস একাই একশো। আজ অবধি তাঁর যত প্যাস্টিশে হয়েছে, তার ধারেকাছেও অন্যরা কেউ নেই। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা শুধু ছাপার অক্ষরে যেসব হোমস প্যাস্টিশে হয়েছে, তাদের উল্লেখযোগ্যদের আলোচনা করব। টেলিভিশন বা সিনেমা মাধ্যম নির্দিষ্ট অধ্যায়ে আলোচিত হল।

হোমসের প্যাস্টিশেদের মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক। নতুন হোমস কাহিনি।

খ। কাহিনি যেখানে হোমস অতিথি শিল্পী মাত্র

গ। হোমসের আত্মীয়দের কাহিনি

ঘ। হোমস অনুপ্রাণিত কাহিনি

ক। নতুন হোমস কাহিনি—

T.me/Borno_porichoy
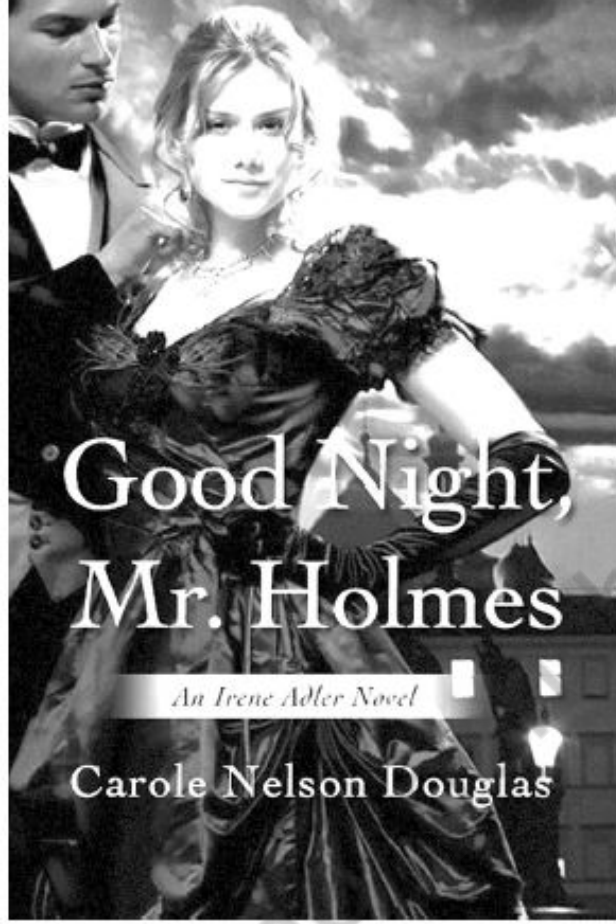
১৯১৩ সালে 'হেলাস' ম্যাগাজিনে গ্রিক ভাষায় একটি ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হয়, যার ইংরেজি করলে হয় 'Sherlock Holmes Saving Mr Venizelos'. লেখকের নাম ছিল না। ১৯১২-১৩ সালে লন্ডন কনফারেন্সের সময় গ্রিসের বিখ্যাত নেতা এলেফথেরস ভেনিজেলস-কে বুলগেরিয়ার একটি সন্ত্রাসবাদী দলের হাত থেকে হোমস কীভাবে বাঁচালেন, তারই কল্পিত কাহিনি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯২৮-এর জানুয়ারিতে 'পাঞ্চ' পত্রিকায় 'My Dear Holmes' নামে মজাদার এক প্যারোডি লেখা হয়, যাতে কাহিনির শেষে অতিরিক্ত অ্যানাস্থেটিক শুঁকে হোমস অক্কা পান। প্রথম সিরিয়াস হোমস প্যাস্টিশে লেখা হয় ১৯৫৪ সালে। ডয়েলের পুত্র অ্যাড্রিয়ান কোনান ডয়েল এবং জন ডিকসন কার একত্রে হোমসের বারোটি কাহিনি নিয়ে *The Exploits of Sherlock Holmes* প্রকাশ করে। প্রতিটি কাহিনির উৎসই ডয়েলের লেখা কোনো-না-কোনো শার্লক কাহিনি (বিস্তারিত বিবরণ শার্লক হোমসের জীবনপঞ্জি)। প্রায় একই সময় জেরাল্ড হার্ড এক মৌমাছি পালক গোয়েন্দাকে নিয়ে তিনটি গোয়েন্দা কাহিনি লেখেন। নাম মাইক্রফট হোমস। আসলে তখন ডয়েল এস্টেট অন্য লেখকদের সচরাচর শার্লক হোমস নাম ব্যবহারের অনুমতি দিতেন না; অগত্যা...। উপন্যাস তিনটির নাম 'A Taste for Honey', 'Reply Paid' আর 'The Notched Hairpin'.
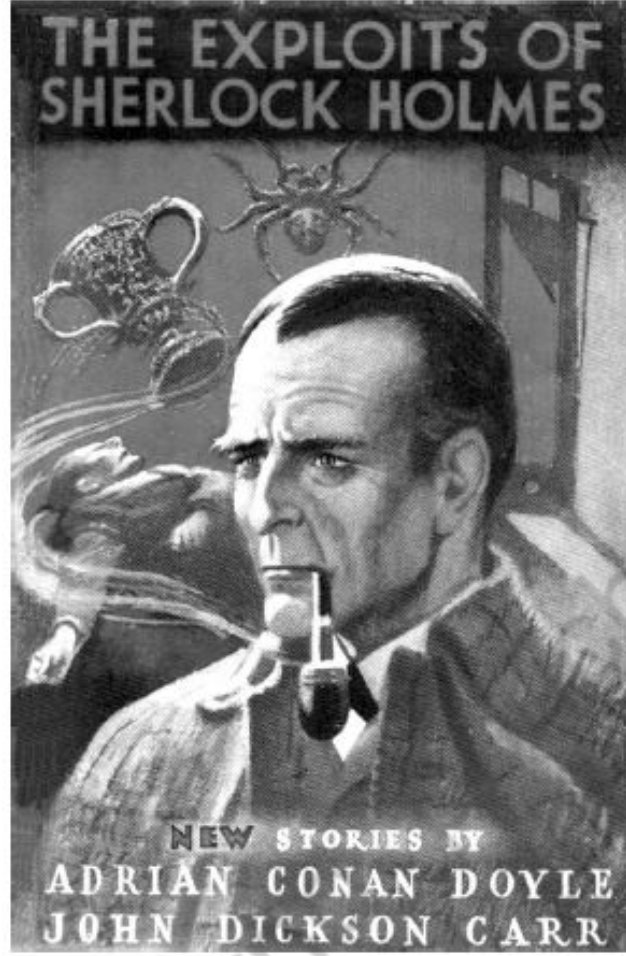
সত্তরের দশকে আমেরিকার ঔপন্যাসিক ও পরিচালক নিকোলাস মেয়ার 'The Seven-Per-Cent Solution' এবং 'The West End Horror' নামে দু-খানা দারুণ হোমস প্যাস্টিশে লেখেন। দুটিই ওয়াটসনের জবানিতে লেখা। প্রথমটিতে নেশাগ্রস্ত শার্লককে নিয়ে যাওয়া হয় ফ্রয়েডের কাছে চিকিৎসার জন্য; আর দ্বিতীয়টির বিষয় সেই জ্যাক দ্য রিপারের খুন। ১৯৯৩তে মেয়ার 'The Canary Trainer' নামে আরও একটি কাহিনি লেখেন, যার মূল উপজীব্য হোমসের অন্তর্ধানের সেই তিন বছর।

১৯৭৮ সালে র‍্যানডাল কলিনস 'The Case of the Philosopher's Ring' নামে একটি উপন্যাস লেখেন ডা জন এইচ ওয়াটসন ছদ্মনামে। ১৯১৪তে ঘটা এই কাহিনিতে হোমসকে কেম্ব্রিজ যেতে হয় কেসের সমাধান করতে, যেখানে তাঁর দেখা হয় বার্ট্রান্ড রাসেল, ভার্জিনিয়া উলফ, অ্যানি বেসান্ত-এর মতো ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে। মাইকেল ডিবডিনের *The Last Sherlock Holmes Story* (১৯৭৯)-তে হোমস এক মানসিক বিকারগ্রস্ত গোয়েন্দা এবং জ্যাক দ্য রিপার আসলে প্রফেসর মরিয়ার্টি। তবে সেই বছরই হোমসকে নিয়ে দারুণ মজাদার একটি বই লেখেন ধাঁধার সম্রাট রেমন্ড স্মালিয়ান। *The Chess Mysteries of Sherlock Holmes* বইতে হোমস ও ওয়াটসন মিলে কঠিন কঠিন সব দাবার চালের সমাধান করেন।

গোয়েন্দা গল্প লেখক লোরেন এস্টেলমান হোমসকে নিয়ে বেশ ক-টি ছোটোগল্প ও দুটি উপন্যাস লেখেন। এখানে হোমসের প্রতিপক্ষ হিসেবে কাউন্ট ড্রাকুলা বা ডা জেকিলের মতো দুর্ধর্ষ দুশমনরা সব আছেন। ১৯৯৩-তে ভয়ের গল্প লিখিয়ে স্টিফেন কিং 'The

Doctor's Case'-নামে একটি হোমস কাহিনি লেখেন, যেখানে হোমসের বেড়ালে অ্যালার্জি থাকার জন্য জীবনে প্রথমবার ওয়াটসন হোমসের আগে রহস্য সমাধান করেন। ১৯৯৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বার্টি রবার্টস বেশ কিছু হোমস প্যাস্টিশে লিখেছিলেন যাদের মধ্যে 'Sherlock Holmes and the Man from Hell' এবং 'Sherlock Holmes and the Railway Maniac' বেশ উতরেছিল। এ ছাড়াও ল্যারি মিলেট, মাইকেল মালোরি বা কলিন ব্রুসরা বেশ কিছু সার্থক প্যাস্টিশে লিখে গেছেন। ১৯৯৯ সালে তিব্বতি লেখক জামেয়াং নরবু হোমসকে নিয়ে 'The Mandala of Sherlock Holmes : The Missing Years' নামে অদ্ভুত একটি উপন্যাস লেখেন, যাতে হোমসের তিব্বতবাস বিশদে বিবৃত করা আছে। এখানে সাইগারসনরূপী হোমসের আলাপ হয় দলাই লামা আর হরিচন্দ্র মুখার্জির সঙ্গে। পাঠকের হয়তো মনে থাকবে, এই হরিচন্দ্র ছিলেন রুডইয়ার্ড কিপলিং এর কিম-এর একটি চরিত্র। ২০০৩ সালে লেখক নিল গাইম্যান 'A Study in Emerald' নামে দারুণ একটি ছোটোগল্প লেখেন, যা সেরা গল্প হিসেবে হুগো পুরস্কারও পায়। কাহিনিতে অদ্ভুত একটা মোচড় এনেছেন লেখক। বক্তা (যার নাম জানা যায় না, কিন্তু আদ্যক্ষর S. M.)। কাহিনির নায়কের সঙ্গে (বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ইনি মরিয়ার্টি ছাড়া কেউ নন) ঠিক সেভাবেই দেখা করেন যেভাবে হোমস-ওয়াটসনের দেখা হয়েছিল। রাজপরিবারের একটি খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ধরা পড়ে খুনি লম্বা, পাইপ ফোঁকে, নাম শেরিং ভার্নেৎ। আর অপরাধে তাঁর সঙ্গী জন ওয়াটসন নামে এক খোঁড়া ডাক্তার। ইনস্পেকটর লেস্ট্রেডকেও এ কেসে দেখা যায়। মরিয়ার্টি ও তাঁর ডান হাত সেবাস্টিয়ান মোরানকে গোয়েন্দা বানিয়ে লেখা এই গল্পটি অবশ্যই আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

T.me/Borno_porichoy
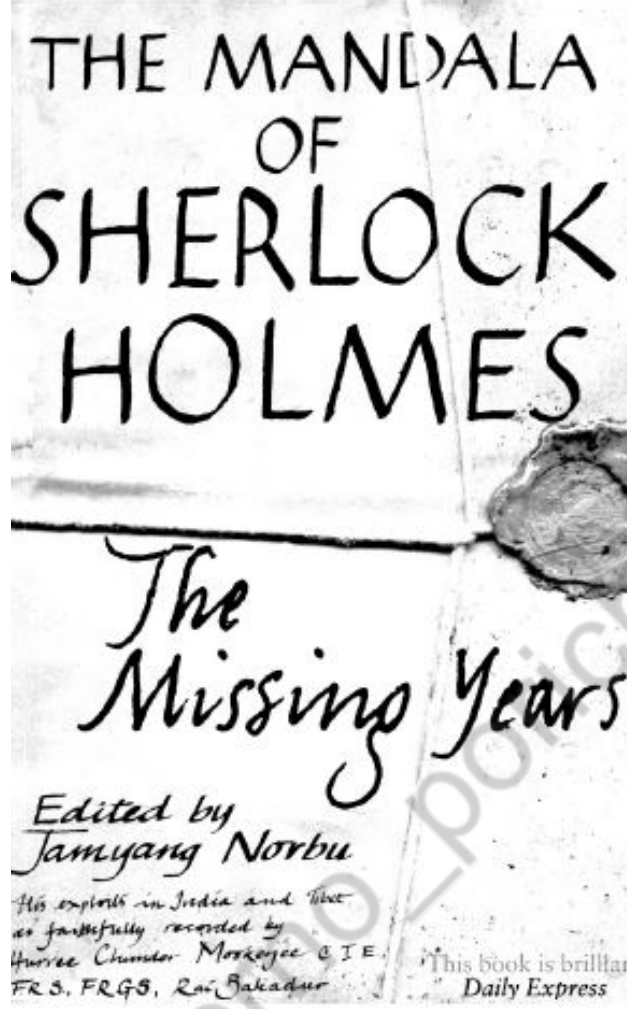
২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় মাইকেল চ্যাবনের লেখা নভেলা ‘The Final Solution’. এখানেও হোমসের নাম করা নেই। তিনি এক অতিবৃদ্ধ মৌমাছি পালক। লোকে বলে এককালে ইনি বিখ্যাত গোয়েন্দা ছিলেন। কাহিনিতে একটি ইহুদি বালক তাঁর পোষা ধূসর টিয়াপাখি নিয়ে কীভাবে যেন জার্মানি থেকে চলে আসে। ছেলেটি বোবা কিন্তু পাখিটি অদ্ভুত সব সংখ্যা বলে চলে। হোমস, নাতসি জার্মানি, টিয়াপাখি, খুন... সব মিলিয়ে এক জমজমাট নভেলা। ২০০৫-এ রাফায়েল মাফিন ‘Elemental, querido Chaplin’ উপন্যাসে চ্যাপলিন হোমসের সঙ্গী। বালক বয়সে তিনি একটি কেসে কীভাবে হোমসকে সাহায্য করেন, তাঁরই আখ্যান। ২০০৫-২০১১ পর্যন্ত নিল রেনিসন, মিচ কুলিন, ম্যানলি ওয়েলম্যান, লরি কিং (*The Beekeeper's Apprentice*), লিন্ডসে ফে (*Dust and Shadow*, *The Whole Art of Detection*), শেন পিকক (*Boy Sherlock Holmes*), অ্যান্ডি লেন (*Death Cloud*)-রা একাধিক সফল হোমস প্যাস্টিশে লেখেন।
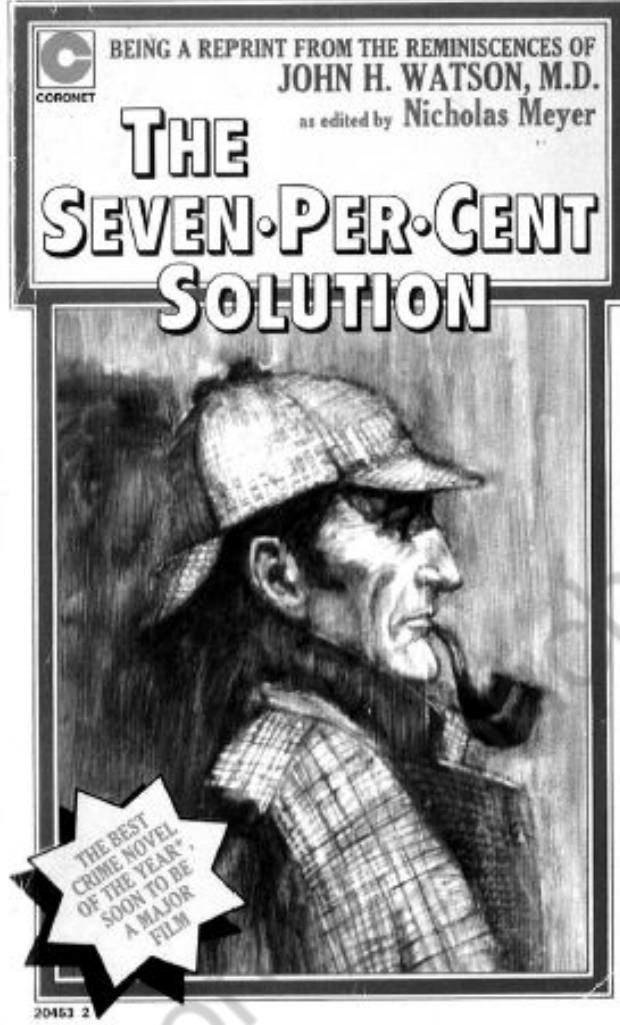
২০১১-র ১৭ জানুয়ারি কোনান ডয়েল এস্টেট নিজে থেকে প্রথমবার অ্যান্টনি হরউইৎসকে নতুন একটি হোমস উপন্যাসের বরাত দেন। ২০১১-র সেপ্টেম্বরে *The House of Silk* প্রকাশমাত্র পাঠক-সমালোচকরা একবাক্যে স্বীকার করেন হোমসের এমন প্যাস্টিশে আগে হয়নি। অনেকে একথাও বলেন স্বয়ং ডয়েল এই উপন্যাস লিখলে গর্ববোধ করতেন। ২০১৪তে একই লেখকের মরিয়ার্টিতে অবশ্য শার্লক আছেন শুধুই অতিথি শিল্পী রূপে।

খ। কাহিনি, যেখানে হোমস অতিথি শিল্পী মাত্র—

এই ধরনের প্যাস্টিশের প্রবক্তা ডয়েলের প্রিয় বন্ধু, লেখক জে এম ব্যারি। 'পিটার প্যান' লিখে জগদবিখ্যাত হওয়ার প্রায় বছর দশেক আগে ১৮৯৩ সালে তিনি 'The Late Sherlock Holmes' নামে একটি কাহিনি লেখেন। কাহিনির শুরুতেই হোমস খুন হন। পুলিশ ওয়াটসনকে গ্রেপ্তার করে। শেষে অবশ্য দেখা যায় হোমস আদৌ মারা যাননি। ১৯০২ সালে মার্ক টোয়েন *A Double Barrelled Detective Story* লেখেন। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি মাইনিং ক্যাম্পে শার্লকের ভাগনে ফেটলক জোনসকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। সৌভাগ্যবশত শার্লক সেখানে ছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে কেস সমাধান করেন। কিন্তু শেষে এক আনাড়ি গোয়েন্দা প্রমাণ করে দেন শার্লক ডাহা ফেল মেরেছেন। বাস্তবে সব কিছু যুক্তি মেনে চলে না। ১৯০৫ সালে মরিস লেব্লাঁ নামে এক ফরাসি গোয়েন্দা লেখক

তাঁর আর্সেন লুপিন সিরিজে হোমসকে আনেন। কাহিনির নাম ছিল 'Sherlock Holmes arrive trop tard' (দেরিতে এলেন শার্লক হোমস)। পরে ডয়েল এস্টেটের চাপে গোয়েন্দা ও সহকারীর নাম বদলে তিনি হার্লক হোমস আর উইলসন করতে বাধ্য হন। লেব্লাঁ ছাড়াও আর্নল্ড গ্যালোপঁ, থিয়োডোর বর্ত্রেল-রা হোমসকে তাঁদের নানা উপন্যাসে ক্যামিও হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ব্যারন নেলসন ডগলাস আইরিন অ্যাডলারকে প্রধান চরিত্র করে জমজমাট একটি সিরিজ লেখেন, যার প্রথমটির নাম 'Good Night, Mr. Holmes'. সিরিজের প্রতিটি উপন্যাসেই হোমস মুখ দেখিয়েছেন। ওয়াটসনের দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রধান চরিত্র হিসেবে কল্পনা করে একগুচ্ছ ছোটোগল্প ও একটি উপন্যাস ('Murder in the Bath') লিখেছেন মাইকেল মালোরি। এখানে অবশ্য ওয়াটসনের দ্বিতীয় স্ত্রী মেরি মরস্টান নন, অ্যামেলিয়া ওয়াটসন। কিম নিউম্যানের *Anno Dracula*-তে তিনি এক অন্য ইতিহাস রচনা করেছেন, যাতে কাউন্ট ড্রাকুলা ইংল্যান্ডের অধিপতি হয়ে বসেছেন। এর বিরুদ্ধে যাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছেন, শার্লক হোমস তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

অ্যালেন কোরেনের শিশুপাঠ্য 'আর্থার' সিরিজের *Arthur and the Great Detective* বা *Arthur and the Bellybutton Diamond*-এ হোমস আর ওয়াটসনকে দেখতে পাই। ১৯৯৩ সালে কেইথ ওটলি হোমস, ওয়াটসন এবং ফ্রয়েডকে নিয়ে *The Case of Empty V*- লেখেন, যা সেরা প্রথম উপন্যাস হিসেবে কমনওয়েলথ পুরস্কারও পায়। হোমসকে ক্যামিও করে প্যাস্টিশের সংখ্যা বিপুল, তবে উল্লেখযোগ্য এগুলিই।

গ। হোমসের আত্মীয়দের কাহিনি—

হোমসের নিজের ছেলে নিরো উলফ-ই নাম করা গোয়েন্দা। ১৯৩৪ সালে রেক্স স্টাউটের কলমে তাঁর সৃষ্টি। মন্টিনেগ্রোরে জন্ম, দেখতে জ্যাঠা মাইক্রফটের মতো এবং স্বভাবেও অনেকটা তাই। আরামকেদারা থেকে উঠতে বড়ো আলসেমি। ভালো ভালো খাবার খেতে ভালোবাসেন, অর্কিডের শখ আছে। সঙ্গী আর্চি গুডউইন-ই তাঁর হয়ে দৌড়াদৌড়ি করেন। 'Fer-de-Lance' উপন্যাসে প্রথমবার আবির্ভূত হয়ে ৩৩টি উপন্যাস এবং ৩৯টি নভেলা ও ছোটোগল্পে তাঁকে দেখা গেছে। হোমসের লন্ডনের মতো উলফের কর্মকাণ্ড নিউ ইয়র্কে সীমাবদ্ধ। হোমসের আর কোনো আত্মীয়কে এত সফলভাবে গোয়েন্দাগিরি করতে দেখা যায়নি।

ঘ। হোমস অনুপ্রাণিত কাহিনি—

অগাস্ট ডার্লেথের সোলার পনস নামের গোয়েন্দাটি হোমসের ছায়ামাত্র। ১৯২৮ সালে ডয়েলের কাছে তিনি হোমস চরিত্র নিয়ে উপন্যাস লেখার আবেদন করেন। ডয়েল সোজা না করে দেন। মোট ১৩টি উপন্যাস তিনি লেখেন এই চরিত্রটি নিয়ে। অনেক পরে বেসিল কুপার আরও ৮টি কাহিনি জোড়েন। উমবের্তো একোর বিখ্যাত উপন্যাস *The Name of Rose*-এর নায়ক ফ্রায়ার উইলিয়াম আর বাস্কারভিল এবং কথকের নাম অ্যাডসো থেকে হোমসের প্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফ্রায়ার দেখতে, চালচলনও অনেকটা হোমসের মতো। সহকারীকে ডাকেন 'My dear Adso' বলে। রবার্ট হেইনলিনের উপন্যাস *The Moon Is a Harsh Mistress* (১৯৬৬)-তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছে একটি কম্পিউটার, যার মডেল 'HOLMES IV'. জুলিয়ান সাইমন্স ১৯৭৫ সালে *A Three Pipe Problem* নামে একটি উপন্যাস লেখেন। এতে নায়ক শেরিডান হেইনস হোমসের সবকটি কাহিনিকে টিভিতে অভিনয় করার পরিকল্পনা করে। করতে করতে একসময় সে নিজেই নিজেকে হোমস ভাবতে শুরু করে এবং খুনের তদন্ত আরম্ভ করে দেয়। চার্লস হ্যামিলটন ১৯১৫

T.me/Bangla_pdf_ebooks

থেকে প্রায় ১০০টি হোমস প্যাস্টিশে লেখেন পিটার টড ছদ্মনামে। এখানে গোয়েন্দার নাম হার্লক শোমস, সহকারী জটসন, যাঁরা থাকেন সেকার স্ট্রিটে।

তবে শার্লক যে ক-দিন অনুপস্থিত ছিলেন ('Final Problem'-এর পর), তখন অবিকল শার্লকের মতো এক গোয়েন্দার আবির্ভাব হয় বেকার স্ট্রিটে। নাম সেক্সটন ব্লেক। হোমসের ঘর দেখাশোনা করতেন মিসেস হাডসন, আর ব্লেকের মিসেস বারডেল। হোমসের ওয়াটসনের মতো এঁর ছিল টিঙ্কার। ১৮৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর 'The Halfpenny Marvel' উপন্যাস দিয়ে এঁর যাত্রা শুরু। প্রথমে লেখাগুলো লিখতেন হ্যারি ব্লাইথ। পরে ফ্রাঙ্ক ব্লেক হাল ধরেন। লোকে তাঁকে ডাকত Poor Man's Sherlock Holmes বলে। আমাদের বাংলাতেও নাম বদলে এসেছেন তিনি। দীনেন্দ্রকুমার রায় দুই ও তিনের দশকে 'রহস্যলহরী' সিরিজে রবার্ট ব্লেক নাম দিয়ে তাঁর ২১৭ টি কাহিনি বাংলায় লিখেছেন। 'ডাক্তার সাটিরা', 'সাদা ঠগী', 'হট্টমন্দিরে দস্যুলীলা'— এমনি সব নাম। ১৯০৩ সালে হোমসকে ফিরিয়ে আনলেন ডয়েল। তা বলে ব্লেক কিন্তু হারিয়ে গেলেন না। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চার হাজার গল্প, কমিকস স্ট্রিপ ও সিরিয়াল— সিনেমায় বেঁচে রইলেন হোমসের এই 'তুতো ভাই'।

T.me/Borno_porichoy

হোমস সভা

ক্রিস্টোফার মর্লের সভাসমিতি স্থাপনের দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। মূলত পুরুষ সদস্যদের দিয়ে The Hours for Lunch Club কিংবা ডিনারের জন্য Grillparzer Sittenpolizei Verein (GSV) তাঁরই নিজ হাতে তৈরি। ফলে 'বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স' নামে সভাটি তাঁর থেকে যোগ্যতর কেউ সৃষ্টি করতে পারত না। সময়টিও ছিল একেবারে উপযুক্ত।

উইলিয়াম গিলেট তাঁর নাটকে মঞ্চ মাতাচ্ছেন, ডবল-ডে প্রকাশনীর *The Complete Sherlock Holmes* বিক্রি হচ্ছে হাজারে হাজারে, এস সি রবার্টস লিখে ফেলেছেন *Doctor Wastson* নামে জীবনীটি, ভিনসেন্ট স্টারেট রচিত *The Private Life of Sherlock Holmes* সুখ্যাতি পাচ্ছে দেশে-বিদেশে, বিখ্যাত 'Saturday Review of Literature'-এ ছাপা হল এলমার ডেভিসের 'On the Emotional Geology of Baker Street.' এমন অবস্থায় একটি হোমস সভা স্থাপন না হওয়াটাই আশ্চর্যের ছিল। ১৯৩৪ সালের ৬ জানুয়ারি GVS এবং Three Hours-এর কিছু উৎসাহী সদস্য নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-এর দুয়ানে হোটেলে একত্র হলেন। প্রতিষ্ঠা হল 'বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স' ক্লাবের। এ বিষয়ে প্রথমবার বিস্তারিত লিখলেন মর্লে নিজে, তাঁর 'বোলিং গ্রিন' কলামে। সভায় একেবারে শুরুতে স্বাস্থ্যপান করা হবে, তা 'The Woman' আইরিনের নামে। এরপর একে একে আসবেন মিসেস হাডসন, মাইক্রফট, দ্বিতীয় মিসেস ওয়াটসন, The Game is Afoot এবং লন্ডনের দ্বিতীয় বিপজ্জনক ব্যক্তি (সেবাস্টিয়ান মোরান)। ৩ ফেব্রুয়ারি 'বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স' তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ভিনসেন্ট স্টারেট মরিয়ার্টির ভাই (যাদের সবার নাম জেমস) সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং মর্লে ক্লাবের সংবিধানটি লিখিত আকারে পেশ করেন। সংবিধানের মূল সূত্রগুলো ছিল এইরকম—

The BOWLING GREEN

মর্লের বোলিং গ্রিন কলাম-এর হেডপিস

১। ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য ডয়েলের লেখা 'Sacred Writings' পাঠ ও চর্চা।

২। ক্লাবের সদস্য হতে গেলে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে একটি লিখিত পরীক্ষায় পাশ করতে হবে— যার বিষয়, অবশ্যই শার্লক হোমস।

৩। প্রতি বছর ৬ জানুয়ারি ক্লাবের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তাতেই সেই স্বাস্থ্যপান করা হবে।

৪। বিশেষ অবস্থায় ক্লাবের দুই বা তিনজনও একটি মিটিং ডাকতে পারেন ও অংশগ্রহণ করতে পারেন।

বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স-এর তিন মূর্তি (প্র্যাট, মর্লে ও স্টাউট)

T.me/Borno_porichoy

লিখিত পরীক্ষা বলতে ছিল অদ্ভুত এক শব্দজব্দ, বানিয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক মর্লে; যদিও বলা হত তা আদতে মাইক্রফট হোমসের বানানো। ১৯৩৪ সালের ৩ মে, 'বোলিং গ্রিন' পত্রিকায় শব্দজব্দটি ছাপানো হয়। যে ক-জন পাঠক ঠিক উত্তর পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে 'বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স'-এর সভ্য করে নেওয়া হয়। যে পনেরো জন পাঠক ঠিক সমাধান করেন, তাঁদের মর্লে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে ৫ জুন, ১৯৩৪, মঙ্গলবার, ৬.৩০ মিনিটে ক্রাইস্ট সেলা রেস্তরাঁয় ক্লাবের পরবর্তী মিটিং-এ আহ্বান করেন। সেই মিটিং-এ একটা মজার ব্যাপার হল। পুরুষদের টয়লেটের বাইরে লেখা ছিল 'শার্লক' এবং মহিলাদের 'আইরিন'। সদস্যরা প্রথমে একটু থতোমতো খেলেও পরে বেজায় আনন্দ পান। প্রথম মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন মর্লে নিজে, ম্যালকম জনসন, অ্যালান প্রাইস, হার্ভে অফিসার, আর্ল ওয়ালব্রিজ, রবার্ট লেভিট, ফ্রাঙ্ক হেনরি ও উইলিয়াম হল। পরবর্তীতে বিভিন্ন মিটিং আলোকিত করেছেন উইলিয়াম গিলেট, ফ্রেডরিখ ডোর স্টিলে, জিন টুনে কিংবা ভিনসেন্ট স্টারেটের মতো মহারথীরা।

This is to certify that
having passed all of the tests prescribed by the Constitution and Buy-Laws of the Society, is hereby declared a fully participating member of
THE BAKER STREET IRREGULARS
under the [illegible] Titular Investiture of

and is authorized, in the purlieus of the Sherlockian world, to "go everywhere, see everything, overhear everyone."
In witness whereof, and in recognition of distinguished services rendered in the Cause of keeping green the Master's memory, there is affixed hereto the Canonical Recompense of the *IRREGULAR SHILLING.*

"It's the Baker Street Division of the detective police force. . . . Here are your wages." . . . He handed each of them a shilling.—*A Study in Scarlet.*
"It is the unofficial force—the Baker Street irregulars." . . . He handed them a shilling each.—*The Sign of the Four.*

FOR THE BAKER STREET IRREGULARS:

BUTTONS-CUM-COMMISSIONAIRE

বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স-এর শংসাপত্র

১৯৩৮ সালে জেনারেল মোটরস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এডগার স্মিথ ক্লাবে যোগ দেন। মূলত তাঁর উদ্যোগেই ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশ পায় 'Baker Street Journal'. আমৃত্যু তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'সবাই ভেবেছিল এ পত্রিকা চলবে না,' অনেক পরে বলেছিলেন স্মিথ, 'কারণ শার্লক সম্পর্কে তো সব কিছু বলা হয়েই গেছে। কিন্তু এই পত্রিকার তেরোটা মোটা মোটা সংখ্যায় ১৭০০ পৃষ্ঠা লেখা সবার ধারণাকে ভুল

প্রমাণ করে দিল।' ধীরে ধীরে টরেন্টো, ওন্টারিও থেকে নিউ অর্লিয়েন্স, লুসিয়ানা, বোস্টন, ম্যাসাচুসেটস থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস-এ সমিতির শাখা গড়ে ওঠে।

১৯৩৫ সালে ওয়েস্টচেস্টারে রিচার্ড ক্লাবের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'ফাইভ অরেঞ্জ পিপস' ক্লাব। সদস্য সংখ্যা পাঁচ। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল The Best of Pips (১৯৫৫)-আজও গবেষকদের হোলি গ্রেইল। এ ছাড়াও আরও যেসব ক্লাব গজিয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে প্রধান শিকাগোর 'হাউন্ড অফ বাস্কারভিল' (১৯৪৩), 'দি স্কাওয়ারস' (সানফ্রান্সিসকো, ১৯৪৪), মিশিগানের 'মলি ম্যাগুয়ের' (১৯৪৫), বাল্টিমোরের 'সিক্স নেপোলিয়নস' (১৯৪৬), প্রভিডেন্সের 'দি ড্যান্সিং মেন' (১৯৪৬), ইন্ডিয়ানাপলিসের 'ইলাস্ট্রিয়াস ক্লায়েন্টস' (১৯৪৬), ক্লিভল্যান্ডের 'ক্রিপিং মেন' (১৯৪৭), ফিলাডেলফিয়ার 'সন্স অফ কপার বিচেস' (১৯৪৭), নিউ ইয়র্কের 'মাসগ্রেভ রিচুয়ালিস্ট' (১৯৪৮), বিটারবার্গের 'প্রায়োরি স্কুলারস' (১৯৪৮), ওয়াশিংটন ডি সি-র 'দি রেড সার্কেল' (১৯৫১) এবং 'ওল্ড সোলজারস অফ বেকার স্ট্রিট' (১৯৫২)। তবে এদের সবাইকেই 'বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স'-থেকে মান্যতা পেতে হত। আমেরিকার বাইরেও তাদের শাখা বিস্তৃত হতে থাকে। গঠিত হয় সিডনির 'রেড হেডেড লিগ', টোকিয়ো-র 'বারিৎসু চ্যাপ্টার', প্যারিসে 'বুলেভার্ড অ্যাসাসিনস', ডেনমার্কে 'শার্লক হোমস ক্লাবেন' এবং আমস্টারডমে 'ক্রিউ অফ এস এস ফার্দিনান্দ'।

তবে মার্কিন এই প্রচেষ্টাকে ইংরেজরা দারুণভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। ১৯৩৪-এর ১২ মে মর্লে *বোলিং গ্রিন*-এ লেখেন 'ইংরেজ শার্লক হোমস সোসাইটির মি ম্যাকডোনেল আমাদের BSI-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' তবে শার্লক হোমস সোসাইটি বেশিদিন টেকেনি। ১৯৩৪ সালের ৬ জুন আরম্ভ হয়ে এর প্রেসিডেন্ট ডিক শেপার্ডের মৃত্যুর পরেই এটি অস্তমিত হয়। তবে এই সময়ের মধ্যেই তাঁরা প্রকাশ করেছেন ক্ষীণজীবী 'Sherlock Holmes Journal', সংগঠিত করেছেন হোমস প্রদর্শনী। পরে ইভার গুণ ও তাঁর স্ত্রী বিখ্যাত হোমসিয়ান মার্গারেট গুণ সোসাইটির হাল ধরেন। আজও তিনশো সদস্য নিয়ে এটি রমরমিয়ে চলছে। BSI-এর মতো শার্লক হোমস সোসাইটি-রও কিছু শাখা সংগঠন আছে। দারুণ মজাদার তাদের নাম— রাইগেট স্কোয়ার্স, ব্রাদারহুড অফ ফোর, অ্যাবে গ্র্যাঞ্জারস, মিলভার্টনস, সলিটারি, সাইক্লিস্টস ইত্যাদি। ১৯৫২-র মে-তে জেমস এডওয়ার্ড হোলরয়েড ও ফিলিপ ডালটন মিলে জার্নালটির পুনর্জন্ম ঘটান। ৪০ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির সঙ্গে বর্তমানের ঝাঁ চকচকে জার্নালের প্রায় কোনো মিলই নেই।

ভারতে BSI কিংবা SHS-এর কোনো শাখা স্থাপন হয়নি ঠিকই, তবে হোমস-চর্চা নিয়ে খোদ কলকাতায় এক সভা স্থাপিত হয় আশির দশকে। ধারে ও ভারে অনেকটাই আলাদা…

বাংলার 'হোমসিয়ানা'

লন্ডনের 'শার্লক হোমস সোসাইটি' কিংবা নিউ ইয়র্কের 'বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার্স'-এর ধাঁচে খোদ কলকাতার বুকে আশির দশকে 'হোমসিয়ানা' গড়ে উঠেছিল। এই 'হোমসিয়ানা' ও তার কার্যকলাপ নিয়ে 'সন্দেশ' পত্রিকা, বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৯, জানুয়ারি

T.me/BoiPoka

২০০০-সালে ‘ক্লাবের নাম হোমসিয়ানা’ নামে দারুণ একটি প্রবন্ধ লেখেন সুভদ্রকুমার সেন। সুকুমার সেন এবং সিদ্ধার্থ ঘোষের লেখাতেও এই ক্লাবের উল্লেখ মেলে।

পঞ্চাশের দশকে সুকুমার সেন ও অতুলচন্দ্র গুপ্তর বাড়িতে ভূতের গল্পের আসর বসত। কিন্তু তা পরে উঠে যায়। বেশ কিছু বছর কেটে যাওয়ার পর সুকুমার সেন আবার রহস্য-গোয়েন্দা কাহিনির মজলিশের কথা ভাবেন। বাদল বসু এবং প্রতুলচন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ‘হোমসিয়ানা’ নামে ক্লাব প্রতিষ্ঠা হল। নামটিতে অদ্ভুত এক ভাষাতাত্ত্বিক প্যাঁচ ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে বাংলাদেশে ঠগিদের অত্যাচার খুব বেশি ছিল। তাদের একটি সম্প্রদায়ের নাম ছিল ‘রামসিয়ানা’ (অর্থাৎ রাম সেয়ানা বা খুব চালাক)। ‘হোমসিয়ানা’ শব্দটি হল ‘হোমস’ এবং ‘রামসিয়ানা’-র জোড়কলম শব্দ। একই শব্দে ঠগ এবং গোয়েন্দা দু-জনেই উপস্থিত।

এ ক্লাবে কোনো চাঁদা ছিল না। সভ্য হবার কোনো নিয়মও ছিল না। ক্লাবে এলেই সভ্য। গোটাটাই ইনফর্মাল। ক্লাবের সভাপতি প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। সভা বসত শনিবার সন্ধ্যায়, মাসের দ্বিতীয় বা শেষ সপ্তাহে। যাঁর বাড়ি সভা বসত, তিনি তাঁর পছন্দমতো কয়েকজনকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন। প্রথম সভা হয় ১৯৮৩ সালের ২৭ অগাস্ট, নষ্টচন্দ্র তিথিতে, শ্রীকৃষ্ণের চৌর্যবৃত্তির সম্মানার্থে। ‘হোমসিয়ানা’র আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, দেবীপদ ভট্টাচার্য, অরুণকুমার মিত্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী প্রমুখ। এসেছিলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও (যদিও প্রথমদিকে এঁরা সকলে ছিলেন না)। এই সভা নিয়ে ১৯৮৩-র ২৭ সেপ্টেম্বর, আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়—

হোমসিয়ানার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুকুমার সেন

T.me_Flipbook_Probhoy

শিল্পী নির্মলেন্দু মণ্ডল অঙ্কিত হোমসিয়ানার লোগো।
প্রসঙ্গত, *হোমসনামা* বইটির নামলিপির শিল্পীও তিনি।

জয়ন্ত-মানিক, ব্যোমকেশ বক্সী, ঘনাদা, ফেলুদাপ্রেমীদের একটি ক্লাবের জন্ম হল জোব চার-নকের এই শহরে। ...প্রতি দু'মাস অন্তর গোয়েন্দা গল্পের আসর বসবে এই ক্লাবে। লেখকরা বাড়ি থেকে গল্প লিখে আনবেন এবং তা তাঁরা পাঠ করবেন। সেই সব গল্পগুলোর মধ্যে যেগুলো ভালো বলে বিবেচিত হবে, তা বই আকারে ছাপানো হবে। প্রকাশক তৈরী।

প্রথম অধিবেশনেই বাদল বসু হোমসিয়ানার একটি লোগো তৈরি করে আনেন। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন সুকুমার সেন স্বয়ং। বিষয় ভারতীয় সাহিত্যে অপরাধ অনুসন্ধান। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতে ক্রাইম ও ডিটেকশনের যে টুকরো ছবি আছে, তা থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা সাহিত্য অবধি এক ধারাবাহিক আলোচনা করেন তিনি। দ্বিতীয় সভাটি হয় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে। সেদিন সুবিমল দাশগুপ্ত ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মের ধারা সম্পর্কে সবিস্তার বলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ডিটেকটিভ কাহিনির সম্পর্কে উপলব্ধির কথা সবার মন জয় করে। সভা শেষে রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্পটিকে ডিটেকটিভ বলা যাবে কি না তা নিয়ে তর্ক জমে ওঠে। পক্ষে সুকুমার সেন, বিপক্ষে প্রতুলবাবু। ৫ অক্টোবর, ১৯৮৩-তে আনন্দবাজার পত্রিকা মজা করে এ বৈঠককে 'কঙ্কালসার বৈঠক' বলে উল্লেখ করে।

দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ অধিবেশন (১৬/০৩/১৯৮৫) বসেছিল সমরেশ বসুর লোয়ার রডন স্ট্রিটের বাড়িতে। সেখানে দিলীপকুমার বিশ্বাস 'প্রাচীন ভারতবর্ষে অপরাধ ও অনুসন্ধান' এবং 'প্রাচীন ভারতীয় গল্প' নামে একটি প্রবন্ধ ও অনুবাদ গল্প পাঠ করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সভাতে সমরেশ স্বয়ং তাঁর গোয়েন্দা গোগোল ও অশোক ঠাকুরকে নিয়ে নানা আলোচনা ও গল্পপাঠ করেন। প্রতুল গুপ্তের বাড়ি অভিনেতা তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী) বাংলায় ক্রাইম নাটক এবং নাটকে ক্রাইম নিয়ে একটি মনোগ্রাহী আলোচনা করেন। ১৯৮৯-তে সিদ্ধার্থ ঘোষ এই ক্লাবে যোগ দেন। তিনি 'বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রদর্শনী' করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন, কিন্তু পয়সাকড়ির কথা ভেবে সে-প্রস্তাব মুলতুবি রাখা হয়। হোমসিয়ানা ক্লাবের কিছু নীতি ছিল। সেগুলো এইরকম—

১। গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পের রসিক পাঠক ও লেখকদের জন্য এই ক্লাব। তবে সদস্যসংখ্যা সীমিত থাকবে।

২। সদস্য হবার জন্য কোনো চাঁদা নেই।

৩। বছরে অন্তত ছ-টি সভা হবে।

৪। যেকোনো সদস্যের বাড়ি অথবা যেকোনো উপযুক্ত জায়গায় সভা হতে পারবে।

৫। যে সদস্যের বাড়ি সভা হবে তিনি ওই দিনের জন্য সভার উপযুক্ত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করতে পারবেন।

৬। গোয়েন্দা গল্পপাঠ ও গোয়েন্দা গল্প সংক্রান্ত আলোচনাই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য।

হোমসিয়ানা সংকলন করার কথা প্রথমে ভাবা হলেও উপযুক্ত ভালো গল্পের অভাবে তা করা যায়নি। সুকুমার সেন তখন প্রস্তাব দেন একটি বারোয়ারি রহস্য উপন্যাস লেখা হোক। ভারতী গোষ্ঠীর লেখকরা এর আগে বারোয়ারি সামাজিক উপন্যাস লিখলেও রহস্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলায় এমনটি আগে হয়নি। কীভাবে লেখা হবে, তা নিয়ে দুটি প্রস্তাব এল। এক যাঁরা লিখতে আগ্রহী, তাঁরা একসঙ্গে বসে গোটা গল্পটা শুরু থেকে শেষ অবধি ভেবে এক এক করে লিখে যাবেন। কিন্তু সেটা বিশেষ কারো পছন্দ হল না। দ্বিতীয় প্রস্তাবে একজন লেখক স্বাধীনভাবে কাহিনি লিখবেন। একটি বা দুটি অধ্যায়ের পর তিনি নিজেই পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেবেন পরবর্তী লেখকের কাছে; যাঁর কাজ আগের অধ্যায়ের ক্লু-গুলো ধরে রহস্যের জাল বোনা ও জট ছাড়ানো। সবাই এতে সহমত জানালেন। প্রসঙ্গত জানাই বিলেতের বিখ্যাত Detecting Club ঠিক এইভাবেই 'The Floating Admiral' নামে একটি বারোয়ারি উপন্যাস লেখে, যাতে লেখক তালিকায় আগাথা ক্রিস্টি, ডরোথি এল সেয়ার্স, জি কে চেস্টারটনের মতো মহারথীরা ছিলেন।

বাংলায় এ কাজের দায়িত্ব নিলেন আনন্দ বাগচী, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন। ১৯৮৭-র জানুয়ারিতে 'পাঞ্চজন্য' নামে উপন্যাসটি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ছাপা হয়। বইটির ভূমিকায় বাদল বসু লেখেন,

সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে শার্লক হোমসের প্রবেশ ঘটেছিল ঠিক একশো বছর আগে ১৮৮৭ সালে। সেই ঘটনার শতাব্দী উৎসব কালে আমাদের হোমসিয়ানা সংঘের এই বইটি শ্রদ্ধাঞ্জলীরূপে প্রকাশ করতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি।

এরপর থেকেই আস্তে আস্তে হোমসিয়ানা হীনবল হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু এ সভা ছিল বলেই *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি*-র মতো বই লিখেছেন সুকুমার সেন। প্রতুল গুপ্ত মিস মারপল অবলম্বনে লিখেছেন সদু পিসিমা, সিদ্ধার্থ ঘোষ লিখেছেন 'দুয়ের মধ্যে এক মৃত্যু' কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চারু ভাদুড়িকে নিয়ে দারুণ সব গোয়েন্দা গল্প। সংঘ হিসেবে 'হোমসিয়ানা'-র অবদান তাই ঐতিহাসিক।

কমিকসে

মার্কিন খবরের কাগজে হোমসকে নিয়ে তিনবার কমিকস স্ট্রিপ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম স্ট্রিপটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০-৩১ সালে। নাম 'Sherlock Holmes'. ছবি আঁকেন লিও ও মিয়ালিয়া (যিনি পরে Action Comics-এর মলাট আঁকতেন)। ১৯৫০-এর দশকে রেডিয়ো স্ক্রিপ্ট লেখক এডিথ মেইসার রচিত ও ফ্রান্স গিয়াকয়া অঙ্কিত হোমস কমিকস স্ট্রিপ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও ক্ষণজীবী ছিল। নিউজপেপার স্ট্রিপের মধ্যে শেষটি ১৯৭৬-৭৭ সাল। 'Mr Holmes of Baker Street' নামের এই স্ট্রিপে ছবি আঁকতেন বিল ব্যারি।

হোমস নাম না করেও কিছু হোমস কমিকস হয়েছিল। ১৯১০ নাগাদ 'Hawk shaw, the Detective' ও ১৯২০-র দশকে Gus Mager-এর অভিযান আদতে হোমসেরই প্যারোডি। হোমসকে নিয়ে কমিকস বই যা হয়েছে, তা মোটামুটি Dell ও DC-র অবদান। DC-র পঞ্চাশ বছর পূর্তি সংখ্যায় ১৩৫ বছর বয়সি বৃদ্ধ শার্লক হোমস মরিয়ার্টির এক অনুগামীকে পরাস্ত করার জন্য ব্যাটম্যানকে অভিনন্দন জানান। এ ছাড়াও এই দুই সংস্থা থেকে নিয়মিত হোমস-এর কমিকস প্রকাশ পেত— যার অধিকাংশ কাহিনিই ডয়েলের লেখা নয়। ১৯৯০ সালে Caliber Comics চার ভাগে Sherlock Holmes Reader প্রকাশ করেন, যাতে হোমসের নানা উদ্ধৃতি, ২২১ বি বেকার স্ট্রিটের মানচিত্র, বিখ্যাত কিছু কাহিনির কমিকস ছাড়াও 'The Sussex Vampire' ও 'Dr Jekyll and Mr Holmes' নামে দুটি কমিকস ছিল। ২০০৯ সালে শার্লককে নিয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য কমিকস প্রকাশিত হয়। একটি Self Made Hero প্রকাশনের *The Hound of the Baskervilles* যা এঁকেছিলেন ইয়ান কালবার্ড ও অন্যটি Black House Comics-এর *The Dark Detective* যা লিখেছেন ক্রিস্টোফার সেকুইরা, আর মলাট এঁকেছেন অস্কার প্রাপ্ত আঁকিয়ে ডেভ এলজি। ২০১০ সালে Boom! Studios চার ভাগে 'Muppet Sherlock Holmes' প্রকাশ করে, যাতে গনজো হয় শার্লক আর ফজি বিয়ার ডা ওয়াটসন। ২০১৩ থেকে New Paradigm Studios মাসিক 'Watson and Holmes' নামে একটি কমিকস সিরিজ প্রকাশ করছে, যাতে হোমস ও ওয়াটসন একবিংশ শতকে হারলেমের বাসিন্দা। আরও মজার ব্যাপার দু-জনেই এখানে কালো মানুষ— অ্যাফ্রো আমেরিকান।

Padlock Bones

হোমসকে নিয়ে কমিকসের মধ্যে থেকে বেছে উল্লেখযোগ্য কিছু কমিকসকে স্থান দেওয়া হল এই অধ্যায়ে।

১। হোমসকে প্রথম কমিকসরূপ দেন এইচ এ ম্যাকগিল, ১৯০৪ সালে, উইলিয়াম হার্স্টের পত্রিকায় প্যাডলক বোনস হলেন শার্লকের প্রথম কমিকস অবতার। যদিও মাত্র তিন সপ্তাহ এবং সাতটি এপিসোড হওয়ার পরই এটি বন্ধ হয়ে যায়।

২। ১৯০৭ সালের ২২ জানুয়ারি ওয়াক্স জোনস, ট্যাড ছদ্মনামে 'নিউ ইয়র্ক ইভনিং' জার্নালে একটি কমিকস শুরু করেন। কমিকসের নায়ক বাঙ্ক নামের একটি কুকুর হলেও জোনস তাঁর সঙ্গে কার্লক হোমস নামে এক গোয়েন্দাকে জুড়ে দেন।

৩। ১৯১১ সালের ২৮ এপ্রিল নিউ ইয়র্ক আমেরিকান পত্রিকায় সিডনি স্মিথের তুলি কালিতে আবির্ভূত হন ছাগলরূপী গোয়েন্দা শার্লক, সঙ্গে সিরিজের নায়ক বাক নিক্স।

৪। চার্লস কেলস নিজে ছিলেন হোমসের অন্ধ ভক্ত। তাই ১৯১১ সালে তাঁর বিখ্যাত হেয়ারব্রেথ হ্যারি সিরিজে নায়ক শার্লক হোমস।

৫। বিখ্যাত ফানিস কমিকস-স্রষ্টা গাস মাগার ১৯১১ সালে হার্স্টের পত্রিকায় 'শার্লকো দ্য মঙ্ক' নামে একটি প্যারোডি সিরিজ শুরু করেন। এটি বেশিদিন না চললেও এর ঠিক পরের প্যারোডি 'হ্যাকশ দ্য ডিটেকটিভ' দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

T.me/Boirno_roichoy

৬। ১৯০৭ সালে কাটসেনজামার কিডস খ্যাত রুডলফ ডার্কস-এর কমিকসে শার্লক গাক-এর প্রবেশ।

৭। ১৯৩৯ সালে মিকি মাউস কমিকস স্ট্রিপে শার্লকবেশী ‘গুফি’।

৮। ১৯৩০-এর দশকে সুপারহিরো কমিকস বুকের সঙ্গে প্রায়ই কিছু ফানিস সাপ্লিমেন্ট থাকত। এদের মধ্যে ফ্রেড ফিলচকের আঁকা লেখায় হেমলক সোমস অ্যান্ড ড পটসাম বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

৯। ১৯৪৩ সালে চ্যাম্প কমিকসের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে প্যাডলক হোমস। স্রষ্টা এড হুইলান।

T.me/Boi_porichoy

১০। ১৯১৯-এর ১০ মার্চ, বাড ফিসারের বিখ্যাত মাট অ্যান্ড জেফ সিরিজে জেফ-এর হোমসিয়ানা।

১১। ই সি সিগারের বিখ্যাত পপাই সিরিজে মারলক জোনসরূপী হোমস।

১২। হার্ড বয়েলড ডিটেকটিভ ডিক ট্রেসি খ্যাত চেস্টার গুল্ড অঙ্কিত সিরিজ সিগারেট স্যাডি-তে হোমস ও ডয়েল।

১৩। টম বাটিউক, ১৯৭৮ সালের ১৩-১৮ মে (সোম-শুক্র) তাঁর বিখ্যাত ফ্রাঙ্কি উইঙ্কারবিন সিরিজ শার্লককে উৎসর্গ করেন। প্রতিটি তিনটি প্যানেলে শার্লককে নিয়ে মজার কোনো গল্প হত, যার সঙ্গে একমাত্র কেলভিন অ্যান্ড হবস তুলনীয়। Witty হোমস কমিকসের চরমতম উদাহরণ এটি।

১৪। সিরিয়াস শার্লক হোমস। ঠিক কমিকস নয়, তবে প্যানেলে প্যানেলে ছবি এঁকে গল্প বলার এক দারুণ প্রচেষ্টা করেছিলেন লিও ই ওমালিয়া, ১৯৩০-এর দশকে মার্কিন পত্রপত্রিকায়।

১৫। মেইসার ও গিয়াকয়ার বিখ্যাত শার্লক হোমস সিরিজ (১৯৫৫)।

১৬। উইলিয়াম ব্যারির লেখায় রেখায় শার্লক হোমস (১৯৭৬)।

Time/Borno_porichoy

১৭। চার্লস শ্যুলজের পিনাটস কমিকসে হোমস কাহিনির অনুপ্রবেশ (১৯৬৪)।

T.me/Borno_porichoy

কার্টুনে

হোমস নিজেই যেহেতু একজন আইকনে পরিণত হয়েছিলেন, তাই প্রায় শুরু থেকে আজ অবধি বিভিন্ন কার্টুনে হোমসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে— এমনকী রাজনৈতিক কার্টুনেও। তাঁদের কয়েকটি আজও হোমসিয়ানদের চোখের মণি। এরকম কয়েকটি ইতিহাস হয়ে যাওয়া কার্টুন আলোচিত হল এই অধ্যায়ে।

১। ১৯২৬ সালের ১২ মে 'পাঞ্চ' পত্রিকায় বার্নার্ড প্যাট্রিজের সেই বিখ্যাত কার্টুন যাতে হোমস ও ডয়েলের সম্পর্কের অধঃপতন অসামান্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২। ১৯১০ সালে পাঞ্চ পত্রিকাতেই হোমস কাহিনির স্টিরিয়োটাইপ নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন লুইস বাউমার।

৩। ১৯৫৪ সালের মে মাসে ব্রুস রাসেলের আঁকা মাইক্রফট হোমসের সামনে ঘাবড়ে যাওয়া শার্লক হোমস ('লস এঞ্জেলেস টাইমস'-এ প্রকাশিত)

৪। ১৯০৮ সালে 'শিকাগো সানডে এক্সামিনার'-এ এইচ বি মার্টিনের আঁকা শার্লক হোমস কার্টুন।

৫। হার্বার্ট ক্রিকের বিখ্যাত ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে নেট কলিয়ারের ছবি।

৬। ১৯৩০ সালের ৭ জুলাই ডয়েলের মৃত্যুর পর ২৬ জুলাই উইল জনস্টনের আঁকা কার্টুন 'His Greatest Adventure'.

৭। খেলার সঙ্গে শার্লকের যোগাযোগ খুব বেশি না হলেও ১৯১২ সালের 'বোস্টন গ্লোব' পত্রিকার ফুটবল পাতায় ছাপা হয়েছিল তালঢ্যাঙা হোমসের এই কার্টুন। এঁকেছিলেন ওয়ালেস গোল্ডস্মিথ।

৮। এইচ টি ওয়েবস্টার নিজে ছিলেন এক প্রখ্যাত হোমসিয়ান। তাঁর বিখ্যাত সিরিজ 'The Thrill that comes once in a lifetime' প্রকাশিত হত 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এ। সেখানে ১৯২১-১৯৩৯-এর মধ্যে আটটি প্যানেলের বিষয় ছিলেন হোমস।

৯। ১৯২৪ সালের ১০ জুন হোমসকে নিয়ে রাজনৈতিক কার্টুন লস এঞ্জেলেস রেকর্ডের পাতায়। আঁকিয়ে জর্জ স্টর্ম।

১০। ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ সানফ্রান্সিসকোর 'কল অ্যান্ড পোস্ট' পত্রিকায় স্ট্যান্ডার্ড গ্যাসোলিন নিয়ে জিমি হাটলোর কার্টুন।

MR. PUNCH'S PERSONALITIES.

XII.—SIR ARTHUR CONAN DOYLE.

YOUR own creation, that great sleuth
Who spent his life in chasing Truth—
How does he view your late defiance
(O ARTHUR!) of the laws of Science?

He disapproves your strange vagaries,
Your spooks and photographs of fairies;
And holds you foot-cuffed when you're fain
To navigate the vast inane.

We sympathise with *Holmes*; and yet
In *Punch's* heart your name is set;
Of every DOYLE he's still a lover
For DICKY'S sake, who did his cover.

T.me/Borno_porichoy

১১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রুব গোল্ডবার্গের আঁকা প্রোপাগান্ডা কার্টুনে হোমস।

১২। ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান জন র‍্যানকিন ও তাঁর সহযোগী জে পারনেল টমাস সেনেটের সদস্যদের ওপরেও গোয়েন্দাগিরি শুরু করেন। এর প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ২৬ জানুয়ারি হার্বার্ট ব্লক তাঁর বিখ্যাত রাজনৈতিক কার্টুনটি আঁকেন।

১৩। প্লেবয় ম্যাগাজিনের জন্য আঁকা গাহান উইলসনের হোমস কার্টুন।

১৪। বেআইনিভাবে রাশিয়ায় হোমস ছাপার জন্য রাশিয়ার থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। লুইস উইলিয়ামস তাঁর কার্টুনে হোমস ও স্ট্যালিনকে মিলিয়ে দেন (১৯৪২)।

১৫। ১৯৫৬ সালে 'পাঞ্চ'-এ প্রকাশিত উইলিয়াম হিউসনের আঁকা 'হাউন্ড অফ বাস্কারভিলস'— ছবিতে গ্যাব্রিয়েল রসেটির প্রভাব লক্ষণীয়।

১৬। 'Men Only' পত্রিকার মলাটে এডওয়ার্ড সিলভেস্টারের আঁকা অন্যরকম হোমস।

১৭। মুনের আঁকা হোমসের কার্টুন— যা ১৯৫০ সালের নভেম্বরে 'সানডে ডেসপ্যাচ'-এ প্রকাশিত হয়।

T.me/Boi_poka_poi chhoy

বিজ্ঞাপনে

মিকি মাউস, হ্যারি পটারের মতো শার্লক হোমসও সারা পৃথিবীতে সাংস্কৃতিক আইকনে পরিণত (সত্যি বলতে কী, বাকি দু-জনের আগেই)। যেকোনো কিছুর মাথায় ডিয়ারস্টকার টুপি, মুখে পাইপ আর হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস গুঁজে দিলেই যে কেউ হোমসের রেফারেন্সটুকু বুঝে যাবে। ঠিক এই কারণে বিংশ শতকের একেবারে শুরু থেকেই নানা বিজ্ঞাপনে যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেন হোমস বা তাঁর আইকন। তামাকের বিজ্ঞাপন থেকে পেট্রোলের বিজ্ঞাপন, সবেতেই উপস্থিত তিনি। বর্তমান অধ্যায়টিতে এমন কিছু নির্বাচিত বিজ্ঞাপন তুলে ধরা হল যারা নিজেরাই এখন ইতিহাস হয়ে গেছে।

১। 'আটলান্টা জর্জিয়ান' ও 'সানডে আমেরিকান' পত্রিকা দাবি করেছিল তারাই আমেরিকার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক। সেই মর্মে ১৯১৫ সালের ১১ নভেম্বর এই পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কোথাও নাম না থাকলেও নিঃসন্দেহে ইনি হোমস।

T.me/Boipokaichoy
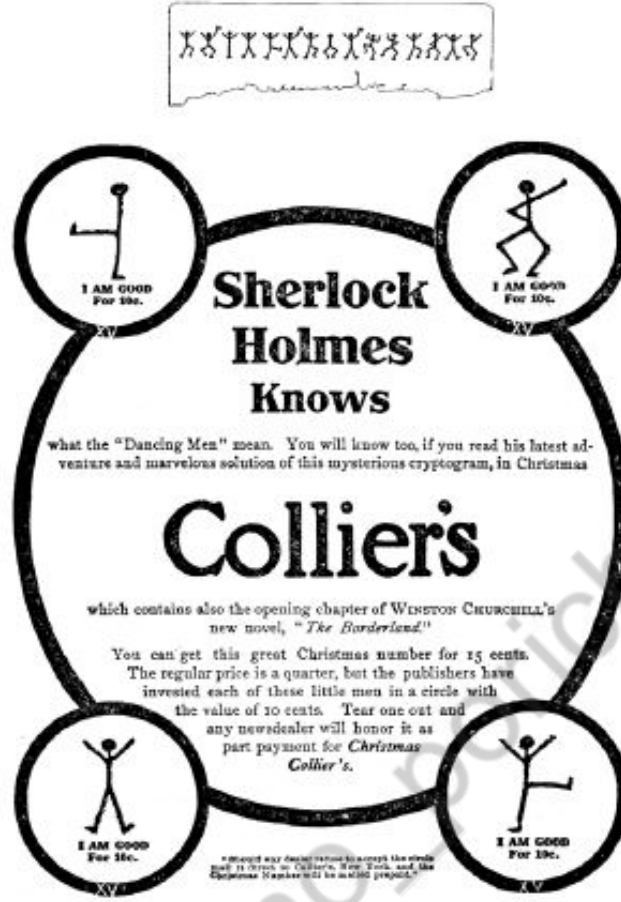
২। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯০৩ সালে 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকায় ছাপা এই বিজ্ঞাপনটি খুব সম্ভবত শালর্ককে নিয়ে আদিমতম বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে শার্লক হোমস আর নাচিয়ে মানুষ কাহিনি বিজ্ঞাপিত হলেও শার্লকের কোনো ছবি এতে ছিল না বরং সেই রহস্যবার্তার অংশ তুলে দিয়ে পাঠককে 'The Dancing Men' পড়ার আগ্রহ তৈরি করানো হচ্ছে।

৩। আমেরিকার তেল কোম্পানি ফিলিপস ৬৬-এর বিজ্ঞাপনে শার্লক হোমস (১৯৪৪)।
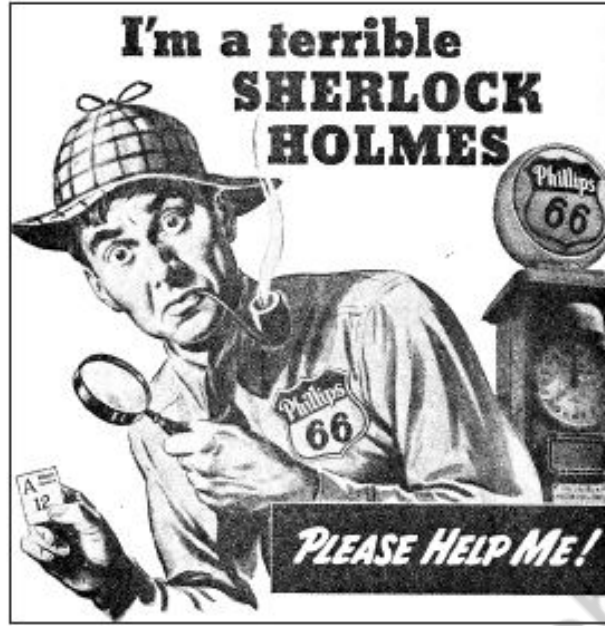
৪। ১৯৫৪ সালে 'টাইমস'-এ প্রকাশিত 'গ্রান্ড কাট' তামাকের বিজ্ঞাপনে হোমস-ওয়াটসন। তামাক বিষয়ে হোমসই শেষ কথা।

T.me/...boipoirichoy
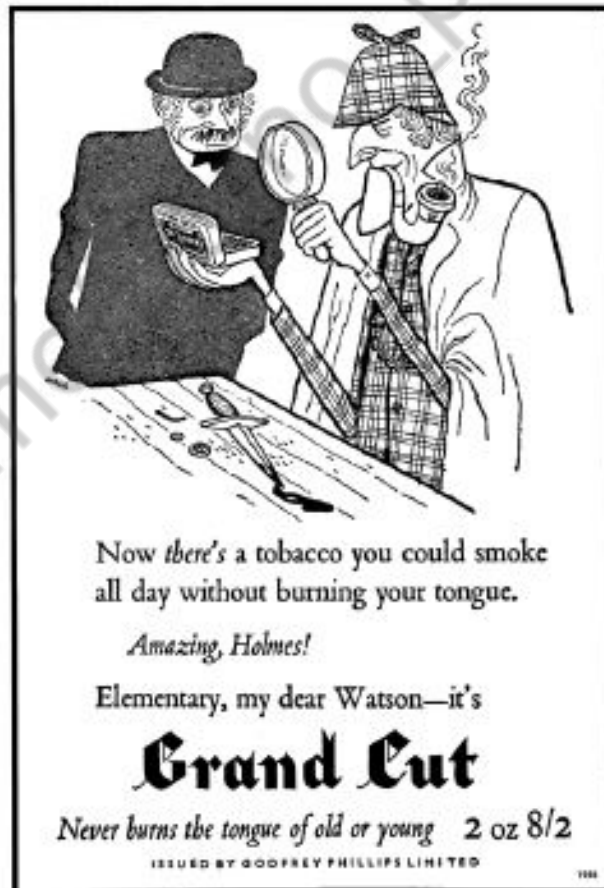
৫। ১৯৫৩ সালে ম্যানস ব্রাউন মদের বিজ্ঞাপনে হোমস-ওয়াটসনের ফটো। হোমসের ভূমিকায় বেসিল র‍্যাথবোন।

৬। তামাকের পাশাপাশি পাইপের বিজ্ঞাপনের সেরা বাজিও হোমস। ১৯৪৫ সালের 'শিকাগো ট্রিবিউন' থেকে।

T.me/Borno_Porichoy

T.me/Borno_Porichoy

ডাকটিকিটে

এক ডজনেরও বেশি দেশ বিভিন্ন উপলক্ষে শার্লক হোমসকে বিষয় করে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। শুরুটা ১৯৭২ সালে, যখন নিকারাগুয়া ইন্টারপোলের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'The Twelve Most Famous Fictional Detectives' নামে একটি সিরিজে শার্লককে দেখা যায়। এর পর যেসব দেশ শার্লক ডাকটিকিট প্রকাশ করে তাদের তালিকা নীচে দেওয়া হল—

দেশ	উপলক্ষ/থিম	সাল
১। নিকারাগুয়া	ইন্টারপোলের ১৫০ বছর পূর্তি	১৯৭২
২। সান মারিনো	পাঁচ বিখ্যাত গোয়েন্দা	১৯৭৯
৩। কোমোরো আইল্যান্ড	ডয়েলের মৃত্যুর ৫০ বছর পূর্তি	১৯৮০
৪। টার্কস অ্যান্ড কাইকস	ডয়েলের জন্মের ১২৫ বছর পূর্তি (৫টি ডাকটিকিটের সেট)	১৯৮৪
৫। তুনাফুটি-টুভালু	ডিজেল ইঞ্জিনে হোমস	১৯৮৪
৬। গ্রেট ব্রিটেন	হোমসের বইয়ের প্রচ্ছদ (৪টি ডাকটিকিটের সেট)	১৯৮৭-৮৮
৭। ভুটান	হাউন্ড অফ বাস্কারভিল	১৯৯০
৮। ডমিনিকা	রাইখেনবাখ প্রপাতে হোমস	১৯৯১
৯। কানাডা	হোমসের সিলুয়েট	১৯৯১
১০। গ্রেট ব্রিটেন	পাঁচটি হোমস কাহিনি	১৯৯৩
১১। ডমিনিকা	বেসিল রাথবোন	১৯৯৬
১২। গুয়েরনসি	বেসিল রাথবোন	১৯৯৬
১৩। গ্রেট ব্রিটেন	হাউন্ড অফ বাস্কারভিল	১৯৯৭
১৪। সুইজারল্যান্ড	রাইখেনবাখ জলপ্রপাত	২০০৭
১৫। মোনাকো	আর্থার কোনান ডয়েল	২০০৯
১৬। সান মারিনো	শার্লক হোমস	২০০৯
১৭। গ্রেট ব্রিটেন	আর্থার কোনান ডয়েল	২০০৯
১৮। অলডারনি	শার্লক হোমসের গল্প (৬টি টিকিটের সেট)	২০০৯
১৯। গিনি	ডয়েল ও হোমস (৬টি টিকিটের সেট)	২০১০
২০। লিসটেনস্টাইন	শার্লক হোমস	২০১২
২১। কঙ্গো	বেকার স্ট্রিট ও হোমস (১৬টি টিকিটের সেট)	২০১৩
২২। গ্রেট ব্রিটেন	পিটার কুশিং	২০১৩

T.me/Borno_porichoy

নমুনা ডাকটিকিট

T.me/Boi_Porichoy

T.me/Borno_porshoy

থিয়েটারে

১৮৯৯ সালের ২৩ অক্টোবর নিউ ইয়র্কের স্টার থিয়েটারে দর্শকদের একরকম হতচকিত করে দিয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন রক্তমাংসের শার্লক হোমস। ঠিক যেন বই থেকে উঠে এসেছেন তিনি। সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সেই পাইপ ধরার অনবদ্য কায়দা... ডয়েল তাহলে সত্যিকার এক মানুষের কাহিনি নিয়ে গল্প ফেঁদেছেন?

হোমস এতটাই বাস্তবানুগ ছিল, যে বহু মানুষ বিশ্বাসই করতে চায়নি, যে হোমসের বেশে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন অভিনেতা উইলিয়াম গিলেট। উইলিয়াম হুকার গিলেটের জন্ম ২৩ জুলাই, ১৮৫৩, হার্টফোর্ডে। ছয় ভাইবোনের মধ্যে কনিষ্ঠতম গিলেটের অভিনয়ের শখ সেই ছোটো থেকেই। ১৮৭৫-এর ১৩ সেপ্টেম্বর বস্টনের গ্লোব থিয়েটারে নাটকে তাঁর যাত্রা শুরু। লন্ডন স্টেজে অভিনয়ের শুরু অ্যাডেলফি থিয়েটারে Secret Service নাটকে লুই ডুমন্টের ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে।

হোমসরূপী উইলিয়াম গিলেট

এদিকে ১৮৯৭ সালে থিয়েটারপ্রেমী ডয়েল, তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দাকে মঞ্চে আনতে বদ্ধপরিকর হন। সেই মর্মে একটি নাটকও লিখে ফেললেন তিনি। কিন্তু শোনা যায় গল্প-

উপন্যাসে দড় ডয়েলের নাটকটির নাট্যগুণ এতটাই কম ছিল যে কোনো থিয়েটার ম্যানেজার তা নিয়ে উৎসাহিত হয়নি। অবশেষে আমেরিকান স্টেজ প্রোডিউসর চার্লস ফোরম্যান রাজি হলেন, তবে একটা শর্ত— গল্পের আর নাটকের খোলনলচে বদলে ফেলতে হবে। নতুন করে লিখতে হবে গোটা নাটক। ডয়েল নিমরাজি হয়ে অনুমতি দিলেন। নতুন নাটক লেখার দায়িত্ব পেলেন উইলিয়াম গিলেট। চার সপ্তাহ সময় নিয়ে ডয়েলের তিনটি কাহিনি 'A Scandal in Bohemia', 'The Final Problem' আর 'A Study in Scarlet'-কে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা নাটক খাড়া করলেন গিলেট। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই নাটক লেখার আগে অবধি গিলেট হোমসের নামটাও সেভাবে জানতেন না। তবে দায়িত্ব পেয়েই তিনি তখন অবধি প্রকাশিত হোমসের প্রতিটি অভিযান রাত জেগে পড়ে ফেললেন। নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন হোমসের সত্তায়। তবে মাঝে মাঝেই সন্দেহ দানা বাঁধত তাঁর মনে। নাটককার হিসেবে ঠিক কতটা স্বাধীনতা নিতে পারেন তিনি? শেষে আর থাকতে না পেরে ডয়েলকে চিঠি লিখলেন তিনি, 'হোমসকে কি আমি বিয়ে দিতে পারি?' 'বিয়ে দাও, খুন করো, যা ইচ্ছে তাই করো' উত্তর দিলেন আর্থার কোনান ডয়েল। ১৮৯৯-এর গ্রীষ্মে, নিজে লন্ডনে এলেন গিলেট। লেখককে নাটকের ফাইনাল ড্রাফট দেখাতে। স্টেশনে গিলেটকে অভ্যর্থনা করতে হাজির ছিলেন ডয়েল। ট্রেন থেকে লম্বা ওভারকোট আর ডিয়ারস্টকার হ্যাট পরে গিলেট যখন নামলেন, তখন ডয়েলও নাকি চমকে উঠেছিলেন।

স্টিলে অঙ্কিত উইলিয়াম গিলেট

লাইসিয়াম থিয়েটার (১৯০১)

নিউ ইয়র্কে সফল উদবোধনের পর ১৮৯৯-র ৬ নভেম্বর বাফেলোর গ্যারিক থিয়েটারে 'Sherlock Holmes' নাটকটি অভিনীত হল। সেদিন দর্শকদের মধ্যে অন্য অনেক বিশিষ্ট জনের মধ্যে ছিলেন আঁকিয়ে ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে। হোমসকে মঞ্চে দেখে হতবাক হয়ে যান তিনি, 'I can think of no more perfect realisation of a fictional character on the stage'— জানিয়েছিলেন তিনি। ভাগ্যের কী পরিহাস দেখুন, এই স্টিলেই কিন্তু পরবর্তীকালে Collier's ম্যাগাজিনে হোমসকে আঁকার দায়িত্ব পেলেন, আর তাঁর আঁকা হোমস অবিকল গিলেটের মতো। এমনটা অবশ্য এ বাংলাতেও হয়েছে। সত্যজিতের হাতে ফেলুদা হয়েছে সৌমিত্রর মতো কিংবা ময়ূখ চৌধুরীর বিমলের চেহারায় উত্তমকুমারের ধাঁচ। গিলেট সম্পর্কে বলা হয় 'Gillette's quiet, but incisive, histrionic method exactly fitted such a past as Sherlock Holmes.' সবাই গিলেটের শার্লক নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন ভাবলে অবশ্য ভুল ভাবা হবে। 'New York Herald Tribune'-এর সমালোচক এ নাটক সম্পর্কে লেখেন, 'The play has no lasting value whatever, unless it be the value of an occational melodramatic incident ; it is trivial at the beginning and feeble at the end.' তবে এ সমালোচনা খুব একটা প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে হয় না। কারণ ১৯০০-র ১৬ জুন গ্যারিক থিয়েটারের একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি প্রায় সাড়ে সাত মাস, প্রতি রাতে নাটকটি হাউসফুল হয়েছিল।

১৯০১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে টানা কিছুদিন বস্টনের হোলিস থিয়েটারে অভিনয়ের পর গিলেট গোটা আমেরিকা এই নাটক নিয়ে ঘোরার কথা ভাবলেন। আমেরিকায় অসাধারণ জনপ্রিয়তার পর গিলেট দলবল নিয়ে রওনা হলেন ইংল্যান্ডের উদ্দেশে। ১৯০১-এর ২ সেপ্টেম্বর লিভারপুলের শেক্সপিয়র থিয়েটারে এবং ৯ সেপ্টেম্বর লন্ডনের বিখ্যাত লাইসিয়াম থিয়েটারে 'Sherlock Holmes' অভিনীত হয়। হোমসপ্রেমীরা এই থিয়েটারটি নিশ্চয়ই চেনেন। 'The Sign of the Four' উপন্যাসে এখানেই হোমসের আর ওয়াটসনের সঙ্গে আসেন মিস মেরি মরস্টান। এক বেনামি চিঠিতে নির্দেশ ছিল, 'সন্ধে সাতটার সময় লাইসিয়াম থিয়েটারের বাঁ-দিক থেকে তিন নম্বর থাম ঘেঁষে দাঁড়াবেন...,' এই থিয়েটারে

নাটকটি দারুণ জনপ্রিয় হল। ১৯০২ সালের ১১ এপ্রিল পর্যন্ত হাউসফুল হওয়ার পর এডিনবরার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে নাটকটি অভিনীত হতে থাকে।

বিলির ভূমিকায় চার্লি চ্যাপলিন

এদিকে, ঠিক সেই সময়ই চার্লস চ্যাপলিন নামে এক টিন-এজার তাঁর কেরিয়ার ও রুটি রুজির জন্য হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছিলেন। মঞ্চে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ১৯০০ সালের ১৫ জানুয়ারি, লন্ডনে হিপোড্রোমে 'Giddy Ostend'-এ ছোট্ট একটি ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে। তখন চ্যাপলিনের বয়স মাত্র দশ বছর। নাটকটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে, এ নাটকে চার্লি ও তাঁর পরিবার একেবারে পথের ভিখারি থেকে লাখপতি হয়ে যান। তাঁদের ভাঙা পরিবার জোড়া লাগে। দেখলে মনে হয় বিধাতা যেন প্রথম নাটকেই চার্লির ভবিষ্যৎ লিখে গেলেন। চার্লির অভিনয় ধীরে ধীরে মানুষের নজর কাড়তে লাগল। সামান্য যা পয়সা জুটত, তা দিয়ে মা হানাকে একটু ভালো জীবন দিতে চাইতেন চার্লি। ফলে ১৯০৩ সালে গিলেট আমেরিকা চলে যাওয়ার পর যখন হ্যারি সেইন্টবেরি 'Sherlock Holmes' নাটকটিকে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং তাঁর ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারে যোগ দিতে চ্যাপলিনকে আহ্বান জানালেন, তিনি না করতে পারলেন না। এ দলের কাজই ছিল গোটা

ইংল্যান্ড ঘুরে ঘুরে নাটক দেখানো। চ্যাপলিনের ভূমিকা ছিল হোমসের বাড়ির পেজ বয় বিলি-র। প্রায় বছর তিনেক অভিনয়ের পর ১৯০৫ সালে গিলেট আবার লন্ডনে অভিনয় করতে আসেন। তখন ডিউক অব ইয়র্ক থিয়েটারে নাটকটি বেশ কয়েক রজনী অভিনীত হয়। বিলির ভূমিকায় চার্লিই ছিলেন। চার্লির সহ অভিনেত্রী এ নাটকে ছিলেন পরমাসুন্দরী মারি ডরো— চ্যাপলিন তাঁকে দেখামাত্র প্রেমে পড়লেন। এই ডরোই চার্লির প্রথম প্রেম, যদিও সে-প্রেম নিবেদনের সাহস সারা জীবনে করে উঠতে পারেননি চ্যাপলিন।

Duke of York's Theatre

ST MARTIN'S LANE W C

Proprietors ... ... Mr & Mrs Frank Wyatt

Lessee and Manager ... ... CHARLES FRO

CHARLES FROHMAN PRESENTS
A DRAMA IN FOUR ACTS
BY A. CONAN DOYLE
AND WILLIAM GILLETTE
ENTITLED

SHERLOCK HOLMES

BEING A HITHERTO UNPUBLISHED EPISODE
IN THE CAREER OF THE GREAT DETECTIVE
AND SHOWING HIS CONNECTION WITH THE

STRANGE CASE OF MISS FAULKNER

CHARACTERS IN THE PLAY	COMPANY APPEARING IN THE CAST
SHERLOCK HOLMES	WILLIAM GILLETTE
DOCTOR WATSON	KENNETH RIVINGTON
JOHN FORMAN	EUGENE MAYEUR
SIR EDWARD LEIGHTON	REGINALD DANCE
COUNT VON STAHLBURG	FREDERICK MORRIS
PROFESSOR MORIARTY	GEORGE SUMNER
JAMES LARRABEE	FRANCIS CARLYLE
SIDNEY PRINCE	QUINTON McPHERSON
ALFRED BASSICK	WILLIAM H. DAY
JIM CRAIGIN	CHRIS WALKER
THOMAS LEARY	HENRY WALTERS
"LIGHTFOOT" MCTAGUE	WALTER DIXON
JOHN	THOMAS QUINTON
PARSONS	[illegible]
BILLY	CHARLES CHAPLIN
ALICE FAULKNER	MARIE DORO
MRS. FAULKNER	DE OLIA WEBSTER
MADGE LARRABEE	ADELAIDE PRINCE
THERESE	SYBIL CAMPBELL
MRS. SMEEDLEY	ETHEL LORRIMORE

THE PLACE IS LONDON
THE TIME TEN YEARS AGO

FIRST ACT—DRAWING ROOM AT THE LARRABEES—EVENING

SECOND ACT—Scene I—PROFESSOR MORIARTY'S UNDERGROUND OFFICE—MORNING

Scene II—SHERLOCK HOLMES' APARTMENTS IN BAKER STREET—EVENING

THIRD ACT—THE STEPNEY GAS CHAMBER—MIDNIGHT

FOURTH ACT—DOCTOR WATSON'S CONSULTING ROOM KENSINGTON—THE FOLLOWING EVENING

INTERMISSIONS

MATINEE every Saturday at 2.15 o'clock

BUSINESS MANAGER—JAMES W MATHEWS
ACTING MANAGER ROBERT M EBERLE
STAGE MANAGER—WILLIAM POSTANCE
MUSICAL DIRECTOR—JOHN CROOK

ICES TEA AND COFFEE can be had of the Attendants

নাটকের বিজ্ঞাপন (বিলির ভূমিকায় চ্যাপলিনের নাম)

হোমসরূপী এলি নরউড

'Sherlock Holmes'-এর অভিনয়ের তৃতীয় রজনীতে এক মজার ব্যাপার ঘটল। রাজা এডওয়ার্ড নিজে এলেন নাটক দেখতে। সঙ্গে রানি আলেকজান্দ্রা আর গ্রিসের রাজা। সব অভিনেতাদের পইপই করে বলে দেওয়া হল ভুলেও যেন কেউ royal box-এর দিকে না তাকান। গোটা হল থমথমে। কেউ নড়ছে না। হাততালি দিচ্ছে না। বিরক্ত চ্যাপলিন সব ভুলে সেই বক্সের দিকে তাকিয়েই অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা শুরু করলেন। গোটা হলের স্তব্ধতা ভেঙে গেল হো হো শব্দে। দেখা গেল স্বয়ং রাজা এডওয়ার্ড হেসে কুটিপাটি। নাটক শেষে গিলেটও মৃদু বকা দিয়েই চ্যাপলিনকে ছেড়ে দেন। পরে যিনি কমেডির রাজা হবেন তাঁর কমেডির শুরু কিন্তু রাজাকে হাসিয়েই...। ডয়েলের গল্প ছাড়াও গিলেট 'The Painful Predicament of Sherlock Holmes' নামে একটি মজার প্যারোডিও লেখেন। কাহিনিতে এক বাচাল মহিলার পাল্লায় পড়ে গোটা নাটক জুড়ে হোমস একটি কথাও বলতে পারে না। এই ছোটো নাটকটি গিলেটের অন্য নাটকের আগে অভিনীত হত।

তবে গিলেটই কিন্তু প্রথম অভিনেতা নন যিনি শার্লক হোমসের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এ সম্মান গ্লাসগোর জন ওয়েবের প্রাপ্য। ১৮৯৪ সালের মে মাসে চার্লস রজার্স একটি নাটক লেখেন যাতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় হোমস চরিত্রটি ছিল। ১৯০২-এর পর থেকে অবশ্য একা গিলেট দায়িত্ব নিয়ে হোমসকে নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়ে নেন। ১৯১৬ সালে এসানে মুভি যখন সাত রিলের একটি সিনেমা বানাল হোমসকে নিয়ে, নির্বাক হলেও তাতে হোমসের ভূমিকায় অভিনয় করেন গিলেট। মরিয়ার্টির ভূমিকায়

আর্নেস্ট মুর্পঁ আর ওয়াটসন ছিলেন এডওয়ার্ড ফিল্ডিং। 'Sherlock Holmes' নাটকটি খেপে খেপে বহুবার অভিনীত হয়, ১৯০৪-০৫, ১৯১০-১১, ১৯১৫-১৬, ১৯২৯ ও ১৯৩১-৩২ সালে। প্রিন্সটন, নিউ ইয়র্কে ১৯৩২-এর ১২ মে শেষবারের মতো হোমসের ভূমিকায় অভিনয় করলেন উইলিয়াম গিলেট, তখন তাঁর আটাত্তর বছর বয়স। পাঁচ বছর বাদে হৃদরোগে মারা গেলেন তিনি।

গিলেটের 'হোমস' যদি আজ অবধি থিয়েটারে হওয়া জনপ্রিয়তম হোমস হয়, তবে দ্বিতীয় স্থানে অবশ্যই থাকবে ডয়েলের নিজের করা 'Speckled Band'-এর নাট্যরূপ। ১৯১০ সালের মে মাসে ডয়েলের লেখা নাটক 'The House of Temperley' একেবারেই সুবিধা করতে পারল না। রয়াল অ্যাডেলফি থিয়েটারের অনুরোধে মাত্র দুই হপ্তায় 'The Speckled Band' নাটকটি লিখে ফেললেন ডয়েল। জুন মাসের ১০ তারিখ প্রথম অভিনয় হল এবং শার্লক ম্যাজিক আবার কাজ করল। টানা ১৬৯ রজনী অভিনীত হল এই নাটক। শার্লকের ভূমিকায় সেইন্টবেরি, ড রয়লেটের ভূমিকায় লিন হার্ডিং, ওয়াটসনের ভূমিকায় ক্লদ কিং এবং নামভূমিকায় একটি জ্যান্ত বোয়া সাপ অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৩১ সালে নাটকটির সিনেমা-রূপান্তর হলে হোমসের ভূমিকায় অভিনয় করেন রেমন্ড ম্যাসি। রয়লেট কিন্তু লিন হার্ডিং-ই ছিলেন। এই হার্ডিং দুটি হোমস চলচ্চিত্রে মরিয়ার্টির ভূমিকাতেও ছিলেন।
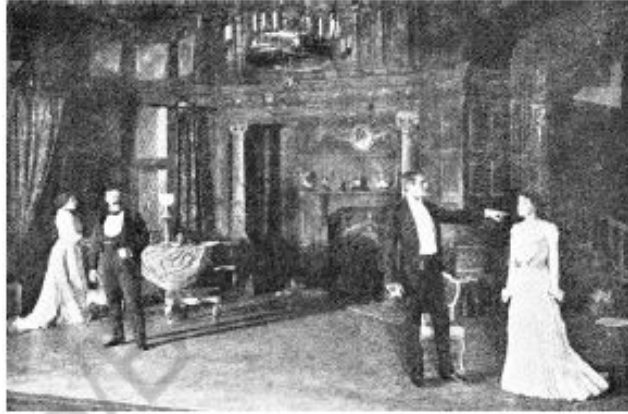
Sherlock Holmes নাটকের মঞ্চদৃশ্য (১৯০৫)

১৯২১ সালে ডয়েল হোমসকে নিয়ে আরও একটি একাঙ্ক নাটক লেখেন। নাম 'The Crown Diamond : An Evening with Sherlock Holmes'. ডয়েলের জীবৎকালে এ নাটক কোনোদিন ছাপা আকারে প্রকাশ পায়নি। ১৯৫৮ সালে বাস্কারেট প্রেস মাত্র ৫৯টি কপি ছাপায়, যার একটিও বিক্রির জন্য নয়। সুমুদ্রিত এই বইটি শুধুমাত্র বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার সংঘের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৯২১ সালে নাটকটি লন্ডন কলিসিয়ামে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় ১৬ মে ও দ্বিতীয় অভিনয় ২৯ অগাস্ট হওয়ার পর নিয়মিত শো আর হয়নি। তবে নাটকটি এক অর্থে উল্লেখের দাবি রাখে। একমাত্র এক্ষেত্রেই ডয়েল প্রথমে নাটক লিখে পরে সে-নাটক অবলম্বনে একটি গল্প লেখেন, যার নাম 'The Adventure of the Mazarin Stone'. গল্পটি ভালো করে পড়লেই দেখা যায় গোটা কাহিনি ওয়াটসনের জবানিতে বলা নয়, কথক এক তৃতীয় ব্যক্তি যিনি পাশে থেকে গোটা ঘটনাটা দেখছেন, ঠিক যেমন নাটককার করেন।

হোমসকে নিয়ে যত নাটক আজ অবধি লেখা এবং অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে ২১ টি প্রধান। কিছু ডয়েলের অনুমতিক্রমে, কিছু নিজেদের মতো লেখা। ১৯০৩ সালে Sherlock Holmes Private Detective কিংবা ১৯০৫-এ The Bank of England : An Adventure in the Life of Sherlock Holmes অভিনীত হলেও গিলেট ঝড়ে তা উড়ে যায়। তবে ১৯৩২ সালে, ডয়েলের মৃত্যুর দুই বছর বাদে, লন্ডন থিয়েটারে 'The Holmes of Baker Street' নাটকটি বেশ সাড়া ফেলে দেয়। এই নাটকে হোমস বিপত্নীক, ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ, যার শার্লি নামে এক মেয়েও আছে।

শার্লককে প্রথম প্যারোডি গিলেট লিখলেও প্রায় একই সময়ে 'স্ট্র্যান্ড'-এ টেরিস থিয়েটারে Sheerluck Jones, or Why D'Gillete him off? নামে একটি প্যারোডি অভিনীত হত। নামভূমিকায় অভিনয় করতেন ক্লারেন্স ব্ল্যাকিস্টন। ডয়েল বেঁচে থাকতেই হ্যারল্ড টেরি ও আর্থার রোজ মিলে 'The Return of Sherlock Holmes' নামে একটি নাটকও লেখেন যা ডয়েল নিজে অনুমোদন দেন। পরে অবশ্য এটিকে একটু বদলে রোজ ও আর্নেস্ট ডাডলি ১৯৫৩-র ১৯ জানুয়ারি ব্রমলির নিউ থিয়েটারে 'শো' করেন। প্রথমটি অভিনীত হয় ১৯২৩ সালে এবং ১৩০ রজনী টানা অভিনীত হয় সেটি। হোমসের ভূমিকায় ছিলেন এলি নরউড। দুঃখের বিষয় নাটকটি কোনোদিনও ছাপা হয়নি— ফলে এটি হোমসের দুষ্প্রাপ্যতম নাটক। কিছু কালেক্টরের কাছে নাটকটির টাইপ-কপি রয়েছে বলে শোনা যায়। এলি নরউডের আসল নাম অ্যান্টনি এডওয়ার্ড ব্রেট। এলি নামে তাঁর এক বান্ধবী ছিল, যে নরউডে থাকত। অতএব...। ১৮৬১ সালের ১১ অক্টোবর তাঁর জন্ম। কেম্ব্রিজের সেন্ট জনস কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে তিনি থিয়েটারে আসার পরিকল্পনা করেন। রুথ ম্যাকে নামে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। থিয়েটারে এইচ বি আরভিং, আর্থার বোচেরের মতো বাঘা বাঘা অভিনেতাদের সঙ্গে দাপটে অভিনয় করতেন তিনি।

'The Return of Sherlock Holmes' ছাড়াও স্টোল ফিলম কোম্পানির প্রায় ৪৭টি ছবিতে তিনি হোমসের ভূমিকায় অভিনয় করেন। থিয়েটারে নরউডের অভিনয় দেখে স্বয়ং ডয়েল মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী *Memories and Adventures*-এ তিনি লিখছেন, 'Norwood has that rare quality which can only be described as glamour which compels you to watch an actor eagerly even when he is doing nothing. His wonderful impersonation of Holmes has amazed me.'

থিয়েটারে হোমসকে যে দু-জন ফুটিয়ে তুলেছেন সবচেয়ে সুন্দরভাবে তাঁদের একজন যদি উত্তমকুমার হন, অপরজন অবশ্যই সৌমিত্র। তাই তাঁদের ভক্তদের মধ্যেও বিবাদ ছিল, আছে, থাকবে। এলি ছিলেন গ্ল্যামারাস, গিলেট ছিলেন পরিশ্রমী। অনেকে বলেন গিলেটের সূক্ষ্মতা এলির ছিল না। ভক্তরা পালটা জবাব দেন এলি তাঁর ক্যারিশমাতেই মাত করতেন। একশো বছর কেটে গেল... তর্কটা এখনও চলছে।

T.me/Borno_porichoy

পর্দায়

চলচ্চিত্রে একেবারে উষাকালে সেই ১৯০০ সালেই প্রথম রুপালি পর্দায় হোমসকে নড়েচড়ে বেড়াতে দেখা গেল। 'Sherlock Holmes Baffled' নামে পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডের সেই চলচ্চিত্রে হোমসের ভূমিকায় অভিনয় কে করেছিলেন তা জানা যায় না। আমেরিকান মিউটোস্কোপ অ্যান্ড বায়োগ্রাফ কোম্পানির এই চলচ্চিত্রে হোমসের গোয়েন্দাগিরি দেখার সুযোগ নেই। স্টপ মোশন টেকনিকে বানানো এই ছবিতে এক চোর কালো পোশাক পরে টেবিলের ওপর থেকে বাসনপত্র চুরি করে থলেতে ঢোকায়। হোমস ঘরে আসেন কিন্তু সে-চোরকে ধরা যায় না। সে বারে বারে অদৃশ্য হয়ে যায়। হোমস বন্দুক বের করলেও গুলি করতে পারেন না। দু-জনে টেবিলের দু-ধারে দৌড়ান। অবশেষে হোমসকে বোকা বানিয়ে চোর চম্পট দেয়। শার্লক হোমসকে নিয়ে পরবর্তীতে যত প্যারোডি হবে, এ ছবি তাদেরও পূর্বপুরুষ ছিল। এরই ধারা বেয়ে তৈরি হয়েছিল 'Sherlock Bonehead' (১৯১৪), 'Sherlock, the Boob Detective' (১৯১৫), 'A Study in Skarlit' (১৯১৫) এবং ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস অভিনীত সেই দুর্দান্ত সিনেমা 'The Mystery of the Leaping Fish' (১৯১৬)। তবে মিউটোস্কোপের এই ছোট্ট প্রচেষ্টাকে বাদ দিলে প্রথম সত্যিকার 'হোমস' চলচ্চিত্র তৈরি হয় আরও পাঁচ বছর পরে, ১৯০৫ সালে। নাম 'The Adventure of Sherlock Holmes' বা 'Held for Ransom'.

Sherlock Holmes Baffled-এর দৃশ্য (মূল ফটোগ্রাফ অস্পষ্ট)

আমেরিকান ভিটাগ্রাফ কোম্পানি ও ম্যাকক্লিওর, ফিলিপস অ্যান্ড কোং একত্রে এই প্যাস্টিশে সিনেমাটি বানান। হোমসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মরিস কস্টেলো। আট মিনিট দৈর্ঘের ছবিটিতে খুব সামান্য হলেও 'The Sign of the Four'-এর ছায়াপাত ঘটেছে। কাহিনিতে হোমস এক কোটিপতির পুত্র অপহরণের কেস সমাধান করে। ছবিটি দর্শক ও সমালোচক মহলে দারুণ জনপ্রিয় হয়। 'অপটিকাল ল্যানটার্ন' পত্রিকা মন্তব্য করে, 'The detail of this film is wonderful, and it is realistic to the highest degree.'

আশ্চর্যজনকভাবে হোমসকে পর্দায় আনতে ব্রিটিশদের কেমন যেন অনীহা দেখা যায় প্রথম দিকে। ফলে প্রথম যুগের সব হোমস সিনেমায় জন্ম আমেরিকা, ইতালি এবং ডেনমার্ক থেকে। ১৯০৮ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে ডেনমার্কের নরডিস্ক ফিলম কোম্পানি তেরোটি শার্লকের ছবি বানান। এই গোটা সিরিজের চালিকাশক্তি ছিলেন ভিগো লারসেন। তিনি একাধারে ছবির লেখক, পরিচালক ও নায়ক। কিছু কাহিনি মূল হোমস থেকে নেওয়া হলেও বেশ কিছুতে লারসেন বেশ গাঁজাখুরি দিয়ে কাহিনি সমাপ্ত করেছেন। 'Sherolck Holmes and the Great Murder Mystery'-তে সমস্যা সমাধান না করতে পেরে হোমস ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে তিনি বুঝতে পারেন হত্যাকারী আর কেউ নয়, পলাতক গোরিলাটি। পো আর ডয়েলকে মিশিয়ে দেওয়ার এই চেষ্টা বেশ অভিনব। এ ছাড়াও 'Sherlock Holmes i Livsfare', 'Sangrindens Diamanter', 'Droske Nr. 519' এবং অন্য এক বিখ্যাত চরিত্র আর্সেন লুপিনকে নিয়ে 'Arsene Lupin Contra Sherlock

T.me/Boimo_porichoy

Holmes'ও লারসেনেরই সৃষ্টি। ১৯৯১তে লারসেন জার্মান ভিটাস্কোপ স্টুডিয়োতে যোগ দেন এবং প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই নতুন একটি হোমস সিরিজে যুক্ত হয়ে পড়েন। সেখানে অবশ্য নায়ক হতেন অলউইন নিউস বা জর্জ ট্রেভিলরা। সেসময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি— Den Sorte Haand, Milliontestamented এবং Den Sorte Haette.

ভিগো লারসেন

১৯১৪ সালে হোমসকে নিয়ে প্রথম 'ব্রিটিশ' ছবি মুক্তি পায়। নাম 'A Study in Scarlet'. স্যামুয়েলসন ফিলম কোম্পানির তৈরি এ ছবিতে শার্লকের ভূমিকায় অভিনয় করেন খাঁটি ব্রিটিশ জেমস ব্র্যাগিংটন। ব্র্যাগিংটন কোম্পানির সাধারণ চাকুরে ছিলেন। অভিনয় ব্যাপারটা খুব একটা বুঝতেন না। তবু প্যাগেট অঙ্কিত হোমসের সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল অবাক করার মতো। তবে পর্দায় তিনিই প্রথম হোমস যিনি মাথায় ডিয়ারস্টকার হ্যাট পরেন। ১৯১৪-র বড়োদিনে মুক্তি পাওয়া ছবিটি ভালোই ব্যাবসা করে। একই বছরে ইউনিভার্সাল ফিলমও জন ফোর্ডের ভাই ফ্রান্সিস ফোর্ডকে হোমস সাজিয়ে ২ রিলের 'A Study in Scarlet' বানান। এটি স্যামুয়েলসনদের ছবির ঠিক একদিন পর মুক্তি পায়। তবে আমেরিকায় মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি শুরুতেই বেশ কিছু তঞ্চকতার আশ্রয় নিয়েছিল। প্রচারপত্রে ডয়েলের ছবি ছাপিয়ে তাঁরা ঘোষণা করেন স্বয়ং ডয়েল নাকি এই ছবিকে 'distinctly different' আখ্যা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নায়ক ফোর্ডকে নানা বিষয়ে তিনি সাহায্যও করেছেন। লন্ডনে বসে থাকা ডয়েল এসব কিছুই জানতেন না।

১৯১৮ সালে সবাইকে চমকে দিয়ে এবনি ফিলম কর্পোরেশন 'Black Sherlock Holmes' তৈরি করে। হোমসের ভূমিকায় ছিলেন স্যাম রবিনসন। ১৯২১ সালে শার্লকের ভূমিকায় অভিনয়ের ডাক পান এলি নরউড। ততদিনে অবশ্য তিনি মঞ্চের প্রতিষ্ঠিত শার্লক। পর্দায় শার্লকের ভূমিকায় অভিনয়ের সময় তাঁর বয়স প্রায় ষাট। তবু আজও বহু হোমসিয়ান মনে করেন পর্দায় হোমস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এলি নরউডকে নিয়েই আলোচনা শুরু হওয়া উচিত। ১৯২১-২৩ এর মধ্যে তিনি সাতচল্লিশটি কুড়ি মিনিটের ছবিতে হোমসকে ফুটিয়ে তোলেন। মনে রাখতে হবে, ডয়েলের হোমসকে নিয়ে ষাটটি কাহিনির শেষ দশটি তখনও দিনের আলোর মুখ দেখেনি। অর্থাৎ 'A Study in Scarlet', 'The Valley of Fear' আর 'The Five Orange Pips' বাদে তখনও অবধি প্রকাশিত প্রতিটি হোমস কাহিনির চিত্ররূপে নরউড হোমসকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এক হিসেবে এটি এক হিমালয়ান্তিক প্রয়াস। একেবারে শুরুতে প্রযোজক মরিস এলভির সন্দেহ ছিল এলি এই বয়সে হোমস সাজলে মানাবে কি না। তিনি এলিকে হোমস সেজে আসতে বলেন। প্রৌঢ় এলি ড্রেসিং রুমে যান এবং 'মিনিট খানেকের মধ্যে আমার সামনে সশরীর হাজির হলেন শার্লক হোমস।' নিজের মেকআপ নিজেই করতেন এলি। গোটা কাজ শুরু করার আগে হোমসের প্রতিটি কাহিনি বার বার পড়ে চরিত্রকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেন, বেহালা বাজানো শিখেছিলেন শিক্ষক রেখে, এমনকী পুরোনো 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিন ঘেঁটে প্যাগেটের আঁকা ছবি দেখে হোমসের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, পোশাক-আশাক অনুকরণ করতেন। ১৯২১ সালে এলি নরউডের হোমস মুক্তি পাওয়ামাত্র দর্শকরা উৎসাহে ফেটে পড়েন। সে-বছরই এলভি আরও একটি রোমান্টিক সিনেমা বানান। নাম 'Innocent'. সে-ছবিতে এক তরুণ মঞ্চ অভিনেতা আমেদিস জোসলিনের সঙ্গে রুপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করলেন। নরউড সে-ছবি দেখেননি। ছবির নায়কের নাম? বেসিল রাথবোন।

T.me/Boi_Potro_pathok

A Study in Scarlet

By Sir A. Conan Doyle

Writer of the World's Most Fascinating Detective Stories

Gold Seal-Universal. 2 reels. Released Dec. 29th, 1914—featuring that popular Universal Star, Francis Ford.

Universal Film Manufacturing Co.

1600 Broadway New York

প্রথম ব্রিটিশ হোমস ব্রাগিংটন

যদিও ডয়েল নিজে এলির অভিনয় দারুণ পছন্দ করতেন, তবু ১৯২২ সালে গিলেটের Sherlock Holmes অবলম্বনে ছবি বানাতে গিয়ে গোল্ডুইন পিকচার্স কর্পোরেশন জন ব্যারিমোরকে হোমস হিসেবে বেছে নিলেন। ছবিটি ইংল্যান্ডে মুক্তি পায় 'Moriarty' নামে। ওয়াটসনের ভূমিকায় ছিলেন রোনাল্ড ইয়ং ও মরিয়ার্টি গুস্তাভ সেফারটিটস। একশো মিনিটের বেশি এই হোমস সিনেমাটি তখন অবধি দীর্ঘতম হোমস চলচ্চিত্র। গিলেটের কাহিনি থেকে নেওয়া হলেও প্রথম দৃশ্যে গোটা লন্ডনের এরিয়াল শট কিংবা এক মাকড়সার জালের মাঝে মরিয়ার্টির মুখ দেখিয়ে নানা সিনেম্যাটিক টেকনিক দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। অসামান্য প্রোফাইল যুক্ত জন ব্যারিমোর হোমসের ভূমিকায় নিজেকেও ছাপিয়ে যান। তারপর আচমকা ছবির মূল প্রিন্টটি হারিয়ে যায়। অনেক পরে ১৯৭০ সালে কেভিন ব্রাউনলো মূল প্রিন্টটি খুঁজে গোটা সিনেমা রেস্টোর করেন। নির্বাক যুগের সেরা শার্লক হোমসের তকমা এই সিনেমাটিকেই দেওয়া হয়।

এলি নরউড অভিনীত 'The Hound of the Baskervilles'-এর একটি দৃশ্য (১৯২১)

'The Jazz Singer'-এর হাত ধরে চলচ্চিত্র সবাক হল। রুপালি পর্দায় হোমসকে দেখার সঙ্গেসঙ্গে তাঁর গলাও শোনা গেল ১৯২৯ সালে ক্লাইভ ব্রুক অভিনীত প্যারামাউন্টের ছবি 'The Return of Sherlock Holmes'-এ। ওয়াটসনের ভূমিকায় ছিলেন এইচ রিভস স্মিথ। 'See him— Thrillingly active, talking'— এই ছিল বিজ্ঞাপনের ক্যাচলাইট। গল্প অবশ্য ডয়েলের লেখা নয়। হার্ভে ক্রিপেন তাঁর স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন (শার্লক হোমসের টুকিটাকি দ্রষ্টব্য)। সে-ঘটনাকে অবলম্বন করেই কাহিনির জাল বিছানো হয়েছে। তবে ব্রুকের নিজস্ব একটি হিউমার ছিল, যা কাহিনির রূপায়ণে তিনি প্রয়োগ করেন। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি বলছেন, 'একবার স্টুডিয়োর বন্ধুদের নিয়ে নিজেই গেছি "Return of Sherlock Holmes" দেখতে। গিয়ে দেখি দর্শকরা প্রায় প্রতি দৃশ্যেই হাসছে। আমি ইচ্ছে করে সামান্য অতি-অভিনয় করেছিলাম। দর্শকরা দারুণভাবে সেটা গ্রহণও করেছিল।' পরে 'Paramount on Parade' (১৯৩০) এবং 'Conan Doyle's Master Detective Sherlock Holmes' (১৯০২)-এও ব্রুক শার্লকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৩৩-এ রেজিনাল্ড ওয়েনকে শার্লক বানিয়ে 'A Study in Scarlet' তৈরি হয়। ওয়াটসনের ভূমিকায় ছিলেন ওয়ারবার্টন গ্যাম্বেল। হোমসের ভূমিকায় দারুণ অভিনয় করলেও ওয়েনের সঙ্গে শার্লকের চেহারাগত মিল খুব একটা ছিল না— তাই দর্শক এ ছবি গ্রহণ করেনি।

১৯৩১ সালে ব্রিটিশদের টনক নড়ল। রেমন্ড মাসি-কে হোমস আর অ্যাটহোল স্টুয়ার্টকে ওয়াটসন সাজিয়ে তৈরি হল হোমসের প্রথম ব্রিটিশ 'টকি' 'The Speckled Band'. নামে টকি হলেও দুর্বল অভিনয় আর স্ক্রিপ্টের জন্য সিনেমাটি একেবারেই চলেনি। উল্লেখযোগ্য বলতে ডা রয়লেটের চরিত্রে লিন হার্ডিং-এর দুরন্ত অভিনয়। মাসি পরবর্তীকালে মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমান এবং 'The Scarlet Pimpernel', 'The Prisoner of Zenda', 'Arsenic and Old Lace'-এর মতো ক্লাসিক সিনেমায় ভিলেনের ভূমিকায় অভিনয় করে মনোরঞ্জন করেন। ১৯৩১ সালেই আর্থার ওন্টার 'The Sleeping Cardinal'-এ শার্লকের রূপ নেন। আর্থারকে দেখতে অবিকল প্যাগেটের হোমসের মতো ছিল। ১৯৩৪ সালে *The Private Life of Sherlock Holmes*-এর লেখক ভিনসেন্ট স্টারেট তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখছেন, 'আমাদের সময়কালে আর্থার ওন্টারের চেয়ে ভালো হোমসের কথা কারো জানা নেই।' স্বয়ং ডয়েল অনেক আগেই অবশ্য বলেছিলেন তিনি হোমসের সঙ্গে ওন্টারের মিল খুঁজে পান, কিন্তু ওন্টারের অভিনয় দেখার সুযোগ তাঁর হয়নি। সিনেমায় ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ইয়ান ফ্লেমিং নামে এক অভিনেতা, যিনি জাতে অস্ট্রেলীয় এবং জেমস বন্ড-এর লেখক নন। ওন্টারের জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে পরবর্তী সাত বছরে

তাঁকে হোমস সাজিয়ে আরও পাঁচটি ছবি তৈরি হয়। তবে ফ্লেমিং-এর ওয়াটসন প্রায় প্রতিটি ছবিতেই কমিক রিলিফ তৈরি করত। ওয়াটসনকে তিনি প্রায় ভাঁড়ে পরিণত করেন।

জন ব্যারিমোরের হোমস

১৯৩০-এর দশকে এই ব্রিটিশ আইকন জার্মানিরও মন জয় করে এবং শার্লক হোমসকে নিয়ে 'Die Grave Dame' এবং 'Der Hund von Baskerville' মুক্তি পায়। শেষ ছবিটিতে হোমসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন খাঁটি আর্যরক্ত সম্ভূত ব্রুনো গুটনার। হিটলার যখন বারগফে তাঁর কুখ্যাত 'ইগলের বাসা'-য় ডেরা বেঁধেছিলেন, তখন প্রায়ই ডিনারের পর তিনি এই ছবিটি দেখতেন। এটিই বাস্কারভিলের কাহিনির প্রথম 'টকি' রূপ যা ইংরেজি বাদে অন্য কোনো ভাষায় তৈরি হয়েছিল। এ ছবির দুই বছর পরেই ১৯৩৯-এ মুক্তি পেল টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স প্রযোজিত 'The Hound of the Baskervilles' যা হোমস সিনেমার ইতিহাসে এক মাইলফলক স্থাপন করল।

হোমসের রেডিয়ো সম্প্রচারে অরসন ওয়েলস (১৯৫৪)। হোমস সেজেছিলেন জন গিলগুড

T.me/Boi_Pori_Choy

বেসিল রাথবোন ছিলেন রোমান্টিক নায়ক। ওল্টার যখন পর্দায় এস্ট্যাবলিশড হোমস, সে-অবস্থায় রাথবোনকে শার্লক বানানো আত্মহত্যার শামিল। তবু ফক্স সে-ঝুঁকি নিল। ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিনয় করলেন নাইজেল উড। এই জুটি আজও বহু হোমসপ্রেমীর কাছে শার্লক-ওয়াটসন জুটির শেষ কথা। ছবিটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। একে তো মূল উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য বিন্দুমাত্র চ্যুত হয়নি, দ্বিতীয়ত গোটা কাহিনির প্রেক্ষাপট পিছিয়ে সেই উনবিংশ শতকে নিয়ে যাওয়া হল। এর আগে প্রতিটি ছবিতেই হোমসকে টেনে বর্তমান বিশ্বে নিয়ে আসা হয়েছিল। দারুণ একটা স্ক্রিপ্ট হাতে পেয়ে রাথবোন পর্দায় হোমস চরিত্রটির সংজ্ঞা বদলে দিলেন। আফ্রিকায় জন্ম, ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুলের মেধাবী ছাত্র রাথবোন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবেও যুদ্ধ করেন। হোমসের ভূমিকায় অভিনয়ের আগে তিনি চুটিয়ে অভিনয় করেছেন মঞ্চে ও নির্বাক চলচ্চিত্রে। রাথবোনের সেরা অভিনয় কিন্তু টকিতেই। তাঁর অভিনীত হোমসকে দেখেই দর্শক বুঝতে পারেন আগেরগুলো কেমন যেন দানা বাঁধেনি। এতদিনে ঠিক হোমসকে পাওয়া গেছে। রাথবোনের অন্যরকমের সৌন্দর্য, গম্ভীর উচ্চারণ, ঔদ্ধত্যের মধ্যে মানবিকতার রেশ তাঁকে সোজা বইয়ের পাতার হোমসকে পর্দায় নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। দর্শক যেন টাইম মেশিনে চেপে সোজা পাড়ি দিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতকের লন্ডনে। রাথবোনের মতো নাইজেল ব্রুসও তাঁর অভিনয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর আগে ওয়াটসন ছিল একমুখী, ভাঁড় টাইপ চরিত্র। ব্রুসের কমিক টাইমিং ওয়াটসনের চরিত্রটি অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত এবং হোমসের মতো প্রায় ভগবান চরিত্রের পাশে একেবারে পাশের বাড়ির ডাক্তারবাবুর মতো করে তোলেন। দুজনের এই বৈপরীত্যই রাথবোন-ব্রুসের জুটিকে হোমস-ওয়াটসন জুটির মতোই অমর করে দেয়। হাউন্ড-এর সাফল্যে উৎসাহিত ফক্স (পান সজ্ঞানে করা হল) সেই বছরই এই দুটি নিয়ে 'The Adventures of Sherlock Holmes' নামে আরও একটি সফল ছবি প্রযোজনা করেন। ফক্সের ফ্র্যাঞ্চাইজির এখানেই ইতি।

T.me/Borno_Porichoy
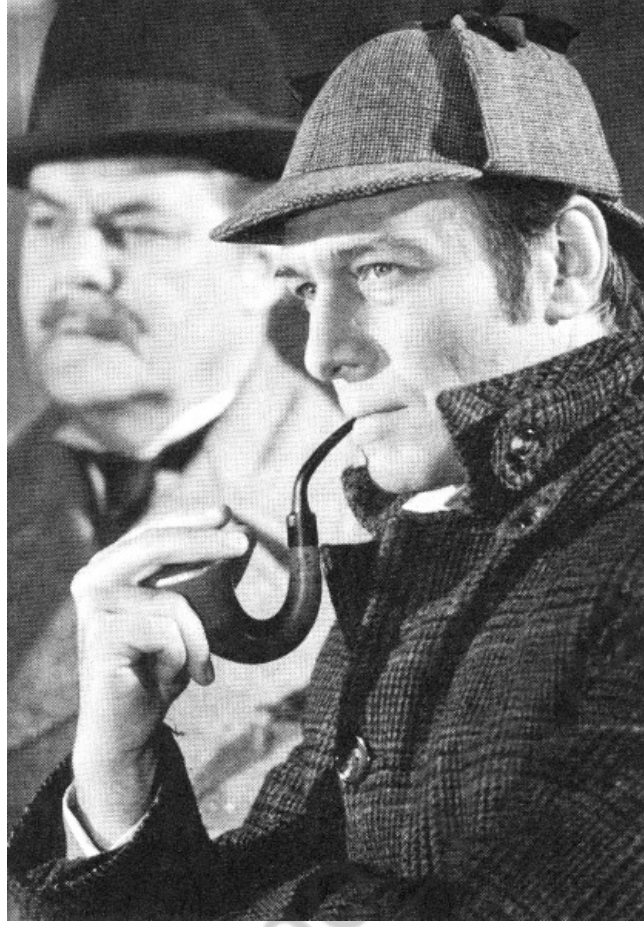
হোমসের ভূমিকায় ক্রিস্টোফার প্লামার

T.me/Bornomala...oy

বাস্টার কিটন অভিনীত 'Sherlock Jr.' ছবির পোস্টার

শার্লক ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব এবার নেন ইউনিভার্সাল। বেসিল রাথবোনকে শার্লক করে ১৯৪২-৪৬ পর্যন্ত বারোটি ছবি বানায় তাঁরা। তবে তাঁদের হোমসে ডয়েলের মূল কাহিনির ছায়া খুব কমই ছিল। শার্লককে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে এনে তাঁকে দিয়ে এমনকী জার্মানি বিরোধী প্রোপাগান্ডাও করানো হয়। 'The Secret Weapon' সিনেমার শেষে হোমসের দীর্ঘ বক্তৃতা দেখলে তাঁকে বেশ অচেনাই লাগে। তবু রাথবোন-ব্রুশ জুটির জন্যই 'Sherlock Holmes Faces Death', 'Spider Woman', 'The Secret Claw' বা 'The Pearl of Death' ছবিগুলি দেখা যায়। ধীরে ধীরে রাথবোনের মধ্যে সেইসব লক্ষণ দেখা যেতে লাগল, যা এককালে ডয়েলের মধ্যেও দেখা গেছিল। যে হোমসের কারণে তাঁর অর্থ-খ্যাতি-যশ, সেই হোমসকেই ধীরে ধীরে ঘৃণা করতে শুরু করলেন রাথবোন। বলতে লাগলেন, 'হোমসের কোনো আবেগ নেই, না আছে ভালোবাসা, না পায় দুঃখ। এমন চরিত্রে অভিনয় করলে আমার অভিনেতাসত্তা খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে।' তাঁর মনে হল তিনি এতটাই জুড়ে যাচ্ছেন হোমসের সঙ্গে যে কিছুদিন পর অন্য কোনো ভূমিকায় আর তাঁকে ভাবা হবে না। ১৯৪৬-এ তাই তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি আর 'হোমস' সাজবেন না। ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। হোমসের ডিয়ারস্টকারে এতটাই ঢুকে গেছেন রাথবোন, যে অন্য সব দরজা তাঁর জন্য বন্ধ। বাকি জীবনটা মঞ্চে, টিভিতে আর রেডিয়োতে হোমস সেজেই দিন গুজরান করতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯২৬ সালে জন লোগি বেয়ার্ড যখন টেলিভিশন নামে অদ্ভুত এক যন্ত্রের ডেমো দিলেন, তখন অনেকেই

একে বাচ্চাদের খেলনার চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারেননি। দশ বছরের মধ্যে আমেরিকার ঘরে ঘরে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠল এটি। টিভি সিরিজ, সোপ অপেরা মানুষকে এঁটে দিল বোকাবাক্সের সামনে। ঠিক যেমন আজকেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। ১৯৪৯ সালে Your Show Time-এ সম্প্রচারিত হল 'The Speckled Band'— টিভিতে প্রথম শার্লক। শার্লক সাজলেন অ্যালান নেপিয়ার।

'Sherlock Holmes in New York' ছবিতে রজার মুর

এদিকে পঞ্চাশের দশকে বি বি সি-ও নিজেদের রেডিয়ো চ্যানেলে নিয়মিত সম্প্রচার করতে লাগল ডয়েলের লেখা হোমসের নানা অভিযান। এইসব রেডিয়ো নাটকে শার্লকের ভূমিকায় একমেবাদ্বিতীয়ম ছিলেন কার্লটন হবস। ১৯৬৯ পর্যন্ত তাঁর হোমস আর নরমান শেলির ওয়াটসন শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে। আজও হোমসের রেডিয়ো সিরিজের মধ্যে বি বি সি-রটাই সেরা বলে মনে করা হয়। অবশ্য রেডিয়োতে হোমসের প্রথম গলা স্বয়ং উইলিয়াম গিলেটের। ১৯৩০ সালের ২০ অক্টোবর লাক্স রেডিয়ো থিয়েটার থেকে গিলেটের Sherlock Holmes-এর রেডিয়োরূপ সম্প্রচারিত হয়েছিল। ১৯৩৮-এ RKO-র রেডিয়ো সম্প্রচারে 'সিটিজেন কেন' খ্যাত অরসন ওয়েলস শার্লকের ভূমিকায় কণ্ঠদান করেন। অবশ্য ওয়েলস-এর গলা আবার শার্লক সিরিজে শোনা যায় ১৯৫৪ সালে। বি বি সি ও আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি যৌথভাবে একটি শার্লক সিরিজ শুরু করেন। তাতে শার্লক ছিলেন জন গিলগুড, ওয়াটসন র‍্যালফ রিচার্ডসন এবং মরিয়ার্টির ভূমিকায় অরসন ওয়েলস-এর কণ্ঠ আবার শোনা যায়।

এখনও অবধি ইংরেজি ভাষায় সাড়ে সাতশোরও বেশি হোমস 'রেডিয়ো নাটক' সম্প্রচারিত হয়েছে তবে ইদানীংকালে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত বি বি সি-র রেডিয়ো সিরিজ আগেরটিকেও ছাপিয়ে গেছে বলে বহু হোমসিয়ান মনে করেন। বার্ট কোউলেসের টানটান চিত্রনাট্য, ক্লাইভ মেরিসনের হোমস আর মাইকেল উইলিয়ামসের ওয়াটসন নিয়ে সে এক জমজমাট ব্যাপার। আবহতে এ সিরিজ নিঃসন্দেহে এক নম্বর। শুধু ডয়েলের ষাটটি কাহিনিই নয়, এ সিরিজে হোমসের উল্লিখিত নানা মামলা, যা ডয়েল লিখে যাননি, তাও নতুন করে লেখা হয়েছে। পরবর্তীকালে বহু সিনেমা ও টিভি সিরিজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সিরিজের চিত্রনাট্যের কাছে ঋণী।

ফিরে আসি টিভির আলোচনায়। অ্যালান নেপিয়ার বা পরবর্তীতে অ্যান্ড্রু অসবোর্ন কিংবা অ্যালান হুইটলি টিভিতে হোমসকে জনপ্রিয় করতে পারেননি। বাধ্য হয়ে CBS টেলিভিশন রাথবোনকে দিয়ে 'The Adventure of Black Baronet' বানালেন। রাথবোন ম্যাজিক তখন আর অবশিষ্ট নেই। অ্যালিন মোসবি তাঁর কলামে লিখলেন 'বেসিল

রাথবোনকে হোমস সাজালে ধরে নিতে হবে শার্লক হোমসের মৃত্যু ঘটেছে। রাথবোনের উচিত এবার সরে দাঁড়ানো।' মেনে নিলেন রাথবোন। বললেন, 'I never will portray Holmes again…' পর্দায় অন্যতম সেরা শার্লক হোমস তাঁর কথা রেখেছিলেন।

১৯৫৩ সালে হোমস সিরিজে নতুন রক্ত নিয়ে এলেন রন হাওয়ার্ড। বিখ্যাত অভিনেতা লেসলি হাওয়ার্ডের পুত্র রন গিল্ড ফিলমের হয়ে পরবর্তী দুই বছরে আধ ঘণ্টার ৩৯ টি এপিসোডে 'হোমস' সাজেন। ওয়াটসনের ভূমিকায় ছিলেন মারিওন ক্রফোর্ড। কম বাজেট থাকা সত্ত্বেও সিরিজটি দর্শকদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়নি। তবে হাওয়ার্ডের কাহিনির একটিও ডয়েলের মূল কাহিনি নয়— প্যাস্টিশে।

১৯৫৯ সালে হ্যামার ফিলম প্রথমবার রঙিন শার্লক হোমস বানানোর পরিকল্পনা নেন। এ কাজে সেরা হবে সেই কাহিনি, যাতে দৃশ্যরূপ দুর্দান্ত হবে। স্বভাবতই 'The Hound of the Baskervilles'-কে বাছা হল। পুরোনো কোনো হোমস অভিনেতাকে দিয়ে কাজ না করিয়ে একেবারে নতুন মুখ পিটার কুশিংকে হোমস চরিত্রে নির্বাচন করা হয়। কুশিং ছোটো থেকে হোমসভক্ত। তাঁর কাছে 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনের সবকটি পুরোনো সংখ্যা ছিল। এ সুযোগ আসতেই তিনি লুফে নিলেন। কুশিংকে হোমস বানানো যে লাভজনক ছিল, তা শুটিং-এর সময়ই বোঝা যায়। গোটা হোমস ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। প্রতিটি ম্যানারিজম চেনা— ফলে চিত্রনাট্যে ছোটো ছোটো পরিবর্তন করে তিনি হোমসকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। হোমস তাঁর সব চিঠিপত্র ম্যান্টলপিসে ছুরি বিঁধিয়ে রাখতেন। মূল চিত্রনাট্যে তা ছিল না। গোটাটাই কুশিং-এর অবদান। ওয়াটসনের ভূমিকায় আদ্রেঁ মোরেলও দারুণ অভিনয় করেন। কিন্তু ছবিটি বক্স অফিসে মার খায়। যত দিন যায় ছবিটির চাহিদা বাড়ে। এখন এটি রীতিমতো কাল্ট ক্লাসিকে পরিণত।
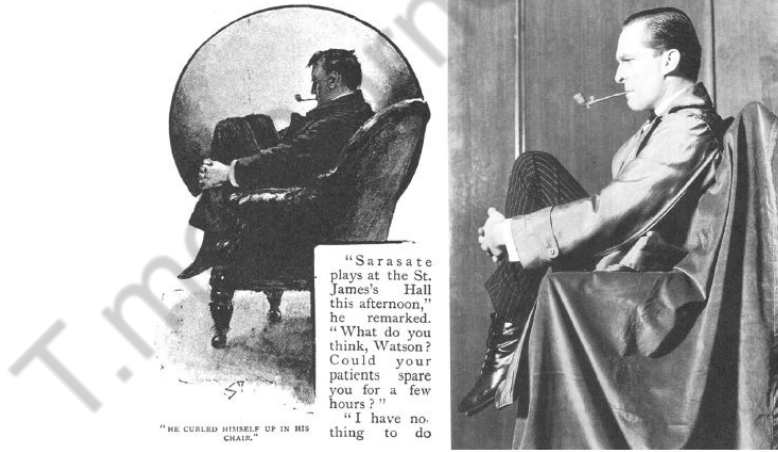
প্যাগেটের ছবি অবলম্বনে হোমসরূপী জেরেমি ব্রেট

ষাটের দশকের শুরুতেই জার্মান ভাষায় 'Sherlock Holmes und das Halsband des Todes' নামে একটি ছবি তৈরি হয়। ছবিটিতে উল্লেখযোগ্য বলতে শার্লকের ভূমিকায় ড্রাকুলা খ্যাত ক্রিস্টোফার লি-র অভিনয়। ১৯৬৪-তে বি বি সি আবার মূল হোমস কাহিনিগুলো নিয়ে নতুন একটি সিরিজের কথা ভাবেন। তেরোটি এপিসোড। প্রতিটি পঞ্চাশ মিনিটের। হোমসের ভূমিকায় অভিনেতা ডগলাস উইলমার আর ওয়াটসন নাইজেল স্টক। এই দু-জনের জুটি বেশ জমে গেছিল। উইলমার, হোমসের চরিত্রের অন্ধকার দিকে আলো ফেলেন আর স্টক, এই প্রথমবার ওয়াটসনকে মজার চরিত্র থেকে সিরিয়াস চরিত্রে উন্নীত করেন। কিন্তু বি বি সি প্রতিটি আলাদা আলাদা চিত্রনাট্যকার, পরিচালক রাখায়

উইলমারের অসুবিধা হতে থাকে। অনেক সময় তিনি নিজেই স্ক্রিপ্টে পরিবর্তন করতে থাকেন। পরিচালকের সঙ্গে ঝামেলা বাধে, ব্যাপারটা এতদূর গড়ায় যে প্রথম 'সিজন' শেষ হওয়ামাত্র উইলমার ঘোষণা করেন তিনি আর হোমস চরিত্রে অভিনয় করবেন না।

বি বি সি কিন্তু এই সিরিজ থামানোর কথা ভাবছিল না। তাঁরা পিটার কুশিং-কে নায়ক করে ১৯৬৮-তে শার্লকের দ্বিতীয় সিজন বানালেন। দুঃখের বিষয় উইলমারের সমস্যাগুলো কুশিং-ও ভোগ করলেন এবং সিরিজটি আর এগোল না।

ষাট ও সত্তরের দশকে হোমসকে থিম রেখে বিভিন্ন সিনেমা তৈরি হতে থাকে। ১৯৬৫ তে জন নেভিল অভিনীত 'A Study in Terror'-এ হোমসের মোকাবিলা হয় জ্যাক দ্য রিপারের সঙ্গে। ১৯৭৯-তে নির্মিত 'Murder by Decre'-তে আবার জ্যাক দ্য রিপার ফিরে আসেন হোমসের নেমেসিস হয়ে। 'Sound of Music' খ্যাত ক্রিস্টোফার প্লামার হোমসের ভূমিকায় ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা ভালো স্বয়ং জেরিমি ব্রেট একে তাঁর দেখা সেরা হোমস চরিত্রায়ণ বলেছেন। ছবিতে লেস্ট্রেডের চরিত্রে ডেভিড হেমিংসের অভিনয় মনে রাখার মতো। সত্তরের দশকের শুরুই হয় বিলি ওয়াইল্ডারের বহু চর্চিত ছবি 'The Private Life of Sherlock Holmes' দিয়ে। অনবদ্য পোস্টার এঁকেছিলেন পাল্প ছবির সম্রাট রবার্ট ম্যাকগিনেস। হোমসের ভূমিকায় ছিলেন রবার্ট স্টিফেনস। ছবির শুটিং চলার সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, পরিচালকের সঙ্গে ঝগড়া, স্ত্রী ম্যাগি স্মিথের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের আশঙ্কা— একদিন তো তিনি ঘুমের ওষুধ আর হুইস্কি খেয়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন। ছবির দুর্বল, ভীরু হোমসের সঙ্গে স্টিফেনসের চরিত্র বেশ খাপ খেয়ে গেছিল। এ ছবিতে ওয়াইল্ডার একটি দুঃসাহসী কাজ করেন। তিনি হোমস-ওয়াটসনের সম্পর্কে সমকামিতার আভাস দেখান। একদল বামন, লক নেস দানব — সব মিলিয়ে এ ছবি ওয়াইল্ডারের ভাষায় 'ট্র্যাজেডিও নয়, আবার কমেডিও নয়।' এত বছর পেরিয়ে ছবিটি হোমসপ্রেমীদের কাছে কাল্ট ছবির মর্যাদা পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে ইউনিভার্সাল পিকচার নিকোলাস মেয়ারের বেস্ট সেলার 'Seven Percent Solution'-কে চলচ্চিত্রায়িত করার পরিকল্পনা করেন। শার্লক চলচ্চিত্রে এমন তারকা সমাবেশ আগে খুব কমই হয়েছে। হোমস-নিকল উইলিয়ামসন, ওয়াটসন-রবার্ট ডুভেল, মরিয়ার্টি-লরেন্স অলিভেয়ার, ফ্রয়েড-অ্যালান আর্কিন, আইরিন-ভেনেসা রেডগ্রেভ। সেই প্রথম পর্দায় হোমসের ড্রাগের প্রতি আকর্ষণের ফ্রয়েডীয় কারণ ব্যাখ্যা করা হল। কিন্তু এ সত্ত্বেও রিলিজমাত্র বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ল ছবিটি। হোমসের কোনো ছবি আগে এতটা ফ্লপ করেনি। তবু সমালোচকরা ছবিটির প্রশংসা করেন। ডিয়ারস্টকার আর পাইপের বাইরেও যে এক হোমস আছেন, এ সিনেমায় তা প্রমাণিত।

১৯৭৮ সালে পিটার কুক 'The Hound of the Baskervilles'-এর একটি কমেডি 'ভার্সান' বানান। অভিনয়ের জন্য ব্রিটেনের সেরা কমেডি অভিনেতাদের একত্র করা হয়। ছিলেন ডেনহোম এলিয়ট, জোন গ্রিনউড, আইরিন হ্যান্ডল, টেরি টমাস, ম্যাক্স ওয়াল, কেনেথ উইলিয়ামস, রয় কিনার, পেনিলোপ কিথ, প্রুনেলা স্কেলের মতো বাঘা বাঘা কমেডিয়ানরা। হোমস সেজেছিলেন পিটার কুক আর ওয়াটসন, ডাডলি মুর। ফলাফল যা হয়েছিল তা মারাত্মক! কেনেথ উইলিয়ামস একে 'hotch-potch of rubbish' বলে উল্লেখ করেন। পত্রপত্রিকায় সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। 'Awful', 'Grimpen mire of comic enervation', 'truely awful' বিশেষণে আখ্যাত হয় ছবিটি। ইহুদি হোমস আর ওয়েলসবাসী ওয়াটসনকে নিয়ে ছবি তৈরির সাহস আর কেউ দেখাননি। অবশ্য হোমসকে আশ্রয় করে কমেডি এর আগেও হয়েছে। মার্ক্স ব্রাদার, লরেল অ্যান্ড হার্ডি, থ্রি স্টুজেস, অ্যাবট ও কস্টেলো— সবাই হোমস থিমে কমেডি ছবি বানিয়েছেন। তবে সেরা বোধ হয়

TheBongoPolitics

বাস্টার কিটনের ১৯২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি Sherlock Jr— যদিও নাম ছাড়া ছবিতে কোথাও শার্লক নেই।

কমেডি না হলেও বেশ মজার ছবি ছিল ১৯৭৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত Sherlock Holmes in New York. হোমসের ভূমিকায় জেমস বন্ড খ্যাত রজার মুর এবং ওয়াটসন, প্যাট্রিক ম্যাকনি। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স প্রযোজিত এই ছবিটি শুরু হয়েছিল বন্ড মুভি 'The Man with a Golden Gun'-এর পরে পরেই (১৯৭৪)। কিন্তু ছবির মাঝে মুর উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন, তাই ছবিটি বানাতে দীর্ঘ সময় লাগে। এ ছবিতে কিছু কিছু ব্যাপার হোমসিয়ানদের দারুণ লাগবে। এখানেই প্রথম হোমস নিজের পুরো নাম উইলিয়াম শার্লক স্কট হোমস নিজের মুখে উচ্চারণ করেন। ছবিতে আইরিনের সঙ্গে তাঁদের প্রেম ও সন্তানের কথাও রয়েছে। সিনেমায় এ সন্তান শার্লকের তা সরাসরি বলা হয়নি। তবে অবিবাহিত আইরিনের সন্তানের নাম স্কট এবং সে-ভূমিকায় অভিনয় করে জেফ্রি মুর— রজারের নয় বছরের সন্তান। বুঝ লোকে যে জান সন্ধান। সত্তরের দশকে অন্য উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে জন ক্লিস ও আর্থার লো অভিনীত 'The Strange Case of the End of Civilization as We Know It' এবং ভাসিলি লিভানভের 'Priklyucheniya Sher looka Kholmsa i doktora Vastona'-র নাম করা যায়। দ্বিতীয়টির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের টিভি সিরিজ হিসেবে হোমসের ন-টি কাহিনিকে চলচ্চিত্রায়িত করা হয়। ইংরেজি বাদে অন্য যেকোনো ভাষায় আজ অবধি যত হোমস চলচ্চিত্র হয়েছে, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে লিভানভের হোমস সেরা। অনেকে আবার ব্রেটের আগেও লিভানভকে রাখেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত গ্রানাড সিরিজের মধ্যেও এই সিরিজের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভ্লাদিমির দাসকেভিচের থিম মিউজিক হোমস আবহের মধ্যে অমরত্ব লাভ করে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলেন লিভানভ নিজে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ডয়েলের গল্প নিয়ে অনেক ছবি হয়েছে। আমাদের আগে এবং পরে। কিন্তু একমাত্র আমাদের চরিত্ররাই সবচেয়ে মানবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য। তাই ব্রিটিশরাও বিশ্বাস করে শার্লকের সেরা ইউরোপীয় চিত্রায়ণ আমরাই করেছি।' খুব একটা ভুল বলেননি তিনি।

আশির দশক হোমসের দশক। শুরুতেই আমেরিকার প্রযোজক সাই ওয়েনট্রাউব হোমস চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ব্রিটেনের অন্যতম সেরা অভিনেতা ইয়ান রিচার্ডসনকে অনুরোধ করেন। রিচার্ডসন দারুণ অভিনেতা ছিলেন, দেখতে হোমসচিত, কিন্তু 'The Sign of the Four' এবং 'The Hound of the Baskervilles'-এ তিনি কিছুতেই ডিয়ারস্টকার আর পাইপের বাইরে হোমসের আইকন ছেড়ে বেরোতে পারছিলেন না। এমন সময় এক খবর এল যা গোটা প্রজেক্টকে ঠান্ডাঘরে ঢুকিয়ে দিল।

TheBongBoi/Boirchoy

সত্যজিতের লেখায় গ্রানাডা হোমস

ডয়েলের মূল লেখার চিত্ররূপ হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রানাডা টেলিভিশন ও ITV-র 'The Adventure of Sherlock Holmes'. গোটা সিরিজটি সিনেমার ধাঁচে তোলা হলেও দেখানো হয়েছিল টেলিভিশনে। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এ চিত্রায়ণ দেখে। তাঁর 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা' শুরুই হয়েছে এভাবে— টিভিতে শার্লক হোমস দেখে ফেলুদা মুগ্ধ। বলল 'একেবারে বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে হোমস আর ওয়াটসন।' ১৯৮৭-তে লেখা এই গল্পে যে গ্রানাডা সিরিজেরই উল্লেখ আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব কিছুর জন্য দায়ী সেবাস্টিয়ান ফ্লাইটের টেডি বিয়ারটি। ১৯৮১-গ্রানাডা টেলিভিশন 'Brideshed Revisited' নামে একটি টিভি সিরিজ বানায়। টিভির মূল কাহিনি ১৯৩০ সালে ইভিলিন ওয়া-র একটি উপন্যাস থেকে নেওয়া। প্রচারমাত্র সিরিজটি এবং সিরিজের মূল চরিত্র সেবাস্টিয়ানের টেডি এত জনপ্রিয় হয়, যে ইন্ডিপেনডেন্ট ছবি বানানো ITV-ও ভাবতে থাকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে কোনো ক্লাসিক বানানো যায় কি না। এদিকে ১৯৮০ সালে, ডয়েলের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর হোমসের সব কাহিনি কপিরাইট মুক্ত হয়। গ্রানাডার প্রযোজক মাইকেল কক্স ঘোষণা করেন ডয়েলের কাহিনিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে গোটা হোমসকে রঙিন বানিয়ে নতুন প্রজন্মের জন্য পর্দায় আনবেন। এ খবর

T.me/Boi_porichoy

শুনে রিচার্ডসন সঙ্গেসঙ্গে জানান তিনি আর শার্লক করবেন না। কারণ তাঁর মতো ব্যস্ত মানুষের পক্ষে শুধু শার্লকে আটকে থাকা সম্ভব নয়। অনেকদিন পরে ২০০০ সালে বি বি সি যখন ডা বেল ও কোনান ডয়েলকে নিয়ে 'Murder Rooms' সিরিজ করেন, সেই সিরিজে ডা বেল সেজে ফিরে আসেন রিচার্ডসন।

ডিজনির ছবি The Great Mouse Detective -এর দৃশ্য

গ্রানাডা সিরিজের শার্লক হোমস বিজ্ঞাপিত হল 'The Definitive Sherlock Holmes' নামে। হোমস হিসেবে কাকে নেওয়া হবে সে নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছিল। অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজ আর জেরেমি আয়রনের মধ্যে কাকে নেওয়া হবে, তা নিয়ে যখন তর্ক তুঙ্গে হঠাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেভিড প্লাউরাইট বলে বসেন 'জেরেমি ব্রেটের মতো কাউকে নিলে কেমন হয়?' জেরেমি হাগিংস ব্রেটের জন্ম ১৯৩৩ সালে (যে বছর রেজিনাল্ড ওয়েন 'A Study in Scarlet'-এ শার্লকের ভূমিকায় অভিনয় করেন)। ন্যাশনাল থিয়েটারের এই অভিনেতা আগেও টিভিতে ডোরিয়ান গ্রে, লর্ড বায়রন আর ম্যাক্সিম ডি উইন্টারের ভূমিকায় দাপিয়ে অভিনয় করেছেন। হোমস চরিত্রটি পাওয়ার পর তিনি চরিত্রটির মধ্যে ডুবে যান। অসামান্য সুদর্শন ব্রেট ছেলেবেলায় তোতলা ছিলেন। মাসের পর মাস পরিশ্রমে নিজের উচ্চারণ শুদ্ধ করেছিলেন তিনি। এবার আবার পরিশ্রম শুরু করলেন নিজের ইটনিয়ান উচ্চারণ ভেঙে হোমসের অক্সব্রিজ উচ্চারণ আয়ত্ত করতে। হোমস কাহিনিতে অভিনয় তাঁর সেই প্রথম নয়। ১৯৮০ সালে মঞ্চে চার্লটন হেস্টনের 'The Crucifer of Blood' নামের হোমস নাটকে ব্রেট ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু শার্লক হোমস সাজার জন্য জন্ম যার, তাঁর কি ওয়াটসন সেজে থাকলে চলে? হোমসের একাকীত্ব, পাগলামো, দুষ্টুমি, ভঙ্গুর দশা, আর বিপদে ইস্পাতকঠিন স্নায়ু ব্রেট যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার জবাব নেই। তাঁর উদ্যোগেই প্রতিটি এপিসোডে এমন কিছু ফ্রেম রাখা হত, যেগুলো দেখলে মনে হয় তাঁরা যেন 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনে সিডনি প্যাগেটের আঁকা থেকে সরাসরি তুলে নেওয়া। ১৯৮৪ থেকে ৯৪— এই দশ বছরে একচল্লিশটি এপিসোড সম্প্রচারিত হয়। মূলত প্রত্যেকটিই পঞ্চাশ মিনিটের, তবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এপিসোডের সময়কাল দ্বিগুণ করা হয়েছে ('The Hound of the Baskervilles'). তবে এই সবকটি এপিসোডই যে সমান গুণমানসম্পন্ন তা বলা যায় না। প্রথমদিকের বাজেট শেষ দিকে অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। 'Lady Frances Carfax'-এর অকুস্থল সুইজারল্যান্ডের বদলে হয়েছে লেক ডিস্ট্রিক্ট। শেষ ক-টি এপিসোডের সঙ্গে মূল লেখার এতটাই পার্থক্য যে সেগুলো আসল গ্রানাডা সিরিজ নাকি সন্দেহ হয় ('The Eligible Bachelor' বা 'The Last Vampyre'). তা সত্ত্বেও প্রতিটি এপিসোডের ইউ এস পি জেরেমি ব্রেটের অভিনয়।
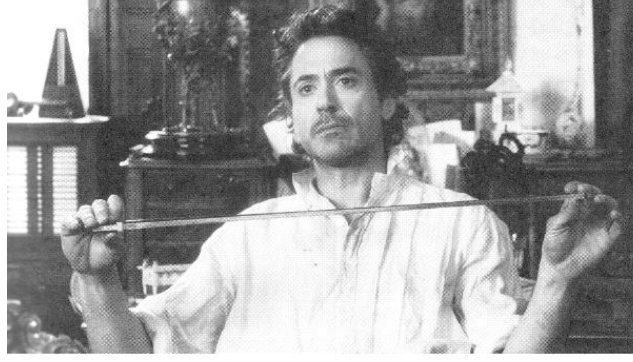
রবার্ট ডাউনি জুনিয়র অভিনীত Sherlock Holmes-এর দৃশ্য

প্রথম তেরোটি এপিসোডে তাঁর সঙ্গে ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ডেভিড বুর্কে। তাঁর সরল, অনুগত, মজাদার অথচ অন্তর্বুদ্ধিসম্পন্ন ওয়াটসন গতানুগতিকতার বাইরে এক অভিনবত্ব আনে। কিন্তু প্রথম 'সিজন' শেষ হওয়ার পরই বুর্কের একটি সন্তান হয়। পরিবারকে সময় দিতে তিনি ওয়াটসনের রোল থেকে পিছিয়ে আসেন। অবশ্য একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, 'ওয়াটসন চরিত্রে খুব বেশি অভিনয়ের সুযোগও নেই। হা ভগবান! হোমস তুমি কীভাবে এটা করলে?— এই এক কথা কতবার, কতভাবে বলা যায়?'

Sherlock-এ বেনেডিক্ট কাম্বারবাখ ও মার্টিন ফ্রিম্যান

বুর্কে না বলার পর প্রযোজকরা বেশ বিপদে পড়লেন। পরে বুর্কেরই কথায় এডওয়ার্ড হার্ডউইককে ওয়াটসন চরিত্রে নেওয়া হল। হার্ডউইক তো বুর্কের থেকে খারাপ অভিনেতা ননই, বরং কোথাও কোথাও হোমসকেও ছাপিয়ে গেছেন। নাইজেল ব্রুসের ছত্রছায়া থেকে প্রথম ওয়াটসনকে বের করে আনেন এই দুই অভিনেতাই। সিরিজের অন্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রে ছিলেন, মিসেস হাডসন-রোজি উইলিয়ামস, লেস্ট্রেড-কলিন জিভনস, মাইক্রফট হোমস-চার্লস গ্রে (Seven Percent Solution-এও একই ভূমিকায় ছিলেন তিনি) এবং মরিয়ার্টি-এরিখ পোর্টার। এই সিরিজের চাহিদা এতটাই ছিল যে সেরা ব্রিটিশ অভিনেতারা এতে অভিনয় করতে চাইতেন। চেরিল ক্যাম্পবেল, রবার্ট হার্ডি, রয় হাড

থেকে তরুণ জুড ল— সবাই একবার হলেও মুখ দেখিয়েছেন। জুড ল অবশ্য জানতেন না বেশ কিছু পরে তাঁর মুখ ওয়াটসনের মুখ হয়ে উঠবে।

সিরিজ যত এগোতে লাগল, ব্রেট তত বেশি শার্লকের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকলেন। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। বাইপোলার ডিসঅর্ডারের রোগী ব্রেটের মধ্যেও শার্লকের মতো একধরনের পাগলামো কাজ করত। ১৯৮৫তে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পাকাপাকি ডিপ্রেশনের শিকার হন। তাঁর হৃদযন্ত্র দুর্বল হতে থাকে। বন্ধু রবার্ট স্টিফেনসের (Private Life of Sherlock Holmes-এর হোমস) অনুরোধ সত্ত্বেও প্রচুর ওষুধ খেয়ে তিনি অভিনয় চালিয়ে যান। বেশ ক-বার সেটে অজ্ঞানও হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৯৯৫-এর সেপ্টেম্বরে তাঁর হৃৎপিণ্ড চিরকালের মতো থেমে যায়। মারা যাওয়ার তিনদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'হোমস আমার জীবনে অভিনীত কঠিনতম চরিত্র। হ্যামলেট বা ম্যাকবেথের চেয়েও। হোমস আমার কাছে চাঁদের অন্ধকার দিক— এ বড্ড বিপজ্জনক চরিত্র।'

চয়নিকা চিত্রমন্দিরের
নিবেদন

জিঘাংসা

চরিত্র চিত্রণে

● মঞ্জু দে
রমলা চৌধুরী
করুনা সরকার
সুলতা ঘোষ
পুষ্প দেবী
● কমল মিত্র
● কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
● সন্তোষ সিংহ

● শিশির বটব্যাল (এঃ)
গৌতম মুখোপাধ্যায়
বীরেন চট্টোপাধ্যায়
ধীরাজ দাস
অবনী গঙ্গোপাধ্যায় (এঃ)
পান্নালাল চক্রবর্তী
সরসী চট্টোপাধ্যায়
ও
● বিকাশ রায়

সংগীত পরিচালনা
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্রশিল্প, চিত্রনাট্য
ও পরিচালনা
অজয় কর

প্রযোজনা
চয়নিকা চিত্রমন্দির
ও
কিনে ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌

একমাত্র পরিবেশক
কিনেমা এক্সচেঞ্জ লিঃ

কাহিনী

হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ— পৈশাচিক অট্ট-হাসি জেগে ওঠে জলার ধারে অমাবস্যার রাতে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কে যেন চীৎকার করে ওঠে। রত্নগড়ের মহারাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ রায়ের মৃতদেহ পাওয়া যায় জলার ধারে—আর তারই পাশে দেখা যায় বড় বড় পায়ের ছাপ। এত বড় পায়ের ছাপ মানুষের ত' হতে পারে না···তবে কে সে? কে এই হত্যাকারী? কোন্ অশরীরী অতৃপ্ত আত্মার দুর্জ্ঞেয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ হোলো আজ?

রত্নগড়ের চলতি প্রবাদে জানা যায় চারপুরুষ আগে এক অত্যাচারী রাজা অমাবস্যার রাত্রে কোন এক সুন্দরী নারীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। নিজের সম্মান রক্ষার জন্য সেই নারী প্রাসাদের অলিন্দ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। লোকের বিশ্বাস আজও সেই রাজার প্রেতাত্মা নরকাগ্নির শিখা বুকে নিয়ে জলায় ঘুরে বেড়ায় এই রাজপরিবারের কারোর ওপরে

জিঘাংসা ছায়াছবির বুকলেট

আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন টিভি সিরিজে ক্যামিও হিসেবেও শার্লক হোমসকে দেখা যায়। Star Trek থেকে Magnum P.I.-এর মাপেট সবেতেই শার্লককে মুখ দেখাতে দেখি। গ্রানাডা Young Sherlock নামে একটি নতুন সিরিজ শুরু করে। বেকার স্ট্রিট ইরেগুলাররা মিলে ১৯৮৩তে বানায় 'The Baker Street Boys'. শিশুদের মধ্যে শার্লককে জনপ্রিয় করতে ১৯৮৪-৮৬তে পরপর তিনটি ছবি রিলিজ করে। প্রথমটি জনপ্রিয় স্কুবি-ডু-র শার্লক ভার্সন 'Sherlock Doo'. ১৯৮৫ তে স্টিভেন স্পিলবার্গ পরিচালনা করেন 'Young Sherlock Holmes' সিনেমাটির। ছবিতে হোমস (নিকোলাস রো) একটি টিন এজার। তাঁর সঙ্গে ওয়াটসনের আলাপ হয় স্কুলে। E.T. থেকে বাইক চড়ার দৃশ্যটি পুরোপুরি তুলে নিলেও সব মিলিয়ে বেশ উপভোগ্য ছবি।

শিশু-চলচ্চিত্র হবে, আর ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি থাকবে না, তা হতেই পারে না। ১৯৮৬তে মুক্তি পায় 'The Great Mouse Detective'— হোমসকে অবলম্বন করে প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য অ্যানিমেশন ছবি। অ্যানিমেশনে হোমসকে প্রথম দেখা গেছে অবশ্য সেই ১৯৪৬ সালে। ডাফি ডাকের 'The Great Piggy Banks Robbery'তে হোমসের একটি ক্যামিও ভূমিকা ছিল। 'Great Mouse' সিনেমায় হোমসের ভূমিকায় মৃত বেসিল রাথবোনের গলা ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিতে শুধু তাঁর ছায়া দেখা যায়। আসল নায়ক ২২১ বি বেকার

স্ট্রিটের ইঁদুর বেসিল (ব্যারি ইঙ্গহ্যাম) এবং তাঁর সহকারী ডওসন (ভ্যাল বেটিন)। প্রসঙ্গত জানাই জাপানি অ্যানিমের প্রবাদপুরুষ হায়াকো মিয়াজাকিও ১৯৮৪ সালে একটি শিয়ালকে শার্লক ও ফক্স টেরিয়ারকে ওয়াটসন সাজিয়ে Meitantei Holmes বা বিখ্যাত গোয়েন্দা হোমস নামে একটি অ্যানিমেশন সিরিজ বানিয়েছিলেন। ১৯৯৯-২০০১ অবধি টিভিতে 'Sherlock Holmes in 22nd Century' সম্প্রচারিত হয়। এই অ্যানিমেশন চিত্রে এক বায়োলজিস্ট মরিয়ার্টির ক্লোনের সঙ্গে লড়াই করতে হোমসকে ফিরিয়ে আনেন। তাঁকে সাহায্য করতে ইনস্পেকটর লেস্ট্রেডের কমপাউন্ডারয়েড ডা ওয়াটসনের জার্নাল পড়ে তাঁর নাম, মুখ, গলার আওয়াজ এমনকী ম্যানারিজমও আয়ত্ত করে। অবশেষে ২০১০ সালে ওয়ার্নার ব্রাদারের কল্যাণে হোমসের সঙ্গে টম ও জেরির দেখা হয় 'Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes'-এ।

১৯৯০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত কোনো শার্লক হোমস দাগ কাটতে পারেনি। তবে চিনদেশে ফান আন লি-অভিনীত 'Fuermari yu Zhongguo Nuxia' (Sherlock Holmes in China) ছবিটি হোমস প্যাস্টিশের মধ্যে বেশ অন্যরকম। ২০০০-২০০২ অবধি টিভির জন্য ম্যাট-ফিউয়ার কানাডিয়ান টিভির জন্য বেশ কিছু হোমস কাহিনিকে চিত্রায়িত করেন।

২০০৯ সালে শার্লক চলচ্চিত্রের এই গতানুগতিকতায় পরিবর্তন এল। রবার্ট ডাউনি জুনিয়রকে শার্লক আর জুড ল-কে ওয়াটসন সাজিয়ে মুক্তি পেল 'Sherlock Holmes'. সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে ৫২৪০২৮৬৭৯ ডলার রোজগার করে। রবার্ট ডাউনি জুনিয়র সেরা অভিনেতা হিসেবে গোল্ডেন গ্লোব পান। তবে এখানে হোমস বড্ড বেশি অ্যাকশন করেন। কথায় কথায় জুজুৎসু, বক্সিং, তলোয়ার খেলা তাঁর অস্ত্র। মগজাস্ত্রের ব্যবহার কম। তাঁর শার্লককে বড্ড অচেনা ঠেকে। ওয়াটসনের চরিত্রে জুড ল একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। গোটা ছবি জুড়ে সে শুধু দৌড়ে বেড়ায় আর ওপরচালাকি করে। একমাত্র চরিত্রদের নাম ছাড়া ডয়েলের মূল লেখার সঙ্গে মিল সামান্যই। ২০১১-তে এর সিকুয়েল 'Game of Shadows'-ও আগেরটির পথেই হেঁটেছে। সিনেমায় হোমস বলছেন, 'Did you take a wrong turning somewhere?' ছবি দেখতে দেখতে দর্শক হিসেবে পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারদের বার বার এ প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়।

Sherlock সবার থেকে আলাদা। Sherlock অসামান্য। ২০১০ সালের ২৫ জুলাই বি বি সি-১-এ হার্স্টউড ফিলমের Sherlock সিরিজের প্রথম এপিসোড 'A Study in Pink' সম্প্রচারিত হওয়ামাত্র বিশ্ববাসী চমকে গেল। শার্লককে বর্তমান দুনিয়ায় আনার চেষ্টা আগেও হয়েছে। কিন্তু এভাবে! গোটা ঘটনার শুরু এক ট্রেনযাত্রায়। 'Doctor Who' সিরিজের লেখক এবং আদ্যন্ত হোমসপ্রেমী স্টিভেন মোফাট আর সার্ক গ্যাটিস গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে চেপে কার্ডিফ যাচ্ছিলেন। কথায় কথায় হোমসের প্রসঙ্গ ওঠে। গ্যাটিস বলেন হোমস চরিত্রটি বড্ড বেশি ডিয়ারস্টকার, পাইপ, হ্যানসম ক্যাব, লন্ডনের কুয়াশা আর জ্যাক দ্য রিপারের ফাঁদে পড়ে গেছে। লোকে মূল কাহিনি ভুলে এসব রেলিককেই হোমস হিসেবে ধরে নিচ্ছে। মোফাটেরও মনে হয় ডয়েল এই একবিংশ শতকের লন্ডনে বসে ডয়েল যদি শার্লকের গল্প লিখতেন তবে তা কেমন হত? হোমসের সঙ্গে জড়িত সবকটা নস্টালজিয়া ঝেড়ে ফেলে একেবারে তরতাজা হোমস— যেখানে শুধু কাহিনি প্রাধান্য পাবে, এমন করলে কেমন হয়? সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন বাদেই ২০০৬ সালের ৭ জানুয়ারি গ্যাটিস-মোফাট জুটিতে লন্ডনের শার্লক হোমস সোসাইটি তাঁদের বার্ষিক ডিনারে আমন্ত্রণ জানাল। নিজের বক্তৃতায় গ্যাটিস সবার সামনে হোমসকে অন্যভাবে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিলেন। হোমস সোসাইটি যথেষ্ট কট্টরপন্থী— তাই তাদের প্রভাবিত করা বেশ কঠিন। বক্তৃতার শেষে গ্যাটিস বললেন, 'হোমসকে অমর করতে চাইলে, তাঁকে

T.me/Boighar_Pdf

ভিক্টোরীয় জমানায় আটকে রাখলে চলবে না। তাঁকে নতুন করে বাঁচতে দিতে হবে।' আশ্চর্যজনকভাবে গ্যাটিসের এই পরিকল্পনা বিপুলভাবে সংবর্ধিত হয়। কিন্তু এ কাজ করবে কে? গ্যাটিস বলেন, 'Ladies and Gentleman, I give you Conan Doyle, Sherlock Holmes and Dr Watson. Forever.'

মোফাটের স্ত্রী লেখকদ্বয়কে হার্স্টউড ফিলমের প্রযোজক সু ভার্চুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। হোমসের ভূমিকায় বাছা হয় বেনেডিক্ট কাম্বারবাখকে। এর আগে 'Hawking' (২০০৪) বায়োপিকে স্টিফেন হকিং-এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু গ্যাটিস তাঁকে বাছেন ২০০৭-এর 'Atonement' ছবিতে পল মার্শালের ভূমিকায় দুরন্ত অভিনয়ের জন্য। ওয়াটসনের জন্য অনেকের অডিশন নেওয়া হলেও গ্যাটিস 'The Office' ডকুড্রামার অভিনেতা মার্টিন ফ্রিম্যানকেই বাছেন কারণ 'He has got everyman's face'— যে কেউ তাঁর মতো দেখতে হতে পারে। তাঁদের শার্লক চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁরা আগে সব শার্লককে শ্রদ্ধা জানালেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। 'Great Game'-এর গোলেম চরিত্রটি আনা হল 'The Pearl of Death' ছবি থেকে, 'Blind Banker'-এ জেনারেল শানের জিমন্যাসটিক খুনি স্পাইডারের উৎপত্তি ১৯৪৩ সালে রাথবোন অভিনীত 'The Spider Woman' ছবিটি। ফলে খাঁটি ডয়েলের কাহিনির সঙ্গে মিশেছে পরবর্তীর পাল্প ফিকশন। আর দুই মিলে তৈরি হয় দুরন্ত এক প্যাকেজ। মরিয়ার্টির চরিত্রেও অ্যান্ড্রু স্কটকে এনে বাজিমাত করেন গ্যাটিস-মোফাট। তরুণ, আইরিশ এবং সম্পূর্ণ 'সাইকো' চরিত্র হিসেবে মরিয়ার্টি কখনো কখনো হিথ লেজারের জোকারকে মনে করিয়ে দেন। গ্রানাডা সিরিজের পর অন্য কোনো শার্লক সিরিজ নিয়ে জনগণমনে এমন উত্তেজনা দেখা যায়নি। ২০১১ এবং ২০১৪ তে এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিজন হয়। চতুর্থ সিজনটি স্পেশাল। ২০১৬তে 'The Abominable Bride' নামে একটিমাত্র এপিসোড সম্প্রচারিত হয়। ২০১৭-র সিজনকেই তাই চতুর্থ সিজন ধরা হয়। এই সিরিজের শেষ এপিসোড 'The Final Problem' প্রচারিত হয় ১৫ জানুয়ারি, ২০১৭। ঠিকভাবে বিচার করলে শুরুর দুই সিজনের জনপ্রিয়তা কিংবা গুণ পরবর্তী সিজনগুলোতে বজায় রাখতে পারেননি গ্যাটিস-মোফাট জুটি। মূল ডয়েলের কাহিনিতে পাল্প এলিমেন্ট এত বেশি ঢুকেছে, যে মূল কাহিনি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে— অথচ শুরুতে এটাই তাঁদের ইউ এস পি ছিল।

২০১২ সালে শার্লক নিয়ে 'Elementary' নামে আরও একটি সিরিজ শুরু হয় মার্কিন টেলিভিশনে। প্রযোজক CBS. হোমসের ভূমিকায় জনি লি মিলার, একজন ড্রাগ অ্যাডিক্ট, যাঁকে তাঁর বাবা নেশা থেকে মুক্ত করতে চান। তাঁর দেখাশোনার জন্য তিনি জোন ওয়াটসন নামে এক ডাক্তারকে দায়িত্ব দেন। এখানে গোটা শার্লক কাহিনি লন্ডন থেকে তুলে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসা হয়েছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হয়েছে NYPD. সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন ওয়াটসন একজন মহিলা (লুসি লু)। দর্শকদের মধ্যে এটিও বেশ জনপ্রিয় হয় এবং ষষ্ঠ সিজনের শেষ এপিসোড সম্প্রচারিত হয়েছে গত ২১ মে, ২০১৭ তে।

২০১৫ সালে মিচ কুলিনের 'A Slight Trick of the Mind' অবলম্বনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে বানানো হয় 'Mr Holmes' ছায়াছবিটি। হোমসের ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রৌঢ় ইয়ান ম্যাককিলেন। কাহিনিতে হোমস নব্বই-পার-করা বৃদ্ধ— একা এবং প্রায়ই ভুলে যান। ওয়াটসন মারা গেছেন। ফলে হোমস চেষ্টা করছেন তাঁর শেষ কেসকে মনে করতে। ছবিটি দর্শক ও সমালোচক মহলে যথেষ্ট সমাদর পায়।

বাংলা ছায়াছবিতেও হোমস-এর ছায়া অনস্বীকার্য। ১৯৫১ সালে মুক্তি পায় বাংলা রহস্য চলচ্চিত্র 'জিঘাংসা'। পরিচালক অজয় কর এবং সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গোটা কাহিনি ডয়েলের 'The Hound of the Baskervilles'-এর অনুপ্রেরণায় নির্মিত। অভিনয়ে ছিলেন— গোয়েন্দা স্মরজিত সেন (শিশির বটব্যাল), ডাক্তার পালিত (কমল মিত্র), উদ্ভিদবিজ্ঞানী প্রফেসর গুপ্ত (বিকাশ রায়) এবং তাঁর বোন (মঞ্জু দে)। ছবিতে বাস্কারভিল পরিবারের নাম হয়েছে রত্নগড় রাজপরিবার। একই গল্প নিয়ে ১৯৬২-তে হিন্দিতে তৈরি হয় 'বিশ সাল বাদ'। অভিনয়ে ছিলেন বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, ওয়াহিদা রহমান, মদন পুরি। এ ছবির কঁহি দীপ জ্বলে কঁহি দিল, বেকরার করকে হামে, স্বপ্নে সুহানে— আজও সংগীত রসিকদের নয়নের মণি।

১২৫ বছর আগে ছাপা অক্ষরে প্রথম হোমসের গল্প প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় সকল মাধ্যমেই শার্লকের অনিবার্য উপস্থিতি। আসলে শার্লক চিরকালই এমন এক ঘটনা, এমন এক ব্র্যান্ড যা পুরোনো মদের মতো যত দিন যায়, তত দামি হয়। তাঁর আবেদন অস্বীকার করার উপায় কারো নেই।

T.me/Borno_porichoy

শার্লক ছায়াছবির তালিকা (সিনেমা ও টিভি-তে)

[শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য ছায়াছবিদের এ তালিকায় রাখা হল]

সাল	ছবির নাম	শার্লকের ভূমিকায় অভিনেতা
১৯০০	• Sherlock Holmes Baffled	অজানা
১৯০৫	• Held for ransom	মরিস কস্টেলো
১৯০৮	• Sherlock Holmes i Livsfare	ভিগো লারসেন
১৯০৯	• Sangerindes Diamanter • Droske Nr. 519	ঐ ঐ
১৯১০	• Arsene Lupin Contra Sherlock Holmes	ঐ
১৯১১	• Den Sorte Haand • Million testamented • Den Sorte Haette	অটো লাগোনি অলউইন নিউস লাউরিৎস ওলসেন
১৯১৪	• A Study in Scarlet • A Study in Scarlet	জেমস ব্র্যাগিংটন ফ্রান্সিস ফোর্ড
১৯২১	• The Adventures of Sherlock Holmes • The Hound of the Baskervilles	এলি নরউড ঐ
১৯২২	• Sherlock Holmes	জন ব্যারিমোর
১৯২৯	• The Return of Sherlock Holmes	ক্লাইভ ব্রুক
১৯৩১	• The Speckled Band	রেমন্ড মাসি
১৯৩৩	• A Study in Scarlet	রেজিনাল্ড ওয়েন
১৯৩৭	• Der Hund von Baskerville • Die grave Dame	ব্রুনো গুটনার হারমান স্পিলমানস
১৯৩৯	• The Hound of the Baskervilles	বেসিল রাথবোন
১৯৪৪	• The Spider Woman • The Pearl of Death	ঐ ঐ
১৯৪৬	• Dressed to Kill	বেসিল রাথবোন
১৯৪৯	• Your Show Time: The Adventure of Speckled Band (TV)	অ্যালান নেপিয়ার
১৯৫৩	• Suspense: The Adventure of Black Baronet (TV)	বেসিল রাথবোন
১৯৫৯	• The Hound of the Baskervilles	পিটার কুশিং
১৯৬২	• Sherlock Holmes und das Haisband des to des	ক্রিস্টোফার লি

T.me/Borno_porichoy

১৯৭০	• The Private Life of Sherlock Holmes	রবার্ট স্টিফেন্স
১৯৭৬	• Sherlock Holmes in New York	রজার মুর
১৯৭৭	• Classics Dark and Dangerous Silver Blaze (TV)	ক্রিস্টোফার প্লামার
১৯৭৯	• Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona (TV)	ভাসিলি লিভানভ
১৯৮৩	• The Hound of the Baskervilles (TV) • The Sign of the Four (TV)	ইয়ান রিচার্ডসন ঐ
১৯৮৪	• The Adventures of Sherlock Holmes (TV)	জেরেমি ব্রেট
১৯৮৫	• Young Sherlock Holmes	নিকোলাস রো
১৯৮৬	• The Great Mouse Detective	বেসিল রাথবোন
১৯৯৪	• Fuermasi yu Zhongguo Nuxia	ফান আই লি
১৯৯৯	• Sherlock Holmes in 22nd Century (TV)	জ্যাসন স্টানফোর্ড
২০০৪	• The Case of Silk Stocking (TV)	রুপার্ট এভারেট
২০০৯	• Sherlock Holmes	রবার্ট ডাউনি জুনিয়ার
২০১০	• Sherlock	বেনেডিক্ট কাম্বারবাখ
২০১২	• Elementary	জনি লি মিলার

T.me/Borno_porichoy

শার্লকিয়ানদের জন্য শার্লকের বিভিন্ন অভিযানের সংক্ষিপ্ত রূপ

The Bootmakers of Toronto

The Jay Finley Christ Four Letter Abbreviations chart :

for the titles of the sixty Holmes stories.

1	ABBE	Abbey Grange	31	MUSG	Musgrave Ritual
2	BERY	Beryl Coronet	32	NAVA	Naval Treaty
3	BLAC	Black Peter	33	NOBL	Noble Bachelor
4	BLAN	Blanched Soldier	34	NORW	Norwood Builder
5	BLUE	Blue Carbuncle	35	PRIO	Priory School
6	BOSC	Boscombe Valley Mystery	36	REDC	Red Circle
7	BRUC	Bruce-Partington Plans	37	REDH	Red-Headed League
8	CARD	Cardboard Box	38	REIG	Reigate Squires (Puzzle)
9	CHAS	Charles Augustus Milverton	39	RESI	Resident Patient
10	COPP	Copper Beaches	40	RETI	Retired Colourman
11	CREE	Creeping Man	41	SCAN	Scandal in Bohemia
12	CROO	Crooked Man	42	SECO	Second Stain
13	DANC	Dancing Men	43	SHOS	Shoscombe Old Place
14	DEVI	Devil's Foot	44	SIGN	Sign of the Four
15	DYIN	Dying Detective	45	SILV	Silver Blaze
16	EMPT	Empty House	46	SIXN	Six Napoleons
17	ENGR	Engineer's Thumb	47	SOLI	Solitary Cyclist
18	FINA	Final Problem	48	SPEC	Speckled Band
19	FIVE	Five Orange Pips	49	STOC	Stockbroker's Clerk
20	GLOR	Gloria Scott	50	STUD	Study in Scarlet
21	GOLD	Golden Prince-Nez	51	SUSS	Sussex Vampire
22	GREE	Greek Interpeter	52	THOR	Thor Bridge
23	HOUN	Hound of the Baskervilles	53	3GAB	Three Gables
24	IDEN	Case of Identity	54	3GAR	Three Garridebs
25	ILLU	Illustrious Client	55	3STU	Three Students
26	LADY	Lady Frances Carfax	56	TWIS	Man with the Twisted Lip
27	LAST	His Last Bow	57	VALL	Valley of Fear
28	LION	Lion's Mane	58	VEIL	Veiled Lodger
29	MAZA	Mazarin Stone	59	WIST	Wisteria Lodge
30	MISS	Missing Three-Quarter	60	YELL	Yellow Face

T.me/Boimo_pathchoy

প্রদর্শনী, মূর্তি ইত্যাদি

শার্লক হোমসকে নিয়ে প্রথম প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় বেকার স্ট্রিটের অ্যাবে হাউসের হল ঘরে ২২ মে-২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১তে। সে-বছর ফেস্টিভ্যাল অফ ব্রিটেনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই প্রদর্শনী। প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল তাতে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ২২১ বি বেকার স্ট্রিটের বসার ঘরের অবিকল প্রতিরূপ। এ কাজের দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত স্টেজ ডিজাইনার মাইকেল ওয়েট। কার্টুনিস্ট রোনাল্ড সিরেল তাঁর কার্টুনে ওয়েটের সে-কাজকে অমর করে রেখেছেন। প্রদর্শনীর একটি ক্যাটালগও বানানো হয়েছিল, যার মলাটে হোমসের ক্যারিকেচারটি ব্রুস আংগ্রেভের করা। প্রায় চুয়ান্ন হাজার দর্শক এ প্রদর্শনী উপভোগ করেছিলেন। ১৯৫২-র ২ জুলাই নিউ ইয়র্কের প্লাজা আর্ট গ্যালারিতে আবার এই প্রদর্শনীটি হয়। এই প্রদর্শনীর বহু দ্রষ্টব্য বেকার স্ট্রিট ইরেগুলারদের বাররুমে আজও রাখা আছে।
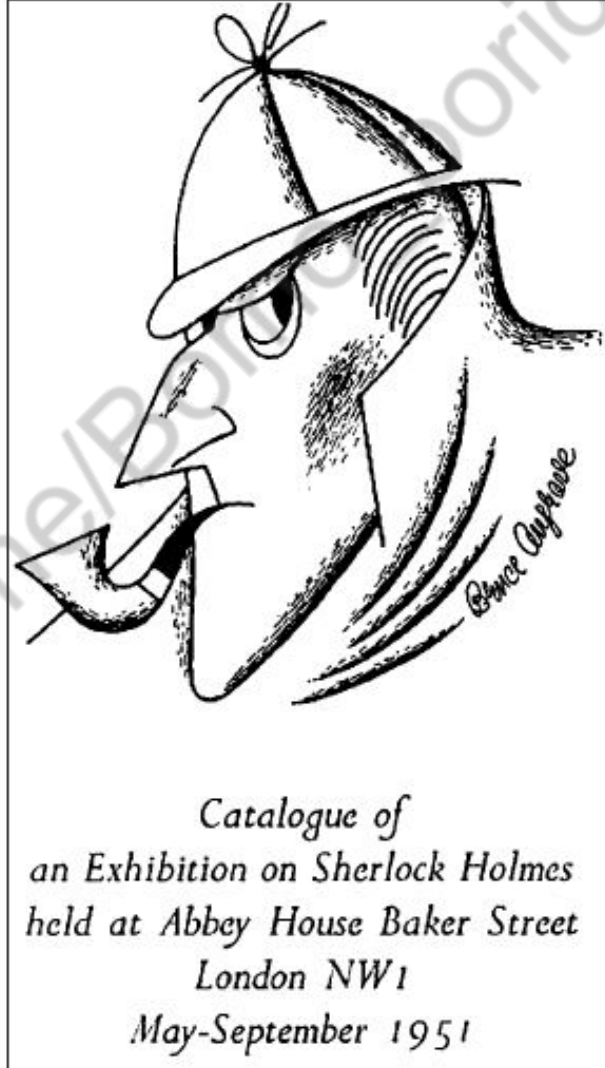
প্রথম হোমস প্রদর্শনীর ইস্তেহার

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট নিজে বেকার স্ট্রিট ইরেগুলারের সদস্য ছিলেন। তিনি তাঁর সপ্তাহান্তের ছুটি কাটানোর আশ্রয়টির নাম রেখেছিলেন ২২১ বি, বেকার স্ট্রিট। লন্ডনের ইয়র্ক মিউস সাউথের নাম ষাটের দশকে বদলে রাখা হয় শার্লক মিউস। মাদাম তুসোর মোমের মিউজিয়ামের একটা বড়ো অংশ শার্লকের জন্য নিবেদিত। গ্রেট মেট্রোপলিটন রেলওয়ে কুড়িটি ইলেকট্রিক ইঞ্জিন ব্রিটেনের কুড়িজন বিখ্যাত মানুষের নামে উৎসর্গ করে। ৮নং ইঞ্জিনটির নাম শার্লক হোমস। এভাবেই হোমসিয়ানরা হোমসকে বাঁচিয়ে রেখেছেন নানাভাবে।

T.me/Borno_porichoy

প্রথম হোমস প্রদর্শনীর সামগ্রী

হোমস মিউজিয়াম

রোনাল্ড সিরেলের আঁকা কার্টুন

The Chairman and Members of
THE LONDON TRANSPORT EXECUTIVE
request the pleasure of the company of

at
BAKER STREET STATION
(Platform No. 5)
on Monday, 5th October, 1953, at 3.0 p.m.
FOR THE CEREMONY OF NAMING ONE OF THE LONDON TRANSPORT ELECTRIC LOCOMOTIVES "SHERLOCK HOLMES"
and for the inaugural trip departing from Baker Street at 3.20 p.m.

T.me/Borno_porichoy

হোমসের নামের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের সূচনা

T.me/Borno_porichoy

হোমসের নামে যত প্লাক বা ফলক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, তেমনটি আর কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ১৯৫২ সালের নভেম্বরে সুইজারল্যান্ডের মেরিংগেনে একটি ফলক স্থাপিত হয়। রাইখেনবাখ জলপ্রপাতের বেশ কাছে এই ফলকে লেখা ছিল 'এখানেই হোমস ও মরিয়ার্টির দেখা হয়েছিল'। ১৯৫৩-র ৩ জানুয়ারি পিকাডেলির ক্রাইটেরিয়ন বিল্ডিং-এর উত্তর দিকের দেওয়ালে একটি ফলক বসানো হয়, যা ওয়াটসন ও স্ট্যামফোর্ডের প্রথম আলাপ সূচিত করে। সেন্ট বার্থালোমিউ হাসপাতালেও সুদৃশ্য একটি ব্রোঞ্জের ফলক বসানো হয় ১৯৫৪ সালের ২১ জানুয়ারি, যাতে লেখা 'এখানেই হোমস বলেছিলেন, মনে হয় আপনি আফগানিস্থানে ছিলেন?' আর রাইখেনবাখ প্রপাতের একেবারে পাশেও একটি ফলক স্থাপিত হয় ১৯৫৭-র ২৫ জুন। শার্লক ভক্তরা রক্তমাংসের শার্লকের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখেন এভাবেই। শুধু তাই-বা বলি কেন? স্কটল্যান্ড থেকে জাপান, সারা পৃথিবীতে শার্লকের মূর্তিই বসেছে গোটা পাঁচেক। প্রথমটি রাইখেনবাখ প্রপাতের কাছে মেরিংগেনে। ভাস্কর ছিলেন জন ডবলডে। ১৯৮৮ তে জাপানের হোমসিয়ানরা কারুইজাওয়া শহরে হোমসের একটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য মূর্তি স্থাপন করেন। ১৯৯১তে স্কটল্যান্ডের এডিনবরার পিকাডেলি প্লেসে স্থাপিত হয় আরও একটি হোমস মূর্তি। রাশিয়ায় হোমসের জনপ্রিয়তা চিরকালই তুঙ্গে। মস্কোর ব্রিটিশ এমব্যাসির পাশে ২০০৭ সালে শার্লকরূপী লিভানভ ও ওয়াটসনরূপী সলোমিনের মূর্তি স্থাপিত হয়ে। তবে হোমসের সবচেয়ে বিখ্যাত মূর্তি বেকার স্ট্রিট টিউব স্টেশনের ঠিক বাইরে মেরিলবোন রোডেরটি। ১৯৯৯ সালে প্রমাণ আকারের এই মূর্তিটির ভাস্করও ডবলডে। ২০১৪ সাল থেকে এটিকে টকিং স্ট্যাচু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দর্শনার্থীরা একটি লিঙ্ক বা QR Code একটি নিজেদের স্মার্ট ফোন দিয়ে স্ক্যান করলেই তাঁদের মোবাইলে হোমসের কাছ থেকে একটি ফোন আসবে। ফোন ধরলে এড স্টপার্ডের কণ্ঠে অ্যান্টনি হরউইৎস-এর লেখা একটি মনোলগ শোনা যায়।

T.me/Borno_porichoy

এডিনবরার হোমস মূর্তি

১৯৯০ সালে ২৩৯ বেকার স্ট্রিটে শার্লক হোমস মিউজিয়াম খোলা হয়। পরবর্তীকালে এর নম্বর বদলে ২২১ বি করে দেয় রয়াল মেল। লন্ডনে গেলে হোমসভক্তদের তীর্থক্ষেত্র এই মিউজিয়াম। সময় যেন থমকে গেছে এখানে। ঢুকলে মনে হয় আমরা যেন চলে গেছি ঊনবিংশ শতকের ইংল্যান্ডে। হোমস-ওয়াটসন সবে কোথাও বেরিয়েছেন— এখুনি ফিরবেন, আর ফিরেই বলে উঠবেন, 'The Game is afoot.'

[হোমস মিউজিয়াম বড়োদিনের সময় ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯.৩০ থেকে সন্ধে ৬টা অবধি খোলা। টিকিট— বড়োদের ১৫ পাউন্ড ও ১৬ বছরের কম শিশু-কিশোরদের ১০ পাউন্ড।]

বাংলায় হোমস

'রাস্তার নাম বেকার স্ট্রিট। ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে যে শার্লক হোমসের বাড়ি সে কে না জানে? ওই নম্বরে যদিও সত্যি করে কোনও বাড়ি নেই। কিন্তু কাছাকাছি নম্বর তো আছে। ফেলুদা সেই রকম একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "গুরু, তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি। আজ আমার লন্ডন আসা সার্থক হল"।'

'লন্ডনে ফেলুদা'-তে ফেলুদা যেমন অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে, ঘটনাটাও বাস্তবিক তাই। শার্লক হোমসের কাছে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য বড্ড বেশি ঋণী। খুব কম গোয়েন্দা লেখকই শার্লকের প্রভাব এড়াতে পেরেছেন— তা সে প্লটই হোক কিংবা সংলাপ।

বাংলায় শার্লক হোমসের গল্পের প্রথম অনুবাদ করেন পাঁচকড়ি দে। তাঁর লেখা 'হরতনের নওলা' আদতে ডয়েলের 'The Sign of the Four'-এর ছায়ামাত্র। কুলদারঞ্জন রায় হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি হোমসের অভিযানকে বাংলায় রূপ দিয়েছিলেন। ১৯৩২-৩৩ সালে প্রকাশ পায় তাঁর অনূদিত 'বাসকারভিলের কুকুর' ও 'শার্লক হোমসের বিচিত্রকীর্তি'। প্রসঙ্গত জানাই 'The Hound of the Baskervilles'-এর অনুবাদ করেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও। 'জলার পেত্নী' নামে 'মৌচাক' পত্রিকায় এঁর অনুবাদ বেরিয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রও একই প্লটকে চিত্রনাট্যের রূপ দিয়ে 'জিঘাংসা' সিনেমাটি বানান (১৯৫১)।

বর্তমান যুগের ডিটেকটিভ কাহিনির পথিকৃৎ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে ব্যোমকেশ এবং অজিতের চরিত্র তিনি গড়েছিলেন হোমস ও ওয়াটসনের আদলে। হোমস নারীসঙ্গবর্জিত, ব্যোমকেশের স্ত্রী-পুত্র আছে। হোমস কোকেনখোর, ব্যোমকেশের সিগারেট খাওয়াও স্ত্রীর কড়া নজরদারির অধীন— তবু তাঁদের হ্যারিসন রোডের ফ্ল্যাটটিকে ২২১ বি বেকার স্ট্রিটের কলকাতা সংস্করণ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। হোমস ও ব্যোমকেশ দু-জনেই মনে করতেন খবরের কাগজে আসল পড়বার বিষয় হল বিজ্ঞাপন। হোমস যেমন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে অপরাধীকে টেনে আনতেন, ঠিক একই পদ্ধতি নিয়েছেন ব্যোমকেশ 'রক্তমুখী নীলা' গল্পে। হোমস অবশ্য এই কায়দা 'A Study in Scarlet', 'Black Peter' সহ বহু কাহিনিতে বহুবার ব্যবহার করেছেন— এবং সফল হয়েছেন। 'The Hound of the Baskervilles'-এর সেই ভয়াবহ চোরাবালির গ্রিমপেন মায়ার-এর অনুষঙ্গ ঘুরে এসেছে শরদিন্দুর 'চোরাবালি' গল্পে; যদিও গল্পের প্লট সম্পূর্ণ মৌলিক। ১৮৯১-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল হোমসের অন্যতম সেরা গল্প 'A Case of Identity'— যেখানে সৎ বাবা সম্পত্তির লোভে ছদ্মবেশে মেয়ের সঙ্গে প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই প্লট এতটাই অদ্ভুত, যে অন্তত তিনটি বাংলা গল্পে এর ছায়া দেখা যায়।

The Bong_Porichoy

হরতনের নওলা

ডিটেক্টিভ উপন্যাস

এই উপন্যাসে এক বিরাট খুন-রহস্যের সঙ্গীন যোগ-
ঘনা, আদালতে অভিভূত, কিন্তু একখানি হরতনের
নওলা তাসে, সেই বিরাট-রহস্য যেন সর্ব্বোতো
নিবিড় অন্ধকারে নিমেষে কাটিয়া গেল, সক-
লেই বিস্ময়-বিহ্বল—চমকিত—স্তম্ভিত। পুণ্যের
দিকে বিজ্ঞ ডাক্তার, সুশীলা ষোড়শী সুন্দরী
মনোরমা যেমন জ্যোতির্ম্ময় চরিত্র-চিত্র; তেমনি
পাপের দিকে নারকী নবীনচন্দ্র, কুলটা-
কলঙ্কিনী কমলিনীর চরিত্র অন্ধকারময় নিবিড়
কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত—অপূর্ব্ব। (সচিত্র) সুরম্য বাঁধান,
মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

পাঁচকড়ি দে-র 'হরতনের নওলা'-র বিজ্ঞাপন

বাস্কারভিল - কুক্কুর

[Sir Arthur Conan Doyle এর অনুমতি অনুসারে
তাঁহার Hound of Baskervilles নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ]

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স্ লিঃ
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

'বাস্কারভিল কুক্কুর'-এর আখ্যাপত্র

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সাজাহানের ময়ূর' উপন্যাসে দাগি খুনি বীরেন আর ললিতা যে আসলে একই ব্যক্তি, তা সামান্য এক আঁচিলের সূত্রে উদঘাটন করে জয়ন্ত। কিছুদিন বাদে 'অদ্বিতীয়' গল্পে খুনি মহিলা প্রমীলা পাল একইসঙ্গে স্বামী ও স্ত্রীর ছদ্মবেশে বেশ কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর অবশেষে ব্যোমকেশের হাতে ধরা পড়ে। হেমেন্দ্রকুমারের গল্পের আঁচিলের মতো এখানেও প্রমীলার বাঁ-গালে একটি তিল ছিল, যদিও সে-তিল নকল। 'A Case of Identity'-র কাহিনিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান সত্যজিৎ রায়, তাঁর 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' গল্পে। এখানে খুনি বিশ্বনাথ মজুমদার একইসঙ্গে নিজের ভূমিকায়, বাবা কালীকিঙ্করের ভূমিকায় ও ম্যানেজার রাজেনবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেন— যদিও আলাদা আলাদা সময়ে। তা দেখেই ফেলুর সন্দেহ হয়। রহস্য সমাধান করে ফেলু বলে, 'কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করার প্রায় কুড়ি মিনিট পর রাজেনবাবু হাজির হন, আর রাজেনবাবু চলে যাবার প্রায় আধঘণ্টা পর বিশ্বনাথবাবুর সাক্ষাৎ পাই। তিনজনকে একসঙ্গে একবারও দেখা যায়নি। এটা ভাবতে ভাবতেই প্রথমে সন্দেহটা জাগে— তিনটে লোকই আছে তো? নাকি একজনেই পালা করে তিনজনের ভূমিকা পালন করছে?' ফেলুর এই কথাগুলোর সঙ্গে 'A Case of Identity'-র শেষে ওয়াটসনকে বলা হোমসের কথার আশ্চর্য মিল, 'The fact that the two men were never together, but that the one always appeared when the other was away, was suggestive. So were the tinted

spectacles and the curious voice…’ হেমেন্দ্রকুমারে বীরেন গলার আওয়াজ সরু করে মেয়েদের গলায় কথা বলত, প্রমীলার স্বামীর কণ্ঠস্বর ছিল ‘চেরা চেরা’ আর রাজেন বাবুর ‘সর্দি-বসা গলা’— হোমসের প্রভাব তিনটিতেই স্পষ্ট। ‘ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা’-তে অবশ্য পো এবং ডয়েলের সঙ্গে এমিল গাবোরিও-র কথাও বলা আছে। ফেলু সফল হলে তাঁকে গাবোরিও-র সেটটা উপহার দেবার কথা বলেন কালীকিঙ্করবাবু। ফেলু সফল হয় কিন্তু খুনির হাত থেকে উপহার নেবার বাসনা নেই বলে সেটটি নেওয়া হয় না তাঁর।

‘টিনটোরেটোর যীশু’ কাহিনিতে অনন্তনাথের পোর্ট্রেটের সামনে ফেলুদা অ্যান্ড কোং
(শিল্পী-সত্যজিৎ রায়)

প্রহেলিকা সিরিজের গল্পে হোমস

'The Hound of the Baskervilles'-এ হোমস বাস্কারভিল বংশের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতির মধ্যে স্যার হুগো বাস্কারভিলের সঙ্গে মেরিপিট হাউসের স্টেপেলটনের চেহারার মিল দেখে নিশ্চিত হন, স্টেপেলটন আসলে বাস্কারভিল পরিবারেরই বংশধর। ফেলুদার 'টিনটোরেটোর যীশু' উপন্যাসে ফেলুও ঠিক একইভাবে নিয়োগী বংশের আদিপুরুষ অনন্তনাথের ছবিতে গোঁফ-দাড়ির উপর হাত চাপা দিয়ে তাঁর সঙ্গে রবীন চৌধুরীর মুখের সাদৃশ্য দেখিয়েছিল।

The/Boi-Poka-Ponjikhoy

আর কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। আমাদের গতিবিধি নজরে রাখবার জন্যে মরিয়ার্টি পয়সা দিয়ে যেসব লোককে বহাল করেছিল, ওই ছোকরা অবশ্যই তাদের একজন। তবে হ্যাঁ, মরিয়ার্টির নিজের দল একরকম শেষ হয়ে গিয়েছিল। হোমস তাদের বিরুদ্ধে যেসব তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছিল, তাতেই ওদের শাস্তি হয়ে গেল। হোমসের মৃত্যু বৃথা হয়নি। অবশ্য নাটের গুরু যিনি, তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি আলোচনা আদালতে হয়নি। আমিও সব কথা এত খোলাখুলি ভাবে হয়তো কোনওদিনই লিখতুম না। যদি না কেউ বোকামি করে আগ বাড়িয়ে হোমসের সম্বন্ধে বাজে কথা লিখে মরিয়ার্টি যে একজন ভাল লোক এই কথাটা প্রমাণ করতে যেত। হোমস, যার মতো সজ্জন, যার মতো বিচক্ষণ লোক আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি, তার সম্বন্ধে মিথ্যে কথা আর যেই পারুক, আমি সহ্য করতে পারব না।

বিপদসঙ্কুল জায়গায় ওদের দুজনের মধ্যে যে নিদারুণ ধস্তাধস্তি হয় তার ফলে যা হবার তাই-ই হয়েছিল। দু'জনেই গড়িয়ে পড়ে যায়। এই অতলান্ত গহ্বরে যেখানে উঁচু পাহাড় থেকে তীব্র তোড়ে জল এসে পড়ছে, সেখান থেকে ওদের দুজনের কারও দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ওখানে ইউরোপের সবচাইতে জঘন্য অপরাধী আর সবার সেরা গোয়েন্দা চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই সুইস ছোকরার

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

৮১

মরিয়ার্টির মহাপতন : সুভদ্রকুমার সেনের করা হোমসের বাংলা অনুবাদের সঙ্গে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি (সৌজন্যে : আনন্দমেলা)

T.me/Boi_pi_choy

'নীলতারা' গল্পের একটি দৃশ্যে হোমস-ওয়াটসন (১৯৫৪)

হেমেন্দ্রকুমার নিজেও Baskervilles-এর ভক্ত ছিলেন। এই উপন্যাস আগাগোড়া অবলম্বন করে তিনি লেখেন 'নিশাচরী বিভীষিকা'। শার্লকের মতো তাঁর গোয়েন্দা হেমন্তর সহযোগী রবিনও মনে করে সংবাদপত্রে সবচেয়ে সুখপাঠ্য বিষয় থাকে বিজ্ঞাপনের পাতায়। হোমস সিরিজের শেষের দিকের গল্প 'The Adventure of the Six Napoleons' অবলম্বনে হেমেন্দ্রকুমার লেখেন 'ছয় নেতাজীর রহস্য'। এ ছাড়াও হোমসের বাকি তিনটি উপন্যাসের অনুবাদও হেমেন্দ্রকুমার করেছিলেন, যথাক্রমে— 'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর', 'গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন' ও 'ব্যাঘ্ররাজের অভিযান' নামে। একইভাবে দেবসাহিত্য কুটীরের প্রহেলিকা সিরিজে সুধীন্দ্রনাথ রাহার লেখা 'অভিশপ্ত বংশ'ও এ কাহিনিরই অনুসরণ। অনেক পরে নারায়ণ সান্যাল তাঁর পি কে বাসুর 'কাঁটা' সিরিজে একই গল্পকে বঙ্গীকরণ করেন 'ষড়ানন রবীন্দ্রমূর্তির কাঁটা' নামে। এই সিরিজেই 'The Red-Headed League'-গল্পেরও অনুবাদ করেন তিনি। নাম দেন 'সর্বশুভ্র সংঘের কাঁটা'। কোনান ডয়েলের প্রিয়তম গল্প 'The Adventure of the Speckled Band'-এ অপরাধী খুন করত বিষাক্ত সাপের কামড় খাইয়ে। ঠিক একই প্লট আবার ফিরে আসে বুদ্ধদেব গুহর অ্যালবিনোতে।

কুলদারঞ্জনের পরবর্তীকালে হোমসের সার্থক অনুবাদ করেন মণীন্দ্র বসু, অদ্রীশ বর্ধন এবং সুভদ্রকুমার সেন। শেষের জন বাদে বাকি দু-জন সম্পূর্ণ হোমস কাহিনির অনুবাদ করেছিলেন। এর মধ্যে অদ্রীশ বর্ধনের অনুবাদ রীতিমতো ট্রান্সক্রিয়েশন। সুভদ্রকুমার সেন (সুকুমার সেনের পুত্র) আনন্দমেলা-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতেন হোমসের বেশ কিছু ছোটোগল্প। ষাটের দশকে শরদিন্দুর ভাইপো কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা বাসবকে নিয়ে গোটা পঞ্চাশেক গোয়েন্দা গল্প লেখেন। বাসবের মধ্যেও হোমসের ছায়া স্পষ্ট। তাঁর নিবাস ২৪১ কে, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা, আসলে ২২১ বি, বেকার স্ট্রিটকেই মনে করায়। কিরীটি রায়ের হাবেভাবে নীহাররঞ্জন বেশ একটু হোমসীয় ভাব রাখলেও শুধুমাত্র হোমস কাহিনির প্লট তিনি ব্যবহার করেননি। বিদেশি গল্পের আঙ্গিকের সঙ্গে সার্থকভাবে মিশেছিল দেশি গল্পের ভাব ও ভাষা। তবে 'পদ্মদেহের পিশাচ' যে সম্পূর্ণভাবে 'The Hound of the Baskervilles' অনুপ্রাণিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে বাংলায় হোমসকে সবচেয়ে অদ্ভুতভাবে এনেছিলেন রাজশেখর বসু তথা পরশুরাম। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা প্যারোডি গোয়েন্দা গল্প 'সরলাক্ষ হোম'। তিনি থাকেন বাগবাজারে, তিন নম্বর বেচু সরকার স্ট্রিটে। নিজেকে বলেন মুশকিল

আসান। তাঁর সহকারী ডাক্তার বটুক সেন। এই সরলাক্ষ হোম বা বটুক সেন যে কোন নামের দিকে ইঙ্গিত করছে, তা বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই বুঝবেন।

১৯৫৪ সালের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় পরশুরাম এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। শার্লক হোমসকে প্রথম এবং শেষবারের মতো নিয়ে এলেন খোদ কলকাতা শহরে। সেবার শারদীয়া আনন্দবাজারের শুরুতে ১৬ পৃষ্ঠা অবধি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র'। ১৭ নং পৃষ্ঠার ওপরে গালে হাত দেওয়া দুখী মতো এক মানুষের ছবি দিয়ে হেডপিস— গল্পের নাম 'নীলতারা'। তখন কুইন ভিক্টোরিয়ার আমল। কাহিনির নায়ক রাখাল মুস্তোফী এন্ট্রান্স পাশ, কবি, গায়ক ও ভালো দাবা খেলুড়ে। পাড়ার লোকে তাঁকে পাগলা মাস্টার বলে। এক রবিবার সকাল আটটায় স্বয়ং শার্লক হোমস, ওয়াটসন ও দোভাষী বাঞ্ছারাম খাঞ্জাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তক্তপোশ বা কাঠের প্ল্যাটফর্মে বসে হুঁকো টানতে টানতে রাখাল বলে—

'ইনি প্রথম এদেশে এসেছেন কিন্তু আপনি নতুন আসেননি।'

শুধু তাই নয়, এটাও বলে দেয় গতকাল সাহেবরা লঙ্কা খেয়েছিলেন, তাঁদের রাতে ঘুম হয়নি। অবাক হোমস ও ওয়াটসনকে রাখাল জানায় তাঁর বাবা কবিরাজি করতেন ফলে সমস্ত লক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে অনুমান করা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। হোমস নিশ্চয়ই তাঁর নিজের থিয়োরি এক নেটিভের গলায় শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন। রাখাল ব্যাখ্যা করে—

আপনি এসেই টুপি খুলে আমাকে 'সার' বললেন। অভিজ্ঞ সাহেবরা সামান্য নেটিভদের এত খাতির করে না। এতে বুঝলাম আপনি এই প্রথমবার বিলাত থেকে এসেছেন। ডক্টর ওআটসন টুপি খোলেন নি, আমাকে 'বাবু' বললেন, তাতে বুঝলাম ইনি পাক্কা সাহেব, নতুন আসেন নি, এদেশের দস্তুর জানেন।

...আপনার আঙুলে তামাকের রং ধরেছে, দেখেই বোঝা যায় আপনি খুব সিগারেট, সিগার বা পাইপ টানেন। ডক্টর ওআটসনের মুখে সিগারেট ছিল কিন্তু আপনার ছিল না। আপনি মাঝে মাঝে জিবের ডগা বার করছিলেন, অর্থাৎ জিব জ্বালা করছে। অনভ্যস্ত লোকে লংকা খেলে এইরকম হয়, সিগারেট টানতে পারে না।

সাধে সব দেখে-শুনে হোমস বলেছিলেন, 'ওহে, ওআটসন, দেখছ তো, সায়েন্স অভ ডিডকশন এই বেঙ্গলী জেন্টলম্যান ভালোই জানেন । নাঃ, এদেশে শারলক হোমসের পসার হবে না।'

হোমসের কাছে বাংলার মুখরক্ষা ভালোভাবেই হয়েছিল।

(নারায়ণ সান্যালের শার্লক হেবো এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'শার্লক হোমসের কথা'র নালক হোমের উল্লেখ এই বইয়ের ভূমিকায় থাকার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হল না। প্রসঙ্গত জানাই নালক হোমের কাহিনি 'একচরণ সংঘ', শার্লকের 'Red Headed League'-এর বঙ্গীকরণ মাত্র।)

একনজরে

হোমসের সব কাহিনিকে একত্রে বিচার করে, বিশ্লেষণ করলে উঠে আসে নানা অজানা তথ্য, অচেনা দিক। এই অধ্যায়তে এমনই দশটি দিক আলোচিত হল।

T.me/Borno_porimoy
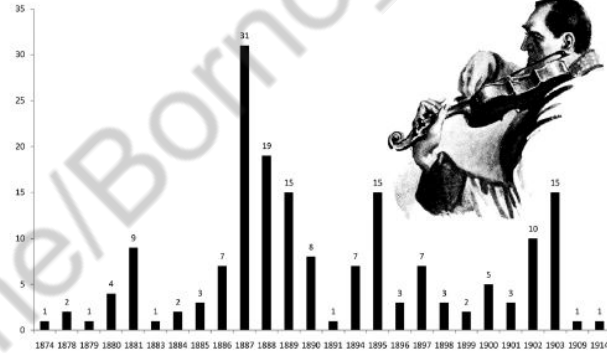
হোমস কাহিনির অপরাধের ধরণ

কি রকম অপরাধ সমাধান করতে হয়েছে হোমসকে?
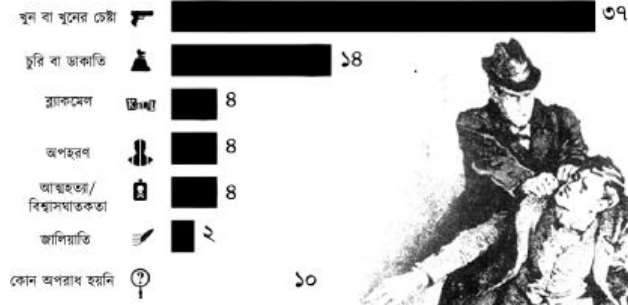
হোমসের অনুসন্ধান পদ্ধতি

কোন কোন ক্লু ধরে হোমস অপরাধীকে ধরেছেন?

T.me/Borno_Porichoy

হোমসের মক্কেলরা

কেমন ছিলেন হোমসের মক্কেলরা?

১৯ টি মামলা	১৬ টি মামলা	১০ টি মামলা	৯ টি মামলা	৬ টি মামলা
আইন মেনে চলা সাধারণ মানুষ, পাকেচক্রে বিপদে পড়ে গেছেন	অভিজাত বা সরকারের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি	অসহায় মহিলা যার অন্য কারো কাছে যাবার উপায় নেই	পুলিশ বিভাগের কেউ	কোন মক্কেল নেই বা মক্কেলই ভিলেন

হোমস কাহিনির অপরাধীরা

হোমস কি করতেন তাঁদের?

পুলিশের কাছে সমর্পন	মুক্তি দান	মারা গেছে	পালিয়ে গেছে	অপরাধ প্রমাণিত হয়নি
৩৩%	২২%	১৭%	১৬%	১২%

T.me/Borno_Pdf_Moy

হোমস কাহিনির অপরাধীদের নাগরিকত্ব

সত্যিই কি তখনকার ব্রিটেনের অপরাধের আসল চিত্র সে কাহিনিতে ফোটে?
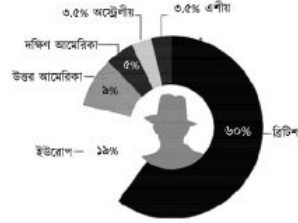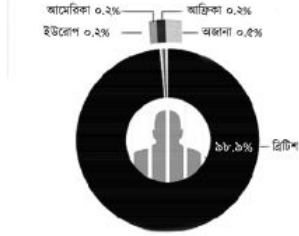
হোমস কাহিনির অকুস্থল

কোথায় ঘটেছিল হোমসের বিখ্যাত অভিযান?

T.me/Borno_Porichoy
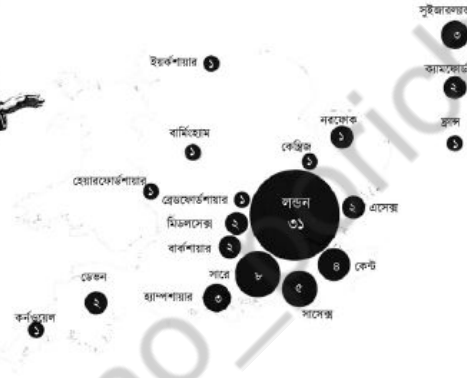
পর্দায় শার্লক হোমস

কতবার সিনেমা ও টিভিতে দেখা গেছে তাঁকে ?

হোমসের অবশ্যপাঠ্য কাহিনি

হোমসের কোন কাহিনি আগে পড়া উচিত?

T.me/Borno_porichoy
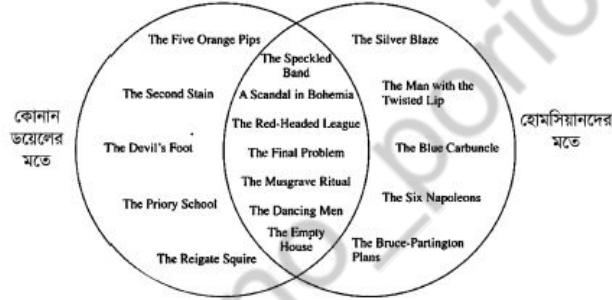
হোমসের জীবনপঞ্জি

সাল-তারিখের ব্যাপারে ওয়াটসন যে বেশ গণ্ডগোলের মানুষ ছিলেন সেকথা তো আগেই জানিয়েছি। আগের অভিযান পরে, পরের অভিযান আগে বলে আর তারিখ-বারে বিস্তর জট পাকিয়ে তিনি এমন অবস্থা তৈরি করে রেখে গেছেন, যে সেখান থেকে কালানুক্রমিকভাবে হোমসের জীবন ও কেসগুলির পঞ্জি করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। তবু আমরা ভাগ্যবান হ্যারল্ড বেল বা ব্যারিং গুল্ডের মতো হোমসিয়ান (নাকি শার্লকিয়ান?)-রা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে হোমসের একটি পূর্ণাঙ্গ পঞ্জি বানাতে সক্ষম হয়েছেন। ওয়াটসন হোমসের বহু কেস নামে মাত্র উল্লেখ করেছেন। যদিও তার বিস্তারিত বর্ণনা দেননি। সেই কেসগুলোও এখানে উল্লেখ করা হল; পাশে বন্ধনীতে যে কাহিনিতে সে-কেসের নাম পাওয়া গেছে, তা সহ। তবে হোমসের এ জীবনপঞ্জি আমরা শুরু করব হোমসের জন্মের কিছু আগে থেকে। সেই যেদিন সাইগার হোমস ঘোড়া থেকে পড়ে, চোট পেয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন, সেদিন থেকে...

T.me/Boighar_porichoy

১। আদি পর্ব— ১৮৪৪-এর জানুয়ারি থেকে ১৮৮১-র শুরু

এপ্রিল, ১৮৪৪— সাইগার হোমস চোট পেয়ে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন।

৭ মে, ১৮৪৪, মঙ্গলবার—সাইগার হোমসের সঙ্গে স্যার এডওয়ার্ড শেরিনফোর্ড-এর তৃতীয় কন্যা ভায়োলেটের বিবাহ হল সেন্ট সিডওয়েল চার্চে।

৩০ নভেম্বর, ১৮৪৫, রবিবার— প্রথম সন্তান শেরিনফোর্ড হোমসের জন্ম।

৩১ অক্টোবর, ১৮৪৬, শনিবার— ইংল্যান্ডের পশ্চিমে এক গ্রামে জেমস মরিয়ার্টির জন্ম। তাঁর আরও দুটি ভাই ছিল। মজার ব্যাপার, তাঁদেরও নাম জেমস।

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৭, শুক্রবার—দ্বিতীয় সন্তান মাইক্রফট হোমসের জন্ম।

৭ অগাস্ট, ১৮৫২, শনিবার—জন হ্যামিস ওয়াটসনের জন্ম। তাঁর বাবা হেনরি ওয়াটসন ছিলেন হ্যাম্পশায়ারের লোক। মা, এলা ম্যাকিনজি স্কটিশ। জনের দাদা হেনরি ওয়াটসন জুনিয়ার ১৮৮৮তে মদ্যপ অবস্থায় মারা যান। এলা যখন মারা যান, তখন জন নেহাত শিশু। তাঁর বাবা তাঁদের অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যান। সেখানেই তাঁদের বাল্যকাল কাটে।

৬ জানুয়ারি, ১৮৫৪, শুক্রবার— উইলিয়াম শার্লক স্কট হোমস (তৃতীয় ও শেষ সন্তান) উত্তর রাইডিং, ইয়র্কশায়ারের মাইক্রফট খামারবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

জুলাই, ১৮৫৫—হোমস পরিবার বোর্দো ও পাও-তে ভ্রমণ করতে রওনা হন।

মে, ১৮৫৮—হোমস পরিবার মন্টপেলিয়ারে ভ্রমণে যান।

৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮, মঙ্গলবার— নিউ জার্সির ট্রেনটনে আইরিন অ্যাডলারের জন্ম।

জুন, ১৮৬০— হোমস পরিবারের ইংল্যান্ডে আগমন।

অক্টোবর, ১৮৬০—সাইগারের শ্বশুরমশাই স্যার এডওয়ার্ড শেরিনফোর্ডের ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যু। হোমস পরিবার রটারডামে আসে কিন্তু দুই মাস বাদেই আবার কোলনে বাসা বাঁধে।

এপ্রিল, ১৮৬১— চার বছরের জন্য হোমস পরিবার continental tour-এ রওনা হয়।

৪মে, ১৮৬১, শনিবার— ৩৪ বম্বে ইনফ্যান্ট্রি ক্যাপ্টেন আর্থার মরস্টানের কন্যা মেরি মরস্টানের জন্ম। স্থান ভারতবর্ষ। মেরি হলেন ওয়াটসনের দ্বিতীয় স্ত্রী।

সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪— হোমস পরিবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। কেনিংটনে তাঁরা একটি বাসা ভাড়া করেন।

অগাস্ট, ১৮৬৫— জন ওয়াটসন অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে হ্যাম্পশায়ারের ওয়েলিংটন কলেজে ভরতি হন।

বসন্ত, ১৮৬৫— শার্লককে ইয়র্কশায়ারে নিজেদের খামারবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ও একটি গ্রামার স্কুলে day boy হিসেবে ভরতি করানো হয়।

শীত, ১৮৬৫-৬৬— শার্লক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮— শার্লকের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সাইগার ও ভায়োলেট তাঁকে নিয়ে পাও-তে যান। সেখানে আলফানসোঁ বেনসিনের কাছে তলোয়ার চর্চা শেখেন শার্লক।

এপ্রিল, ১৮৭১— হোমস পরিবার আবার নিজেদের মাইক্রফট খামারে ফিরে আসেন।

গ্রীষ্ম, ১৮৭২— শালকের গৃহশিক্ষক হিসেবে মরিয়ার্টিকে নিযুক্ত করা হয়।

সেপ্টেম্বর, ১৮৭২— ওয়াটসন সেনাবাহিনীর সার্জনের জীবন বেছে নেন ও লন্ডন মেডিক্যাল স্কুলে ভরতি হন। শল্যচিকিৎসার ক্লাস করতে তাঁকে লন্ডনের সেন্ট বার্থালোমিউ হসপিটালে যেতে হত।

অক্টোবর, ১৮৭২—শার্লক হোমস অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে ভরতি হলেন।

১২ জুলাই, রবিবার-৪ অগাস্ট,

মঙ্গলবার এবং ২২ সেপ্টেম্বর,

মঙ্গলবার, ১৮৭৪—বন্ধু ভিক্টর ট্রেভরের অনুরোধে হোমস জীবনের প্রথম কেসটি সমাধান করেন। অনেক পরে ওয়াটসন ‘The Gloria Scott’ কাহিনিতে একে নথিভুক্ত করেছেন।

অক্টোবর, ১৮৭৪—হোমস কেম্ব্রিজের কেয়াস কলেজে ভরতি হলেন।

জুলাই, ১৮৭৭— হোমস মন্টেগু স্ট্রিটে বাসা ভাড়া নিয়ে বেসরকারি গোয়েন্দাগিরি শুরু করলেন। অবসর সময়ে তিনি লেখালিখি ও পড়াশুনা করতেন।

জুন, ১৮৭৮— ওয়াটসন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ মেডিসিন ডিগ্রি পেয়ে নেটলিতে আর্মি সার্জনের কোর্স করতে যান।

নভেম্বর, ১৮৭৮—ওয়াটসন ফিফথ নরথাম্বারল্যান্ড ফুসিলিয়ারে যোগ দিয়ে সহকারী সার্জন হিসেবে ভারতে আসেন। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ শুরু হয়।

২ অক্টোবর, ১৮৭৯, রবিবার— ‘The Musgrave Ritual’-এর ঘটনা।

১৩ অক্টোবর, ১৮৭৯, সোমবার—শার্লক প্রথমবার লন্ডন স্টেজে অভিনয় করেন হ্যামলেট-এর হোরাশিও-র ভূমিকায়।

২৩ নভেম্বর, ১৮৭৯, রবিবার— Sasanoff Shakespearian Company-র সঙ্গে অভিনয়ের জন্য শার্লক আট মাস আমেরিকা ভ্রমণ করেন।

t.me/Borno_porichoy

জানুয়ারি, ১৮৮০— ভ্যানডারবিল্ট ও এগম্যানের কেস (The Adventure of the Sussex Vampire)

বসন্ত, ১৮৮০ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)— ওয়াটসনকে ব্রিগেড থেকে সরিয়ে ৬৬ফুট বার্কশায়ারে জুড়ে দেওয়া হল।

৬ জুলাই, ১৮৮০, মঙ্গলবার— বালটিমোরের অ্যাবারনেটি পরিবারের দুঃখজনক ঘটনা (The Adventures of the Six Napoleons)

২৭ জুলাই, ১৮৮০, মঙ্গলবার— মেইওয়ান্দের যুদ্ধ। ওয়াটসন আহত হলেন। তাঁর আর্দালি তাঁর প্রাণ বাঁচাল।

৫ অগাস্ট, ১৮৮০, বৃহস্পতিবার—হোমস ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন।

৩১ অগাস্ট, ১৮৮০, মঙ্গলবার— ওয়াটসনকে পেশোয়ার হসপিটালে বদলি করা হল। এখানেই তিনি আন্ত্রিক জ্বরে আক্রান্ত হলেন।

২১ অক্টোবর, ১৮৮০, রবিবার— মেডিক্যাল বোর্ডে ওয়াটসনকে দেশে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। Orontes জাহাজে ওয়াটসন চেপে বসলেন।

২৬ নভেম্বর, ১৮৮০, শুক্রবার— ওয়াটসন পোর্টসমাউথ জেটিতে পা রাখলেন। ঠিক করলেন কয়েক হপ্তা স্ট্র্যান্ডের কোনো হোটেলে কাটাবেন।

অগাস্ট, ১৮৮০-জানুয়ারি ১৮৮১—• টার্লেটন হত্যাকাণ্ড (The Musgrave Ritual)

- মদবিক্রেতা ভ্যামবেরির কেস (ঐ)
- বৃদ্ধ রাশিয়ান মহিলার কেস (ঐ)
- অ্যালুমিনিয়াম ক্রাচের ঘটনা (ঐ)
- পায়ে গোদওয়ালা রিকোলেটি ও তাঁর দুঃসহ স্ত্রীর কেস (ঐ)
- মর্টিমার মেবার্লির কেস (The Adventure of the Three Gables)
- ব্রুক ও উডহাউসের কেস (The Adventure of Bruce-Partington Plans)
- মাতিলদা ব্রিগস ও সুমাত্রার বিশাল ইঁদুরের কাহিনি (The Adventure of Sussex Vampire)
- মিসেস ফারিনটোস ও তাঁর ওপাল টায়রার কেস (The Adventure of the Speckled Band)

জানুয়ারি, ১৮৮১ (শেষ অর্ধ)— ওয়াটসন ঠিক করলেন কম দামি একটি বাসা ভাড়া নেবেন। আচমকা ক্রাইটেরিয়ন বারের সামনে স্ট্যামফোর্ডের সঙ্গে দেখা। 'Dr Watson, Mr Sherlock Holmes'— দু-জনের পরিচয় হল। পরদিন দু-জন মিলে ২২১ বি বেকার স্ট্রিটের বাড়িটি দেখতে যান। ওয়াটসন সেদিনই বিকেলে ঘরের দখল নেন। হোমস আসেন পরের দিন।

২। সহযোগী পর্ব (বেকার স্ট্রিটে বসবাস থেকে ডা ওয়াটসনের প্রথম বিবাহ)— জানুয়ারি, ১৮৮১-১ নভেম্বর, ১৮৮৬, সোমবার

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১—জালিয়াতির কেস (A Study in Scarlet)

Tima/Borno_porichoy

৪ মার্চ, শুক্রবার-৭ মার্চ,

মঙ্গলবার, ১৮৮১—A Study in Scarlet-এর মূল অভিযান।

৬ এপ্রিল, ১৮৮৩, শুক্রবার— The Adventure of Speckled Band-এর অভিযান। (যদিও মাঝের দুই বছর হোমস বিভিন্ন কেসে ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু ওয়াটসন তার কোনো উল্লেখ করেননি। শুধু বলেছেন, 'It is not easy matter to know which to choose and which to leave.'

জানুয়ারি, ১৮৮৪-অগাস্ট ১৮৮৬—ওয়াটসনের আমেরিকা যাত্রা, সানফ্রান্সিসকো-তে প্র্যাকটিস ও মিস কনস্ট্যান্স অ্যাডামসের সঙ্গে প্রেম। তবে হোমস কিন্তু বসে ছিলেন না। এই সময়ে একাই তিনি যে কেসগুলি সামলেছিলেন সেগুলি হল—

- স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজার কেস ('The Adventure of the Noble Bachelor')
- লর্ড ব্যাকওয়াটারের কেস (ঐ)
- মারগেটে এক ভদ্রমহিলার কেস (The Adventure of the Second Stain)
- ডারলিংটনদের কেলেঙ্কারি (A Scandal in Bohemia)[১]
- আনসওয়ার্থ দুর্গের সমস্যা (ঐ)[২]
- গ্রসভেনর স্কোয়ারের আসবাববাহী ভ্যানের ছোট্ট সমস্যা ('The Adventure of the Noble Bachelor')

৬ অক্টোবর, বুধবার-৭ অক্টোবর,

বৃহস্পতিবার, ১৮৮৬— ওয়াটসনের ইংল্যান্ড আগমন ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই The Resident Patient কেস-এ জড়িয়ে পড়া।

৮ অক্টোবর, ১৮৮৬, শুক্রবার— 'The Adventure of the Noble Bachelor'-এর অভিযান

৯ অক্টোবর, ১৮৮৬, শনিবার— মৎস্যব্যবসায়ীর কেস ('The Adventure of the Noble Bachelor')

১১ অক্টোবর, ১৮৮৬, সোমবার— সরকারি জাহাজির বিচিত্র ঘটনা ('The Adventure of the Noble Bachelor')

১২ অক্টোবর, মঙ্গলবার-

১৫ অক্টোবর, শুক্রবার, ১৮৮৬— 'The Adventure of the Second Stain'-এর অভিযান।

১ নভেম্বর, ১৮৮৬, সোমবার— ওয়াটসনের বিবাহ। কনস্ট্যান্স অ্যাডামসকে বিয়ে করে ওয়াটসন কেনসিংটনে বাসা ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন।

৩। দাম্পত্য পর্ব (১) (ডা. ওয়াটসনের প্রথম বিবাহ থেকে তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু)—

১ নভেম্বর, ১৮৮৬-ডিসেম্বর, ১৮৮৭

T.me/Boi_porichoy

নভেম্বর, ১৮৮৬-জানুয়ারি ১৮৮৭— • শার্লক ওডেসাতে গেলেন ট্রিপফের খুনের সমাধান করতে ('A Scandal in Bohemia')[৩]

• হল্যান্ডের রাজপরিবারের গোপন ঘটনা ('A Scandal in Bohemia' ও 'A Case of Identity')

• ত্রিনকোমালির অ্যাটকিনসন ভাইদের বিচিত্র ঘটনা ('A Scandal in Bohemia')

• এর পরেই প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে হোমসের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ফেব্রুয়ারি-এপ্রিলের শুরু, ১৮৮৭—ব্যারন মুপারটিস ও নেদারল্যান্ড-সুমাত্রা কোম্পানির কেলেঙ্কারি ('The Reigate Squires')

১৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার-২৬ এপ্রিল,

মঙ্গলবার, ১৮৮৭— The Reigate Squires-এর অভিযান।

• এই সময়ই হোমস তীব্রভাবে কোকেন আসক্ত হয়ে পড়েন।

এপ্রিল-ডিসেম্বর, ১৮৮৭—• প্যারাডল চেম্বারের বিচিত্র ঘটনা ('The Five Orange Pips')

• অপেশাদার ভিক্ষাজীবী সংঘের অভিযান (ঐ)

• সোফি অ্যান্ডারসনের গায়েবের মামলা (ঐ)

• উফা দ্বীপে গ্রাইস প্যাটারসনের অভিযান (ঐ)

• কাম্বারওয়েল বিষক্রিয়ার কেস (ঐ)[৪]

• মিসেস স্টুয়ার্টের খুনের মামলা ('The Adventure of the Empty House')

• জঘন্য খুনি বার্ট স্টিভেন্স-এর মামলা ('The Adventure of the Norwood Builder')

২০ মে, শুক্রবার-

২২ মে, রবিবার ১৮৮৭—'A Scandal in Bohemia'-র অভিযান।

১৮ জুন, শনিবার-১৯ জুন,

রবিবার, ১৮৮৭—'The Man with the Twisted Lip'-এর অভিযান।

জুনের শেষ-সেপ্টেম্বর ১৮৮৭— • ট্যাঙ্কারভিল ক্লাবের কেলেঙ্কারি থেকে কর্নেল প্রেন্ডারগাস্টকে রক্ষা ('The Five Orange Pips')

• অন্তত তিনবার হোমস গুন্ডা দ্বারা প্রহৃত হন (ঐ)

২৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার-

৩০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৮৮৭— 'The Five Orange Pips'-এর অভিযান।

অক্টোবর, ১৮৮৭ (প্রথম সপ্তাহ)— • মি ইথারেজের নিরুদ্দেশ রহস্য ('A Case of Identity')

• মি জন ক্লে-র সঙ্গে সামান্য বোঝাপড়া ('The Red-Headed League')

অক্টোবর, ১৮৮৭ (দ্বিতীয় সপ্তাহ)— • ডানডাস বিচ্ছেদ মামলা ('A Case of Identity')

T.me/Boi_poriichoy

• মার্সেলিসের জটিল দুর্ঘটনা (ঐ)

১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার-

১৯ অক্টোবর, বুধবার, ১৮৮৭— 'A Case of Identity'-র ঘটনা।

২৯ অক্টোবর, শনিবার-

৩০ অক্টোবর, রবিবার, ১৮৮৭— 'The Red-Headed League'-এর মামলা।

নভেম্বর, ১৮৮৭ (দ্বিতীয় সপ্তাহ)— ভিক্টর স্যাভেজের মামলা ('The Adventure of the Dying Detective')

১৯ নভেম্বর, ১৮৮৭, শনিবার— 'The Adventure of the Dying Detective'-এর ঘটনা।

২৭ ডিসেম্বর, ১৮৮৭, মঙ্গলবার— 'The Adventure of Blue Carbuncle'-এর অভিযান।

৩০ ডিসেম্বর, ১৮৮৭, শুক্রবার— প্রথম মিসেস ওয়াটসনের মৃত্যু।

৪। প্রত্যাবর্তন পর্ব (ডা ওয়াটসনের বেকার স্ট্রিট ফিরে আসা থেকে মেরি মরস্টানের সঙ্গে পুনর্বিবাহ)

জানুয়ারি, ১৮৮৮-১ মে, ১৮৮৯, বুধবার

জানুয়ারি, ১৮৮৮ (প্রথম সপ্তাহ)— দুটি কেস, যাতে হোমস ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ডকে সাহায্য করেন ('The Valley of Fear')

৭ জানুয়ারি, ১৮৮৮, শনিবার-

৮ জানুয়ারি, ১৮৮৮, রবিবার— 'The Valley of Fear'-এর অভিযান।

৩ এপ্রিল, ১৮৮৮, মঙ্গলবার— পতিতা এমা এলিজাবেথের নৃশংস হত্যা যা হোয়াইট চ্যাপেল মার্ডার নামে খ্যাত।

৭ এপ্রিল, ১৮৮৮, শনিবার— 'The Yellow Face'-অভিযান।

এপ্রিলের শেষ-মে-র প্রথম, ১৮৮৮— ভ্যাটিক্যান ক্যামিওর বিচিত্র ঘটনা[৫] (The Hound of the Baskervilles)

৭ অগাস্ট, ১৮৮৮, মঙ্গলবার— হোয়াইচ্যাপেলে দ্বিতীয় খুন। মৃতা আবার এক পতিতা। নাম মার্থা ট্যাবরাম।

৩১ অগাস্ট, ১৮৮৮, শুক্রবার— হোয়াইচ্যাপেলে আরও এক পতিতার হত্যা। নাম মেরি অ্যান নিকলস।

সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮-র আগে— • মিসেস সেসিল ফরস্টারের গৃহস্থালি সমস্যা[৬] ('The Sign of the Four')

• এক মহিলাঘটিত মামলা (ঐ)

• বিশপগেটের রত্ন মামলা (ঐ)

T.me/Boirno_porichoy

• বার্তাবহ ম্যানেজার উইলসনের ছোট্ট মামলা (‘The Hound of the Baskervilles’)

৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার-

৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার, ১৮৮৮— খামার বাড়ির মামলা (‘The Greek Interpreter’)

৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮, শনিবার— হোয়াইটচ্যাপেলে অ্যানি চ্যাপমান নামে এক পতিতার হত্যা।

১০ সেপ্টেম্বর, সোমবার-

১৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার, ১৮৮৮—ফরাসি উইলের মামলা (‘The Sign of the Four’)

১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮, বুধবার— ‘The Greek Interpreter’-এর অভিযান।

১৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার-

২১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৮৮৮—‘The Sign of the Four’-এর অভিযান।

২৫ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার-

২০ অক্টোবর, শনিবার, ১৮৮৮— ‘The Hound of the Baskervilles’-এর অভিযান।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮, বুধবার— জালিয়াতি ও ব্ল্যাকমেলিং-এর মামলা (‘The Hound of the Baskervilles’)[৭]

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮, রবিবার—হোয়াইটচ্যাপেলে এলিজাবেথ স্ট্রাইড নামে এক পতিতার হত্যা। একই দিনে অ্যালগেটে ক্যাথরিন এডোস নামে আরও এক পতিতার নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

৯ নভেম্বর, শুক্রবার-

১১ নভেম্বর, রবিবার, ১৮৮৮— মেরি জেন কেলি নামে এক পতিতার হত্যা হোয়াইটচ্যাপেলে। প্রথমবার জ্যাক দ্য রিপারের চিঠি এল।

২০ অক্টোবর, শনিবার-

নভেম্বরের শেষ, ১৮৮৮—• ননপেরিল ক্লাবে কর্নেল আপউডের তাস কেলেঙ্কারি[৮] (‘The Hound of the Baskervilles’)

• মাদাম মঁপেসিয়র দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা (ঐ)[৯]

১৮৮৮-র শেষ থেকে

১৮৮৯-এর শুরু—আব্বাস পারভার দুর্ঘটনা (‘The Adventure of the Veiled Lodger’)

৫ এপ্রিল, শুক্রবার-

২০ এপ্রিল, শনিবার, ১৮৮৯— ‘The Adventure of the Copper Beeches’-এর ঘটনা

১মে, ১৮৮৯, বুধবার— ওয়াটসন ও মেরি মরস্টানের বিবাহ, ওয়াটসনের বাসা ভাড়া নিয়ে প্যাডিংটন গমন ও দ্রুত পসার বৃদ্ধি।

t.me/Borno_porichoy

৫। দাম্পত্য পর্ব(২) (ওয়াটসনের দ্বিতীয় বিবাহ থেকে শার্লক হোমসের অন্তর্ধান)

১ মে, ১৮৮৯ বুধবার-৪ মে, ১৮৯১, সোমবার

৮ জুন, শনিবার-

৯ জুন, রবিবার, ১৮৮৯— 'The Boscombe Valley Mystery'-র ঘটনা।

১৫ জুন, ১৮৮৯, শনিবার— 'The Stockbroker's Clerk'-এর অভিযান।

জুলাই, ১৮৮৯— • দ্বিতীয় দাগের দ্বিতীয় অভিযান ('The Naval Treaty')

• ক্লান্ত ক্যাপ্টেনের অভিযান (ঐ)

৩০ জুলাই, ১৮৮৯, মঙ্গলবার— ছোটো একটি খুনের রহস্য ('The Naval Treaty')

৩০ জুলাই, মঙ্গলবার-

১ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার, ১৮৮৯— 'The Naval Treaty'-র অভিযান।

অগাস্টের শেষ সপ্তাহ, ১৮৮৯— জালিয়াত লভ্রির বিচিত্র ঘটনা ('The Cardboard Box')

৩১ অগাস্ট, শনিবার-

২ সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৮৮৯— 'The Cardboard Box'-অভিযান।

৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার-

৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৮৮৯— 'The Adventure of the Engineer's Thumb'-এর অভিযান।

১১ সেপ্টেম্বর, বুধবার-১২

সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৮৮৯— 'The Crooked Man'-অভিযান।

১৮৮৯-এর শেষ ভাগ— • দ্বিতীয় দাগের তৃতীয় অভিযান।

• কর্নেল ক্যারুথারকে বন্দি করে রাখা ('The Adventure of Wisteria Lodge')

ডিসেম্বর, ১৮৮৯— • কর্নেল ওয়ারবার্টনের পাগলামো[১০](The Adventure of Wisteria Lodge)

• জালিয়াত আর্চি স্ট্যামফোর্ডকে পাকড়াও (The Adventure of the Solitary Cyclist)

• 'The Adventure of the Sealed Room' (উৎস-ঐ)

২৪ মার্চ, সোমবার-

২৯ মার্চ, শনিবার, ১৮৯০— 'The Adventure of Wisteria Lodge'-এর অভিযান।

২৫ সেপ্টেম্বর, বুধবার-

৩০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৮৯০— 'Silver Blaze'-এর ঘটনা।

ডিসেম্বর, ১৮৯০-এর আগে— • বিষ বিশেষজ্ঞ মরগানের মামলা ('The Adventure of the Empty House')

• অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন মেরিডিউর মামলা (ঐ)

T.me/Borno_porichoy

• ম্যাথিউর মামলা (ঐ), যে চ্যারিং ক্রসের বিশ্রামকক্ষে এক ঘুসিতে হোমসের বাঁ-শ্বদন্ত উপড়ে ফেলেছিল।

১৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার-

২০ ডিসেম্বর, শনিবার, ১৮৯০— 'The Adventure of the Beryl Coronet'-এর ঘটনা।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ, ১৮৯০—স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজ পরিবারের মামলা ('The Adventure of the Final Problem')

ডিসেম্বর, ১৮৯০-মার্চ ১৮৯১— ফরাসি সরকারের গোপন মামলা ('The Adventure of the Final Problem')

২৪ এপ্রিল, শুক্রবার-৪ মে,

সোমবার, ১৮৯১—'The Adventure of the Final Problem'. দুনিয়া জানল হোমস মৃত।

৬। হোমসের অন্তর্ধান পর্ব

৪ মে, ১৮৯১, সোমবার-৫ এপ্রিল, ১৮৯৪, বৃহস্পতিবার

জুন, ১৮৯১— • ওয়াটসন প্যাডিংটনের ব্যাবসা গুটিয়ে কেনসিংটনে পুরোনো প্র্যাকটিস শুরু করলেন, যাতে লেখালেখিতে বেশি সময় দিতে পারেন।

• হোমস সাইগারসন নামে সেটিনে পাড়ি দিলেন ও আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে দেখা করলেন।

জুলাই, ১৮৯১— 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনে হোমসের ছোটো ছোটো কাহিনিগুলি ছাপা হতে লাগল।

১৮৯১-সেপ্টেম্বর ১৮৯৩—'সাইগারসন নামে নরউইজিয়ানের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা'

১৮৯১-এর শেষ

অথবা ১৮৯২-এর শুরু—ওয়াটসনের দ্বিতীয় স্ত্রী মেরি মরস্তানের হৃদরোগে মৃত্যু।

১৮৯২-এর শেষ— নিউ জার্সির হোবোকেনে শার্লক-আইরিনের একমাত্র সন্তান নিরোর জন্ম।

সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৮৯৩— হোমসের পারস্য ভ্রমণ, মক্কা গমন ও ওমদুরমানে খলিফার সঙ্গে মোলাকাত।

নভেম্বর ১৮৯৩-মার্চ ১৮৯৪— ফ্রান্সের মন্টপেলিয়ারে হোমস আলকাতরার বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য নিয়ে গবেষণা করেন।

৭। পুনরাগমন পর্ব (হোমসের আগমন থেকে ওয়াটসনের তৃতীয় বিবাহ)

৫ এপ্রিল, ১৮৯৪, বৃহস্পতিবার-৪ অক্টোবর, ১৯০২, শনিবার

T.me/Borno_porichoy

৫ এপ্রিল, ১৮৯৪, বৃহস্পতিবার—'The Adventure of the Empty House'-এর ঘটনা।

মে, ১৮৯৪— ওয়াটসন কেনসিংটনের ব্যাবসা বেচে আবার বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলেন।

১৪ নভেম্বর, বুধবার-১৫ নভেম্বর,

বৃহস্পতিবার, ১৮৯৪— 'The Adventure of the Golden Pince-Nez'-এর ঘটনা।

এপ্রিল-ডিসেম্বর, ১৮৯৪—• লাল জোঁক ও ব্যাঙ্কার ক্রসবির মৃত্যুর বিচিত্র ঘটনা (The Adventue of Golden Pince-Nez)

• অ্যাডেলট নদের দুর্ঘটনা (ঐ)[১১]

• স্মিথ মর্টিমারের বিখ্যাত মামলা (ঐ)

• বুলেভার্ডের খুনি হুরেটকে পাকড়াও ('The Adventure of Wisteria Lodge')

• ডাচ বাষ্পজাহাজ-এর বিচিত্র ঘটনা ('The Adventure of the Norwood Builder')

৫ এপ্রিল, শুক্রবার-৬ এপ্রিল,

শনিবার, ১৮৯৪— 'The Adventure of the Three Students'-এর ঘটনা।

এপ্রিলের মাঝামাঝি, ১৮৯৫— তামাক ব্যবসায়ী ভিনসেন্ট হার্ডেনের বিচিত্র মামলা ('The Adventure of the Solitary Cyclist')

১৩ এপ্রিল, শনিবার এবং

২০ এপ্রিল শনিবার, ১৮৯৫— 'The Adventure of Solitary Cyclist'-এর ঘটনা।

মে-জুন, ১৮৯৫— • কার্ডিনাল টোসকার আকস্মিক মৃত্যু রহস্য ('The Adventure of Black Peter')

ক্যানারি ট্রেনার, দুর্ধর্ষ অপরাধী উইলসনের অ্যারেস্ট (ঐ)[১২]

৩ জুলাই, বুধবার-৫ জুলাই,

শুক্রবার, ১৮৯৫— 'The Adventure of Black Peter'-এর ঘটনা।

জুলাই, ১৮৯৫— মামলার কাজে হোমস নরওয়ে গেলেন ('The Adventure of Black Peter')

২০ অগাস্ট, মঙ্গলবার-২১

অগাস্ট বুধবার, ১৮৯৫— 'The Adventure of the Norwood Builder'-এর ঘটনা।

নভেম্বর, ১৮৯৫-এর আগে— • জালিয়াত ভিক্টর লিঞ্চের মামলা ('The Adventure of the Sussex Vampire')

• বিষাক্ত সরীসৃপের বিচিত্র ঘটনা (ঐ)

• হাতুড়ি প্রস্তুতকারক ভিগারের মামলা (ঐ)

• সার্কাসের খেলুড়ে ভিত্তোরিয়ার মামলা (ঐ)

• তরুণ জালিয়াত আর্থার স্টনটনের মামলা ('The Adventure of the Missing Three Quarter')

T.me/Boimo_porichoy

• হেনরি স্টনটনের মামলা, হোমস যাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে সাহায্য করেন (ঐ)

২১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার-২৩

নভেম্বর, শনিবার, ১৮৯৫— 'The Adventure of the Bruce-Partington Plans'.

১৮৯৫-এর শেষ-

১৮৯৬-এর অক্টোবর— শার্লকিয়ানরা একে বলেন The Missing Year. এসময় হোমস কী করেছিলেন, তা নিয়ে ওয়াটসন অদ্ভুতভাবে নীরব। গবেষকদের মতে দাদা শেরিনফোর্ড এসময় এক খুনের মামলায় ফেঁসে যান। তাকে বাঁচাতে হোমসকে কালাজাদুরও সাহায্য নিতে হয়েছিল।

অক্টোবর, ১৮৯৬— 'The Adventure of the Veiled Lodger'-এর ঘটনা।

১৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার-

২১ নভেম্বর, শনিবার, ১৮৯৬— 'The Adventure of the Sussex Vampire'-এর ঘটনা।

৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার-১০

ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৮৯৬— 'The Adventure of the Missing Three-Quarter'-এর ঘটনা।

২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭-এর আগে— স্ট্যানলি হপকিন্সের সঙ্গে চারটি মামলায় অংশগ্রহণ।

২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭, শনিবার— 'The Adventure of the Abbey Grange'-এর ঘটনা।

১৬ মার্চ, ১৮৯৭-এর আগে— ডা মুর আগারের মামলা ('The Adventure of the Devil's Foot')

১৬ মার্চ, মঙ্গলবার-

২০ মার্চ, শনিবার, ১৮৯৭— 'The Adventure of the Devil's Foot'-এর ঘটনা।

২৭ জুলাই, বুধবার-

১৩ অগাস্ট, শনিবার, ১৮৯৮— 'The Adventure of the Dancing Men'.

জুলাই, ১৮৯৮— দুই কোপটিক কুলপতির বিচিত্র ঘটনা ('The Adventure of the Retired Colourman')

২৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার-

৩০ জুলাই, শনিবার, ১৮৯৮— 'The Adventure of the Retired Colourman'-এর ঘটনা।

৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার-

১৪ জানুয়ারি, শনিবার, ১৮৯৯— 'The Adventure of Charles Augustus Milverton'-এর মামলা।

T.me/Borno_porichoy

২০ মে, ১৮৯৯, শনিবার— বোর্জিয়ার বিখ্যাত কালো মুক্তা চুরি ('The Adventure of the Six Napoleons')

৮ জুন, শুক্রবার-

১০ জুন, রবিবার, ১৯০০— 'The Adventure of Six Napoleons'-এর ঘটনা।

জুন, ১৯০০— কঙ্ক-সিঙ্গলটন জালিয়াতি মামলা ('The Adventures of Six Napoleons')

৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার-

৫ অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯০০— 'The Problem of Thor Bridge'.

মে, ১৯০১-এর প্রথম দিক— • ফেরাস দলিলের মামলা[১৩] ('The Adventures of the Priory School')

• আবেরগাভেনির খুন (ঐ)

১৬ মে, বৃহস্পতিবার-

১৮ মে শনিবার, ১৯০১— 'The Adventure of Priory School'-এর মামলা।

ডিসেম্বর, ১৯০১— মি ফেয়ারডেল হবসের সামান্য ঘটনা ('The Adventure of the Red Circle')

মে, ১৯০২-এর আগে— মুদ্রাবিদের অদ্ভুত মামলা ('The Adventure of Shoscombe Old Place')

৬ মে, মঙ্গলবার-

৭ মে বুধবার, ১৯০২— 'The Adventure of Shoscombe Old Place'.

২৬ জুন, বৃহস্পতিবার-

২৭ জুন, শুক্রবার, ১৯০২— 'The Adventure of the Three Garridebs'.

জুন, ১৯০২— বৃদ্ধ আব্রাহামের ভয়াবহ ঘটনা ('The Disappearance of Lady Frances Carfax')

১ জুলাই, মঙ্গলবার-

১৮ জুলাই, শুক্রবার, ১৯০২— 'The Disapperance of Lady Frances Carfax'-এর ঘটনা।

জুলাই, ১৯০২, শেষদিক— ওয়াটসন কুইন অ্যান স্ট্রিটে নিজের বাসা ভাড়া করে চলে যান।

৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার-

১৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯০২— 'The Adventure of the Illustrious Client'-এর ঘটনা।

২৪ সেপ্টেম্বর, বুধবার-২৫

সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯০২— 'The Adventure of the Red Circle'-এর মামলা।

T.me/Borno_porichoy

৪ অক্টোবর, ১৯০২, শনিবার— ওয়াটসনের তৃতীয় বিবাহ ও পুনরায় ডাক্তারি ব্যাবসা শুরু।

৮। সহযোগিতার শেষ বছর

জানুয়ারি-অক্টোবর ১৯০৩

জানুয়ারি, ১৯০৩-এর ঠিক আগে— •চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ স্যার জেমস সন্ডার্সের মামলা ('The Adventure of the Blanched Soldier')

- জেমস ওয়াইল্ডার ফিরে এলেন (ঐ)
- তুর্কির সুলতানের মামলা (ঐ)

৭ জানুয়ারি, বুধবার-

১২ জানুয়ারি, সোমবার, ১৯০৩— 'The Adventure of the Blanched Soldier'-এর মামলা।

২৬ মে, ১৯০৩-এর আগে— হোলবর্ন বারের সামনে পার্কিন্সদের খুনের মামলা ('The Adventure of the Three Gables')

২৬ মে, মঙ্গলবার-

২৭ মে, বুধবার, ১৯০৩—'The Adventure of Three Gables'-এর ঘটনা।

গ্রীষ্ম, ১৯০৩— • বৃদ্ধ ব্যারন ডসনের মামলা ('The Adventure of the Mazarin Stone')

- 'The Adventure of the Mazarin Stone'-এর মামলা।

৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার-

২২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯০৩— • 'The Adventure of the Creeping Man'-এর ঘটনা।

অক্টোবর, ১৯০৩-এর আগে— • রাজনৈতিক, লাইটহাউস এবং এক করমোরান্ট সংক্রান্ত তিনটি মামলা ('The Adventure of the Veiled Lodger')

- অ্যালিসিয়া কাটারের বিচিত্র ঘটনা ('The Problem of Thor Bridge') [১৪]
- ইসাডোরা পেরসানোর মামলা (ঐ)
- কাউন্ট ফন ও সু গ্রেফানস্টাইনকে রক্ষা ('His Last Bow')

৮ অক্টোবর, ১৯০৩, বৃহস্পতিবার—ট্রেনটন, নিউ জার্সিতে আইরিন অ্যাডলারের মৃত্যু।

৯। শেষ পর্ব—

১৯০৯-১৯৫৭

২৭ জুলাই, মঙ্গলবার-

৩ অগাস্ট, মঙ্গলবার, ১৯০৯— 'The Adventure of the Lion's Mane'-এর ঘটনা।

T.me/Borno_porichoy

১৯১২-১৩— শিকাগোর মি আলটামন্টের কেস ('His Last Bow')

২ অগাস্ট, ১৯১৪, রবিবার—'His Last Bow'-এর অভিযান।

১৯২০—কনস্টানটিনোপল গমন।

২৪ জুলাই, ১৯২৯, বুধবার— ডা জন এইচ ওয়াটসনের মৃত্যু।

১৯৩৯-৪৫— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারকে গোপনে সাহায্য।

১৯ নভেম্বর, ১৯৪৬, মঙ্গলবার— মাইক্রফট হোমসের মৃত্যু।

৬ জানুয়ারি, ১৯৫৭, রবিবার— শার্লক হোমসের মৃত্যু।

---

১. জন ডিকসন কার ও অ্যাড্রিয়ান কোনান ডয়েল-এর লেখা 'The Exploits of Sherlock Holmes'-এ ঘটনাটি 'The Adventure of the War Gamblers' নামে প্রকাশিত।

২. 'The Adventure of Red Widow'. উৎস ঐ।

৩. 'The Adventure of the Seven Clocks'. উৎস ঐ।

৪. 'The Adventure of the Gold Hunter'. উৎস ঐ।

৫. এই কাহিনিতে ওয়াটসনের দ্বিতীয়বার চোট লাগে বলে অনেকে মনে করেন।

৬. রবার্ট কেইথ এই ঘটনা নিয়ে 'Who was Cecil Forrester?' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

৭. 'The Advenure of the Two Women'. উৎস ঐ।

৮. 'The Adventure of the Abbas Ruby'. উৎস ঐ।

৯. 'The Adventure of the Black Baronet'. উৎস ঐ।

১০. 'The Adventure of the Sealed Room'. উৎস ঐ।

১১. 'The Adventure of Fanlkes Rath'. উৎস ঐ।

১২. 'The Adventure of the Deptford Horror'. উৎস ঐ।

১৩. 'The Advenure of the Demon Angles'. উৎস ঐ।

১৪. 'The Advenure of the Higate Miracle'. উৎস ঐ।

Time/Boimo_porichoy

কাহিনিপঞ্জি

(প্রকাশকাল অনুযায়ী)

নাম	প্রথম প্রকাশকাল	পত্রপত্রিকা	ছবির সংখ্যা	আঁকিয়ে
উপন্যাস				
১। A Study in Scarlet	নভেম্বর, ১৮৮৭	বিটনস ক্রিসমাস অ্যানুয়াল	৯	ডি এইচ ফ্রিস্টন
২। The Sign of the Four	ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০	লিপিনকট ম্যাগাজিন	৮	এফ এইচ টাউনসেন্ড
গল্প				
৩। A Scandal in Bohemia	জুলাই, ১৮৯১	স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন	১০	সিডনি প্যাগেট
৪। The Red-Headed league	অগাস্ট, ১৮৯১	,,	১০	,,
৫। A Case of Identity	সেপ্টেম্বর, ১৮৯১	,,	৭	,,
৬। The Boscombe Valley Mystery	অক্টোবর, ১৮৯১	,,	১০	,,
৭। The Five Orange Pips	নভেম্বর, ১৮৯১	,,	৬	,,
৮। The Man with the Twisted Lip	ডিসেম্বর, ১৮৯১	,,	১০	,,
৯। The Adventure of the Blue Carbuncle	জানুয়ারি, ১৮৯২	,,	৮	,,
১০। The Adventure of the Speckled Band	ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২	,,	৯	,,
১১। The Adventure of the Engineer's Thumb	মার্চ, ১৮৯২	,,	৮	,,
১২। The Adventure of the Noble Bechelor	এপ্রিল, ১৮৯২	,,	৮	,,
১৩। The Adventure of the Beryl Coronet	মে, ১৮৯২	,,	৯	,,
১৪। The Adventure of the Copper Beeches	জুন, ১৮৯২	,,	৯	,,

T.me/Borno_porichoy

নাম	প্রথম প্রকাশকাল	পত্রপত্রিকা	ছবির সংখ্যা	আঁকিয়ে
১৫। Silver Blaze	ডিসেম্বর, ১৮৯২	স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন	৯	সিডনি প্যাগেট
১৬। The Adventure of Cardboard box	জানুয়ারি, ১৮৯৩	,,	৮	,,
১৭। The Adventure of the Yellow Face	ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩	,,	৭	,,
১৮। The Adventure of the Stockbroker's Clerk	মার্চ, ১৮৯৩	,,	,,	,,
১৯। The Adventure of the Gloria Scott	এপ্রিল, ১৮৯৩	,,	৭	,,
২০। The Adventure of the Musgrave Ritual	মে, ১৮৯৩	,,	৬	,,
২১। The Adventure of the Reigate Puzzle	জুন, ১৮৯৩	,,	৭	,,
২২। The Adventure of the Crooked Man	জুলাই, ১৮৯৩	,,	,,	,,
২৩। The Adventure of the Resident Patient	আগাস্ট, ১৮৯৩	,,	,,	,,
২৪। The Adventure of the Greek Interpreter	সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩	,,	৮	,,
২৫। The Adventure of the Naval Treaty	অক্টোবর, ১৮৯৩	,,	,,	,,
২৬। The Adventure of the Final Problem	ডিসেম্বর, ১৮৯৩	,,	৯	,,
উপন্যাস				
২৭। The Hound of the Baskervilles	আগাস্ট, ১৯০১-এপ্রিল ১৯০২	স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন	৬০	সিডনি প্যাগেট
গল্প				
২৮। The Adventure of the Empty House	সেপ্টেম্বর, ১৯০৩	কলিয়ার'স উইকলি	৭	ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে
২৯। The Adventure of the Norwood Builder	অক্টোবর, ১৯০৩	,,	৭	,,

T.me/Borno_porichoy

নাম	প্রথম প্রকাশকাল	পত্রপত্রিকা	ছবির সংখ্যা	আঁকিয়ে
৩০। The Adventure of the Dancing Men	নভেম্বর, ১৯০৩	কলিয়ার'স উইকলি	৬	ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে
৩১। The Adventure of the Solitary Cyclist	ডিসেম্বর, ১৯০৩	,,	৫	,,
৩২। The Adventure of the Priory School	জানুয়ারি, ১৯০৪	,,	৬	,,
৩৩। The Adventure of Black Peter	ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪	,,	৬	,,
৩৪। The Adventure of Charles Augustus Milverton	মার্চ, ১৯০৪	,,	,,	,,
৩৫। The Adventure of the Six Napoleons	এপ্রিল, ১৯০৪	,,	,,	,,
৩৬। The Adventure of the Three Students	জুন, ১৯০৪	স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন	৭	সিডনি প্যাগেট
৩৭। The Adventure of the Golden Pince-Nez	জুলাই, ১৯০৪	,,	৮	,,
৩৮। The Adventure of the Missing Three-Quarter	আগস্ট, ১৯০৪	,,	৭	,,
৩৯। The Adventure of the Abbey Grange	সেপ্টেম্বর, ১৯০৪	,,	৮	,,
৪০। The Adventure of the Second Stain	ডিসেম্বর, ১৯০৪	,,	৮	,,
৪১। The Adventure of Wisteria Lodge	আগস্ট, ১৯০৮	কলিয়ার'স উইকলি	৮	ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে
৪২। The Adventure of the Bruce-Partington Plans	ডিসেম্বর, ১৯০৮	স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন	৬	আর্থার টুইডেল
৪৩। The Adventure of the Devil's Foot	ডিসেম্বর, ১৯১০	,,	৭	গিলবার্ট হ্যালিডে
৪৪। The Adventure of the Red Circle	মার্চ-এপ্রিল, ১৯১১	,,	৩ ১	এইচ এম ব্রোক জোসেফ সিম্পসন
৪৫। The Disappearance of Lady Frances Carfax	ডিসেম্বর, ১৯১১	,,	৫	অ্যালেক বেল

T.me/Borno_porichoy

নাম	প্রথম প্রকাশকাল	পত্রপত্রিকা	ছবির সংখ্যা	আঁকিয়ে
৪৬। The Adventure of the Dying Detective	নভেম্বর, ১৯১৩	কলিয়ার'স উইকলি	৩	ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে
উপন্যাস				
৪৭। The Valley of Fear	সেপ্টেম্বর, ১৯১৪-মে ১৯১৫	স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন	৩১	ফ্রাঙ্ক উইলিস
৪৮। His Last Bow	সেপ্টেম্বর, ১৯১৭	,,	৩	এ. গিলবার্ট
গল্প				
৪৯। The Adventure of the Mazarin Stone	অক্টোবর, ১৯২১	স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন	৩	এ. গিলবার্ট
৫০। The Problem of Thor Bridge	ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯২২	,,	৭	,,
৫১। The Adventure of the Creeping Man	মার্চ, ১৯২৩	,,	৫	হাওয়ার্ড ই এলকক
৫২। The Adventure of the Sussex Vampire	জানুয়ারি, ১৯২৪	,,	৪	,,
৫৩। The Adventure of the Three Garridebs	অক্টোবর, ১৯২৪	কলিয়ার'স উইকলি	৩	জন রিচার্ড ফ্ল্যানাগান
৫৪। The Adventure of the Illustrious Client	নভেম্বর, ১৯২৪	,,	৪	,,
৫৫। The Adventure of the Three Gables	সেপ্টেম্বর, ১৯২৬	লিবার্টি	৬	ফ্রেডরিখ ডর স্টিলে
৫৬। The Adventure of the Blanched Soldier	অক্টোবর, ১৯২৬	,,	৫	,,
৫৭। The Adventure of the Lion's Mane	নভেম্বর, ১৯২৬	,,	৭	,,
৫৮। The Adventure of the Retired Colourman	ডিসেম্বর, ১৯২৬	,,	৪	,,
৫৯। The Adventure of the Veiled Lodger	জানুয়ারি, ১৯২৭	,,	৪	,,
৬০। The Adventure of Shoscombe Old Place	মার্চ, ১৯২৭	,,	৭	,,

T.me/Borno_porichoy

শার্লক হোমসের অচেনা অভিযান

ডয়েলের লেখা হোমস কাহিনি বললেই ছাপ্পান্নটি ছোটোগল্প আর চারটি উপন্যাসের কথা মাথায় আসে। হোমসিয়ানরা এই ষাটটি কাহিনিকে একত্রে Sherlock Holmes Canon অথবা Holy Scripture নাম দিয়ে থাকেন। কিন্তু স্বয়ং ডয়েল কি মাত্র ষাটটি কাহিনিতেই হোসমকে বেঁধে রেখেছিলেন?

বিশেষজ্ঞদের ধারণা বেশ কিছু হোমস কাহিনি হারিয়ে গেছে, অসমাপ্ত থেকে গেছে; কিছু বা এতটাই নগণ্য যে নেহাতই উপেক্ষিত, আবার কিছু অভিযানে হোমস আছেন, যদিও তা সাঁটে বোঝানো হয়েছে— তাঁর নাম না করে। এই অধ্যায়ে সেইসব অচেনা অভিযানদের এক ঝলক দেখে নেব।

ছোটোগল্প—

১। The Field Bazaar (১৮৯৬)— এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফান্ড তোলার অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই অণুগল্পটি লেখা। ডয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনের জন্য এটি লেখেন। কাহিনিতে ওয়াটসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাগাজিনে লেখার আহ্বান পান। ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে হোমস চিঠিটি না খুলেই চিঠির বিষয়বস্তু ও প্রেরক সম্পর্কে ঠিক অনুমান করেন। বহু হোমস কাহিনির মতো এটিরও শুরু হয় প্রাতরাশের সময়— যদিও সেই অনুমানেই কাহিনির সমাপ্তি। বাংলায় গল্পটি অনুবাদ করেন ধরণী ঘোষ, যা পাক্ষিক আনন্দমেলায় ছাপা হয়েছিল।

২। The Lost Special (১৮৯৮)— ১৮৯৪তে হোমসকে খুন করার পরও ডয়েল 'স্ট্র্যান্ড'-এ গোয়েন্দা গল্প লিখতে থাকেন। তবে তাদের মধ্যে সেরা অবশ্যই এ গল্পটি। একটি ট্রেন দুটি স্টেশনের মধ্যে আচমকা কর্পূরের মতো উবে যায়। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এ রহস্য সমাধানে সবাই যখন ব্যর্থ তখন এক অপেশাদার যুক্তিবিদের একটি চিঠি পুলিশের কাছে আসে যাতে গোটা ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। গবেষকদের মতে ইনি হোমস ছাড়া কেউ হতেই পারেন না। ক্লু চিঠিতেই দেওয়া ছিল। সেই যুক্তিবিদ লিখেছিলেন, 'Once one has eliminated the impossible...' চেনা চেনা লাগছে?

৩। The Man with the Watches (১৮৯৮)— এটিও একই বছর 'স্ট্র্যান্ড'-এ প্রকাশিত হয়। রেলের কামরায় একজন মৃত মানুষকে পাওয়া যায়, যার জ্যাকেটের পকেটে ছ-টি ঘড়ি। আবার এক অপেশাদার গোয়েন্দা এসে চমৎকার একটি সমাধান বাতলান। যদিও কিছুদিন পর তিনি একটি বেনামি চিঠি পান যাতে লেখা তাঁর সমাধান অসামান্য, যদিও গোটাটাই ভুল। তারপর চিঠিতে আসলে কী হয়েছিল তা বলা আছে। গবেষকদের মতে এই গোয়েন্দাও হোমস।

৪। How Watson Learned the Trick (১৮২৪)— রানি মেরির পুতুলের বাড়ির লাইব্রেরির জন্য বিভিন্ন লেখক 'অরিজিনাল' লেখা দেন। ডয়েলও সেই খুদে বইয়ের জন্য

T.me/Borno_porichoy

৫০৩ শব্দের এই গল্পটি লেখেন। যদিও ২৮ বছর পরে লেখা, তবু গোটা গল্পের মুড সেই Field Bazaar-এর মতোই। এখানেও ঘটনা ঘটছে প্রাতরাশ টেবিলে তবে হোমস নয়, ওয়াটসন এখানে অনুমানের চেষ্টা চালাচ্ছেন শার্লকের পদ্ধতি মেনে। এটিই একমাত্র হোমস কাহিনি যা পুরোটা তৃতীয় পুরুষে লেখা। বাংলায় এটিরও অনুবাদ করেছেন ধরণী ঘোষ।

প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি—

১। Some Personalia about Mr Sherlock Holmes (১৯১৭)— 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনে বড়োদিন উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি লেখেন ডয়েল। এতে প্রথমবার হোমস সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা বিশদে আলোচনা করেন তিনি।

২। The Truth about Sherlock Holmes (১৯২৩)— কলিয়ার'স উইকলিতে এই প্রবন্ধের বিষয় ছিল কীভাবে হোমস চরিত্রটিকে কল্পনা করলেন ডয়েল।

৩। Mr Sherlock Homes to His Readers (১৯২৭)— সেরা শার্লকের অভিযানের যে প্রতিযোগিতা 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনে হয়েছিল, তার ভূমিকা হিসেবে এই প্রবন্ধটি লেখেন ডয়েল। পরে এটি দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে 'The Case Book of Sherlock Holmes'-এ স্থান পায়।

৪। How I Made my List (১৯২৭)— আগের প্রবন্ধটির সিকুয়েল বলা চলে। এখানে ডয়েল তাঁর নিজের প্রিয় একডজন হোমসের কাহিনির একটি তালিকা এবং কেন তিনি এদের বেছেছেন, তাঁর কারণ জানান।

(ডয়েলের লেখা হোমস নাটকদের কথা এখানে আলোচিত হল না। তাদের উল্লেখ নির্দিষ্ট অধ্যায়ে রয়েছে)

T.me/Boino_porichoy

শার্লক হোমসের লেখালেখি

শুধু ডা ওয়াটসনই নন, হোমস নিজেও লেখালেখি করতেন। সত্যি বলতে, ওয়াটসনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে থেকেই, বিশেষ করে যখন তিনি মন্টেগু স্ট্রিটে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন। পাঠকের হয়তো মনে থাকবে, বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই শার্লকের লেখা একটি প্রবন্ধ ওয়াটসনের চোখে পড়ে— নাম 'The Book of Life'. শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই নয়, *His Last Bow* গ্রন্থের দুটি কাহিনি 'The Adventure of Blanched Soldier' এবং 'The Adventure of the Lion's Man'-ও হোমসের লেখা থেকেই জানতে পারি। হোমসিয়ানরা এখনও অবধি হোমসের লেখা দশটি প্রবন্ধ ও দুটি কাহিনির সন্ধান দিয়েছেন। নীচের তালিকায় তা বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হল—

T.me/Borno_porichoy

রচনাকাল	কাহিনি/প্রবন্ধের নাম (উৎস)	বিষয়
১। ১৮৮১-র আগে	On The Distinction of Ashes of the Various to Tobaccos (A Study in Scarlet; The Sign of the Four; The Boscombe Valley Mystery)	১৪০ ধরনের তামাক, সিগারেট ও পাইপের তামাকের বিবরণ। রঙিন আর্টপ্লেট সহকারে বিভিন্ন ছাইয়ের বর্ণনা।
২। ১৮৮১, মার্চ	The Book of Life (A Study in Scarlet)	পর্যবেক্ষণ ও অনুমান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।
৩। ১৮৮১, মার্চ	On Variations of Human Ear (The Cardboard Box)	অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত দুটি ছোটো নিবন্ধ।
৪। ১৮৮৭,জুলাই-এর আগে	On The Tracing of Footsteps (The Sign of the Four)	প্লাস্টার অব প্যারিস ব্যবহার করে পায়ের ছাপের কপি বিষয়ে নিবন্ধ।
৫। ১৮৮৭, জুলাই-এর আগে	The Influence of a Trade Upon the form of Hand (The Sign of the Four)	ছাপাখানার কর্মী, তন্তুবায়, ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তদের হাতের ছাপের লিথো চিত্রসহ আলোচনা।
৬। ১৮৯০, অক্টোবরের আগে	On Tattoo Marks (Red Headed League)	বিভিন্নরকম উলকি বিষয়ে সচিত্র আলোচনা
৭। ১৮৯৬	The Polyphonic Motets of Lassus (Bruce-Partington Plans)	ওরল্যান্ডো ডি ল্যাসো বা ওরল্যান্ডাস ল্যাসাসকে নিয়ে লেখা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ। পণ্ডিতদের মতে এ বিষয়ে শেষ কথা।
৮। ১৮৯৭ জুলাই-এর আগে	On Secret Writings (The Dancing Men)	১৬১ টি গুপ্ত লিপিমালার বিবরণ সমেত প্রবন্ধ।
৯। ১৮৯৯ অক্টোবরের আগে	On the Dating of Manuscript (The Hound of the Baskervilles)	পাণ্ডুলিপির অক্ষর দেখে সাল নির্ণয়ের পদ্ধতি।
১০। ১৯০৩, জানুয়ারি	The Adventure of Blanched Soldier	হোমসের নিজ বিবৃতিতে নিজের অভিযান।

T.me/Borno_porichoy

১১। ১৯০৪-১৯১২	The Practical Handbook of Bee Culture (His Last Bow)	মৌমাছি পালনের খুঁটিনাটি নিয়ে প্রামাণ্য পুস্তক।
১২। ১৯০৭, জুলাই	The Adventure of the Lion's Mane	হোমসের নিজ বিবৃতিতে নিজের অভিযান।

এই এক ডজন লেখা দিয়েই এ অধ্যায় শেষ করা যেত। কিন্তু গেল না, তার কারণ প্রায় সারাজীবন ধরে হোমস অপরাধবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে যে ম্যাগনাম ওপাসটি লিখতে চেয়েছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত সেটি ছাপা হয়নি। বইটি শেষ করে প্রকাশকের কাছে পাঠানোর আগে আচমকা শার্লকের মৃত্যু ঘটে। বইটির নাম ঠিক হয়েছিল *The Whole Art of Detection*. ১৯৪০ সালে বইটির টাইটল পেজও ছাপা হয়েছিল। ফুলওয়ার্থ প্রেস থেকে ছাপা হওয়ার কথা ছিল বইটির। টাইটল পেজে হোমসের ডিগ্রি হিসেবে M D এবং M Z দেখা যাচ্ছে। M D হল ডক্টর অব মেটাগ্রবোলজি (ধাঁধা/সমস্যা সমাধান বিদ্যা) এবং M Z হল Master of Zetcties অর্থাৎ অনুসন্ধানের দক্ষ কারিগর। বইটিতে ছবি আঁকার কথা ছিল তরুণ শিল্পী মাইক্রফট শেরিনফোর্ড ভার্নেৎ-এর, যিনি মামার বাড়ির দিক থেকে হোমসের ভাগনে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হোমসের মৃত্যুতে অপরাধবিজ্ঞানের এই সেরা বইটি আজ অবধি দিনের আলোর মুখ দেখেনি।

T.me/Borno_porichoy

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. কালপঞ্জি

Baring-Gould, William S.

The Chronological Holmes; New York : ব্যক্তিগত প্রকাশনা, 1955

Bell, H. W.

Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Chronology of Their Adventures; London : Constable & Co., 1932

Blakeney, T. S.

Sherlock Holmes: Fact or Fiction?; London : John Murray, 1932

Brend, Gavin

My *Dear Holmes;* London : George Allen & Unwin, Ltd., 1951

Christ, Jay Finley

An Irregular Chronology of Sherlock Holmes of Baker Street; Ann Arbor, Mich. ; The Fanlight House, 1947

Zeisler, Ernest Bloomfield

Baker Street Chronology: Commentaries on the Sacred Writings of Dr. John H. Watson; Chicago : Alexander J. Isaacs, 1953

২. প্রবন্ধ সংকলন

Baker Street Studies, ed- H. W. Bell ; London : Constable & Co., 1934

221B: Studies in Sherlock Holmes, ed. Vincent Starrett ; New York : The Macmillan Co., 1940

Profile by Gaslight: An Irregular Reader about the Private Life of Sherlock Holmes; ed- Edgar W. Smith ; New York : Simon & Schuster, 1944.

A Baker Street Four-Wheeler, ed-Edgar W. Smith ; Maplewood, N.J. : The Pamphlet House, 1944.

The Second Cab, ed-James Keddie, Jr. ; Boston : Stoke Moran, 1947.

Sherlockian Studies, ed-Robert A. Cutter ; Jackson Heights, N.Y. : The Baker Street, 1947.

Client's Case-Book, ed-J. N. Williamson ; Indianapolis : The Illustrious Clients, 1947.

T.me/Borno_porichoy

Sherlock Holmes: Master Detective, ed-E. W. McDiarmid and Theodore C. Blegen ; La Crosse, Wisc. : The Sumac Press, 1952.

Illustrious Client's Third Case-Book, ed-J. N. Williamson and

H. B. Williams : Indianapolis : The Illustrious Clients, 1953.

The Best of the Pips, ed- Richard W. Clarke ; New York : The Five Orange Pips of Westchester County, 1955.

Exploring Sherlock Holmes, ed- E. W. McDiarmid and Theodore C. Blegen ; La Crosse, Wisc. : The Sumac Press, 1957.

The Incunabular Holmes, ed- Edgar W. Smith ; Morristown, N.J. : The Baker Street Irregulars, Inc., 1958.

Leaves from The Copper Beeches, ed- H. W. Starr ; Philadelphia : The Sons of the Copper Beeches, 1959.

Introducing Mr. Sherlock Holmes, ed-Edgar W. Smith ; Morristown, N.J. : The Baker Street Irregulars, Inc., 1959.

The Third Cab, সম্পাদক- Executive Committee of The Speckled Band of Boston ; Boston : Stoke Moran, 1960.

৩. গবেষণাপত্র

Douglass, Ruth

"The Camberwell Poisoner," *Ellery Queen's Mystery Magazine,* February 1947.

Grazebrook, O.F.

Studies in Sherlock Holmes; London1 1949.

Harrison, Michael

In the Footsteps of Sherlock Holmes; London : Cassell & Company, Ltd., 1958 ; New York : Frederick Fell, Inc., 1960.

Holroyd, James Edward

Baker Street By-Ways; London : George Allen & Unwin, Ltd., 1959.

Morgan, Robert S.

Spotlight on a Simple Case, or, Wiggins, Who Was That Horse I Saw With You Last Night?; Wilmington, Delaware : The Cedar Tree Press, 1959.

Roberts, S. C. (later Sir Sydney)

Doctor Watson: Prolegomena to the Study of a Biographical Problem; London : Faber & Faber, Ltd., 1931.

T.me/Borno_porichoy

Holmes and Watson: A Miscellany; London : Oxford University Press, 1953.

Simpson, A. Carson

Simpson's Sherlockian Studies; Philadelphia : International Printing Company, 1953-60.

Smith, Edgar W.

The Napoleon of Crime; Summit, N.J. : The Pamphlet House, 1953.

Starrett, Vincent

The Private Life of Sherlock Holmes; New York : The Macmillan Co., 1933 ; London : Nicholson & Watson, 1934.

Van Lier, Edward J., M.D.

A Doctor Enjoys Sherlock Holmes; New York : The Vantage Press, 1960.

Warrack, Guy

Sherlock Holmes and Music; London : Faber & Faber, Ltd., 1957

৪. পত্রপত্রিকা

The Baker Street Journal, ed- Edgar W. Smith ; New York : Ben Abramson for The Baker Street Irregulars, Inc.

The Baker Street Journal (New Series), ed- Edgar W. Smith ; Morristown, N.J. : The Baker Street Irregulars, Inc.

The Baker Street Journal Christmas Annual, ed- Edgar W. Smith ; Morristown, N.J. : The Baker Street Irregulars, Inc.

The Sherlock Holmes Journal, ed- Marquess of Donegall ; London : The Sherlock Holmes Society of London ; 3, Deanery Street, London, W.1.

The Baker Street Gasogene, ed- P. A. Ruber, 330 East 79th Street, New York 21, N.Y.

৫. হোমসিয়ান **প্রবন্ধ**

Bigelow, S. Tupper

An Irregular Anglo-American Glossary of More or Less Unfamiliar Words, Terms and Phrases in the Sherlock Holmes Saga; Toronto : Castalotte & Zamba, 1959.

Christ, Jay Finley

An Irregular Guide to Sherlock Holmes of Baker Street; Argus Books (New York) এবং The Pamphlet House (Summit, N.J.), 1947.

Montgomery, James

T.me/Boi_Porichoy

A Study in Pictures: Being a "Trifling Monograph" on the Iconography of Sherlock Holmes; Philadelphia : International Printing Company, 1954.

Officer, Harvey

A Baker Street Song Book; Maplewood, N.J. : The Pamphlet House, 1943.

Petersen, Svend

A Sherlock Holmes Almanac; Washington, D.C. 1956.

Smith, Edgar W.

Appointment in Baker Street; Maplewood, N.J. : The Pamphlet House, 1938; reprinted, complete, in *221B: Studies in Sherlock Holmes.*

Baker Street and Beyond; Maplewood, N.J. : The Pamphlet House, 1940

Baker Street Inventory: Summit, *N. J.* : The Pamphlet House, 1945

("Helene Yuhasova" ছদ্মনামে) *A Lauriston Garden of Verses; Summit,* N.J. : The Pamphlet House, 1946.

Wolff, Julian, M.D.

Practical Handbook of Sherlockian Heraldry; New York : 1955.

The Sherlockian Atlas; New York : 1952.

৬. বইপত্র

ইংরেজি

Ashley, Mike

Adventures in the Strand: Arthur Conan Doyle and the Strand Magazine; The British Library Publishing Division : 2016

Barnes, Alan

Sherlock Holmes on Screen (Updated Edition): The Complete Film and TV History; Titan Books : 2012

Barring-Gould, William S.

The Annotated Sherlock Holmes (2 vol.); Clarckson Potter : 1988

Sherlock Holmes of Baker Street: A Life of the World's First Consulting Detective; Bramhall House, New York : 1962

Blackbeard, Bill

Sherlock Holmes in America; Harry N. Abrams : 1981

Carr, John D

The Life of Sir Arthur Conan Doyle; Da Capo Press; Reprint edition : 2003

T.me/Borno_porichoy

Cawthorne, Nigel

A Brief History of Sherlock Holmes; Constable & Robinson: 2011

Doyle, Arthur Conan and Parke, Simon

Conversations with Arthur Conan Doyle: In His Own Words; White Crow Books Ltd: 2010

Doyle Arthur Conan

Memories and Adventures; Cambridge University Press: 2012

Doyle, Arthur Conan

The Original Illustrated Sherlock; Castle Books; Facsimile Ed edition: 2009

Duncan , Alistair

No Better Place: Arthur Conan Doyle, Windlesham and Communication with the Other Side; MX Publishing: 2015

Haining, Peter

Sherlock Holmes Scrapbook; Crescent: 1987

Klinger, Leslie S and Carre, John Le

The New Annotated Sherlock Holmes (2 vol); W. W. Norton & Company: 2004

The New Annotated Sherlock Holmes- The Novels (1 vol); W. W. Norton & Company: 2005

The Sherlock Holmes Book (Big Ideas Simply Explained; DK Publishing: 2015

Lycett, Andrew

Conan Doyle: The Man Who Created Sherlock Holmes; Orion Publishing Group: 2008

Mayhew, Henry

The London Underworld in the Victorian Period: v. 1: Authentic First-person Accounts by Beggars, Thieves and Prostitutes: Dover Publications Inc.:2005

Pugh, Oliver

Chronology of Arthur Conan Doyle; MX Publishing: 2014

Redmond, Christopher

About Sixty: Why Every Sherlock Holmes Story Is the Best; Wildside Press: 2016

Rodin, Alvin E.

T.me/Borno_porichoy

Medical Casebook of Doctor Arthur Conan Doyle: From Practitioner to Sherlock Holmes and beyond; Krieger Publishing Company : 1984

Sandford, Christopher

Masters of Mystery: The Strange Friendship of Arthur Conan Doyle and Harry Houdini; St. Martin's Griffin : 2013

Sims, Michael

Arthur & Sherlock: Conan Doyle and the Creation of Holmes; Bloomsbury : 2017

Smith, Daniel

The Sherlock Holmes Companion; Castle Books : 2011

Viney, Charles

Sherlock Holmes in London: A Photographic Record of Conan Doyle's Stories; Houghton Mifflin (T) : 1989

জার্মান

Lindenstruth, Gerhard

Arthur Conan Doyle: Eine illustrierte Bibliographie der Verofftentlichungen im Deutschen Sprachraum; Taschenbuch : 1994

বাংলা-

দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ

সাহিত্যের গোয়েন্দা; পরশপাথর : ২০১৩

গোয়েন্দা চরিত: বাংলা সাহিত্যের নয় গোয়েন্দা; প্রতিক্ষণ : ২০১৭

বর্ধন, অদ্রীশ (অনুবাদ), দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ ও পাল, সৌম্যেন (টিকা)

শার্লক হোমস সমগ্র(২ খণ্ড); লালমাটি : ২০১১, ২০১২

সেন, মঞ্জিল

কে এই শার্লক হোমস; *মডার্ন কলাম* : ১৯৮৭

সেন, সুকুমার

ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি; আনন্দ : ১৯৮৮

সেনগুপ্ত, প্রসাদ

আর্থার কোন্যান ডয়েল জীবন ও সাহিত্য; প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ২০০৯

(এ ছাড়া আনন্দমেলা, কিশোর ভারতী, দেশ, নন্দন, সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন অনুবাদ ও প্রবন্ধ)

T.me/Borno_porichoy